তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ০১/২০১৩

অভিযোগকারী ঃ জনাব মোঃ রহিম উল্লাহ্
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
ফেনী ট্যানারী (প্রাঃ) লিমিটেড
পিতা- মৃত মৌলবী এরশাদ উল্লাহ
৩২৫/৪/১, ৭/এ, পশ্চিম ধানমন্ডি
ঝিগাতলা, ঢাকা-১২০৯।

প্রতিপক্ষ ঃ জনাব মোঃ মামুন-আল-রশীদ
উপ-সচিব ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
ঋন ও রুগ্নশিল্প অধিশাখা
ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ
অর্থ মন্ত্রনালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়
ঢাকা।

সিদ্ধান্তপত্র।

(তারিখ ঃ ৩০-০১-২০১৩ ইং)

০১। অভিযোগকারী ১৪-০২-২০১২ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে অর্থ মন্ত্রনালয়ের ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের ঋন ও রুগ্নশিল্প অধিশাখা এর উপ-সচিব ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বেগম সাবিনা ইয়াসমিন বরাবরে নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

- **ব্যাংকের প্রভিশন খাত থেকে ঋণ আদায়, বন্ড ও ভর্তুকী খাতে আদায়কৃত ঋণের পরিমাণ রুগ্নশিল্প/প্রকল্পের পরিশোধিত টাকা যাহা ২০১১-২০১২ সালের অর্থ বাজেটে (বাজেট বক্তৃতা-১৯৩, কপি সংযুক্ত দুই পাতা) ঘোষিত ১৫৮৫ টি রুগ্নশিল্প/প্রকল্পের মূলঋণ অবসায়ন, ব্যাংকের দায় পরিশোধ, সুদ মওকুফ, ভর্তুকী বাবদ ২৫৯০ কোটি টাকার বিরবরণের সত্যায়িত ডকুমেন্ট উল্লিখিত ছকে তথ্য অধিকার আইন ও বিধিমালা- ২০০৯ মোতাবেক সরবরাহ করার জন্য অনুরোধ করেন।**

০২। ২৪-০৫-২০১২ তারিখের ৫৩.০০৩.০১৮.০০.০০.০৪৫.২০১০-৩৬৬ নং স্মারকের মাধ্যমে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বেগম সাবিনা ইয়াসমিন অভিযোগকারীকে যে তথ্য প্রদান করেন তা অসম্পূর্ণ, ভ্রান্ত ও বিভ্রান্তিকর উল্লেখপূর্বক তিনি ০৬-০৯-২০১২ তারিখে অর্থ মন্ত্রনালয়ের ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভগের সচিব ও আপীল কর্তৃপক্ষ বরাবর আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পর আপীল কর্তৃপক্ষ ০৪-১১-২০১২ তারিখের ৫৩.০০৩.০১৮.০০.০০.০১৪. ২০১২-৮০৭ নং স্মারকের মাধ্যমে তথ্য অধিকার আইনের ২৪(৩)(খ) উপ-ধারায় আপীল আবেদন খারিজ করার সিদ্ধান্ত প্রদান করেন। উক্ত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে তিনি ০৫-১২-২০১২ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৩। বিষয়টি কমিশনের ১৪-০১-২০১৩ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ৩০-০১-২০১৩ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৪। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উপস্থিত হয়ে তাদের বক্তব্য উপস্থাপন করেন। অভিযোগকারীর পক্ষে আইনজীবি জনাব আবু আহমদ আখতারুজ্জামান তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট অনুচ্ছেদ-০১ এ উল্লিখিত তথ্য চেয়ে আবেদন করেন। ২৪-০৫-২০১২ তারিখে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বেগম সাবিনা ইয়াসমিন অভিযোগকারীকে যে তথ্য প্রদান করেন, তা অসম্পূর্ণ, ভ্রান্ত ও বিভ্রান্তিকর। এ বিষয়ে প্রতিকার চেয়ে তিনি ০৬-০৯-২০১২ তারিখে অর্থ মন্ত্রনালয়ের ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সচিব ও আপীল কর্তৃপক্ষ বরাবর আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পর আপীল কর্তৃপক্ষ ০৪-১১-২০১২ তারিখে তথ্য অধিকার আইনের ২৪(৩)(খ) উপ-ধারায় আপীল আবেদন খারিজ করার সিদ্ধান্ত প্রদান করেন। উক্ত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে তিনি ০৫-১২-২০১২ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৫। অর্থ মন্ত্রনালয়ের ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের ঋন ও রুগ্নশিল্প অধিশাখা এর উপ-সচিব ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জনাব মোঃ মামুন-আল-রশীদ তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তার বিভাগে অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য না থাকায় তিনি সোনালী ব্যাংক লিঃ হতে সংগৃহীত তথ্য হুবহু অভিযোগকারীকে সরবরাহ করেছেন। এতদ্ব্যতীত অন্য কোন তথ্য ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগে নেই বলে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অবহিত করেন।

(অঃ পৃঃ দ্রঃ)

পর্যালোচনা।

অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার বক্তব্য শ্রবনান্তে এবং দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক অভিযোগকারীকে তার প্রার্থীত তথ্য সোনালী ব্যাংক লিঃ হতে সংগ্রহপূর্বক সরবরাহ করা হয়েছে। এছাড়া তার নিকট অতিরিক্ত আর কোন তথ্য নেই। প্রার্থীত তথ্যের জন্য ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগে আবেদন করার পরিবর্তে সোনালী ব্যাংকের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট আবেদন করা যুক্তিযুক্ত মর্মে প্রতীয়মান হয়।

সিদ্ধান্ত।

নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদানপূর্বক অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো ঃ-

অর্থ মন্ত্রনালয়ের ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের ঋন ও রুগ্নশিল্প অধিশাখায় অভিযোগকারীর প্রার্থীত সম্পূর্ণ তথ্য না থাকায়, অভিযোগকারীকে সোনালী ব্যাংকের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বরাবরে তথ্য প্রাপ্তির আবেদন করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হলো। সোনালী ব্যাংকের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট থেকে তথ্য না পাওয়া গেলে আপীল কর্তৃপক্ষ বরাবরে আপীল আবেদন করার জন্য বলা হলো। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেলে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করার জন্য নির্দেশ দেয়া হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)	**(মোহাম্মদ আবু তাহের)**	**(মোহাম্মদ ফারুক)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ০২/২০১৩

অভিযোগকারী ঃ জনাব চৌধুরী মুহাম্মদ ইসহাক
চেয়ারম্যান/এমডি
এলিট ল্যাম্পস্ লিমিটেড, ১৯/৩, পল্লবী
মিরপুর, ঢাকা-১২১৬।

প্রতিপক্ষ ঃ জনাব হেলাল উদ্দিন আহমেদ
মহাব্যবস্থাপক
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা,
সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, প্রধান কার্যালয়,
৩৫-৪৪, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।

সিদ্ধান্তপত্র।

(তারিখ ঃ ৩০-০১-২০১৩ ইং)

০১। অভিযোগকারী তথ্য কমিশনে দায়েরকৃত অভিযোগ নং ১০/২০১২ ও ৫০/২০১২ এর প্রেক্ষিতে আপীল আবেদনের ৫(৮) নং ক্রমিকে বর্ণিত তথ্যাদির বিষয়ে সিদ্ধান্ত মোতাবেক ২০১২ সালের সরকারের বরাদ্দকৃত ঋণের বিপরীতে রুগ্ন শিল্প এলিট ল্যাম্পস্ লি: এর ঋণের টাকার তথ্য সোনালী ব্যাংক লিঃ তথ্য প্রদান না করে, ২০০5 সালের বরাদ্দের রুগ্ন শিল্পের ভর্তুকীর টাকার হিসাবের তথ্য প্রদান করে, তথ্য কমিশনের উল্লেখিত সিদ্ধান্ত কার্যকরী ও বাস্তবায়ন না করায় পুনরায় সিদ্ধান্তটি আমলে গ্রহণ করে, সোনালী ব্যাংক লিমিটেড এর দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণসহ তথ্য সরবরাহের বিহিতাদেশ প্রদানের জন্য ০৫-১২-২০১২ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

অভিযোগকারী কর্তৃক তথ্য কমিশনে দাখিলকৃত অভিযোগদু'টির সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ তথ্য কমিশনে দায়েরকৃত অভিযোগ নং **১০/২০১২** এ অভিযোগকারী কর্তৃক চাহিত তথ্য নিম্নরূপঃ

- **ব্যাংকের প্রভিশন খাত থেকে ঋণ আদায়, বন্ড ও ভর্তুকী খাতে আদায়কৃত ঋণের পরিমাণ রুগ্নশিল্প/প্রকল্পের পরিশোধিত টাকা যাহা ২০১১-২০১২ সালের অর্থ বাজেটে (বাজেট বক্তৃতা-১৯৩) ঘোষিত ১৫৮৫ টি রুগ্নশিল্প/প্রকল্পের মূল ঋণ অবসায়ন, ব্যাংকের দায় পরিশোধ, সুদ মওকুফ, ভর্তুকী বাবদ ২৫৯০ কোটি টাকার বিরবরণের সত্যায়িত ডকুমন্ট চেয়ে আবেদন করেন।**

কমিশন শুনানীশেষে ০৩-০৫-২০১২ তারিখে সিদ্ধান্ত প্রদান করেন। সিদ্ধান্ত অনুসারে তথ্য প্রদানের নির্দেশনা থাকা সত্ত্বেও সোনালী ব্যাংকের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আপীল আবেদনের ৫(৮) এর বিষয়ে পাবলিক ডকুমেন্ট অডিট রিপোর্ট সরবরাহ করেনি এবং কতিপয় মিথ্যা তথ্য ১০-০৭-২০১২ তারিখে সরবরাহ করা হয়েছে মর্মে অভিযোগকারী অবহিত করেন। প্রাপ্ত তথ্যে অসন্তুষ্ট হয়ে প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের আবেদন জানিয়ে ০২-০৭-২০১২ এবং ১৫-০৭-২০১২ তারিখে তথ্য কমিশনে পুনরায় ০২ (দুই) টি অভিযোগ দায়ের করেন। কমিশন কর্তৃক অভিযোগদ্বয় আমলে নিয়ে অভিযোগ নং **৫০/২০১২** এর প্রেক্ষিতে ১৯-০৯-২০১২ তারিখে শুনানীশেষে নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

০২। ০৫-১২-২০১২ তারিখে তথ্য কমিশনে দাখিলকৃত অভিযোগের বিষয়ে কমিশনের ১৪-০১-২০১৩ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ৩০-০১-২০১৩ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৩। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উপস্থিত হয়ে তাদের বক্তব্য উপস্থাপন করেন। অভিযোগকারী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট অনুচ্ছেদ-০১ এ উল্লিখিত তথ্য চেয়ে আবেদন করেন। কমিশন কর্তৃক প্রদত্ত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা পূর্ণাঙ্গ তথ্য সরবরাহ না করে, অভিযোগকারীকে আংশিক তথ্য সরবরাহ করেছেন। সরবরাহকৃত তথ্য অসম্পূর্ণ বিধায় দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণসহ সম্পূর্ণ তথ্য সরবরাহের বিহিতাদেশ প্রদানের জন্য অভিযোগকারী তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

(অঃ পৃঃ দ্রঃ)

০৪। সোনালী ব্যাংক লিমিটেড এর দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জনাব হেলাল উদ্দিন আহমেদ তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, অভিযোগ ৫০/২০১২ এর সিদ্ধান্ত মোতাবেক অভিযোগকারীকে তথ্য সরবরাহ করা হয়েছে। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, ব্যাংকে সংরক্ষিত তথ্য অভিযোগকারীকে সরবরাহ করা হয়েছে। ব্যাংকে অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য সংক্রান্ত আর কোন অতিরিক্ত তথ্য নেই।

পর্যালোচনা।

অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার বক্তব্য শ্রবনান্তে এবং দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তার কার্যালয়ে সংরক্ষিত তথ্য, অভিযোগকারীকে সরবরাহ করেছেন। ব্যাংকে আর কোনরূপ অতিরিক্ত তথ্য না থাকায়, অভিযোগকারীকে পুনরায় তথ্য সরবরাহ করা সম্ভব হয়নি। এ বিষয়ে তিনি অভিযোগকারীকে লিখিতভাবে জানাবেন মর্মে কমিশনকে অবহিত করায় অভিযোগটি নিষ্পত্তিযোগ্য মর্মে প্রতীয়মান হয়।

সিদ্ধান্ত।

নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদানপূর্বক অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো ঃ-

আগামী ০৭-০২-২০১৩ তারিখ বা তদ্‌পূর্বে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট এ বিষয়ে আর কোনরূপ অতিরিক্ত তথ্য নেই মর্মে লিখিতভাবে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৯ (৩) ধারা অনুসারে অভিযোগকারীকে অবহিত করার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে নির্দেশ দেয়া হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)	**(মোহাম্মদ আবু তাহের)**	**(মোহাম্মদ ফারুক)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

[মিজান]

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ০৩/২০১৩

অভিযোগকারী ঃ জনাব মোহাম্মদ আলী আকবর
পিতা- মরহুম সেকান্দার আলী
বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড এন্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট)
ওয়াইএমসিএ ডেভেলপমেন্ট সেন্টার,
১/১ পাইওনিয়ার রোড, কাকরাইল
ঢাকা-১০০০।

প্রতিপক্ষ ঃ জনাব মীর মোহাম্মদ মোরশেদ
পরিচালক (জনসংযোগ ও প্রকাশনা)
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন্স কোঃ লিঃ (বিটিসিএল)
৩৭/ই, ইস্কাটন গার্ডেন, ঢাকা।

<u>সিদ্ধান্তপত্র</u>।

<u>(তারিখ ঃ ৩০-০১-২০১৩ ইং)</u>

০১। অভিযোগকারী ০২-১০-২০১২ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮ (১) ধারা অনুসারে জনাব মীর মোহাম্মদ মোরশেদ, পরিচালক (জনসংযোগ ও প্রকাশনা) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন্স কোঃ লিঃ (বিটিসিএল), ৩৭/ই, ইস্কাটন গার্ডেন ঢাকা বরাবরে নিম্নলিখিত তথ্য চেয়ে আবেদন করেন-

- **বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড এন্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট) এর টেলিফোন লাইন নং-০২-৮৩১-৭১৮৫ স্থানান্তরের জন্য গত ১৫ ফেব্রুয়ারী ২০০৯ তারিখ সংস্থার সূত্র নং- ব্লাস্ট/ এডমিন/ ৫৩২/০২০৯ এর মাধ্যমে টেলিফোন অফিসের চাহিদা মোতাবেক ডিমান্ড নোটের মূলকপি, দায় মোচন সার্টিফিকেট, ৬ মাসের বিলের কপি এবং ছবিসহ আবেদন করা হয়।**
  পরবর্তিতে ২৬ আগস্ট ২০০৯ তারিখ সংস্থার সূত্র নং- ব্লাস্ট/ এডমিন/ ১৪৮/০৮১৯, ২০ সেপ্টেম্বর, ২০১০ তারিখ সংস্থার সূত্র নং- ব্লাস্ট/ এডমিন/ ২৯৪/০৯১০ এবং ৩০ নভেম্বর, ২০১১ ইং তারিখ সংস্থার সূত্র নং- ব্লাস্ট/ এডমিন/ ৫২২/১১২০১১ এর মাধ্যমে স্থানান্তর প্রক্রিয়ার অগ্রগতির বিষয়ে জানান লিখিত আবেদন করা হয়। অদ্যকাল পর্যন্ত টেলিফোন লাইনটির স্থানান্তর বিষয়ক কোন তথ্য পাওয়া যায়নি। উল্লেখিত টেলিফোন লাইনটি স্থানান্তর বিষয়ক আবেদনের বর্তমান অবস্থা কি?

০২। নির্ধারিত সময়ের মাঝে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অভিযোগকারীকে প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ না করায়, অভিযোগকারী ০৭-১১-২০১২ তারিখে জনাব মোঃ আজিজুল ইসলাম, ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও আপীল কর্তৃপক্ষ, বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন্স কোঃ লিঃ (বিটিসিএল), ৩৭/ই, ইস্কাটন গার্ডেন, ঢাকা বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তিনি ১৭-১২-২০১২ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৩। অভিযোগটির বিষয়ে ১৪-০১-২০১৩ তারিখের কমিশন সভায় আলোচনা করা হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ৩০-০১-২০১৩ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৪। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উপস্থিত হয়ে তাঁদের বক্তব্য উপস্থাপন করেন। অভিযোগকারী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট অনুচ্ছেদ-০১ এ উল্লিখিত তথ্য চেয়ে আবেদন করেন। কিন্তু দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ না করায় বা কোন অপারগতার নোটিশ প্রদান না করায়, অভিযোগকারী আপীল কর্তৃপক্ষ বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন। তবে কমিশনের সমন পাবার পর টেলিফোন লাইনটি স্থানান্তর করা হয়েছে এবং বর্তমানে চলমান রয়েছে। অভিযোগকারী তথ্য অধিকার আইন প্রয়োগ করে টেলিফোন সংযোগ প্রাপ্ত হওয়ায় সন্তোষ প্রকাশ করেছেন এবং এ বিষয়ে তার আর কোন অভিযোগ নেই মর্মে কমিশনকে জানান।

০৫। বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন্স কোঃ লিঃ (বিটিসিএল), ৩৭/ই, ইস্কাটন গার্ডেন, ঢাকা এর পরিচালক (জনসংযোগ ও প্রকাশনা) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জনাব মীর মোহাম্মদ মোরশেদ তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, অভিযোগকারী বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড এন্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট) এর টেলিফোন লাইন নং-০২-৮৩১-৭১৮৫ স্থানান্তরের জন্য যে

আবেদন করেছিলেন, তা প্রয়োজনীয় লোকবল স্বল্পতার কারণে যথাসময়ে স্থানান্তর করা সম্ভব হয়নি।

(অঃ পৃঃ দ্রঃ)

তবে গ্রাহক সংখ্যার তুলনায় লোকবল কম থাকায় আমরা সাধ্যমত সেবা প্রদানের চেষ্টা করে আসছি। ইতোমধ্যে অভিযোগকারীর প্রার্থিত তথ্য সংক্রান্ত সমস্যা সমাধানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। তিনি আরও জানান, বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন্স কোঃ লিঃ (বিটিসিএল) এর প্রতিটি ইউনিটে/বিভাগে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়নি। যদি দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা থাকত, তবে সংশ্লিষ্ট ইউনিট/বিভাগে আবেদন করে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রতিকার পাওয়া অভিযোগকারীর জন্য সহজতর হতো।

পর্যালোচনা।

উভয় পক্ষের বক্তব্য শ্রবনান্তে এবং দাখিলকৃত কাগজপত্র পর্যালোচনান্তে দেখা যায় যে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট অভিযোগকারী যে বিষয়ে তথ্য চেয়েছিলেন, সেই বিষয়ে তিনি ইতোমধ্যে প্রতিকার পেয়েছেন। অভিযোগকারী তথ্য অধিকার আইন প্রয়োগের মাধ্যমে তার সমস্যার সমাধান হওয়ায় সন্তোষ প্রকাশ করেছেন এবং এ বিষয়ে তার আর কোন অভিযোগ নেই বিধায় অভিযোগটি নিষ্পত্তিযোগ্য বলে প্রতীয়মান হয়।

সিদ্ধান্ত।

নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদানপূর্বক অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো ঃ-

১। যেহেতু, অভিযোগকারী তার প্রার্থীত তথ্যের বিষয়ে প্রতিকার পেয়েছেন, যেহেতু, তার সমস্যা সমাধান হওয়ায় সন্তোষ প্রকাশ করেছেন এবং এ বিষয়ে তার আর কোন অভিযোগ নেই মর্মে কমিশনকে অবহিত করেছেন, সেহেতু, অভিযোগটি নিষ্পত্তিকৃত মর্মে গণ্য করা হলো।

২। বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন্স কোঃ লিঃ (বিটিসিএল) এর প্রত্যেকটি বিভাগ/ ইউনিটে পৃথকভাবে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ১০ ধারা অনুসারে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ প্রদান করার জন্য বিটিসিএল কর্তৃপক্ষকে নির্দেশনা দেয়া হলো।

৩। নির্দেশনাটি বাস্তবায়ন/প্রতিপালন করে তথ্য কমিশনকে অবহিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে বলা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)	**(মোহাম্মদ আবু তাহের)**	**(মোহাম্মদ ফারুক)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

[মিজান]

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ০৪/২০১৩

অভিযোগকারী ঃ জনাব আমিনুল ইসলাম
বাড়ী নং-২৪/১, রোড নং-০৪
ব্লক ডি, বনশ্রী, রামপুরা
ঢাকা-১২০৯।

প্রতিপক্ষ ঃ জনাব নাসিমুল বাতেন
হেড অব অপারেশনস্
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
ডেলটা ব্র্যাক হাউজিং ফাইনান্স কর্পোঃ লিঃ
ল্যান্ডমার্ক বিল্ডিং (১০ম তলা)
১২-১৪, উত্তর গুলশান সি/এ, ঢাকা-১২১২।

সিদ্ধান্তপত্র।

(তারিখ ঃ ৩০-০১-২০১৩ ইং)

০১। অভিযোগকারী ১১-১২-২০১২ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ১৩ (১) (ঙ) অনুসারে ডিবিএইচ লিঃ কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন। অভিযোগে তিনি উল্লেখ করেন,

- **বিআরপিডি সার্কুলার নং-২৭/২০১০ এবং সার্কুলার নং-০৭/২০০৪ এর বিষয়ে ডিবিএইচ লিঃ কর্তৃপক্ষ তথ্য কমিশনে মিথ্যা তথ্য প্রদান করেছেন।**

তিনি ০১-০১-২০১৩ তারিখে অনুরূপ আরো একটি অভিযোগ দাখিল করেন। উক্ত অভিযোগে তিনি উল্লেখ করেন,

- **ডিবিএইচ লিঃ কর্তৃপক্ষ বিগত ২৬-১১-২০১২ তারিখের মাননীয় তথ্য কমিশন আদালতের গৃহীত সিদ্ধান্তের অধীনে ১০-১২-২০১২ তারিখের মধ্যে প্রতিশ্রুত "মাসিক ভিত্তিতে স্থায়ী মেয়াদী ঋণের সুদ কর্তন করা যাইবে" মর্মে বাংলাদেশ ব্যাংকের সার্কুলার প্রদান করেনি।**

উল্লেখ্য, ইতোপূর্বে অভিযোগকারীর অভিযোগের প্রেক্ষিতে ২৬-১১-২০১২ তারিখে কেস নং-৭২/২০১২ এর শুনানীশেষে অভিযোগকারীর প্রার্থিত তথ্য প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে নির্দেশনা দিয়ে অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হয়।

০২। অভিযোগকারী কর্তৃক ১১-১২-২০১২ ও ০১-০১-২০১৩ তারিখে তথ্য কমিশনে দাখিলকৃত অভিযোগের বিষয়ে ১৪-০১-২০১৩ তারিখের কমিশন সভায় আলোচনা করা হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ৩০-০১-২০১৩ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৩। কমিশনের সমনের ভিত্তিতে শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উপস্থিত হয়ে তাঁদের বক্তব্য উপস্থাপন করেন। অভিযোগকারী তাঁর বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, বিআরপিডি সার্কুলার নং-২৭/২০১০ এবং সার্কুলার নং-০৭/২০০৪ এর বিষয়ে ডিবিএইচ লিঃ কর্তৃপক্ষ ইচ্ছাকৃত ভুল তথ্য ব্যাখ্যা করতঃ মিথ্যা তথ্য প্রদান করেছেন এবং মাসিক ভিত্তিতে স্থায়ী মেয়াদী ঋণের সুদ কর্তন করা যাবে মর্মে বাংলাদেশ ব্যাংকের সার্কুলার প্রদান করেনি।

০৪। ডিবিএইচ লিঃ এর হেড অব অপারেশনস্ ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জনাব নাসিমুল বাতেন তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, বাংলাদেশ ব্যাংকের বিআরপিডি সার্কুলারটি তফসিলী ব্যাংক এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য এবং DFIM (Department of Financial Institution and Markets) আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। বাংলাদেশ ব্যাংকের ৩০ জুন, ২০০৩ তারিখের এফআইডি সার্কুলার নং-০৩ এর (C) তে গৃহীত ঋণ/আমানত এবং প্রদত্ত লীজ/ঋণের হিসাবায়ন পদ্ধতি বিষয়ে বলা হয়েছে যে, বিভিন্ন শ্রেণীর ঋণ/আমানত/লীজের উপর প্রদেয়/ধার্যকৃত সুদের হিসাবায়ন পদ্ধতিসমূহ, যেমন-(১) সরল বা চক্রবৃদ্ধি হারের প্রয়োগ, (২) সুদ আরোপের ফ্রিকোয়েন্সি (৩) নির্দিষ্ট বা পরিবর্তনশীল সুদের হারের প্রয়োগ ইত্যাদি বিষয়ে আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ নিজেরাই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। তবে সকল ক্ষেত্রে আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ এ বিষয়ে তাদের দ্বারা অনুসৃত নীতি আমানতকারী বা লীজ/ঋণ গ্রহীতাকে লিখিতভাবে অবহিত করবে। সেই সার্কুলার অনুযায়ী ডিবিএইচ লিমিটেড ও জনাব আমিনুল ইসলাম গং এর মধ্যে মাসিক সমান কিস্তিতে পরিশোধযোগ্য ঋণ চুক্তি সম্পাদিত হয়। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আরও বলেন যে, অভিযোগকারী বিষয়টি অবগত হয়ে চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করা সত্ত্বেও, কেন তিনি এ বিষয়ে পরবর্তীতে তথ্য কমিশনে অভিযোগ করছেন, তা ডিবিএইচ কর্তৃপক্ষের বোধগম্য হচ্ছে না।

(অঃ পৃঃ দ্রঃ)

পর্যালোচনা।

উভয় পক্ষের বক্তব্য শ্রবনান্তে এবং দাখিলকৃত কাগজপত্র পর্যালোচনান্তে দেখা যায় যে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট অভিযোগকারী যে বিষয়ে তথ্য চেয়ে আবেদন করেছেন, তা বাংলাদেশ ব্যাংকের নীতি নির্ধারণী বিষয়। বিষয়টি নিষ্পত্তির জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের স্মরণাপন্ন হওয়া বাঞ্চণীয় মর্মে কমিশন মনে করে। এ বিষয়ে তথ্য কমিশনের করণীয় কিছু নেই বিধায় অভিযোগটি নথিজাত করা সমীচীন মর্মে প্রতীয়মান হয়।

সিদ্ধান্ত।

নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদানপূর্বক অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো ঃ-

অভিযোগকারীকে তার প্রার্থীত তথ্যের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বরাবরে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী তথ্য প্রাপ্তির আবেদন করার নির্দেশনা দেয়া হলো। অভিযোগ প্রমানিত না হওয়ায় ডিবিএইচ লিঃ এর দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে অভিযোগ থেকে অব্যাহতি প্রদান করা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)	**(মোহাম্মদ আবু তাহের)**	**(মোহাম্মদ ফারুক)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

[মিজান]

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ০৫/২০১৩

অভিযোগকারী ঃ জনাব মোঃ আব্দুল জব্বার
বীর মুক্তিযোদ্ধা
পিতা-মরহুম জয়নাল আবেদিন
৪৫/১-সি, কল্যাণপুর, রোড নং-১১
ঢাকা-১২০৭।

প্রতিপক্ষ ঃ জনাব মোঃ হুমায়ুন কবির
উপ-উর্ধ্বতন কার্যনির্বাহী
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
ট্রেডিং কর্পোরেশন অফ বাংলাদেশ
কাওরান বাজার, টিসিবি ভবন, ঢাকা।

সিদ্ধান্তপত্র।

(তারিখ ঃ ৩১-০১-২০১৩ ইং)

০১। অভিযোগকারী তার অভিযোগ নং-৮৭/২০১২ এর বরাত দিয়ে ১৩-১২-২০১২ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন। অভিযোগে তিনি উল্লেখ করেন যে, ০২-০৯-২০১২ তারিখের তথ্য প্রাপ্তির আবেদনে তথ্য আইনের আওতায় সেপ্টেম্বর'০২ সালে কর্মচারী ছাঁটাই এর বিষয়ে অনুষ্ঠিত বোর্ড সভার কার্যবিবরণী এবং সেপ্টেম্বর'০২ সালে কর্মরত পরিচালকবৃন্দের নাম সরবরাহ করার অনুরোধ ছিল। টিসিবির দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এই বিষয়ে ঐ সময়ে অনুষ্ঠিত দুইটি বোর্ড সভার কার্য বিবরণীর সত্যায়িত কপি প্রেরণ করেন। কিন্তু সেপ্টেম্বর'০২ সালে কর্মরত পরিচালকবৃন্দের নাম সরবরাহ করেননি এবং এ বিষয়ে কোন তথ্যও উল্লেখ করেননি।

অভিযোগকারী তার দাখিলকৃত অভিযোগপত্রে নিম্নবর্ণিত বিষয়ে প্রতিকার চেয়েছেন-

- **সেপ্টেম্বর,০২ সালে টিসিবিতে কর্মরত পরিচালকবৃন্দের নাম তথ্য আইনের আওতায় সরবরাহ করার নিমিত্তে টিসিবির দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ প্রদানের অনুরোধ জানান।**

ইতোপূর্বে অভিযোগকারীর অভিযোগের প্রেক্ষিতে ২৬-১১-২০১২ তারিখে কেস নং-৮৭/২০১২ এর শুনানীশেষে অভিযোগকারীর প্রার্থিত তথ্য প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে নির্দেশনা দিয়ে অভিযোগটি নিস্পত্তি করা হয়।

০২। অভিযোগকারী কর্তৃক ১৩-১২-২০১২ তারিখে তথ্য কমিশনে দাখিকৃত অভিযোগের বিষয়ে ১৪-০১-২০১৩ তারিখের কমিশন সভায় আলোচনা করা হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ৩১-০১-২০১৩ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৩। কমিশনের সমনের ভিত্তিতে শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উপস্থিত হয়ে তাঁদের বক্তব্য উপস্থাপন করেন। অভিযোগকারী তাঁর বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, ০২-০৯-২০১২ তারিখের তথ্য প্রাপ্তির আবেদনে তথ্য আইনের আওতায় সেপ্টেম্বর'০২ সালে কর্মচারী ছাঁটাই এর বিষয়ে অনুষ্ঠিত বোর্ড সভার কার্যবিবরণী এবং সেপ্টেম্বর'০২ সালে কর্মরত পরিচালকবৃন্দের নাম সরবরাহ করার জন্য অনুরোধ করা হয়েছিল। টিসিবির দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উল্লিখিত সময়ে অনুষ্ঠিত দুইটি বোর্ড সভার কার্য বিবরণীতে নেই বলে সভা দুইটির কার্য বিবরণীর সত্যায়িত কপি প্রেরণ করেন। কিন্তু সেপ্টেম্বর'০২ সালে কর্মরত পরিচালকবৃন্দের নাম সরবরাহ করা হয়নি। এ বিষয়ে কোন তথ্যও উল্লেখ করেননি। তাই তিনি সেপ্টেম্বর,০২ সালে টিসিবিতে কর্মরত পরিচালকবৃন্দের নাম তথ্য আইনের আওতায় সরবরাহ করার নিমিত্তে টিসিবির দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ প্রদানের জন্য কমিশনকে অনুরোধ করেন।

০৪। ট্রেডিং কর্পোরেশন অফ বাংলাদেশ এর উপ-উর্ধ্বতন কার্যনির্বাহী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জনাব মোঃ হুমায়ুন কবির তাঁর বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, অভিযোগকারীকে সেপ্টেম্বর, ২০০২ সালের পর্ষদ সভার কার্যবিবরণী সরবরাহ করা হয়েছে। কার্যবিবরণীতেই পরিচালকবৃন্দের নাম থাকায় আলাদাভাবে পরিচালকবৃন্দের নাম প্রদান করা হয়নি। বিষয়টি অভিযোগকারী বুঝতে সক্ষম হননি। অভিযোগকারী তথ্য মূল্য প্রদান করলে, তাঁকে প্রার্থীত তথ্য সরবরাহের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে ।

(অঃ পৃঃ দ্রঃ)

পর্যালোচনা।

উভয় পক্ষের বক্তব্য শ্রবনান্তে এবং দাখিলকৃত কাগজপত্র পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অভিযোগকারীকে আংশিক তথ্য প্রদান করেছেন। অবশিষ্ট তথ্যাদির মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তথ্য সরবরাহ করার নিশ্চয়তা প্রদান করায় অভিযোগটি নিষ্পত্তিযোগ্য মর্মে প্রতীয়মান হয়।

সিদ্ধান্ত।

নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদানপূর্বক অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো ঃ-

১। তথ্যের মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে সেপ্টেম্বর, ০২ সালে কর্মরত পরিচালকবৃন্দের নামের তালিকা আগামী ০৭-০২-২০১৩ তারিখ বা তদ্‌পূর্বে অভিযোগকারীকে সরবরাহ করার নির্দেশ দেয়া হলো।

২। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা-৯ এবং তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর বিধি-৮ অনুযায়ী সরবরাহকৃত তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থ **১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭** নং কোডে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে নির্দেশ দেয়া হলো।

৩। নির্দেশনাগুলো বাস্তবায়ন/প্রতিপালন করে তথ্য কমিশনকে অবহিত করার জন্য উভয়পক্ষকে বলা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)	**(মোহাম্মদ আবু তাহের)**	**(মোহাম্মদ ফারুক)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

[মিজান]

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ০৬/২০১৩

অভিযোগকারী ঃ বেগম সৈয়দা শারফুন্নেছা
মল্লিকা-১, ইস্কাটন গার্ডেন সরকারী
অফিসার্স কোয়ার্টার
ইস্কাটন গার্ডেন রোড
ঢাকা।

প্রতিপক্ষ ঃ ০১। জনাব মোঃ কামরুজ্জামান
সহকারী প্রশাসক
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
ওয়াক্ফ প্রশাসকের কার্যালয়
৪ নিউ ইস্কাটন গার্ডেন, ঢাকা।

০২। **জনাব মোঃ নুরুল হুদা**
ওয়াক্ফ প্রশাসক
ওয়াক্ফ প্রশাসকের কার্যালয়
৪, নিউ ইস্কাটন গার্ডেন, ঢাকা।

সিদ্ধান্তপত্র।
(তারিখ ঃ ১৫-০৪-২০১৩ ইং)

০১। তথ্য কমিশনে দায়েরকৃত 'অভিযোগ নং ৪৭/২০১২' এর প্রেক্ষিতে ২৬-১১-২০১২ তারিখে তথ্য কমিশনে উভয় পক্ষের উপস্থিতিতে শুনানী অনুষ্ঠিত হয়। শুনানীঅন্তে কমিশনের সিদ্ধান্ত মোতাবেক ০৪-১২-২০১২ তারিখের মধ্যে তথ্য প্রদানের নির্দেশনা থাকা সত্ত্বেও প্রতিপক্ষ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, ওয়াক্ফ প্রশাসকের কার্যালয়-৪, নিউ ইস্কাটন গার্ডেন, ঢাকা নির্ধারিত সময়ে তথ্য প্রদান করেননি। ফলে অভিযোগকারী ২৩-১২-২০১২ তারিখে তথ্য কমিশনে অত্র অভিযোগ দাখিল করেন এবং তথ্য সরবরাহের কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য আবেদন জানান।

০২। বিষয়টি কমিশনের ১৪-০১-২০১৩ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ৩১-০১-২০১৩ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৩। কমিশনের সমনের ভিত্তিতে শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উপস্থিত হয়ে তাদের বক্তব্য উপস্থাপন করেন। মোতওয়াল্লী (তৃতীয় পক্ষ) গরহাজির। অভিযোগকারী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তথ্য কমিশনে দায়েরকৃত 'অভিযোগ নং ৪৭/২০১২' এর প্রেক্ষিতে ২৬-১১-২০১২ তারিখে তথ্য কমিশনে উভয় পক্ষের উপস্থিতিতে শুনানী অনুষ্ঠিত হয়। শুনানীঅন্তে তথ্য কমিশনের সিদ্ধান্ত মোতাবেক তাকে তার প্রার্থীত ১০টি তথ্য হতে নির্ধারিত দু'টি তথ্য প্রদানের নির্দেশনা দেয়া হয়। কিন্তু দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, ওয়াক্ফ প্রশাসকের কার্যালয়, ৪ নিউ ইস্কাটন গার্ডেন, ঢাকা কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রার্থীত তথ্য প্রদান করা হয়নি। তাই তিনি প্রার্থীত তথ্য সরবরাহের কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কমিশনকে অনুরোধ জানান।

০৪। ওয়াক্ফ প্রশাসকের কার্যালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জনাব মোঃ ফকরুল কবির তার বক্তব্যে অবহিত করেন যে, ৪৭/২০১২ নং অভিযোগের প্রেক্ষিতে প্রদত্ত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ২৬-১১-২০১২ তারিখেই অত্র এস্টেটের মোতওয়াল্লী জনাব মোঃ খোরশেদ আলীকে জরুরীভিত্তিতে অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য দু'টি সরবরাহ করার জন্য নির্দেশ দিয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়। এ প্রেক্ষিতে তিনি (মোতওয়াল্লী) ২/৩ বার সময় নিয়েও অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্যাদি সরবরাহ করেননি। অধিকন্তু ১৮-১২-২০১২ তারিখে শেষবারের মতো একই নির্দেশ দিয়ে পত্র প্রেরণ করলে, উক্ত নির্দেশের প্রেক্ষিতে মোতওয়াল্লী তার বিজ্ঞ আইনজীবীর মাধ্যমে ১৭-০১-২০১৩ তারিখে একটি জবাব দাখিল করেন। জবাবে তিনি উল্লেখ করেন যে, অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্যবলী তথ্য অধিকার আইনের ৭(ট) ধারা মতে বিচারাধীন মামলার বিচার্য বিষয়বস্তু (Subjudice) হওয়ায় এ সংক্রান্ত তথ্যাবলী আপাততঃ প্রদান করা সম্ভব নয়।

(অঃ পৃঃ দ্রঃ)

০৫। কমিশন উভয় পক্ষের বক্তব্য শ্রবনান্তে ওয়াক্‌ফ এস্টেটের মোতওয়াল্লী জনাব মোঃ খোরশেদ আলীর পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী জনাব শাহ্‌নেওয়াজ খান কর্তৃক প্রদত্ত জবাব অর্থাৎ প্রার্থীত তথ্যাদি প্রদানের বিষয়টি Subjudice কিনা সে বিষয়ে ওয়াক্‌ফ প্রশাসকের কার্যালয়ের নিজস্ব লিগ্যাল এ্যাডভাইজারের মতামত দাখিলের নির্দেশনা দিয়ে ০৩-০৩-২০১৩ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করা হয়। কমিশনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৬। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারীর পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী জনাব হুমায়ুন কবির শিকদার ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উপস্থিত হয়ে তাদের বক্তব্য উপস্থাপন করেন। কিন্তু মোতওয়াল্লী (তৃতীয় পক্ষ) গরহাজির। অভিযোগকারীর পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী জনাব হুমায়ুন কবির শিকদার তার বক্তব্যে অবহিত করেন যে, অভিযোগকারীর প্রার্থীত দু'টি তথ্য নিম্নরূপ:-

১. **খান সাহেব হাজী এমদাদ আলী ওয়াক্‌ফ এস্টেট এর বৈধ ভাড়াটিয়াগণের ভাড়া রশিদের সত্যায়িত ফটোকপি। (০১-০৬-২০১১ থেকে ০১-০৭-২০১২ পর্যন্ত)**
২. **উক্ত ওয়াক্‌ফ এস্টেটের ভাড়াটিয়াগণের পূর্ণাঙ্গ নাম, ঠিকানা ও টেলিফোন নম্বর।**

অভিযোগ নং ৪৭/২০১২' এর প্রেক্ষিতে ২৬-১১-২০১২ তারিখে তথ্য কমিশনে উভয় পক্ষের উপস্থিতিতে শুনানী অনুষ্ঠিত হয়। শুনানীঅন্তে কমিশনের সিদ্ধান্ত মোতাবেক অভিযোগকারীকে তথ্য দু'টি প্রদানের নির্দেশনা থাকা সত্ত্বেও প্রতিপক্ষ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, ওয়াক্‌ফ প্রশাসকের কার্যালয়-৪, নিউ ইস্কাটন গার্ডেন, ঢাকা কমিশনের নির্দেশনা প্রতিপালন করেননি। তাই অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য সরবরাহের কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য কমিশনকে অনুরোধ করেন।

০৭। ওয়াক্‌ফ প্রশাসকের কার্যালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী জনাব মেজবাহ্‌ উদ্দিন খান তার বক্তব্যে অবহিত করেন যে, ৩১-০১-২০১৩ তারিখের শুনানী শেষে প্রদত্ত সিদ্ধান্ত মোতাবেক ওয়াক্‌ফ প্রশাসকের কার্যালয়ের নিজস্ব লিগ্যাল এ্যাডভাইজারের কাছে এ বিষয়ে মতামত চাওয়া হয়। মতামতে লিগ্যাল এ্যাডভাইজার উল্লেখ করেন যে, অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য বিচারাধীন মামলার বিচার্য বিষয়বস্তু (Subjudice) হওয়ায় তথ্য দু'টি সরবরাহ করা হলে আদালত অবমাননা হবে। সরেজমিনে দেখা যায় যে, অভিযোগকারীর সাথে মোতওয়াল্লীর দু'টি মামলা বিচারাধীন আছে। বিষয়টি নিস্পত্তির জন্য অত্র এস্টেটের মোতওয়াল্লী জনাব মোঃ খোরশেদ আলী যথাযথ সহযোগীতা করেননি। "চলমান মামলার আরজীতে কি কোথাও বলা হয়েছে যে, অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য দু'টি দেয়া যাবে না বা দিলে মামলার ক্ষতি হবে? নিষেধাজ্ঞা থাকলে কতটুকু দেয়া যাবে না? যদি কোন নিষেধাজ্ঞা না থেকে থাকে, তবে তথ্য সরবরাহের বিষয়ে সহযোগীতা না করার দায়ে ওয়াক্‌ফ প্রশাসন কেন মোতওয়াল্লীর বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নিচ্ছে না?" কমিশনের এমন প্রশ্নের জবাবে প্রতিপক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী বলেন যে, ওয়াক্‌ফ অর্ডিনেন্স এর অনুচ্ছেদ ৬১ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রথমত লিগ্যাল নোটিশ করা যাবে। পরবর্তিতে এরই ধারাবাহিকতায় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

০৮। মোতওয়াল্লীর পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী জনাব শাহ্‌নেওয়াজ খান ও ওয়াক্‌ফ প্রশাসকের কার্যালয়ের নিজস্ব লিগ্যাল এ্যাডভাইজার বিষয়টি Subjudice বলে মত দিলে এর পক্ষে সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা উপস্থাপনের জন্য এবং একাধিকবার সমন জারীর পরও মোতওয়াল্লী শুনানীতে হাজির না হওয়ায় তার বিরুদ্ধে ওয়াক্‌ফ অর্ডিনেন্স অনুযায়ী কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে তা অবগত করার জন্য বিশেষ অভিযোগ হিসেবে ১০-০৩-২০১২ তারিখ পরবর্তী শুনানীর দিন ধার্য করা হয়। কমিশনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৯। কমিশনের সমনের ভিত্তিতে শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উপস্থিত হয়ে তাদের বক্তব্য উপস্থাপন করেন। কিন্তু মোতওয়াল্লী (তৃতীয় পক্ষ) গরহাজির। অভিযোগকারী তার বক্তব্যে অবহিত করেন যে, প্রার্থীত তথ্য দু'টি এখনো পাওয়া যায়নি।

১০। ওয়াক্‌ফ প্রশাসকের কার্যালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী জনাব মেজবাহ্‌ উদ্দিন খান তার বক্তব্যে অবহিত করেন যে, ০৩-০৩-২০১৩ তারিখের শুনানী শেষে প্রদত্ত সিদ্ধান্ত মোতাবেক ওয়াক্‌ফ প্রশাসনের লিগ্যাল এ্যডভাইজার ও মোতওয়াল্লীর নিকট 'বিষয়টি কেন Subjudice?' তার সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা প্রদান করার নির্দেশের প্রেক্ষিতে তারা পৃথক পৃথকভাবে ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তাদের প্রেরিত ব্যাখ্যা ট্রাইব্যুনালে উপস্থাপন করা হয়েছে।

১১। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক দাখিলকৃত লিগ্যাল এ্যডভাইজার ও মোতওয়াল্লীর প্রদত্ত ব্যাখ্যা কমিশন কর্তৃক পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে কমিশন এই মত দেন যে, "ওয়াক্‌ফ প্রশাসকের কার্যালয়ের নিজস্ব লিগ্যাল এ্যডভাইজার ও মোতওয়াল্লীর পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী জনাব শাহ্‌নেওয়াজ খান কর্তৃক প্রদত্ত ব্যাখ্যায় কমিশন সন্তুষ্ট নয়। এছাড়া ওয়াক্‌ফ প্রশাসক কর্তৃক পূর্ববর্তী শুনানীর নির্দেশনানুযায়ী মোতওয়াল্লীর বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। তাই বিষয়টি সুষ্ঠু সমাধানের লক্ষ্যে আপীল কর্তৃপক্ষের কি করণীয় বা বক্তব্য আছে তা অবহিত হওয়া একান্ত আবশ্যক।" এ প্রেক্ষিতে ১৫-০৪-২০১৩ তারিখে পরবর্তী শুনানীর দিন ধার্য করা হয়। কমিশনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগকারী, প্রতিপক্ষ ওয়াক্‌ফ প্রশাসকের কার্যালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও আপীল কর্তৃপক্ষের প্রতি সমন জারী করা হয়।

(অঃ পৃঃ দ্রঃ)

১২। কমিশনের সমনের ভিত্তিতে শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী, প্রতিপক্ষ ওয়াক্ফ প্রশাসকের কার্যালয়ের সহকারী প্রশাসক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এবং আপীল কর্তৃপক্ষ ও ওয়াক্ফ প্রশাসক উপস্থিত হয়ে তাদের বক্তব্য উপস্থাপন করেন। অভিযোগকারী তার বক্তব্যে অবহিত করেন যে, তার প্রার্থীত তথ্য দু'টি পাননি এবং মোতওয়াল্লীর বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে, তাও তিনি অবগত নন।

১৩। ওয়াক্ফ প্রশাসকের কার্যালয়ের আপীল কর্তৃপক্ষের পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী জনাব মোঃ আতাউর রহমান তার বক্তব্যে অবহিত করেন যে, সংশ্লিষ্ট ওয়াক্ফ এস্টেটের মোতওয়াল্লীর নিকট থেকে অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য দু'টি সংগ্রহের জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করা সত্ত্বেও সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি। প্রর্থীত তথ্যাবলী সাব-জুডিস বলে অভিহিত করে মোতওয়াল্লী কর্তৃক তথ্য দু'টি সরবরাহ করা হয়নি। কোন আদালত কর্তৃক প্রস্তাবিত তথ্যাদি সরবরাহ করার ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা জারী করা হয়েছে কিনা জানতে চাওয়া হলে, এ ব্যাপারে কোন তথ্য ওয়াক্ফ প্রশাসকের কার্যালয়ে নেই বলে কমিশনকে অবহিত করা হয়। তবে বর্ণিত তথ্যাবলী সরবরাহ না করার কারণে মোতওয়াল্লীর বিরুদ্ধে ১৯৬২ সালের ওয়াক্ফ অধ্যাদেশের ৬১ ধারামতে ফৌজদারী মামলা দায়েরের জন্য সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র আইন উপদেষ্টার নিকট প্রেরণ করা হয়েছে। ওয়াক্ফ প্রশাসকের কার্যালয়ের আইন উপদেষ্টা কর্তৃক ১৬-০৪-২০১৩ তারিখে সংশ্লিষ্ট আদালতে মামলা দায়ের করা হবে মর্মে সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়েছে।

পর্যালোচনা।

অভিযোগকারী ও প্রতিপক্ষের বক্তব্য শ্রবনান্তে এবং দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্যাবলী সাব-জুডিস বলা হলেও কোন আদালত কর্তৃক তা সরবরাহ করার ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা জারী করা হয়েছে কিনা, সে মর্মে কোন তথ্য ওয়াক্ফ প্রশাসকের কার্যালয়ে অথবা ওয়াক্ফ প্রশাসকের কার্যালয়ের লিগ্যাল এ্যাডভাইজার বা মোতওয়াল্লীর প্রদত্ত ব্যাখ্যায় উল্লেখ করা হয়নি। অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্যাবলী তৃতীয় পক্ষ অর্থাৎ এস্টেটের মোতওয়াল্লী জনাব খোরশেদ আলীর কাছে থাকায় এবং বারংবার তথ্য সরবরাহের নির্দেশ দেয়া সত্ত্বেও প্রার্থীত তথ্যাবলী সরবরাহ না করায় ওয়াক্ফ অধ্যাদেশ ১৯৬২ অনুযায়ী মোতওয়াল্লীর বিরুদ্ধে ওয়াক্ফ প্রশাসক গৃহীত পদক্ষেপ সঠিক মর্মে কমিশনের নিকট প্রতিভাত হয়।

সিদ্ধান্ত।

নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদান পূর্বক অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো ঃ-

১. আবেদন অনুযায়ী ১৬-০৪-২০১৩ তারিখের মধ্যে মোতয়াল্লীর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করার জন্য ওয়াক্ফ প্রশাসকের কার্যালয়ের আপীল কর্তৃপক্ষ ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে নির্দেশ দেয়া হলো।
২. মামলার অগ্রগতি বিষয়ে নিয়মিতভাবে কমিশনকে অবহিত করার জন্য ওয়াক্ফ প্রশাসকের কার্যালয়ের আপীল কর্তৃপক্ষ ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে বলা হলো ।
৩. অডিট টিম কর্তৃক অডিট সম্পন্ন করে উক্ত এস্টেটের ভাড়াটিয়াদের নাম, ঠিকানা, মোবাইল নম্বর ও ভাড়াটিয়াদের ভাড়ার রশিদ ০২-০৫-২০১৩ তারিখের মধ্যে অডিট রিপোর্টসহ কমিশনে প্রেরণ করার জন্য ওয়াক্ফ প্রশাসকের কার্যালয়ের আপীল কর্তৃপক্ষ ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে নির্দেশ দেয়া হলো ।
৪. নির্দেশনাটি বাস্তবায়ন/প্রতিপালন করে তথ্য কমিশনকে অবহিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে বলা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)	**(মোহাম্মদ আবু তাহের)**	**(মোহাম্মদ ফারুক)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

[কাজল]

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)

এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা

শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ০৭/২০১৩

অভিযোগকারী ঃ জনাব রিপন চাক্মা
পিতা-সুনীতি চাক্মা
গ্রাম- খবংপড়িয়া
ডাকঘর+উপজেলা-খাগড়াছড়ি
জেলা-খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা।

প্রতিপক্ষ ঃ জনাব জীবন রোয়াজা
নির্বাহী প্রকৌশলী
ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
পার্বত্য জেলা পরিষদ খাগড়াছড়ি
খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা।

সিদ্ধান্তপত্র।

(তারিখ ঃ ১৪-০২-২০১৩ ইং)

০১। অভিযোগকারী ০৮-১১-২০১২ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে পার্বত্য জেলা পরিষদ খাগড়াছড়ি এর নির্বাহী প্রকৌশলী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জনাব জীবন রোয়াজা বরাবরে নিম্নলিখিত তথ্য চেয়ে আবেদন করেন-

১) ২০১১-১২ অর্থবছরে মন্ত্রণালয় থেকে কি পরিমান খাদ্যশস্য পার্বত্য জেলা পরিষদ খাগড়াছড়িতে বরাদ্দ পাওয়া গেছে তার কাগজপত্রের কপি পেতে চাই।

২) এই খাদ্যশস্যের বিপরীতে যেসব প্রকল্প বরাদ্দ দেয়া হয়েছে তাদের বরাদ্দের পরিমানসহ নামের তালিকার কপি পেতে চাই।

০২। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রার্থীত তথ্য না পেয়ে অভিযোগকারী ১২-১২-২০১২ তারিখে পার্বত্য জেলা পরিষদ খাগড়াছড়ি এর চেয়ারম্যান ও আপীল কর্তৃপক্ষ জনাব কুজেন্দ্র লাল ত্রিপুরা বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে, তিনি ০২-০১-২০১৩ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৩। বিষয়টি কমিশনের ১৪-০১-২০১৩ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ৩১-০১-২০১৩ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৪। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী হাজির কিন্তু দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা গরহাজির। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার পক্ষে আইনজীবী জনাব সুপাল চাকমা হাজির। অভিযোগকারী জনাব রিপন চাক্মা তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট অনুচ্ছেদ-০১ এ উল্লিখিত তথ্য চেয়ে আবেদন করেন। তথ্য না পেয়ে তিনি আপীল কর্তৃপক্ষ বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৫। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার পক্ষে আইনজীবী জনাব সুপাল চাকমা তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তথ্য মূল্য দেয়ার জন্য অভিযোগকারীকে পত্র প্রদান করা হয়েছে। তথ্য মূল্য না পাওয়ায় তথ্য সরবরাহ করা সম্ভব হয়নি। অভিযোগকারীর নিকট হতে তথ্য মূল্য পেলে তা সরবরাহ করা হবে।

০৬। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা গরহাজির থাকায় পুনরায় ১৪-০২-২০১২ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার প্রতি সমন জারী করা হয় এবং উল্লিখিত তারিখ ও সময়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে ট্রাইব্যুনালে হাজির করার প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদানের জন্য সচিব, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা ও চেয়ারম্যান, পার্বত্য জেলা পরিষদ খাগড়াছড়ি বরাবরে সমনের অনুলিপি প্রদান করা হয়।

০৭। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা গরহাজির। অভিযোগকারী পত্র প্রেরণপূর্বক জনান যে, তিনি সকল তথ্যাদি পেয়েছেন। তাই তার আর কোন অভিযোগ নেই এবং এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার অনুরোধ করেন। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার পক্ষে আইনজীবী জনাব সুপাল চাকমা অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্যাদি সরবরাহ করেছেন মর্মে কমিশনকে অবহিত করেছেন এবং অভিযোগটি নিস্পত্তি করার জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন।

(অঃ পৃঃ দ্রঃ)

পর্যালোচনা।

অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার পক্ষে আইনজীবীর দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অভিযোগকারীকে তার প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করেছেন। অভিযোগকারী তার প্রার্থীত তথ্য প্রাপ্ত হয়েছেন মর্মে কমিশনকে অবহিত করেছেন। অভিযোগকারী তার প্রার্থীত তথ্য প্রাপ্ত হয়েছেন এবং এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার অনুরোধ জানিয়ে পত্র প্রেরণ করায় অভিযোগটি নিষ্পত্তিযোগ্য মর্মে প্রতীয়মান হয়।

সিদ্ধান্ত।

নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদানপূর্বক অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো ঃ-

যেহেতু, অভিযোগকারী তার প্রার্থীত তথ্যাদি পেয়েছেন মর্মে কমিশনকে অবহিত করেছেন এবং যেহেতু, অভিযোগটি নিষ্পত্তির আবেদন করেছেন, সেহেতু, অভিযোগটি নিষ্পত্তিকৃত বলে গণ্য করা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)	**(মোহাম্মদ আবু তাহের)**	**(মোহাম্মদ ফারুক)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

[মিজান]

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ০৮/২০১৩

অভিযোগকারী ঃ জনাব মোঃ শফিউর রহমান
১/২০, কল্যাণপুর হাউজিং এষ্টেট
কল্যাণপুর, ঢাকা-১২০৭।

প্রতিপক্ষ ঃ জনাব আনিসুজ্জামান তরফদার
সাধারণ সম্পাদক
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
কল্যাণপুর এষ্টেট বহুমুখী
সমবায় সমিতি লিমিটেড
কল্যাণপুর, ঢাকা।

সিদ্ধান্তপত্র।

(তারিখ ঃ ৩১-০১-২০১৩ ইং)

০১। অভিযোগকারী, অভিযোগ নং-৭৬/২০১২ এর প্রেক্ষিতে তথ্য কমিশন প্রদত্ত রায় ও আদেশ মোতাবেক 'কল্যাণপুর এষ্টেট বহুমুখী সমবায় সমিতি লিমিটেড (রেজিঃ নং-২৩৪/৮৪)' এর বিধি লঙ্ঘিত পদ্ধতিতে তথ্য সরবরাহের বিষয়ে প্রতিকার চেয়ে ২৭-১২-২০১২ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন। অভিযোগে তিনি উল্লেখ করেন যে, তথ্য কমিশনের ২৬-১১-২০১২ তারিখে অনুষ্ঠিত শুনানী শেষে সিদ্ধান্ত মোতাবেক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, কল্যাণপুর এষ্টেট বহুমুখী সমবায় সমিতি লিমিটেড, কল্যাণপুর, ঢাকা কর্তৃক সরবরাহকৃত তথ্যসমূহে নিম্নরূপ বিধি লঙ্ঘন ও অসঙ্গতি পরিলক্ষিত হয়ঃ

১) সরবরাহকৃত তথ্যাদি প্রদান পদ্ধতির অন্যতম শর্ত হিসাবে বিধিমালার ৪(৫) বিধি নির্দেশিত প্রত্যয়ন নির্দেশনা অনুসরণ করা হয় নাই বিধায় সরবরাহকৃত তথ্যাদির কোন বিধি সম্মত গ্রহণযোগ্যতা নাই।

২) বাস্তবদৃষ্টে সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, সরবরাহকৃত তথ্যাদির নিম্নাংশে প্রস্তুতকারী, সুপারিশকারী, অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষের অন্তর্লিখনকৃত স্বাক্ষর (Inscribed authoritative signatures) অতি চাতুর্য ও প্রতারনামূলক অভিপ্রায়ে গোপন/আবৃত রাখিয়া ফটোকপি করা হয়েছে। ফলে সরবরাহকৃত তথ্যাদির মৌলিকতা প্রশ্নবিদ্ধ অবস্থায় রহিয়াছে এবং ইহাদের বিন্দুমাত্র দালিলিক মূল্য বা গ্রহণযোগ্যতা নাই।

৩) আইনের ৮(২)(ঈ) ধারায় নির্দেশিত তথ্য সংগ্রহে আগ্রহী পদ্ধতি তার আবেদনে (মূল নথি পরিদর্শন করা, অনুলিপি নেওয়া বা অন্য কোন অনুমোদিত পদ্ধতি) সুস্পষ্ট উল্লেখ থাকিলেও সমিতি কর্তৃপক্ষ তাহা প্রতিপালনে বা চাহিদাকৃত নথি উপস্থাপনে সরাসরি অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন। ফলে চাহিদাকৃত তথ্যাদি চিহ্নিতকরণ ও প্রাপ্তি অসম্পূর্ণ রহিয়া গিয়াছে।

৪) বাস্তবদৃষ্টে প্রতীয়মান হয় যে, আইনের ৬ (২) ধারায় বর্ণিত তথ্য প্রকাশ ও প্রচারের ক্ষেত্রে তথ্য গোপন ও ইহার সহজলভ্যতা সঙ্কুচিত করিবার অভিপ্রায়ে অত্যাবশ্যকীয় তথ্যাদি অপসারণকৃত কেবলমাত্র একটি অস্পূর্ণ নথি উপস্থাপন করা হয়। চাহিদাকৃত তথ্য সংক্রান্ত সংশ্লিষ্ট অন্যান্য নথিসমূহ উপস্থাপনের জন্য অনুরোধ করা হইলে সমিতি কর্তৃপক্ষ তাহা প্রতিপালনে সরাসরি অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন। ফলে সংগৃহীত তথ্যাদি আংশিক এবং অসম্পূর্ণ অবস্থায় রহিয়াছে।

৫) তথ্য কমিশন প্রদত্ত রায় ও আদেশ মোতাবেক চাহিদাকৃত তথ্যাদি বিধি নির্দেশিত পদ্ধতিতে ৭ কার্যদিবস তথা ০৫-১২-২০১২ তারিখের মধ্যে সরবরাহ নির্দেশিত ছিল। সমিতি তে কোন সাপ্তাহিক ছুটি বা কর্মবিরতি দিবস পালিত হয় না বিধায় বাস্তাবে উক্ত তথ্য সরবরাহ সময়কাল ৯ কার্যদিবসে উন্নীত হইয়াছিল। ইহার বিপরীতে ৩০-১১-২০১১ তারিখের এক পত্র মাধ্যমে পূর্ণ ৬ অলস কার্যদিবস অতিক্রান্ত হইবার পর ০২-১১-২০১১ তারিখ সন্ধ্যা ৭-০০ টা হইতে ৭-৩০ মিনিট পর্যন্ত সময়ে সমিতি অফিসে উপস্থিত হইয়া চাহিদাকৃত তথ্য ও কাগজপত্রাদি চিহ্নিত করিবার জন্য অনুরোধ করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় ১২ পূর্ণ কার্যদিবস শেষে ০৮-১২-২০১২ তারিখে অসমাপ্ত/আংশিক তথ্যাদি সরবরাহ করা হয়।

(অঃ পৃঃ দ্রঃ)

তদ্প্রেক্ষিতে-

(ক) বিধি লঙ্ঘিত পদ্ধতিতে সরবরাহকৃত তথ্যাদির কোন দালিলিক মূল্য বা গ্রহণ যোগ্যতা নেই বিধায় প্রতিস্থাপন হিসেবে বিধি অনুস্মৃত পদ্ধতিতে চাহিদাকৃত তথ্যাদি পুণঃ সরবরাহের জন্য সমিতি কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হলো; এবং

(খ) চাহিদাকৃত সত্ত্বেও অস্বীকৃতি জ্ঞাপনকৃত/অসরবরাহকৃত অবশিষ্ট তথ্য সংক্রান্ত সংশ্লিষ্ট অন্যান্য নথিসমূহ উপস্থাপন ও প্রয়োজনীয় তথ্যাদি চিহ্নিতকরণ এবং উক্ত তথ্য সরবরাহের বিষয়ে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য সমিতি কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হলো।

ইতোপূর্বে অভিযোগকারীর অভিযোগের প্রেক্ষিতে ২৬-১১-২০১২ তারিখে কেস নং-৭৬/২০১২ এর শুনানীশেষে অভিযোগকারীর প্রার্থিত তথ্য প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে নির্দেশনা দিয়ে অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হয়।

০২। অভিযোগকারী কর্তৃক ২৭-১২-২০১২ তারিখে তথ্য কমিশনে দাখিলকৃত অভিযোগের বিষয়ে ১৪-০১-২০১৩ তারিখের কমিশন সভায় আলোচনা করা হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ৩১-০১-২০১৩ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৩। কমিশনের সমনের ভিত্তিতে শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উপস্থিত হয়ে তাঁদের বক্তব্য উপস্থাপন করেন। অভিযোগকারী তাঁর বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কর্তৃক তাঁর প্রার্থীতসম্পূর্ণ তথ্য সরবরাহ করা হয়নি এবং সরবরাহকৃত তথ্যে কোন সীলমোহর বা স্বাক্ষরও প্রদান করা হয়নি। তাই তিনি কমিশনের মাধ্যমে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার (আরটিআই) সীল ও স্বাক্ষরযুক্ত সম্পূর্ণ তথ্য পাওয়ার জন্য আবেদন করেছেন।

০৪। কল্যাণপুর এস্টেট বহুমুখী সমবায় সমিতি লিমিটেড, কল্যাণপুর, ঢাকা এর সাধারণ সম্পাদক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জনাব আনিসুজ্জামান তরফদার তাঁর বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, অনিচ্ছাকৃত ভুলের কারণে সরবরাহকৃত তথ্যে সীল ও স্বাক্ষর প্রদান করা হয়নি। অভিযোগকারীর আবেদনানুসারে তাঁর প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করার নিশ্চয়তা প্রদান করেন।

<u>পর্যালোচনা।</u>

উভয় পক্ষের বক্তব্য শ্রবনান্তে এবং দাখিলকৃত কাগজপত্র পর্যালোচনান্তে দেখা যায় যে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অভিযোগকারীকে তার প্রার্থীত সম্পূর্ণ তথ্য সীলমোহর ও স্বাক্ষরসহ সরবরাহ করার নিশ্চয়তা প্রদান করায় অভিযোগটি নিষ্পত্তিযোগ্য মর্মে প্রতীয়মান হয়।

<u>সিদ্ধান্ত।</u>

নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদানপূর্বক অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো ঃ-

৪। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে সীলমোহর ও স্বাক্ষরসহ প্রার্থীত সম্পূর্ণ তথ্য অভিযোগকারীকে সরবরাহ করার নির্দেশ দেয়া হলো।

৫। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা-৯ এবং তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর বিধি-৮ অনুযায়ী সরবরাহকৃত তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থ ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ নং কোডে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে নির্দেশ দেয়া হলো।

৬। নির্দেশনাগুলো বাস্তবায়ন/প্রতিপালন করে তথ্য কমিশনকে অবহিত করার জন্য উভয়পক্ষকে বলা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)	**(মোহাম্মদ আবু তাহের)**	**(মোহাম্মদ ফারুক)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ০৯/২০১৩

অভিযোগকারী ঃ জনাব এম এ হাই
১০/২০, কল্যাণপুর হাউজিং এষ্টেট
কল্যাণপুর, ঢাকা-১২০৭ ।

প্রতিপক্ষ ঃ জনাব আনিসুজ্জামান তরফদার
সাধারণ সম্পাদক
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
কল্যাণপুর এষ্টেট বহুমুখী
সমবায় সমিতি লিমিটেড
কল্যাণপুর, ঢাকা।

সিদ্ধান্তপত্র।

(তারিখ ঃ ৩১-০১-২০১৩ ইং)

০১। অভিযোগকারী, অভিযোগ নং- ৭৭/২০১২ এর প্রেক্ষিতে তথ্য কমিশন প্রদত্ত রায় ও আদেশ মোতাবেক 'কল্যাণপুর এষ্টেট বহুমুখী সমবায় সমিতি লিমিটেড (রেজিঃ নং-২৩৪/৮৪)' এর বিধি লঙ্ঘিত পদ্ধতিতে তথ্য সরবরাহের বিষয়ে প্রতিকার চেয়ে ২৭-১২-২০১২ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন। অভিযোগে তিনি উল্লেখ করেন যে, তথ্য কমিশনের ২৬-১১-২০১২ তারিখে অনুষ্ঠিত শুনানী শেষে সিদ্ধান্ত মোতাবেক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, কল্যাণপুর এষ্টেট বহুমুখী সমবায় সমিতি লিমিটেড, কল্যাণপুর, ঢাকা কর্তৃক সরবরাহকৃত তথ্যসমূহে নিম্নরূপ বিধি লঙ্ঘন ও অসঙ্গতি পরিলক্ষিত হয়ঃ

৬) সরবরাহকৃত তথ্যাদি প্রদান পদ্ধতির অন্যতম শর্ত হিসাবে বিধিমালার ৪(৫) বিধি নির্দেশিত প্রত্যয়ন নির্দেশনা অনুসরণ করা হয় নাই বিধায় সরবরাহকৃত তথ্যাদির কোন বিধি সম্মত গ্রহণযোগ্যতা নাই।

৭) বাস্তবদৃষ্টে সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, সরবরাহকৃত তথ্যাদির নিম্নাংশে প্রস্তুতকারী, সুপারিশকারী, অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষের অন্তর্লিখনকৃত স্বাক্ষর (Inscribed authoritative signatures) অতি চাতুর্য ও প্রতারনামূলক অভিপ্রায়ে গোপন/আবৃত রাখিয়া ফটোকপি করা হয়েছে। ফলে সরবরাহকৃত তথ্যাদির মৌলিকতা প্রশ্নবিদ্ধ অবস্থায় রহিয়াছে এবং ইহাদের বিন্দুমাত্র দালিলিক মূল্য বা গ্রহণযোগ্যতা নাই।

৮) আইনের ৮(২)(ঈ) ধারায় নির্দেশিত তথ্য সংগ্রহে আগ্রহী পদ্ধতি তার আবেদনে (মূল নথি পরিদর্শন করা, অনুলিপি নেওয়া বা অন্য কোন অনুমোদিত পদ্ধতি) সুস্পষ্ট উল্লেখ থাকিলেও সমিতি কর্তৃপক্ষ তাহা প্রতিপালনে বা চাহিদাকৃত নথি উপস্থাপনে সরাসরি অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন। ফলে চাহিদাকৃত তথ্যাদি চিহ্নিতকরণ ও প্রাপ্তি অসম্পূর্ণ রহিয়া গিয়াছে।

৯) বাস্তবদৃষ্টে প্রতীয়মান হয় যে, আইনের ৬ (২) ধারায় বর্ণিত তথ্য প্রকাশ ও প্রচারের ক্ষেত্রে তথ্য গোপন ও ইহার সহজলভ্যতা সঙ্কুচিত করিবার অভিপ্রায়ে অত্যাবশ্যকীয় তথ্যাদি অপসারণকৃত কেবলমাত্র একটি অস্পূর্ণ নথি উপস্থাপন করা হয়। চাহিদাকৃত তথ্য সংক্রান্ত সংশ্লিষ্ট অন্যান্য নথিসমূহ উপস্থাপনের জন্য অনুরোধ করা হইলে সমিতি কর্তৃপক্ষ তাহা প্রতিপালনে সরাসরি অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন। ফলে সংগৃহীত তথ্যাদি আংশিক এবং অসম্পূর্ণ অবস্থায় রহিয়াছে।

১০) তথ্য কমিশন প্রদত্ত রায় ও আদেশ মোতাবেক চাহিদাকৃত তথ্যাদি বিধি নির্দেশিত পদ্ধতিতে ৭ কার্যদিবস তথা ০৫-১২-২০১২ তারিখের মধ্যে সরবরাহ নির্দেশিত ছিল। কিন্তু বাস্তবে ১২ পূর্ণ কার্যদিবস শেষে ০৮-১২-২০১২ তারিখে অসমাপ্ত তথ্যাদি সরবরাহ করা হয়।

তদপ্রেক্ষিতে-

(ক) বিধি লঙ্ঘিত পদ্ধতিতে সরবরাহকৃত তথ্যাদির কোন দালিলিক মূল্য বা গ্রহণ যোগ্যতা নেই বিধায় প্রতিস্থাপন হিসেবে বিধি অনুসৃত পদ্ধতিতে চাহিদাকৃত তথ্যাদি পূণঃ সরবরাহের জন্য সমিতি কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হলো।

(অঃ পৃঃ দ্রঃ)

ইতোপূর্বে অভিযোগকারীর অভিযোগের প্রেক্ষিতে ২৬-১১-২০১২ তারিখে কেস নং-৭৭/২০১২ এর শুনানীশেষে অভিযোগকারীর প্রার্থিত তথ্য প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে নির্দেশনা দিয়ে অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হয়।

০২। অভিযোগকারী কর্তৃক ২৭-১২-২০১২ তারিখে তথ্য কমিশনে দাখিলকৃত অভিযোগের বিষয়ে ১৪-০১-২০১৩ তারিখের কমিশন সভায় আলোচনা করা হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ৩১-০১-২০১৩ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৩। কমিশনের সমনের ভিত্তিতে শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উপস্থিত হয়ে তাঁদের বক্তব্য উপস্থাপন করেন। অভিযোগকারী তাঁর বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কর্তৃক তাঁর প্রার্থীত সম্পূর্ণ তথ্য সরবরাহ করা হয়নি এবং সরবরাহকৃত তথ্যে কোন সীলমোহর বা স্বাক্ষরও প্রদান করা হয়নি। তাই তিনি কমিশনের মাধ্যমে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সীল ও স্বাক্ষরযুক্ত সম্পূর্ণ তথ্য পাওয়ার জন্য আবেদন করেছেন।

০৪। কল্যাণপুর এষ্টেট বহুমুখী সমবায় সমিতি লিমিটেড, কল্যাণপুর, ঢাকা এর সাধারণ সম্পাদক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জনাব আনিসুজ্জামান তরফদার তাঁর বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, অনিচ্ছাকৃত ভুলের কারণে সরবরাহকৃত তথ্যে সীল ও স্বাক্ষর প্রদান করা হয়নি। অভিযোগকারীর আবেদনানুসারে তাঁকে প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করার নিশ্চয়ত প্রদান করেন।

পর্যালোচনা।

উভয় পক্ষের বক্তব্য শ্রবনান্তে এবং দাখিলকৃত কাগজপত্র পর্যালোচনান্তে দেখা যায় যে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অভিযোগকারীকে তার প্রার্থীত সম্পূর্ণ তথ্য সীলমোহর ও স্বাক্ষরসহ সরবরাহ করার নিশ্চয়তা প্রদান করায় অভিযোগটি নিষ্পত্তিযোগ্য মর্মে প্রতীয়মান হয়।

সিদ্ধান্ত।

নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদানপূর্বক অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো ঃ-

৭। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে সীলমোহর ও স্বাক্ষরসহ প্রার্থীত সম্পূর্ণ তথ্য অভিযোগকারীকে সরবরাহ করার নির্দেশ দেয়া হলো।

৮। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা-৯ এবং তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর বিধি-৮ অনুযায়ী সরবরাহকৃত তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থ ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ নং কোডে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে নির্দেশ দেয়া হলো।

৯। নির্দেশনাগুলো বাস্তবায়ন/প্রতিপালন করে তথ্য কমিশনকে অবহিত করার জন্য উভয়পক্ষকে বলা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)	**(মোহাম্মদ আবু তাহের)**	**(মোহাম্মদ ফারুক)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

[মিজান]

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)

এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা

শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ১০/২০১৩

অভিযোগকারী ঃ জনাব ইকবাল হাবিব
বাড়ি-৭০, সড়ক-১১/এ
ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৫।

প্রতিপক্ষ ঃ শেখ আব্দুল মান্নান
সদস্য(পরিকল্পনা)
রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ।

সিদ্ধান্তপত্র।

(তারিখ ঃ ০৩-০৩-২০১৩ ইং)

০১। অভিযোগকারী ০৩-০৯-২০১২ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে শেখ আব্দুল মান্নান, সদস্য (পরিকল্পনা), রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ বরাবরে নিম্নলিখিত তথ্য চেয়ে আবেদন করেন-

১) রাজউকের তালিকায় উল্লিখিত হাউজিং প্রকল্পগুলোর অনুমোদনের জন্য রাজউক বরাবরে দাখিলকৃত আবেদনের কপি (সকল সংযুক্তি সহকারে)।
২) তাদের প্রস্তাবিত মৌজার নাম ও জায়গার পরিমান (প্রকল্প ম্যাপে প্রর্দশন অনুযায়ী এবং ম্যাপের অনুলিপিসহ)।
৩) এসব আবেদনের প্রেক্ষিতে রাজউকের গৃহিত পদক্ষেপ এবং এ সংক্রান্ত বেসরকারী ভূমি উন্নয়ন বিধিমালা, ২০০৪ এর ১৮ ধারার অধীন গঠিত কমিটির বিগত তিন বছরের কার্যবিবরণী।
৪) অনুমোদিত প্রকল্পের নকশা (ম্যাপ-এ প্রর্দশন অনুযায়ী) সংক্রান্ত তথ্য এবং
৫) নথি দেখার অনুমতি।

০২। আবেদনের প্রেক্ষিতে ১৭-১০-২০১২ তারিখের রাজউক/প্রঃশাঃ/৩৩/২৮৭/১৮৭৬ স্থা নং স্মারকের মাধ্যমে অভিযোগকারীকে তথ্য সরবরাহ করা হয়েছে। সরবরাহকৃত তথ্য অসম্পূর্ণ মর্মে উল্লেখ করে অভিযোগকারী ০৩-১২-২০১২ তারিখে চেয়ারম্যান, রাজউক বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তিনি ০৮-০১-২০১৩ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৩। বিষয়টি কমিশনের ১৪-০১-২০১৩ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ৩১-০১-২০১৩ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৪। শুনানীর ধার্য তারিখে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সরকারী কাজে বিদেশে অবস্থান করবেন উল্লেখ করে কমিশনের নিকট সময় প্রার্থনা করেন। কমিশন কর্তৃক সময় মঞ্জুর করে ০৩-০৩-২০১৩ তারিখে পুনরায় শুনানীর দিন ধার্য করে অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৫। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উপস্থিত হয়ে তাদের বক্তব্য উপস্থাপন করেন। অভিযোগকারী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট অনুচ্ছেদ-০১ এ উল্লিখিত তথ্য চেয়ে আবেদন করেন। আবেদনের প্রেক্ষিতে ১৭-১০-২০১২ তারিখের রাজউক/প্রঃশাঃ/৩৩/২৮৭/১৮৭৬ স্থা নং স্মারকের মাধ্যমে তাকে যে তথ্য সরবরাহ করা হয়েছে, তা অসম্পূর্ণ বলে কমিশনকে অবহিত করেন। প্রাপ্ত তথ্যে অসন্তুষ্ট হয়ে তিনি ০৩-১২-২০১২ তারিখে চেয়ারম্যান, রাজউক বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অভিযোগকারীকে ই-মেইল ঠিকানায় তথ্য নেয়ার জন্য বার্তা পাঠানোর বিষয়টি উল্লেখ করলে, তিনি এ সংক্রান্ত কোন ই-মেইল বার্তা পাওয়া যায়নি মর্মে অবহিত করেন।

(অঃ পৃঃ দ্রঃ)

০৬। রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের সদস্য (পরিকল্পনা) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা শেখ আব্দুল মান্নান তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তার নিকট অভিযোগকারীর প্রার্থীত অনুচ্ছেদ-০১ এ উল্লিখিত কোন তথ্য না থাকায় এবং প্রার্থীত তথ্য অস্পষ্ট হওয়ায়, সংশ্লিষ্ট শাখা বরাবরে ১৬-০৯-২০১২ তারিখের রাজউক/প্রঃশাঃ/৩৩/২৮৭/১৬৯৭ স্থা নং স্মারকের মাধ্যমে তথ্য সরবরাহের জন্য পত্র প্রেরণ করেন। অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য হতে যতটুকু বোধগম্য হয়েছে ততটুকু সংশ্লিষ্ট শাখা হতে সংগ্রহপূর্বক ১৭-১০-২০১২ তারিখের রাজউক/প্রঃশাঃ/৩৩/২৮৭/১৮৭৬ স্থা নং স্মারকের মাধ্যমে অভিযোগকারীকে সরবরাহ করা হয়েছে। প্রদত্ত তথ্যে সন্তুষ্ট হতে না পেরে অভিযোগকারী ০৩-১২-২০১২ তারিখে চেয়ারম্যান, রাজউক বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন অনুযায়ী সংগ্রহকৃত তথ্য নেয়ার জন্য তথ্য-মূল্য পরিশোধ করার এবং নথি দেখার জন্য অভিযোগকারীর ই-মেইল ঠিকানায় ২১-০১-২০১৩ তারিখে বার্তা পাঠানো হয়। কিন্তু পরবর্তীতে অভিযোগকারী কর্তৃক কোন প্রকার যোগাযোগ করা হয়নি।

পর্যালোচনা।

অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার বক্তব্য শ্রবনান্তে এবং দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, অভিযোগকারীর তথ্য সংক্রান্ত আবেদন সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট নয় বিধায় দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক যথাযথভাবে অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করা সম্ভব হয়নি। প্রার্থীত তথ্যাদির ১ নং ক্রমিকে উল্লিখিত তথ্যে রাজউকের হাউজিং প্রকল্পের তালিকার সুনির্দিষ্ট নাম এবং ৩ নং ক্রমিকে উল্লিখিত তথ্যে সন-তারিখ সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা সমীচীন ছিল। অভিযোগকারী যথাযথ প্রক্রিয়ায় তথ্য প্রাপ্তির আবেদন করলে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার পক্ষে প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করা সম্ভব হতো বলে প্রতীয়মান হয়।

সিদ্ধান্ত।

নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদানপূর্বক অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো ঃ-

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮ ধারা অনুসারে সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্টভাবে তথ্য প্রাপ্তির আবেদন করার জন্য অভিযোগকারীকে নির্দেশনা দেয়া হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত	**স্বাক্ষরিত**	**স্বাক্ষরিত**
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)	**(মোহাম্মদ আবু তাহের)**	**(মোহাম্মদ ফারুক)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

[কাজল]

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ১১/২০১৩

অভিযোগকারী ঃ জনাব ইকবাল হোসেন ফোরকান
সহ-সভাপতি
বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ ইন্সুরেন্স লিঃ
৮/জি, কনকর্ড গ্রান্ড
১৬৯/১, শান্তি নগর
ঢাকা-১২১৭।

প্রতিপক্ষ ঃ বেগম রিক্তা দত্ত
উপ-নিবন্ধক
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
সমবায় অধিদপ্তর, সমবায় ভবন
এফ-১০/এ-বি, আগারগাঁও
ঢাকা-১২০৭।

<u>সিদ্ধান্তপত্র</u>।

(তারিখ ঃ ৩১-০১-২০১৩ ইং)

০১। অভিযোগকারী ২৫-০৯-২০১২ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮ (১) ধারা অনুসারে সমবায় অধিদপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বরাবরে নিম্নলিখিত তথ্য চেয়ে আবেদন করেন-

- **বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ ইন্সুরেন্স লিঃ এর ২০০৫-২০০৬, ২০০৬-২০০৭, ২০০৭-২০০৮, ২০০৮-২০০৯ ও ২০০৯-২০১০ সনের বার্ষিক অডিট নোট এর সত্যায়িত ফটোকপি আবশ্যক।**
- **নিবন্ধক বরাবরে বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ ইন্সুরেন্স লিঃ এর সভাপতি কর্তৃক প্রেরিত স্মারক নং-বাকোইলি/প্রঃকাঃ/সচিব/২০১১-১৪৩, তারিখ- ২৩-১০-২০১১ পত্রের সত্যায়িত ফটোকপি আবশ্যক।**
- **সভাপতি, বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ ইন্সুরেন্স লিঃ এর বরাবরে সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক প্রেরিত স্মারক নং-৪৭.৬১.০০০০.০২৭.৩৫.০৩১/৯৩.১০৬ ব্য বী, তালিখ-২৬-০৪-২০১২ পত্রের সত্যায়িত ফটোকপি আবশ্যক।**
- **সমবায় সমিতি বিধিমালা, ২০০৪ এর ১৯(২) বিধি মোতাবেক নিবন্ধক বরাবরে প্রেরিত ২৮-০৮-২০১২ ইং তারিখে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ ইন্সুরেন্স লিঃ এর বার্ষিক সাধারন কার্যবিবরণীসহ সভায় উপস্থিত সদস্যদের স্বাক্ষরিত নামের তালিকার ছায়ালিপি এর সত্যায়িত ফটোকপি আবশ্যক।**

০২। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অভিযোগকারীকে প্রার্থীত তথ্য সরবরাহের বিষয়ে অপারগতার নোটিশ প্রদান করেন। এতে সংক্ষুব্ধ হয়ে অভিযোগকারী ২২-১১-২০১২ তারিখে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিব ও আপীল কর্তৃপক্ষ বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তিনি ০৮-০১-২০১৩ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৩। বিষয়টি কমিশনের ১৪-০১-২০১৩ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ৩১-০১-২০১৩ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৪। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উপস্থিত হয়ে তাদের বক্তব্য উপস্থাপন করেন। অভিযোগকারী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট অনুচ্ছেদ-০১ এ উল্লিখিত তথ্য চেয়ে আবেদন করেন। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ না করে অপারগতার নোটিশ প্রদান করেন। এতে অভিযোগকারী সংক্ষুব্ধ হয়ে আপীল কর্তৃপক্ষ বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৫। সমবায় অধিদপ্তরের উপ-নিবন্ধক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বেগম রিক্তা দত্ত তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তার নিকট অনুচ্ছেদ-০১ এ উল্লিখিত কোন তথ্য নেই। প্রার্থীত তথ্যের সাথে তৃতীয় পক্ষ জড়িত থাকায়, তিনি সংশ্লিষ্ট শাখায় এবং বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ ইন্স্যুরেন্স লিঃ বরাবরে অনুচ্ছেদ-০১ এ উল্লিখিত তথ্যের জন্য পত্র প্রেরণ করেন। সংশ্লিষ্ট শাখা হতে প্রেরিত পত্রে উল্লেখ করা হয় যে, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৯(৮) ধারা মোতাবেক তৃতীয় পক্ষের তথা সমিতির (বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ ইন্স্যুরেন্স লিঃ) স্বার্থ জড়িত থাকায় এবং তথ্য প্রদানে বর্ণিত সমিতির পক্ষ থেকে লিখিত আপত্তি থাকায় একই আইনের ৯(৩) ধারা অনুযায়ী কোন তথ্য সরবরাহ করার সুযোগ নেই। তাই তিনি অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য প্রদান করেননি। ট্রাইব্যুনালে উপস্থিত হয়ে, তিনি জানতে পারেন যে, অনুচ্ছেদ-০১ এ উল্লিখিত তথ্য, পাবলিক ডকুমেন্ট। তাই তিনি অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য সংশ্লিষ্ট শাখা হতে সংগ্রহপূর্বক সরবরাহ করার নিশ্চয়তা প্রদান করেন।

(অঃ পৃঃ দ্রঃ)

পর্যালোচনা।

অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার বক্তব্য শ্রবনান্তে এবং দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য পাবলিক ডকুমেন্ট প্রকৃতির। উক্ত তথ্য সরবরাহ করতে আইনগত কোন বাধা নেই। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য সংশ্লিষ্ট শাখা হতে সংগ্রহপূর্বক সরবরাহ করার নিশ্চয়তা প্রদান করায় অভিযোগটি নিষ্পত্তিযোগ্য মর্মে প্রতীয়মান হয়।

সিদ্ধান্ত।

নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদানপূর্বক অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো ঃ-

৪। তথ্যের মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে আগামী ২০-০২-২০১৩ তারিখ বা তদ্‌পূর্বে অভিযোগকারীকে তার প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে নির্দেশ দেয়া হলো।

৫। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা-৯ এবং তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর বিধি-৮ অনুযায়ী সরবরাহকৃত তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থ ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ নং কোডে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে নির্দেশ দেয়া হলো।

৬। নির্দেশনাগুলো বাস্তবায়ন/প্রতিপালন করে তথ্য কমিশনকে অবহিত করার জন্য উভয়পক্ষকে বলা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)	**(মোহাম্মদ আবু তাহের)**	**(মোহাম্মদ ফারুক)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

[মিজান]

তথ্য কমিশন
প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ১২/২০১৩

অভিযোগকারী ঃ জনাব মোঃ আব্দুল বাকী
প্রধান শিক্ষক
শৌলমারী বহুমূখী উচ্চ বিদ্যালয়
পিতা-মোঃ ওমর আলী
গ্রাম-শৌলমারী, ডাক-ডাকালীগঞ্জ
উপজেলা-জলঢাকা, জেলা-নীলফামারী।

প্রতিপক্ষ ঃ মোছাঃ রোকসানা বেগম
জেলা শিক্ষা অফিসার
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
জেলা শিক্ষা অফিস কার্যালয়
নীলফামারী।

সিদ্ধান্তপত্র।

(তারিখ ঃ ০৩-০৩-২০১৩ ইং)

০১। অভিযোগকারী ০৯-১০-২০১২ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে নীলফামারী জেলার জেলা শিক্ষা অফিসার ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মোছাঃ রোকসানা বেগম বরাবরে নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

- **আমি শৌলমারী বহুমূখী উচ্চ বিদ্যালয়ের বৈধ প্রধান শিক্ষক হওয়া সত্বেও আমার প্রধান শিক্ষক পদে স্বাভাবিক কাজকর্ম প্রতিবন্ধকতা হইতে বিজ্ঞ সহকারী জজ, জলঢাকা, নীলফামারী মোকাম আমার দায়েরকৃত অঃ প্রঃ ৩৫/২০১২ মোকদ্দমার নিষেধাজ্ঞার আদেশ অনুসারে আপনি জেলা শিক্ষা অফিসার, নীলফামারী গত জানুয়ারী ২০১২ থেকে মার্চ ২০১২ মাসের শিক্ষক কর্মচারীদের বেতন ভাতা, বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীদের বৃত্তির বিল, আমার সহি স্বাক্ষরে আপনার নিকট উপস্থাপন করি এবং আপনার প্রতি-স্বাক্ষরের মাধ্যমে ব্যাংক হইতে উত্তোলন করা হয়। হঠাৎ করিয়া এপ্রিল/২০১২ইং মাস থেকে আগস্ট ২০১২ইং মাসের বেতন ও উৎসব ভাতায় কি কারনে তৈরীকৃত বিলে আপনি আমার নাম কর্তন করিয়া আমার বিল বন্ধ রাখিতেছেন, তাহার কারন জানাইতে সদয় মর্জি হয়।**

০২। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রার্থীত তথ্য না পেয়ে অভিযোগকারী ১৮-১১-২০১২ তারিখে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা, রংপুর অঞ্চল এর উপ-পরিচালক ও আপীল কর্তৃপক্ষ বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তিনি ১৬-০১-২০১৩ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৩। বিষয়টি কমিশনের ১৩-০২-২০১৩ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ০৩-০৩-২০১৩ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৪। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা গরহাজির। অভিযোগকারী তথ্য কমিশন বরাবরে পত্র প্রেরণপূর্বক জানান যে, তাকে প্রার্থীত তথ্যাদি সরবরাহ করা হয়েছে। তাই এ ব্যাপারে তার আর কোন অভিযোগ নেই এবং অভিযোগটি নিস্পত্তি করার জন্য অনুরোধ করেন। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মোছাঃ রোকসানা বেগম ২৬-০২-২০১৩ তারিখের জেশিঅ/নীল/২১২ নং স্মারকের মাধ্যমে অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্যাদি সরবরাহ করেছেন মর্মে তথ্য কমিশন বরাবরে পত্র প্রেরণ করেছেন। তিনি ব্যক্তিগত হাজিরা থেকে অব্যাহতি এবং অভিযোগটি নিস্পত্তির জন্য কমিশনকে সবিনয় অনুরোধ জানান।

পর্যালোচনা।

অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অভিযোগকারীকে তার প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করেছেন। অভিযোগকারী তার প্রার্থীত সকল তথ্যাদি পেয়েছেন। প্রার্থীত তথ্যাদির বিষয়ে তার আর কোন অভিযোগ নেই মর্মে কমিশনকে অবহিত করায় অভিযোগটি নিস্পত্তিযোগ্য মর্মে প্রতীয়মান হয়।

(অঃ পৃঃ দ্রঃ)

সিদ্ধান্ত।

যেহেতু, অভিযোগকারী তার প্রার্থীত তথ্যাদি পেয়েছেন মর্মে কমিশনকে অবহিত করেছেন এবং যেহেতু, অভিযোগটি নিষ্পত্তির আবেদন করেছেন, সেহেতু, অভিযোগটি নিষ্পত্তিকৃত বলে গণ্য করা হলো। কমিশনে হাজিরা হতে অব্যাহতি প্রদানের বিষয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার আবেদন মঞ্জুর করা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত	**স্বাক্ষরিত**	**স্বাক্ষরিত**
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)	**(মোহাম্মদ আবু তাহের)**	**(মোহাম্মদ ফারুক)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

[কাজল]

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ১৩/২০১৩

অভিযোগকারী ঃ জনাব মোঃ শহীদুল ইসলাম
পিতা- মোঃ আনোয়ার হোসেন
টি, ৪৬/ক, মালগুদাম
ময়মনসিংহ-২২০০।

প্রতিপক্ষ ঃ আবুল ফয়েজ মোঃ আবিদ
অর্থ উপদেষ্টা ও
প্রধান হিসাব অধিকর্তা/পূর্ব এর কার্যালয়
বাংলাদেশ রেলওয়ে
সি আর বি, চট্টগ্রাম।

সিদ্ধান্তপত্র।

(তারিখ ঃ ০৩-০৩-২০১৩ ইং)

০১। অভিযোগকারী ১৪-০৬-২০১২ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে অর্থ উপদেষ্টা ও প্রধান হিসাব অধিকর্তা/পূর্ব এর কার্যালয়, বাংলাদেশ রেলওয়ে, সি আর বি, চট্টগ্রাম বরাবরে নিম্নলিখিত তথ্য চেয়ে আবেদন করেন-

বাংলাদেশ রেলওয়ের অডিটর পদে নিয়োগ সংক্রান্ত তথ্য (২৭-০৪-২০১১ ইং তারিখে দৈনিক ইনডিপেনডেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি অনুসারে)-

ক) **২৭-০৪-২০১১ ইং তারিখে দৈনিক ইনডিপেনডেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত (অর্থ উপদেষ্টা ও প্রধান হিসাব অধিকর্তা/পূর্ব এর কার্যালয়, বাংলাদেশ রেলওয়ে, সি আর বি, চট্টগ্রাম) নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি অনুসারে অডিটর পদে নিয়োগ প্রাপ্ত মাদারীপুর জেলার পোষ্য কোটায় কতজন ছিলেন?**

খ) **মৌখিক পরীক্ষায় আবেদনকারীর মৌখিক পরীক্ষার প্রাপ্ত নম্বর কত ? (আবেদনকারীর নামঃ মোঃ শহীদুল ইসলাম, পদের নামঃ অডিটর, রোল নম্বর- মাদারী-১৩১)**
[বিঃদ্রঃ- ০২-০১-২০১২ ইং তারিখে মৌখিক পরীক্ষা (কেন্দ্র -সম্মেলন কক্ষ, টি.এ ব্রাঞ্চ, পলোগ্রাউন্ড, চট্টগ্রাম) অনুষ্ঠিত হয়।]

গ) **লিখিত ও মৌখিক উভয় পরীক্ষায় আবেদনকারীর প্রাপ্ত নম্বর কত?**

ঘ) **মাদারীপুর জেলার পোষ্য কোটায় নিয়োগ প্রাপ্তদের লিখিত ও মৌখিক উভয় পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বর কত? (অডিটর পদে)**

ঙ) **লিখিত ও মৌখিক উভয় পরীক্ষার আলাদা ট্যাবুলেশন শীট।**

চ) **সংশ্লিষ্ট মৌখিক পরীক্ষার হাজিরা খাতার প্রত্যায়িত অনুলিপি।**

ছ) **কত তারিখে এবং কত জনের অডিটর পদে চূড়ান্ত নিয়োগ সম্পন্ন হয়েছে এবং পোষ্য কোটায় কতজন।**

১৪-০৬-২০১২ তারিখের আবেদনের প্রেক্ষিতে রেলভবন এর জনসংযোগ বিভাগের পরিচালক ০১-১০-২০১২ তারিখের ৫৪.০১.০০০০.০০২.০৪.০০৮.১২ নং-স্মারকের মাধ্যমে আবেদনকারীকে তার প্রার্থীত তথ্য প্রদান করেন। কিন্তু অভিযোগকারী প্রাপ্ত তথ্যে সন্তুষ্ট না হওয়ায় পুনরায় ১০-১০-২০১২ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে অর্থ উপদেষ্টা ও প্রধান হিসাব অধিকর্তা/পূর্ব এর কার্যালয়, বাংলাদেশ রেলওয়ে, সি আর বি, চট্টগ্রাম বরাবরে নিম্নলিখিত তথ্য চেয়ে আবেদন করেন-

বাংলাদেশ রেলওয়ের অডিটর পদে নিয়োগ সংক্রান্ত তথ্য (২৭-০৪-২০১১ ইং তারিখে দৈনিক ইনডিপেনডেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি অনুসারে)-

০১) **২৭-০৪-২০১১ ইং তারিখে দৈনিক ইনডিপেনডেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত (অর্থ উপদেষ্টা ও প্রধান হিসাব অধিকর্তা/পূর্ব এর কার্যালয়, বাংলাদেশ রেলওয়ে, সি আর বি, চট্টগ্রাম) উল্লেখ করা হয় নাই যে, 'পদ সংখ্যা কম হলে /কম হওয়ার কারনে জেলা ভিত্তিক কোন পোষ্য কোটা (সংরক্ষিত) থাকবে না। বিভাগওয়ারী পোষ্য কোটা বিতরণ করা হবে।' শর্তাবলীর ৩ নং এ স্পষ্ট বলা হয়েছে, প্রার্থী বাছাইকালে বিদ্যমান বিধি বিধান অনুসারে সর্বপ্রথম মোট শূণ্য পদে হতে এতিম খানা নিবাসী/শারীরিক প্রতিবন্ধীদের জন্য ১০% এবং ৪০% পদ রেলওয়ে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের পোষ্যদেও জন্য সংরক্ষিত থাকবে, যা জেলা কোটার ভিত্তিতে বন্টন করা হবে। এখন প্রশ্ন হল-**

ক) **২৩-০৯-২০১২ ইং তারিখে আবেদনকারীকে সত্যায়িত যে তথ্য সরবরাহ করা হয় তাতে বলা হয়েছে যে, ------ এমনকি বৃহত্তর জেলায় ও নির্দিষ্ট কোন কোটা ছিল না। বিভাগওয়ারী পোষ্য কোটা বিতরন করা হয়েছে। যেখানে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির শর্তাবলীতে সংরক্ষিত পোষ্য কোটা বন্টন জেলা কোটার ভিত্তিতে স্পষ্ট বলা হয়েছে, সেখানে বিভাগীয় কোটা নিয়মটি আসল কোথা থেকে ?**

খ) **নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির শর্তাবলী ১ (ঠ) -তে বলা হয়েছে বিশেষ কোটায় আবেদন করলেকোটার নাম উল্লেখ পূর্বক প্রামাণিক দলিল সহ আবেদন করাতে হবে। এছাড়া শর্তাবলীর ৪ (ছ) -তে বলা হয়েছে রেল পোষ্যদের জন্য পোষ্য সনদেরস্পষ্ট ইল্লেখ করা হয়েছে- তাই ৪০% সংরক্ষিত পোষ্য কোটায় আবেদন করার পরও কেন ফলাফল (সংরক্ষিত পোষ্য পদ) জেলা কোটায় নির্দিষ্ট থাকবে না?**

(অঃ পৃঃ দ্রঃ)

গ) যেখানে ২৩-০৯-২০১২ ইং তারিখে প্রাপ্ত তথ্যে বলা হয়েছে ৪১ (একচল্লিশ) জনের পরিবর্তে ৬৩ (তেষট্টি) জনকে চূড়ান্ত নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। অতএব, পদসংখ্যা কম বলতে কি বোঝানো হয়েছে ?

ঘ) মাদারীপুর জেলার পোষ্য কোটা কি কখনোই রেলের বিদ্যমান বিধি বিধান অনুসারে জেলা কোটার অন্তর্ভূক্ত নয়? যদি তাই হয় তাহলে কেন নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে (সুস্পষ্ট তথ্য ও প্রত্যায়িত অনুলিপির প্রমান দিতে হবে) উল্লেখ করা হল না? উদাহরন স্বরূপ বিজ্ঞপ্তিতে যেমন চৌদ্দটি জেলার প্রার্থীদের আবেদন করার প্রয়োজন নেই বলে মন্তব্য দেয়া হয়েছিল।

ঙ) লোক সংখ্যা অনুসারে বিভাগওয়ারী পোষ্য কোটা কিভাবে বন্টন করা হয়েছে? এবং লোক সংখ্যা বলতে কি বোঝানো হয়েছে?

০২) ঢাকা বিভাগের কোন কোন জেলায় পোষ্য কোটা নির্দিষ্ট ছিল/ কোন কোন জেলায় ছিল না এবং কোন কোন জেলার প্রার্থীদের জেলা প্রতি কত জনকে পোষ্য কোটায় চূড়ান্ত নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে?

০৩) কোটা ভিত্তিক প্রার্থী সংখ্যা উল্লেখ পূর্বক বৃহত্তর মাদারীপুর জেলায় সর্বমোট কতজন আবেদন করেছিল এবং কতজন লিখিত পরীক্ষায় অংশগ্রহন করেছিল?

০৪) লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার পাশ নম্বর সর্বনিম্ন কত নির্ধারিত ছিল?

০৫) বাংলাদেশ রেলওয়ে নিয়োগ আইনের অনুলিপি।

০৬) নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত ৪১ টি পদের বিপরিতে কিসের ভিত্তিতে ৬৩ জনকে অডিটর পদে চূড়ান্ত নিয়োগ দেয়া হয়েছে (তথ্য প্রমানসহ ব্যাখ্যা) ?

০৭) মৌখিক পরীক্ষায় আবেদনকারীর প্রাপ্ত নম্বর কর্তৃপক্ষের হাতে লেখা খসড়া ট্যাবুলেশন সীটের ফটোকপি (কোন কম্পিউটার প্রিন্ট কপি নয়), অনুরূপভাবে লিখিত পরিক্ষার ট্যাবুলেশন সীট- (খাতা নিরিক্ষাকারী শিক্ষক/শিক্ষিকার নাম, পদবী ও স্বাক্ষরসহ)।

০৮) সংশ্লিষ্ট হাজিরা খাতার সত্যায়িত অনুলিপি, যেখানে কর্তৃপক্ষের নির্দেশে আবেদনকারী/ মৌখিক পরীক্ষার্থীদের সকলে পরবর্তীতে কর্তৃপক্ষের যোগাযোগের জন্য স্বহস্তে লিখিত ব্যাক্তিগত মোবাইল নম্বরসহ হাজিরা স্বাক্ষর দিয়েছিল (আংশিক নয়, সম্পূর্ণ পৃষ্ঠা)।

০৯) ২৩-০৯-২০১২ ইং তারিখে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রাপ্ত তথ্যে আবেদনকারী হাজিরা খাতার যে স্বাক্ষরের অনুলিপি পেয়েছিল সুস্পষ্ট ভাবে তা আবেদনকারীর নিজের নয় বলে সন্দেহাতীত ভাবে প্রতীয়মান হওয়ার পুনরায় নতুন ভাবে পরিস্কার অনুলিপি প্রত্যাশা করছি কোন প্রকার ঘষামাজা/আংশিক/কম্পিউটার স্ক্যান প্রিন্ট ও সংযোজন-বিয়োজন ছাড়া)।

১০) অডিটর পদে নিম্ন লিখিত কোটা অনুযায়ী কোন কোন জেলার সর্বমোট কতজনকে চূড়ান্ত নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে?

ক্রঃ নং	নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত কোটার নাম	কোটা ভিত্তিক নিয়াগপ্রাপ্ত মোট প্রার্থীর সংখ্যা	যে যে জেলার প্রার্থী (জেলা/প্রার্থী সংখ্যা)	মন্তব্য
০১	এতিমখানা নিবাসী/শারীরিক প্রতিবন্ধী			
০২	রেলওয়ে পোষ্য (সংরক্ষিত)			
০৩	মুক্তিযোদ্ধার সন্তান			
০৪	মহিলা			
০৫	উপজাতি			
০৬	আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা সদস্য			
০৭	সাধারণ প্রার্থী			

০২। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রার্থীত তথ্য না পেয়ে অভিযোগকারী ০৭-০১-২০১৩ তারিখে জনাব মোঃ আবু তাহের, মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে ও আপীল কর্তৃপক্ষ, রেল ভবন, ঢাকা বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তিনি ২৯-০১-২০১৩ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৩। অভিযোগটি কমিশনের ১৩-০২-২০১৩ তারিখের সভায় উপস্থাপন করলে অভিযোগের বিষয়ে পর্যালোচনা করা হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ০৩-০৩-২০১৩ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৪। কমিশনের সমনের ভিত্তিতে শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী ও প্রতিপক্ষ উপস্থিত হয়ে তাদের বক্তব্য উপস্থাপন করেন। অভিযোগকারী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী অভিযোগকারী বাংলাদেশ রেলওয়ে চট্টগ্রাম, পূর্ব এর কার্যালয়ের অর্থ উপদেষ্টা ও প্রধান হিসাব অধিকর্তা বরাবরে অনুচ্ছেদ-০১ এ উল্লিখিত তথ্য চেয়ে আবেদন করেন। আবেদনের প্রেক্ষিতে রেলভবন এর জনসংযোগ বিভাগের পরিচালক কর্তৃক ০১-১০-২০১২ তারিখের স্মারক নং-৫৪.০১.০০০০.০০২.০৪.০০৮.১২-এর মাধ্যমে তাকে তথ্য প্রদান করা হয়। প্রদত্ত তথ্যে সন্তুষ্ট না হওয়ায় তিনি ১০-১০-২০১২ তারিখে পুনরায় বাংলাদেশ রেলওয়ে চট্টগ্রাম, পূর্ব এর কার্যালয়ের অর্থ উপদেষ্টা ও প্রধান হিসাব অধিকর্তা বরাবরে অনুচ্ছেদ-০১ এর দ্বিতীয় প্যারায় উল্লিখিত তথ্য চেয়ে আবেদন করেন। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রার্থীত তথ্য না পেয়ে তিনি ০৭-০১-২০১৩ তারিখে বাংলাদেশ রেলওয়ের মহাপরিচালক জনাব মোঃ আবু তাহের বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তিনি ২৯-০১-২০১৩ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

(অঃ পৃঃ দ্রঃ)

০৫। প্রতিপক্ষ তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী তথ্য প্রদানের জন্য তিনি 'দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা' নন। বাংলাদেশ রেলওয়ে চট্টগ্রাম, পূর্ব এর কার্যালয়ের একজন মনোনীত 'দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা' রয়েছেন। অভিযোগকারী তার কাঙ্খিত তথ্যের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বরাবরে আবেদন না করে অর্থ উপদেষ্টা ও প্রধান হিসাব অধিকর্তা বরাবরে আবেদন করেন। তিনি অবহিত করেন যে, অভিযোগকারীর ১৪-০৬-২০১২ তারিখের আবেদনের প্রেক্ষিতে অভিযোগকারীকে তার কাঙ্খিত তথ্য সরবরাহ করা হয়েছে। সরকারী কাজে দেশের বাহিরে থাকায় অভিযোগকারীর ১০-১০-২০১২ তারিখের আবেদনের বিষয়ে কোন পদক্ষেপ নিতে পারেননি। এ বিষয়ে তিনি আরো উল্লেখ করেন যে, অভিযোগকারী তার প্রার্থীত তথ্য পেতে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুসারে যথাযথ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বরাবরে তথ্য প্রাপ্তির আবেদন করলে, তথ্য প্রাপ্তির বিষয়ে তাকে সহযোগীতা করা সহজতর হবে। তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের দায় থেকে তাকে অব্যাহতি প্রদান করার জন্য কমিশনের নিকট আবেদন জানান।

পর্যালোচনা।

অভিযোগকারী ও প্রতিপক্ষের বক্তব্য শ্রবনান্তে এবং দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, অভিযোগকারী তার কাঙ্খিত তথ্যের জন্য বাংলাদেশ রেলওয়ে চট্টগ্রাম, পূর্ব এর কার্যালয়ের **দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা** বরাবরে আবেদন করেননি। **দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা** বরাবরে যথাযথভাবে আবেদন করলে প্রার্থীত তথ্য পাওয়া সহজতর হবে। প্রতিপক্ষ বাংলাদেশ রেলওয়ে চট্টগ্রাম, পূর্ব এর কার্যালয়ের অর্থ উপদেষ্টা ও প্রধান হিসাব অধিকর্তা জনাব আবুল ফয়েজ মোঃ আবিদ সংশ্লিষ্ট দপ্তরের যথাযথ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা না হওয়ায়, তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের দায় থেকে তাকে অব্যাহতি প্রদান করা যেতে পারে ফলে, অভিযোগটি নিষ্পত্তিযোগ্য মর্মে গণ্য করা যায়।

সিদ্ধান্ত।

নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদানপূর্বক অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো ঃ-

১। প্রার্থীত তথ্য পেতে অভিযোগকারীকে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের যথাযথ **দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা** বরাবরে তথ্য প্রাপ্তির আবেদন করার নির্দেশনা দিয়ে অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো।

২। প্রতিপক্ষ বাংলাদেশ রেলওয়ে চট্টগ্রাম, পূর্ব এর কার্যালয়ের অর্থ উপদেষ্টা ও প্রধান হিসাব অধিকর্তা জনাব আবুল ফয়েজ মোঃ আবিদ-কে তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের দায় থেকে তাকে **অব্যাহতি প্রদান করা হলো**।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত	**স্বাক্ষরিত**	**স্বাক্ষরিত**
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)	**(মোহাম্মদ আবু তাহের)**	**(মোহাম্মদ ফারুক)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

[কাজল]

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নংঃ ১৪/২০১৩

অভিযোগকারী ঃ জনাব অমিক চাকমা
পিতা-মৃত মহেশ্বর চাকমা
গ্রাম-খবংপড়িয়া
ডাক+উপজেলা-খাগড়াছড়ি
জেলা-খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা।

প্রতিপক্ষ ঃ জনাব জীবন রোয়াজা
নির্বাহী প্রকৌশলী
ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা(আরটিআই)
পার্বত্য জেলা পরিষদ খাগড়াছড়ি
খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা।

সিদ্ধান্তপত্র।

(তারিখ ঃ ২৯-০৫-২০১৩ ইং)

অভিযোগকারী ০৩-১২-২০১২ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে পার্বত্য জেলা পরিষদ খাগড়াছড়ি এর নির্বাহী প্রকৌশলী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনাব জীবন রোয়াজা বরাবরে রেজিষ্টার্ড ডাক যোগে নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

- **খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদে হস্তান্তরিত প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগে ২য় পর্যায় ২০১১ সালের সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগকৃত প্রার্থীদের লিখিত পরীক্ষার খাতা পত্রসহ মৌখিক পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের কপি ।**

০২। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রার্থীত তথ্য না পেয়ে অভিযোগকারী ০৭-০১-২০১৩ তারিখে পার্বত্য জেলা পরিষদ খাগড়াছড়ি এর চেয়ারম্যান ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) বরাবরে রেজিষ্টার্ড ডাক যোগে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তিনি ৩০-০১-২০১৩ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৩। বিষয়টি কমিশনের ১৩-০২-২০১৩ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ০৩-০৩-২০১৩ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৪। অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কমিশনে সময় চেয়ে আবেদন করেন। কমিশন উভয় পক্ষের সময়ের আবেদন মঞ্জুর করেন। ১৫-০৪-২০১৩ তারিখ পুনরায় শুনানীর দিন ধার্য করে অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার (আরটিআই) প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৫। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী জনাব অমিক চাকমা হাজির। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনাব জীবন রোয়াজা পুনরায় সময়ের আবেদন করে গরহাজির। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী জনাব সুপাল চাকমা ১৪-০৪-২০১৩ তারিখ বিকাল ৫.৪৫ মিনিটে ফ্যাক্সের মাধ্যমে সময় বর্ধিত করার আবেদন করেন। ১৪-০৪-২০১৩ তারিখ সরকারী ছুটি থাকায় কমিশনের নিকট সময় প্রার্থনার বিষয়টি ১৫-০৪-২০১৩ তারিখে শুনানীর সময় পেশ করা হয়। ইতোমধ্যে অভিযোগকারী জনাব অমিক চাকমা কমিশনে হাজির হন। প্রতিপক্ষ হাজির না হওয়ায় তিনি আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ ও হয়রানির শিকার হওয়ায় ক্ষতিপূরণ বাবদ ১,৫০০/=(এক হাজার পাচঁ শত) টাকা প্রার্থনা করেন। বিলম্বে প্রাপ্ত পার্বত্য জেলা পরিষদ খাগড়াছড়ি এর নির্বাহী প্রকৌশলী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনাব জীবন রোয়াজা'র প্রার্থীত সময়ের আবেদন কমিশন কর্তৃক সহৃদয়তার সাথে বিবেচনাপূর্বক তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা ২৫ এর উপধারা ১১(ঊ) অনুযায়ী অভিযোগকারীর আসা-যাওয়া, অবস্থান ও রাহা-খরচ বাবদ ১০০০/= (এক হাজার) টাকা পরিশোধ সাপেক্ষে সময় বর্ধিত করার আবেদন মঞ্জুর করা হয়। ৩০-০৪-২০১৩ তারিখ পুনরায় শুনানীর দিন ধার্য করে অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার (আরটিআই) প্রতি সমন জারী করা হয়।

(অঃ পৃঃ দ্রঃ)

০৬। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী জনাব অমিক চাকমা হাজির এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনাব জীবন রোয়াজার পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী জনাব মোহাম্মদ আব্দুল হালিম ফারুক লিখিত জবাব দাখিলের জন্য সময় চেয়ে আবেদন করেন। কমিশন পূর্বের ন্যায় যাতায়াত, অবস্থান ও রাহা-খরচ বাবদ ১২০০/=(এক হাজার দুই শত) টাকা অভিযোগকারীকে পরিশোধ সাপেক্ষে সময়ের আবেদন মঞ্জুর করেন। ০৯-০৫-২০১৩ তারিখ পুনরায় শুনানীর দিন ধার্য করে অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার (আরটিআই) প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৭। হরতালের কারণে শুনানীর ধার্য তারিখ ০৯-০৫-২০১৩ এর পরিবর্তে ২৯-০৫-২০১৩ তারিখে নির্ধারণ করা হয়। পরবর্তী শুনানীর তারিখ অবহিত করে অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার (আরটিআই) প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৮। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী জনাব অমিক চাকমা হাজির এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনাব জীবন রোয়াজার পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী জনাব মোহাম্মদ আব্দুল হালিম ফারুক হাজির হয়ে তাদের বক্তব্য উপস্থাপন করেন। অভিযোগকারী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তথ্য অধিকার আইন,২০০৯ অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার (আরটিআই) নিকট ০১ নং অনুচ্ছেদে উল্লিখিত তথ্য প্রাপ্তির আবেদন করেন। প্রার্থীত তথ্য না পেয়ে আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৯। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনাব জীবন রোয়াজার পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী জনাব মোহাম্মদ আব্দুল হালিম ফারুক তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, অভিযোগকারী ০৩-১২-২০১২ তারিখে তথ্য প্রাপ্তির আবেদন করেন। ঐ সময়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনাব জীবন রোয়াজা সরকারী কাজে বিদেশে অবস্থান করায় অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করতে পারেননি। তথ্য প্রাপ্তির আবেদনকারী খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদে হস্তান্তরিত প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগে ২য় পর্যায় ২০১১ সালের সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগকৃত প্রার্থীদের লিখিত পরীক্ষার খাতা পত্রসহ মৌখিক পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের কপি চেয়েছেন। বিষয়টি আইনসিদ্ধ নয় বলে জেলা পরিষদ খাগড়াছড়ি মনে করে। কারণ আবেদনকারী নিজে উক্ত পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করেননি। অন্য কোন পরীক্ষার্থীর পরীক্ষার খাতার কপি পেতে বা তা দেখার অধিকার তিনি রাখেন না। পরবর্তীতে এ বিষয় নিয়ে মারাত্মক জটিলতার সৃষ্টি হতে পারে বা সামাজিক শৃঙ্খলায় সংকট দেখা দিতে পারে বলে জেলা পরিষদ খাগড়াছড়ি মনে করে। 'যে কোন পরীক্ষার ফল প্রকাশের পর পরীক্ষার্থীর প্রাপ্ত নম্বর পাবলিক ডকুমেন্ট হিসেবে গণ্য হবে' কমিশনের এমন মন্তব্যের প্রেক্ষিতে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার (আরটিআই) পক্ষে নিয়োজিত বিজ্ঞ আইনজীবী জনাব মোহাম্মদ আব্দুল হালিম ফারুক খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদে হস্তান্তরিত প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগে ২য় পর্যায় ২০১১ সালের সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগকৃত প্রার্থীদের মৌখিক পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের কপি অভিযোগকারীকে সরবরাহ করার নিশ্চয়তা প্রদান করেন। তবে লিখিত পরীক্ষার খাতার কপি সরবরাহ প্রসঙ্গে আইনগত জটিলতা আছে কিনা তা খতিয়ে দেখার জন্য কমিশনকে অনুরোধ করেন।

১০। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার (আরটিআই) পক্ষে নিয়োজিত বিজ্ঞ আইনজীবী জনাব মোহাম্মদ আব্দুল হালিম ফারুক লিখিত জবাবে উল্লেখ করেন যে, অভিযোগকারী জনাব অমিক চাকমা নিজে পরীক্ষার্থী ছিলেন না বিধায় তাঁকে তথ্য সরবরাহ করা হয়নি। শুনানীকালে অভিযোগকারীও এই বক্তব্যে ভিন্নমত প্রকাশ বা বিরোধীতা করেননি।

পর্যালোচনা।

অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার (আরটিআই) বক্তব্য শ্রবনান্তে এবং দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) সরকারী কাজে দেশের বাহিরে অবস্থান করায় যথাসময়ে তথ্য সরবরাহ করা সম্ভব হয়নি। অভিযোগকারী নিজে পরীক্ষার্থী না হওয়ায় তাঁকে খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদে হস্তান্তরিত প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগে ২য় পর্যায় ২০১১ সালের সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগকৃত প্রার্থীদের লিখিত পরীক্ষার খাতা সরবরাহ করা হয়নি। যেহেতু, অভিযোগকারী জনাব অমিক চাকমা নিজে উক্ত নিয়োগ পরীক্ষার প্রার্থী ছিলেন না এবং যেহেতু, আলোচনাকালে তিনি প্রতিপক্ষের বক্তব্যে দ্বিমত পোষন বা বিরোধীতা করেননি, সেহেতু, নিয়োগ পরীক্ষায় নিয়োগকৃত প্রার্থীদের লিখিত পরীক্ষার খাতার কপি তাঁকে সরবরাহ করা সমীচীন হবে না মর্মে প্রতীয়মান হয়। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্যের মধ্যে মৌখিক পরীক্ষার প্রাপ্ত নম্বর সরবরাহ করার নিশ্চয়তা প্রদান করায় অভিযোগটি নিস্পত্তিযোগ্য বলে গণ্য করা যায়।

(অঃ পৃঃ দ্রঃ)

সিদ্ধান্ত।

নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদানপূর্বক অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো ঃ-

১। তথ্যের মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে আগামী ০৬-০৬-২০১৩ তারিখ বা তদ্‌পূর্বে অভিযোগকারীকে তার প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে নির্দেশ দেয়া হলো।

২। যেহেতু, অভিযোগকারী জনাব অমিক চাকমা সংশ্লিষ্ট নিয়োগ পরীক্ষার পরীক্ষার্থী ছিলেন না, সেহেতু, লিখিত পরীক্ষার খাতার কপি তাঁকে সরবরাহ না করার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে নির্দেশনা দেয়া হলো।

৩। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা-৯ এবং তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর বিধি-৮ অনুযায়ী সরবরাহকৃত তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থ **১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭** নং কোডে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আর টি আই) কে নির্দেশ দেয়া হলো।

৪। নির্দেশনাগুলো বাস্তবায়ন/প্রতিপালন করে তথ্য কমিশনকে অবহিত করার জন্য উভয়পক্ষকে বলা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)
তথ্য কমিশনার

স্বাক্ষরিত
(মোহাম্মদ আবু তাহের)
তথ্য কমিশনার

স্বাক্ষরিত
(মোহাম্মদ ফারুক)
প্রধান তথ্য কমিশনার

[কাজল]

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ১৫/২০১৩

অভিযোগকারী ঃ জনাব অমিক চাকমা
পিতা-মৃত মহেশ্বর চাকমা
গ্রাম-খবংপড়িয়া
ডাক+উপজেলা-খাগড়াছড়ি
জেলা-খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা।

প্রতিপক্ষ ঃ জনাব জীবন রোয়াজা
নির্বাহী প্রকৌশলী
ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
পার্বত্য জেলা পরিষদ খাগড়াছড়ি
খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা।

সিদ্ধান্তপত্র।

(তারিখ ঃ ২৯-০৫-২০১৩ ইং)

০১। অভিযোগকারী ০৩-১২-২০১২ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে পার্বত্য জেলা পরিষদ খাগড়াছড়ি এর নির্বাহী প্রকৌশলী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) বরাবরে রেজিষ্টার্ড ডাক যোগে নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

১) ২০১১-১২ অর্থ বছরে মন্ত্রণালয় থেকে কি পরিমান খাদ্যশস্য পার্বত্য জেলা পরিষদ খাগড়াছড়ি-তে বরাদ্দ পাওয়া গেছে তার কাগজপত্রের কপি ।

২) এই খাদ্যশস্যের বিপরীতে যেসব প্রকল্প বরাদ্দ দেয়া হয়েছে তাদের বরাদ্দের পরিমানসহ নামের তালিকার কপি।

০২। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রার্থীত তথ্য না পেয়ে অভিযোগকারী ০৭-০১-২০১৩ তারিখে পার্বত্য জেলা পরিষদ খাগড়াছড়ি এর চেয়ারম্যান ও আপীল কর্তৃপক্ষ জনাব কুজেন্দ্র লাল ত্রিপুরা বরাবরে রেজিষ্টার্ড ডাক যোগে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তিনি ৩০-০১-২০১৩ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৩। বিষয়টি কমিশনের ১৩-০২-২০১৩ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ০৩-০৩-২০১৩ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৪। অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কমিশনে সময় চেয়ে আবেদন করেন। কমিশন উভয় পক্ষের সময়ের আবেদন মঞ্জুর করেন এবং ১৫-০৪-২০১৩ তারিখ পুনরায় শুনানীর দিন ধার্য করে অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৫। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী জনাব অমিক চাকমা হাজির। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনাব জীবন রোয়াজা সময়ের আবেদন করে গরহাজির। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী জনাব সুপাল চাকমা ১৪-০৪-২০১৩ তারিখ বিকাল ৫.৪৫ মিনিটে ফ্যাক্সের মাধ্যমে সময় বর্ধিত করার আবেদন করেন। ১৪-০৪-২০১৩ তারিখ সরকারী ছুটি থাকায় কমিশনে সময় প্রার্থনার বিষয়টি ১৫-০৪-২০১৩ তারিখে শুনানীর সময় পেশ করা হয়। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জনাব জীবন রোয়াজা'র প্রার্থীত সময়ের আবেদন কমিশন কর্তৃক মঞ্জুর করা হয়। ৩০-০৪-২০১৩ তারিখ পুনরায় শুনানীর দিন ধার্য করে অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৬। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী জনাব অমিক চাকমা হাজির এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জনাব জীবন রোয়াজার পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী জনাব মোহাম্মদ আব্দুল হালিম ফারুক লিখিত জবাব দাখিলের জন্য সময় চেয়ে আবেদন করেন। কমিশন সময়ের আবেদন মঞ্জুর করেন এবং ০৯-০৫-২০১৩ তারিখ পুনরায় শুনানীর দিন ধার্য করে অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৭। হরতালের কারনে শুনানীর জন্য ধার্য ০৯-০৫-২০১৩ তারিখ পরিবর্তন করে ২৯-০৫-২০১৩ তারিখ পরবর্তী শুনানীর দিন নির্ধারণ করা হয়। পরবর্তি শুনানীর তারিখ অবহিত করে অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার প্রতি সমন জারী করা হয়।

(অঃ পৃঃ দ্রঃ)

০৮। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী জনাব অমিক চাকমা হাজির এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জনাব জীবন রোয়াজার পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী জনাব মোহাম্মদ আব্দুল হালিম ফারুক হাজির হয়ে তাদের বক্তব্য উপস্থাপন করেন। অভিযোগকারী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট ০১ নং অনুচ্ছেদ-এ উল্লিখিত তথ্য প্রাপ্তির আবেদন করেন। প্রার্থীত তথ্য না পেয়ে আপীল কর্তৃপক্ষ বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৯। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী জনাব মোহাম্মদ আব্দুল হালিম ফারুক তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, অভিযোগকারী ০৩-১২-২০১২ তারিখে তথ্য প্রাপ্তির আবেদন করেন। ঐ সময়ে জনাব জীবন রোয়াজা সরকারী কাজে বিদেশে অবস্থান করায় অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করতে পারেননি। অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য সরবরাহের লক্ষ্যে ২৪-০৪-২০১৩ তারিখে ২৯.২৩৬.০১৬.৩৩. ৬৬.০০১.২০১১-৫০৭৫ নং স্মারকে তথ্য মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে তথ্য সংগ্রহ করার জন্য অভিযোগকারীকে পত্র প্রেরণ করা হয়। কিন্তু অভিযোগকারী তথ্যগুলো সংগ্রহ করেননি। 'অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য সংগৃহীত ও সংরক্ষিত আছে কিনা এবং তা অভিযোগকারীকে সরবরাহ করা যাবে কিনা' কমিশনের এমন প্রশ্নের জবাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী জনাব মোহাম্মদ আব্দুল হালিম ফারুক বলেন যে, অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য সংগৃহীত ও সংরক্ষিত আছে এবং অভিযোগকারীকে তার প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করার নিশ্চয়তা প্রদান করেন।

পর্যালোচনা।

অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার বক্তব্য শ্রবনান্তে এবং দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সরকারী কাজে দেশের বাহিরে অবস্থান করায় যথাসময়ে তথ্য সরবরাহ করা সম্ভব হয়নি। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করার নিশ্চয়তা প্রদান করায় অভিযোগটি নিষ্পত্তিযোগ্য মর্মে প্রতীয়মান হয়।

সিদ্ধান্ত।

নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদানপূর্বক অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো ঃ-

৫। তথ্যের মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে আগামী ০৬-০৬-২০১৩ তারিখ বা তদ্‌পূর্বে অভিযোগকারীকে তার প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে নির্দেশ দেয়া হলো।

৬। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা-৯ এবং তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর বিধি-৮ অনুযায়ী সরবরাহকৃত তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থ ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ নং কোডে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে নির্দেশ দেয়া হলো।

৭। নির্দেশনাগুলো বাস্তবায়ন/প্রতিপালন করে তথ্য কমিশনকে অবহিত করার জন্য উভয়পক্ষকে বলা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত	**স্বাক্ষরিত**	**স্বাক্ষরিত**
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)	**(মোহাম্মদ আবু তাহের)**	**(মোহাম্মদ ফারুক)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

[কাজল]

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ১৬/২০১৩

অভিযোগকারী ঃ জনাব ফরিদ আহমেদ
পিতা-মরহুম মোহাম্মদ ইসমাইল
ফ্লাট-বি-১২, Dom-Inno Invierno
১৭০-১৭১ এলিফ্যান্ট রোড, হাতিরপুল
নিউ মার্কেট, ঢাকা।

প্রতিপক্ষ ঃ জনাব মোঃ হুমায়ুন কবির
পরিচালক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
জাতীয় মানবাধিকার কমিশন
গুলফেশা প্লাজা (১৪ তলা)
৮ শহীদ সেলিনা পারভীন রোড
মগবাজার, ঢাকা-১২১৭।

সিদ্ধান্তপত্র।

(তারিখ ঃ ০৩-০৩-২০১৩ ইং)

০১। অভিযোগকারী ২৯-১১-২০১২ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের পরিচালক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মোঃ হুমায়ুন কবির বরাবরে নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

১) **নিরীহ লিমনের বিষয়টি মানবাধিকার কমিশনের কাছে অভিযোগ আকারে এসেছিল কি? না কি মানবাধিকার কমিশন Sou motu লিমনের বিষয়টি আমলে নিয়েছিল? এ বিষয়ে কমিশনের কি কোন সিদ্ধান্ত আছে? উক্ত সিদ্ধান্ত/সিদ্দান্তসমূহের কপি।**

২) **র‌্যাব কর্তৃক লিমনকে পঙ্গু করে দেয়া; মিথ্যা মামলা দেয়া; তার পরিবারকে মিথ্যা মামলায় জড়ানো ইত্যাদি বিষয়ে মানবাধিকার কমিশন কোন তদন্ত করেছে কিনা? করে থাকলে ঐ তদন্তের ফলাফল কি? মানবাধিকার কমিশন তদন্ত না করলে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে কি তদন্ত করার সুপারিশ করেছিল? উক্ত সুপারিশের ভিক্তিতে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কোন তদন্ত করে রিপোর্ট জমা দিয়েছে কিনা? দিয়ে থাকলে উক্ত তদন্ত প্রতিবেদনের উপর ভিক্তি করে মানবাধিকার কমিশন সংশ্লিষ্ট র‌্যাব/পুলিশ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় বা অন্য কোন ব্যবস্থা নেয়ার কোন সুপারিশ করেছে কিনা। যদি করে থাকে তাহলে, উক্ত সুপারিশ এবং তদন্ত প্রতিবেদনের কপি।**

০২। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রার্থীত তথ্য না পেয়ে অভিযোগকারী ০৪-০১-২০১৩ তারিখে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের সচিব জনাব মোঃ তাজুল ইসলাম চৌধুরী বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তিনি ৩০-০১-২০১৩ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৩। বিষয়টি কমিশনের ১৩-০২-২০১৩ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ০৩-০৩-২০১৩ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৪। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারীর পক্ষে আইনজীবী মোঃ আব্দুল হালিম এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উপস্থিত হয়ে তাদের বক্তব্য উপস্থাপন করেন। অভিযোগকারীর পক্ষে আইনজীবী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তথ্য অধিকার আইন,২০০৯ অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট অনুচ্ছেদ-১ এ উল্লিখিত তথ্য প্রাপ্তির আবেদন করেন। প্রার্থীত তথ্য না পেয়ে আপীল কর্তৃপক্ষ বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৫। জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জনাব মোঃ হুমায়ুন কবির তার বক্তব্যে অবহিত করেন যে, সরকারী কাজে দেশের বাহিরে অবস্থান করায় আবেদনকারীর প্রার্থীত তথ্য যথাসময়ে সরবরাহ করা সম্ভব হয়নি। আবেদনকারীর আপীলের প্রেক্ষিতে আপীল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক শুনানীতে আবেদনকারীকে ডাকা হয়। আবেদনকারী শুনানীকালে অনুপস্থিত থাকায়, আপীল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আপীল আবেদনটি খারিজ করা হয়। পরবর্তীতে তথ্য কমিশন কর্তৃক জারীকৃত সমন প্রাপ্তির পর দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা শুনানীর সময় মৌখিকভাবে অবহিত করেন যে, আবেদনকারীকে প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করা সম্ভব হবে।

(অঃ পৃঃ দ্রঃ)

পর্যালোচনা।

অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার বক্তব্য শ্রবনান্তে এবং দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সরকারী কাজে দেশের বাহিরে অবস্থান করায় যথাসময়ে তথ্য সরবরাহ করা সম্ভব হয়নি। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করার নিশ্চয়তা প্রদান করায় অভিযোগটি নিষ্পত্তিযোগ্য মর্মে প্রতীয়মান হয়।

সিদ্ধান্ত।

নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদানপূর্বক অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো ঃ-

৮। তথ্যের মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে আগামী ১০-০৩-২০১৩ তারিখ বা তদ্‌পূর্বে অভিযোগকারীকে তার প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে নির্দেশ দেয়া হলো।

৯। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা-৯ এবং তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর বিধি-৮ অনুযায়ী সরবরাহকৃত তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থ ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ নং কোডে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে নির্দেশ দেয়া হলো।

১০। নির্দেশনাগুলো বাস্তবায়ন/প্রতিপালন করে তথ্য কমিশনকে অবহিত করার জন্য উভয়পক্ষকে বলা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত	স্বাক্ষরিত	স্বাক্ষরিত
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)	**(মোহাম্মদ আবু তাহের)**	**(মোহাম্মদ ফারুক)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

[কাজল]

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ১৭/২০১৩

অভিযোগকারী ঃ জনাব শেখ রবিউল ইসলাম
পিতা- মৃত শেখ আব্দুর রব
১৩৬/১, পশ্চিম কাফরুল (৫ম তলা)
আগারগাঁও, ঢাকা।

প্রতিপক্ষ ঃ জনাব মোঃ এ, কে, এম ফজলুল হক
সহকারী পরিচালক
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
বিয়াম ফাউন্ডেশন, ৬৩ নিউ ইস্কাটন
ঢাকা।

সিদ্ধান্তপত্র।

(তারিখ ঃ ০৩-০৩-২০১৩ ইং)

০১। অভিযোগকারী তার অভিযোগ নং-৮৯/২০১২ এর বরাত দিয়ে ০৪-০২-২০১৩ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

অভিযোগে তিনি উল্লেখ করেন যে, ৩১-১২-২০১২ ইং তারিখে ৮৯/২০১২ এর শুনানী শেষে মাননীয় কমিশন বেগম নুরুন আক্তার, সহকারী পরিচালক (প্রশিক্ষণ) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, বিয়াম ফাউন্ডেশন, ৬৩ নিউ ইস্কাটন, ঢাকা-কে ৭ জানুয়ারী ২০১৩ এর মধ্যে অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য প্রেরণ করার নির্দেশ দেন। কিন্তু তিনি তথ্য কমিশনের আদেশ অমান্য করেছেন এবং তথ্যগুলো সরবরাহ করেননি।
তাই অভিযোগকারী পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য অনুরোধ করে অত্র অভিযোগটি ০৪-০২-২০১৩ তারিখে তথ্য কমিশনে দাখিল করেন।

০২। বিষয়টি কমিশনের ১৩-০২-২০১৩ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ০৩-০৩-২০১৩ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৩। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উপস্থিত হয়ে তাদের বক্তব্য উপস্থাপন করেন। অভিযোগকারী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, ৮৯/২০১২ নং অভিযোগের সিদ্ধান্ত মোতাবেক ০৭-০১-২০১৩ তারিখের মধ্যে তথ্য প্রদানের নির্দেশনা প্রদান করা হয়। কিন্তু সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তাকে তথ্য সরবরাহ করা হয়নি। সিদ্ধান্ত পত্র হস্তগত হওয়ার পর ২৬-০২-২০১৩ তারিখে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আংশিক তথ্য সরবরাহ করেছেন।

০৪। বিয়াম ফাউন্ডেশনের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জনাব মোঃ এ, কে, এম ফজলুল হক তার বক্তব্যে অবহিত করেন যে, বিয়াম ফাউন্ডেশনের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা পদে তিনি সম্প্রতি যোগদান করেছেন। বিয়াম ফাউন্ডেশনের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা পদে দায়িত্ব গ্রহণের পর আবেদনকারীর প্রার্থীত তথ্যের যতটুকু সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে, তা ২৬-০২-২০১৩ তারিখে আবেদনকারীকে সরবরাহ করা হয়েছে। প্রার্থীত অবশিষ্ট তথ্য সংগ্রহ করার চেষ্টা করা হচ্ছে। অবশিষ্ট তথ্য পাওয়া গেলে অভিযোগকারীকে সরবরাহ করা হবে।

পর্যালোচনা।

অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার বক্তব্য শ্রবনান্তে এবং দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অভিযোগকারীর প্রার্থীত আংশিক তথ্য সরবরাহ করেছেন। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অভিযোগকারীর প্রার্থীত অবশিষ্ট তথ্য সংগ্রহপূর্বক সরবরাহ করার নিশ্চয়তা প্রদান করায় অভিযোগটি নিস্পত্তিযোগ্য মর্মে প্রতীয়মান হয়। অভিযোগকারীও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার প্রস্তাবে একমত পোষণ করেন।

(অঃ পৃঃ দ্রঃ)

সিদ্ধান্ত।

নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদান পূর্বক অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো ঃ-

১। তথ্যের মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে আগামী ১২-০৩-২০১৩ তারিখ বা তদ্‌পূর্বে অভিযোগকারীকে তার প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে নির্দেশনা দেয়া হলো।

২। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা-৯ এবং তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর বিধি-৮ অনুযায়ী সরবরাহকৃত তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থ ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ নং কোডে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে নির্দেশ দেয়া হলো।

৩। নির্দেশনাগুলো বাস্তবায়ন/প্রতিপালন করে তথ্য কমিশনকে অবহিত করার জন্য উভয়পক্ষকে বলা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত	**স্বাক্ষরিত**	**স্বাক্ষরিত**
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)	**(মোহাম্মদ আবু তাহের)**	**(মোহাম্মদ ফারুক)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

[কাজল]

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ১৮/২০১৩

অভিযোগকারী ঃ জনাব রিপন চাক্মা
পিতা-সুনীতি চাক্মা
গ্রাম-খবংপড়িয়া
ডাকঘর+উপজেলা-খাগড়াছড়ি
জেলা-খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা।

প্রতিপক্ষ ঃ জনাব জীবন রোয়াজা
নির্বাহী প্রকৌশলী
ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
পার্বত্য জেলা পরিষদ খাগড়াছড়ি
খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা।

সিদ্ধান্তপত্র।

(তারিখ ঃ ১৫-০৪-২০১৩ ইং)

০১। অভিযোগকারী ১২-১২-২০১২তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে পার্বত্য জেলা পরিষদ খাগড়াছড়ি এর নির্বাহী প্রকৌশলী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জনাব জীবন রোয়াজা বরাবরে রেজিষ্টার্ড ডাক যোগে নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

- **খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদে হস্তান্তরিত প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগে ২য় পর্যায় ২০১১ সালের সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগকৃত প্রার্থীদের লিখিত পরীক্ষার খাতা পত্রসহ মৌখিক পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের কপি ।**

নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রার্থীত তথ্য না পেয়ে অভিযোগকারী ২২-০১-২০১৩ তারিখে পার্বত্য জেলা পরিষদ খাগড়াছড়ি এর চেয়ারম্যান ও আপীল কর্তৃপক্ষ জনাব কুজেন্দ্র লাল ত্রিপুরা বরাবরে রেজিষ্টার্ড ডাক যোগে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তিনি ১৭-০২-২০১৩ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০২। বিষয়টি কমিশনের ১৪-০৩-২০১৩ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ১৫-০৪-২০১৩ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৩। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী গরহাজির এবং সময় মঞ্জুর করার জন্য প্রার্থনা করেননি। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী ১৪-০৪-২০১৩ তারিখে ফ্যাক্সের মাধ্যমে সময় প্রার্থনা করে আবেদন করেন। কমিশন কর্তৃক সময় প্রার্থনা মঞ্জুর করা হয়।

পর্যালোচনা।

অভিযোগকারী গরহাজির থাকায় এবং কমিশনের নিকট সময় প্রার্থনা না করায় অভিযোগকারীর তথ্যের প্রয়োজনীয়তা নেই মর্মে প্রতীয়মান হয়।

সিদ্ধান্ত।

যেহেতু, অভিযোগকারী গরহাজির, এবং যেহেতু, তিনি সময় বর্ধিত করার বিষয়ে কোন আবেদন করেননি, সেহেতু, অভিযোগটি খারিজপূর্বক নিষ্পত্তি করা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)	**(মোহাম্মদ আবু তাহের)**	**(মোহাম্মদ ফারুক)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

[কাজল]

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ১৯/২০১৩

অভিযোগকারী ঃ জনাব মোঃ ফোরকান
পিতা-মোঃ সালেক মিয়া
বাদশা প্লাজা, লেভেল-৩, ২০ লিংক রোড
বাংলা মোটর মোর, ঢাকা-১০০০।

প্রতিপক্ষ ঃ ০১। জনাব মোঃ হুমায়ুন কবির
পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)
ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আর টি আই)
জাতীয় মানবাধিকার কমিশন
গুলফেশা প্লাজা (১৪ তলা)
৮ শহীদ সেলিনা পারভীন রোড
মগবাজার, ঢাকা-১২১৭।

০২। জনাব মোঃ তাজুল ইসলাম চৌধুরী
সচিব ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আর টি আই)
জাতীয় মানবাধিকার কমিশন
গুলফেশা প্লাজা (১৪ তলা)
৮ শহীদ সেলিনা পারভীন রোড
ঢাকা-১২১৭।

সিদ্ধান্তপত্র।

(তারিখ ঃ ২৯-০৫-২০১৩ ইং)

০১। অভিযোগকারী ২৯-১১-২০১২ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে জনাব মোঃ হুমায়ুন কবির, পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আর টি আই), জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, গুলফেশা প্লাজা (১৪ তলা), ৮ শহীদ সেলিনা পারভীন রোড, মগবাজার, ঢাকা-১২১৭ বরাবরে নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

৩) জাতীয় মানবাধিকার আইন, ২০০৯ এর অধীনে কমিশনের দায়িত্ব একটি বিধিমালা তৈরী করা যেখানে কমিশনের অভিযোগ গ্রহণ, অভিযোগ নিষ্পত্তি ইত্যাদি বিস্তারিত নিয়মাবলী থাকবে। এ ধরনের বিধিমালা কমিশন তৈরী করেছে কি না। করে থাকলে একটি কপি দিবেন।

৪) কমিশন মানবাধিকার লঙ্ঘনের তদন্ত কিভাবে করে ? অর্থাৎ কমিশনের এ বিষয়ে modus operendi কি ? তদন্তে কে কে উপস্থিত থাকেন ? অভিযোগকারীর পক্ষে কি কাউকে তদন্ত পরিচালনায় থাকতে দেয়া হয় ? তদন্ত প্রতিবেদনে কে স্বাক্ষর করেন ? ২০১০, ২০১১, এবং ২০১২ সালে কতটি অভিযোগে কমিশন তদন্ত পরিচালনা করে ? কতটিতে কমিশন মানবাধিকার লঙ্ঘনের সত্যতা খুঁজে পেয়েছে ? ২০১১ এবং ২০১২ সালের তদন্ত রিপোর্টের কপি আমার প্রয়োজন ।

৫) তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী আবেদনের প্রেক্ষিতে মানবাধিকার কমিশন এযাবৎ কোন তথ্য দিয়েছে কি না ? কোন আবেদন জমা পড়েছিল কি না ? ২০১২ সালে কতটি আবেদনের তথ্য প্রদান করা হয়েছে ?

৬) তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী কত তারিখে মানবাধিকার কমিশন তথ্য প্রদান কারী কর্মকর্তা এবং আপীল কর্তৃপক্ষের নিয়োগ দেয় এবং তথ্য কমিশনকে অবহিত করে ? উক্ত নিয়োগ পত্রের কপি আমার প্রয়োজন।

০২। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রার্থীত তথ্য না পেয়ে অভিযোগকারী ০৩-০১-২০১৩ তারিখে আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) ও জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের সচিব জনাব মোঃ তাজুল ইসলাম চৌধুরী বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পর দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আর টি আই) কর্তৃক অভিযোগকারীকে ২৭-০১-২০১৩ তারিখে, জামাক/তথ্যপ্রঃ/২১৩/১২/৪০৯ নং স্মারকমূলে তথ্য প্রদান করা হয়। প্রদত্ত তথ্যে অসন্তুষ্ট হয়ে অভিযোগকারী ১৯-০২-২০১৩ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

(অঃ পৃঃ দ্রঃ)

০৩। বিষয়টি কমিশনের ১৪-০৩-২০১৩ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ১৫-০৪-২০১৩ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৪। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী, তার পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী জনাব মোঃ আব্দুল হালিম ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আর টি আই) হাজির। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) তথ্য প্রাপ্তির কোন আবেদন না পাওয়ায় যথাসময়ে তথ্য প্রদান করা সম্ভব হয়নি মর্মে জানান। পরবর্তীতে আপীল শুনানীর পর তথ্য প্রদান করা হয়। অভিযোগকারী প্রাপ্ত তথ্যে সন্তুষ্ট না হওয়ায় অভিযোগকারীকে তার যাচিত তথ্য প্রদানের বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য ৩০-০৪-২০১৩ তারিখ পরবর্তী শুনানীর দিন ধার্য করে অভিযোগকারী, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আর টি আই) ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আর টি আই) এর প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৫। ধার্য তারিখে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আর টি আই) সময় চেয়ে আবেদন করেন। কমিশন সময় মঞ্জুর করেন এবং ২৯-০৫-২০১৩ তারিখ পুনরায় শুনানীর দিন ধার্য করে অভিযোগকারী, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আর টি আই) ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আর টি আই) এর প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৬। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারীর পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী জনাব মোঃ আব্দুল হালিম, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) হাজির। অভিযোগকারী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তথ্য অধিকার আইন,২০০৯ অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আর টি আই) এর নিকট ০১ নং অনুচ্ছেদে উল্লিখিত তথ্য প্রাপ্তির আবেদন করেন। প্রার্থীত তথ্য না পেয়ে আপীল কর্তৃপক্ষ বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল শুনানীর পর তথ্য প্রদান করা হয়। তিনি প্রাপ্ত তথ্যে সন্তুষ্ট না হওয়ায় তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করেন। তিনি বলেন, মানবাধিকার কমিশন কর্তৃক প্রদত্ত তথ্য আংশিক ও অসম্পূর্ণ। তিনি এ বিষয়ে তথ্য কমিশনের বিহিতাদেশ প্রার্থনা করেন।

০৭। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আর টি আই) তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তিনি অভিযোগকারী কর্তৃক কোন তথ্য প্রাপ্তির আবেদন না পাওয়ায় যথাসময়ে তথ্য প্রদান করতে পারেননি। পরবর্তীতে আপীল শুনানীর পর অভিযোগকারীর তথ্য প্রাপ্তির আবেদনের বিষয়টি অবগত হয়ে অভিযোগকারীকে তার প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করেন। কিন্তু প্রদত্ত তথ্যে অভিযোগকারী সন্তুষ্ট না হওয়ায় তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করেছেন। শুনানীকালে কমিশনের প্রশ্নের জবাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) অবহিত করেন যে, অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্যের মধ্যে যতটুকু অংশ বোধগম্য হয়েছে ততটুকু তথ্য অভিযোগকারীকে সরবরাহ করা হয়েছে। অভিযোগকারীর প্রার্থীত অবশিষ্ট সকল তথ্য সুনির্দিষ্ট ও সুস্পষ্টভাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) সরবরাহ করার নিশ্চয়তা প্রদান করেন।

পর্যালোচনা।

অভিযোগকারীর পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার (আর টি আই) বক্তব্য শ্রবনান্তে এবং দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আর টি আই) অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্যের মাঝে আংশিক তথ্য সরবরাহ করেছেন। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আর টি আই) অভিযোগকারীর প্রার্থীত অবশিষ্ট তথ্য সুনির্দিষ্ট ও সুস্পষ্টভাবে সরবরাহ করার নিশ্চয়তা প্রদান করায় অভিযোগটি নিস্পত্তিযোগ্য মর্মে প্রতীয়মান হয়।

সিদ্ধান্ত।

নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদান পূর্বক অভিযোগটি নিস্পত্তি করা হলো ঃ-

১১।তথ্যের মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে অভিযোগকারীকে তার প্রার্থীত অবশিষ্ট তথ্য সুনির্দিষ্ট ও সুস্পষ্টভাবে সরবরাহ করার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আর টি আই) কে নির্দেশনা দেয়া হলো।

১২।তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা-৯ এবং তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর বিধি-৮ অনুযায়ী সরবরাহকৃত তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থ ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ নং কোডে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আর টি আই) কে নির্দেশ দেয়া হলো।

১৩। নির্দেশনাগুলো বাস্তবায়ন/প্রতিপালন করে তথ্য কমিশনকে অবহিত করার জন্য উভয়পক্ষকে বলা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)	**(মোহাম্মদ আবু তাহের)**	**(মোহাম্মদ ফারুক)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

[কাজল]

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ২০/২০১৩

অভিযোগকারী ঃ জনাব ফেরদৌস হাসান
পিতা-মোঃ হাসান আলী শেখ
জেসি রোড, ধানবান্ধি
সিরাজগঞ্জ।

প্রতিপক্ষ ঃ সুলতানা-ই-রওশন
সহকারী মনিটরিং অফিসার
জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসারের কার্যালয়
রাজশাহী।

সিদ্ধান্তপত্র।

(তারিখ ঃ ১৫-০৪-২০১৩ ইং)

০১। অভিযোগকারী ০৫-১১-২০১২ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসারের কার্যালয়, রাজশাহী এর সহকারী মনিটরিং অফিসার ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সুলতানা-ই-রওশন বরাবরে নিম্নলিখিত তথ্য চেয়ে আবেদন করেন-

১. **জেলায় মোট প্রাথমিক সরকারি, অসরকারি রেজিঃ এবং কমিউনিটি স্কুল কয়টি ? প্রতিটি স্কুলের শিক্ষার্থী, বর্তমান শিক্ষক, শুন্য শিক্ষক এবং শিফট সংখ্যা। স্কুলে শিক্ষক স্বল্পতা থাকলে তার কারন এবং সেই স্কুলগুলোতে কিভাবে শিক্ষাকার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে ? গত শিক্ষা বছরে স্কুল গুলোর পাশের ফলাফল। আশানুরূপ ফলাফল না হয়ে থাকলে ফলাফল বিপর্যয়ের জন্য সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে তার অনুলিপি। প্রতিটি স্কুলে শিক্ষার্তীদের উপস্থিতির হার। উপস্থিতি সন্তোস জনক না হলে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে তার অনুলিপি।**
২. **জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসারের দায়িত্ব কি ? আবেদনের তারিখ থেকে গত ৫ বছরে মোট কতজন প্রধান শিক্ষক/ সহকারী শিক্ষককে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার বদলী করেছেন ? কি কারনে বদলী করেছেন ? বদলী নীতিমালার অনুলিপি। স্কুলের নাম সহ আবেদনকারী শিক্ষকদের নামের তালিকা।**
৩. **জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার নাফিসা বেগম বর্তমান কর্মস্থলে যোগদানের পর হতে আবেদনের তারিখ পর্যন্ত কতজন প্রধান শিক্ষক ও সহকারী শিক্ষককে সংযুক্তি প্রদান করেছেন? তাদের নাম ও স্কুলের নাম। সংযুক্তির নীতিমালার অনুলিপি। পিটিআই পরীক্ষণ বিদ্যালয়ে সংযুক্তি প্রদানকৃত শিক্ষকদের নাম। তাদের মূল স্কুল এবং বর্তমানে কর্মরত স্কুলের নাম। পিটিআই পরীক্ষণ বিদ্যালয়ে সংযুক্তি প্রদানের নীতিমালার অনুলিপি।**
৪. **বর্তমান জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার বর্তমান কর্মস্থলে যোগদানের পর হতে আবেদনের তারিখ পর্যন্ত কতগুলো পেনশন ফাইল নিস্পত্তি করেছেন ? কতগুলো জমা আছে ? আপত্তির কারন ও শিক্ষদের নাম ও স্কুলের নাম। আপত্তি পেনশন ফাইলগুলোর বর্তমান অবস্থা। কতগুলো স্কুল পরিদর্শন করেছেন ? পরিদর্শনের সময়, তারিখ ও স্কুলের নাম সহ। কতজন শিক্ষকের বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা আছে ? মামলাগুলোর বর্তমান অবস্থা। মামলার কারন ও শিক্ষকদের নাম। কতজন শিক্ষককে পদোন্নতি দিয়েছেন ? দিয়ে থাকলে কোন নীতিমালা অনুযায়ী দিয়েছেন ? পদোন্নতি পাওয়া শিক্ষকদের নাম ও স্কুলের নাম।**
৫. **জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার নাফিসা বেগম'র স্বামী এবং পিতার স্থায়ী ঠিকানা। চাকুরির জন্য আবেদনে উল্লিখিত স্থায়ী ও বর্তমান ঠিকানা। বর্তমান কর্মস্থলে যোগদানের তারিখ।**
৬. **সকল উপজেলা শিক্ষা অফিসারগণের কর্মস্থলের নাম, বর্তমান কর্মস্থল ও প্রথম চাকুরীতে যোগদানের তারিখ। তাদের চাকুরীতে আবেদন পত্র অনুযায়ী শিক্ষাগত যোগ্যতা, স্থায়ী ও বর্তমান ঠিকানা। যোগদানের পর হতে এ পর্যন্ত কতগুলো স্কুল পরিদর্শন করেছেন ? স্কুলের নাম, তারিখ ও সময় সহ পরিদর্শন বহির অনুলিপি। কতজন শিক্ষককে বদলী এবং সংযুক্তি প্রদান করেছেন ? আবেদনকারী শিক্ষকদের নাম । আবেদনের তারিখ ও স্কুলের নাম। বদলী নীতিমালার অনুলিপি। সাব-ক্লাষ্টার নীতিমালার অনুলিপি। গত ৫ বছরের সাব-ক্লাষ্টার ট্রেনিং এর স্থান, সময়, উপস্থিত শিক্ষক, কর্মকর্তাদের নাম, পদবি। সাব-ক্লাষ্টার ট্রেনিং মনিটরিং এবং যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট পাঠানো রিপোর্ট'র অনুলিপি।**
৭. **বেসরকারি রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সহকারি শিক্ষক নিয়োগ ২০১০'র চূড়ান্ত ফলাফলের অনুলিপি। চূড়ান্ত ভাবে নির্বাচিত প্রার্থীদের (চাকুরির আবেদনপত্র অনুযায়ী) শিক্ষাগত যোগ্যতা সহ নাম, স্থায়ী ও বর্তমান ঠিকানা। (ইউনিয়ন মেধাক্রম ও মহিলা কোঠা অনুসারে) পদায়নকৃত বিদ্যালয় ও শিক্ষকদের নাম। পদায়নের নীতিমালার অনুলিপি। সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারি শিক্ষক নিয়োগ-২০১১ এ চূড়ান্ত ভাবে নির্বাচিত প্রার্থীদের (চাকুরির আবেদন পত্র অনুযায়ী) শিক্ষাগত যোগ্যতা সহ নাম, স্থায়ী ও বর্তমান ঠিকানা এবং পদায়নকৃত স্কুলের নাম। পদায়নের নীতিমালার অনুলিপি।**

(অঃ পৃঃ দ্রঃ)

নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রার্থীত তথ্য না পেয়ে অভিযোগকারী ০৬-০১-২০১৩ তারিখে প্রাথমিক শিক্ষা, রাজশাহী বিভাগের উপ-পরিচালক ও আপীল কর্তৃপক্ষ জনাব নাজিমুদ্দিন বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তিনি ২০-০২-২০১৩ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০২। বিষয়টি কমিশনের **১৪-০৩-২০১৩** তারিখের সভায় আলোচনা করা হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে **১৫-০৪-২০১৩** তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৩। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী ও প্রতিপক্ষ উপস্থিত হয়ে তাদের বক্তব্য উপস্থাপন করেন। অভিযোগকারী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট অনুচ্ছেদ-০১ এ উল্লিখিত তথ্য চেয়ে আবেদন করেন। তথ্য না পেয়ে তিনি আপীল কর্তৃপক্ষ বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৪। প্রতিপক্ষ তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী তথ্য প্রদানের জন্য তিনি 'দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা' নন। জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসারের কার্যালয়, রাজশাহী এর একজন মনোনীত 'দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা' রয়েছেন। এ বিষয়ে অভিযোগকারীকে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।

পর্যালোচনা।

অভিযোগকারী ও প্রতিপক্ষের বক্তব্য শ্রবনান্তে এবং দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, অভিযোগকারী তার কাঙ্খিত তথ্যের জন্য জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসারের কার্যালয়, রাজশাহী এর মনোনীত **দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা** বরাবরে আবেদন করেননি। **দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা** বরাবরে যথাযথভাবে আবেদন করলে প্রার্থীত তথ্য পাওয়া সহজতর হবে। প্রতিপক্ষ রাজশাহী জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসারের কার্যালয়, এর সহকারী মনিটরিং অফিসার বেগম সুলতানা-ই-রওশন সংশ্লিষ্ট দপ্তরের যথাযথ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা না হওয়ায়, তার বিরূদ্ধে আনীত অভিযোগের দায় থেকে তাকে অব্যাহতি প্রদানপূর্বক অভিযোগটি নিষ্পত্তিযোগ্য মর্মে গণ্য করা যায়।

সিদ্ধান্ত।

নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদানপূর্বক অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো ঃ-

৩। প্রার্থীত তথ্য পেতে অভিযোগকারীকে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের **দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা** বরাবরে তথ্য প্রাপ্তির আবেদন করার নির্দেশনা দিয়ে অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো।

৪। প্রতিপক্ষ রাজশাহী জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসারের কার্যালয়, এর সহকারী মনিটরিং অফিসার বেগম সুলতানা-ই-রওশন-কে তার বিরূদ্ধে আনীত অভিযোগের দায় থেকে **অব্যাহতি প্রদান করা হলো**।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)	**(মোহাম্মদ আবু তাহের)**	**(মোহাম্মদ ফারুক)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

[কাজল]

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ২১/২০১৩

অভিযোগকারী ঃ **জনাব মোঃ আব্দুল হালিম**
পিতা-মৃত মোঃ আবুল হাশেম আকন
রুম নং-৪০৩, সুপ্রিম কোর্ট বার এসোসিয়েশন ভবন
বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট, ঢাকা।

প্রতিপক্ষ ঃ ০১। জনাব মোঃ হুমায়ুন কবির
পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)
ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা(আরটিআই),
জাতীয় মানবাধিকার কমিশন
গুলফেশা প্লাজা (১৪ তলা)
৮ শহীদ সেলিনা পারভীন রোড
মগবাজার, ঢাকা-১২১৭।
০২। জনাব মোঃ তাজুল ইসলাম চৌধুরী
সচিব ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই)
জাতীয় মানবাধিকার কমিশন
গুলফেশা প্লাজা (১৪ তলা)
৮ শহীদ সেলিনা পারভীন রোড
মগবাজার, ঢাকা-১২১৭।

সিদ্ধান্তপত্র।

(তারিখ ঃ ২৯-০৫-২০১৩ ইং)

০১। অভিযোগকারী ২০-১১-২০১২ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে জনাব মোঃ হুমায়ুন কবির, পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, গুলফেশা প্লাজা (১৪ তলা), ৮ শহীদ সেলিনা পারভীন রোড, মগবাজার, ঢাকা-১২১৭ বরাবরে নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

S.N	Question	Information requested
1.	Has the Commission submitted its 2011 report to the President of Bangladesh as a requirement of section-22 of the Act ?	If yes, please tell me the date of such submission . If not, can you please tell me how the commission can upload its report on its website without submitting it to the President?
2.	How many recommendations have so far been made to the government or ministries under section-19(1)(ka) when the commission found violation of human rights?	Copies of such recommendation needed, if any.
3.	Has the commission so far made any recommendation for interim compensation to any victim or victim's family member under section-19(2) and 15(7) ?	
4.	Has the commission framed any rule of mediation under section 15 ?	If yes, I need a copy of the rules. If not, can you please tell me how the commission arrange and operate this mediation ? How many members do represent this mediation? How is the decision taken? I need copies of three mediations disposed off.

5.	How many human rights violatin have so far been dealt with by the commission in its suo motu jurisdiction in 2011 and 2012 ?	I need copies of 5 suo motu matter and their decisions by the commission.
6.	Has the commission so far asked for any report from the government under section-18(1) against armed forces for violation of human rights?	If yes, in how many cases? I need 3-4 copies of such letter asking for report.

০২। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রার্থীত তথ্য না পেয়ে অভিযোগকারী ০৩-০১-২০১৩ তারিখে আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) ও জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের সচিব জনাব মোঃ তাজুল ইসলাম চৌধুরী বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পর দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কর্তৃক অভিযোগকারীকে ২৭-০১-২০১৩ তারিখে জামাক/তথ্যপ্রঃ/২১৩/১২/৪১০ নং স্মারকমূলে তথ্য প্রদান করা হয়। প্রদত্ত তথ্যে অসন্তুষ্ট হয়ে অভিযোগকারী ২৫-০২-২০১৩ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৩। ১৪-০৩-২০১৩ তারিখের সভায় অভিযোগটি আমলে নিয়ে ১৫-০৪-২০১৩ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সমন জারী করার সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার (আরটিআই) প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৪। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) হাজির। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) তথ্য প্রাপ্তির কোন আবেদন না পাওয়ায় যথাসময়ে তথ্য প্রদান করা সম্ভব হয়নি মর্মে জানান। পরবর্তীতে আপীল শুনানীর পর তথ্য প্রদান করা হয়। অভিযোগকারী প্রাপ্ত তথ্যে সন্তুষ্ট না হওয়ায় তার যাচিত তথ্য প্রদানের বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য ৩০-০৪-২০১৩ তারিখ পরবর্তী শুনানীর দিন ধার্য করে অভিযোগকারী, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) এর প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৫। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) সময় চেয়ে আবেদন করেন। কমিশন সময় মঞ্জুর করেন এবং ২৯-০৫-২০১৩ তারিখ পুনরায় শুনানীর দিন ধার্য করে অভিযোগকারী, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) এর প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৬। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) হাজির। অভিযোগকারী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তথ্য অধিকার আইন,২০০৯ অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর নিকট ০১ নং অনুচ্ছেদে উল্লিখিত তথ্য চেয়ে আবেদন করেন। প্রার্থীত তথ্য না পেয়ে আপীল কর্তৃপক্ষ বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল শুনানীর পর তাকে তথ্য প্রদান করা হয়। তিনি প্রাপ্ত তথ্যে সন্তুষ্ট না হওয়ায় তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করেন। মানবাধিকার কমিশন কর্তৃক প্রদত্ত তথ্য আংশিক ও অসম্পূর্ণ উল্লেখ করে তিনি এ বিষয়ে তথ্য কমিশনের বিহিতাদেশ প্রার্থনা করেন।

০৭। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তিনি অভিযোগকারী কর্তৃক তথ্য প্রাপ্তির কোন আবেদন না পাওয়ায় যথাসময়ে তথ্য প্রদান করতে পারেননি। পরবর্তীতে আপীল শুনানীর পর অভিযোগকারীর তথ্য প্রাপ্তির আবেদনের বিষয়টি অবগত হয়ে অভিযোগকারীকে তার প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করেন। অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্যের মাঝে আংশিক তথ্য মানবাধিকার কমিশন কর্তৃক প্রেরণ করা হয়েছে। অবশিষ্ট তথ্যের ক্ষেত্রে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন, ২০০৯ ও তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ পর্যালোচনাপূর্বক, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন কর্তৃক পরবর্তী সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তের এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রাপ্ত মতামতের ভিত্তিতে অভিযোগকারীকে সরবরাহ করার নিশ্চয়তা প্রদান করেন।

০৮। অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করতে বিলম্ব বা জটিলতা সৃষ্টি না হয় সে লক্ষ্যে তথ্য কমিশন অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার (আরটিআই) সাথে পর্যালোচনা সাপেক্ষে নিম্ন লিখিত তথ্য সমূহ সরবরাহযোগ্য বলে নির্ধারণ করেনঃ-

ক) ০১ নং ক্রমিকে বর্ণিত তথ্য সঠিকভাবে সরবরাহ করা হয়েছে বলে অভিযোগকারী কমিশনকে অবহিত করেন। সুতরাং এ বিষয়ে কোনরূপ কার্যক্রম গ্রহণের প্রয়োজন নেই।

খ) ০২ নং ক্রমিকের তথ্যের ক্ষেত্রে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ ও জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন, ২০০৯ পর্যালোচনাপূর্বক এবং তৃতীয় পক্ষ অর্থাৎ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনের প্রয়োজনীয়তা থাকলে, তা প্রাপ্তির পর তথ্য প্রদান করা যেতে পারে। সরবরাহ করা সম্ভব না হলে তার কারণ উল্লেখপূর্বক অভিযোগকারীকে জানিয়ে দেয়া যেতে পারে।

(অঃ পৃঃ দ্রঃ)

গ) ০৩ ও ০৬ নং ক্রমিকের তথ্যের ক্ষেত্রে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অনুমতি প্রাপ্তি সাপেক্ষে সরবরাহ করা যেতে পারে।

ঘ) ০৪ নং ক্রমিকের তথ্যের ক্ষেত্রে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের অনুমোদনের পর তথ্য সরবরাহ করা যেতে পারে।

ঙ) ০৫ নং ক্রমিকের তথ্যের ক্ষেত্রে তথ্য কমিশনের অদ্যকার শুনানীর পর অনুষ্ঠিত জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের সভার সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে তথ্যটি সরবরাহ করা যেতে পারে।

পর্যালোচনা।

অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার (আরটিআই) বক্তব্য শ্রবনান্তে এবং দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) অভিযোগকারীর প্রার্থীত আংশিক তথ্য সরবরাহ করেছেন। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) অভিযোগকারীর প্রার্থীত অবশিষ্ট তথ্য জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন, ২০০৯ ও তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ পর্যালোচনা সাপেক্ষে এবং অদ্যকার শুনানীর পর অনুষ্ঠিত জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত নির্দেশনা অনুযায়ী সরবরাহ করার নিশ্চয়তা প্রদান করায় অভিযোগটি নিস্পত্তিযোগ্য মর্মে প্রতীয়মান হয়।

সিদ্ধান্ত।

নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদান পূর্বক অভিযোগটি নিস্পত্তি করা হলো ঃ-

১৪। তথ্যের মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে আগামী ০৬-০৬-২০১৩ তারিখ বা তদ্‌পূর্বে অভিযোগকারীকে তার প্রার্থীত তথ্য জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন, ২০০৯ ও তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ পর্যালোচনা সাপেক্ষে এবং অদ্যকার শুনানীর পর অনুষ্ঠিত জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত মতামত অনুযায়ী সরবরাহ করার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে নির্দেশনা দেয়া হলো।

১৫। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা-৯ এবং তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর বিধি-৮ অনুযায়ী সরবরাহকৃত তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থ **১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭** নং কোডে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে নির্দেশ দেয়া হলো।

১৬। নির্দেশনাগুলো বাস্তবায়ন/প্রতিপালন করে তথ্য কমিশনকে অবহিত করার জন্য উভয়পক্ষকে বলা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)	**(মোহাম্মদ আবু তাহের)**	**(মোহাম্মদ ফারুক)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

[কাজল]

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নংঃ ২২/২০১৩

অভিযোগকারী ঃ জনাব আলাউদ্দিন আল মাছুম
পিতা-মরহুম মোঃ ইয়াকুব আলী
৬২৪/২ ইব্রাহীমপুর
থানা-কাফরুল, ঢাকা।

প্রতিপক্ষ ঃ ১। সৈয়দ শরিফুল ইসলাম
সহকারী কমিশনার (ভূমি)
ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
গুলশান সার্কেল, ঢাকা।
২। মোঃ আব্দুল্লাহ আল মামুন তালুকদার
সহকারী কমিশনার (ভূমি)
ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
তেজগাঁও সার্কেল,১৪/২ তোপখানা রোড
ঢাকা-১০০০।

সিদ্ধান্তপত্র।

(তারিখ ঃ ১৬-০৪-২০১৩ ইং)

০১। অভিযোগকারী ২৬-০৪-২০১২ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে ঢাকা জেলার গুলশান সার্কেল এর সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সৈয়দ শরিফুল ইসলাম বরাবরে নিম্নলিখিত তথ্য চেয়ে আবেদন করেনঃ-

- **ঢাকা জেলার অন্তর্গত সাবেক গুলশান তৎপূর্বে তেজগাঁও থানাধীন ভাটারা মৌজার এস. এ খতিয়ান নং-১০২, এস. এ দাগ নং-২৪৭৩, জমির পরিমান ০.৪৬০০ একর, উক্ত তফসিলে এ যাবৎ মোট কতটি নাম জারী সম্পন্ন হয়েছে তার ক্রম অবস্থানের তথ্য। ঢাকা জেলার অন্তর্গত সাবেক গুলশান তৎপূর্বে তেজগাঁও থানাধীন ভাটারা মৌজার এস. এ খতিয়ান নং-১০২, এস. এ দাগ নং-২৪৭৩, জমির পরিমান ০.৪৬০০ একর, উক্ত তফসিলে এ যাবৎ মোট কতটি নাম জারী সম্পন্ন হয়েছে তার ক্রম অবস্থানের তথ্য।**

সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সৈয়দ শরিফুল ইসলাম ০৩-০৫-২০১২ তারিখের সকভূঃ(গুলঃ)৩১/২ নং স্মারকে তথ্য সরবরাহে অপারগতার নোটিশ প্রদান করে জানান যে, তার প্রার্থীত তথ্য তেজগাঁও সার্কেলে সংরক্ষিত থাকায় তথ্য প্রদান করা সম্ভব নয়। পরবর্তীতে ০৫-০৬-২০১২ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে ঢাকা জেলার তেজগাঁও সার্কেল, ১৪/২ তোপখানা রোড এর সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জনাব এস এম শফিক বরাবরে নিম্নলিখিত তথ্য চেয়ে আবেদন করেনঃ-

- **ঢাকা জেলার অন্তর্গত সাবেক গুলশান তৎপূর্বে তেজগাঁও থানাধীন ভাটারা মৌজার এস. এ খতিয়ান নং-১০২, এস. এ দাগ নং-২৪৭৩, জমির পরিমান ০.৪৬০০ একর, উক্ত তফসিলে এ যাবৎ মোট কতটি নাম জারী সম্পন্ন হয়েছে তার ক্রম অবস্থানের তথ্য।**

সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জনাব এস এম শফিক ১৮-০৬-২০১২ তারিখের সঃকঃ(ভঃ)/ তেজ/ ২০১২-৬৫২(সং) নং স্মারকে তথ্য সরবরাহ করেন। প্রদত্ত তথ্যে সন্তুষ্ট না হয়ে অভিযোগকারী ০১-০৭-২০১২ তারিখে ঢাকা জেলার জেলা প্রশাসক ও আপীল কর্তৃপক্ষ জনাব মোঃ মহিবুল হক বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তিনি ২৮-০২-২০১৩ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০২। বিষয়টি কমিশনের ১৪-০৩-২০১৩ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ১৬-০৪-২০১৩ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

(অঃ পৃঃ দ্রঃ)

০৩। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ উপস্থিত হয়ে তাদের বক্তব্য উপস্থাপন করেন। অভিযোগকারী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট ০১ নং

অনুচ্ছেদে উল্লিখিত তথ্য চেয়ে আবেদন করেন। তথ্য না পেয়ে তিনি আপীল কর্তৃপক্ষ বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৪। গুলশান সার্কেলের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সৈয়দ শরিফুল ইসলাম তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, ২০১২ সালে তেজগাঁও থেকে গুলশান সার্কেল পৃথক হয়েছে। এস এ নামজারী রেজিষ্টার অর্থাৎ রেজিষ্টার-৯ তার সার্কেলে নেই। গুলশান সার্কেল পৃথক হবার পরে যে সকল নামজারী সম্পন্ন হয়েছে, সে সকল তথ্য তেজগাঁও সার্কেলে সংরক্ষিত রয়েছে।

০৫। তেজগাঁও সার্কেলের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জনাব মোঃ আব্দুল্লাহ আল মামুন তালুকদার তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, ১৭-১২-২০১২ তারিখে তিনি সহকারী কমিশনার (ভূমি) হিসেবে যোগদান করেন। তথ্য কমিশন হতে যোগাযোগ করার পর বিষয়টি সম্পর্কে অবগত হয়েছেন। এ প্রেক্ষিতে বর্তমান সহকারী কমিশনার (ভূমি) গুলশান সার্কেল, ঢাকা-এর সাথে বিষয়টি সমাধানের লক্ষ্যে আলোচনা করেন। গুলশান সার্কেলাধীন ভাটারা মৌজার রেজিঃ-২ (তলববাকি বহি) রেজিস্টার-৯ যাচাই অন্তে অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করতে পারবেন মর্মে কমিশনকে অবহতি করেন।

০৬। উভয় সার্কেলের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদ্বয়ের বক্তব্যের প্রেক্ষিতে কমিশন উল্লেখ করেন যে, অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য দুই সার্কেলের যে কোন সার্কেলে সংরক্ষিত আছে। উভয় সার্কেলের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদ্বয় পরস্পরকে সহযোগিতার মাধ্যমে অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করা সম্ভব। কমিশনের এমন মতামতের প্রেক্ষিতে তেজগাঁও সার্কেলের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা গুলশান সার্কেলের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এর সহযোগিতায় অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করার নিশ্চয়তা প্রদান করেন।

পর্যালোচনা।

অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার বক্তব্য শ্রবনান্তে এবং দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, তেজগাঁও সার্কেলের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা গুলশান সার্কেলের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এর সহযোগিতায় অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য সংগ্রহপূর্বক সরবরাহ করার নিশ্চয়তা প্রদান করায় অভিযোগটি নিষ্পত্তিযোগ্য মর্মে প্রতীয়মান হয়।

সিদ্ধান্ত।

নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদান পূর্বক অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো ঃ-

১৭। তথ্যের মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে আগামী ০২-০৫-২০১৩ তারিখ বা তদ্‌পূর্বে অভিযোগকারীকে তার প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করার জন্য তেজগাঁও সার্কেলের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা্‌-কে নির্দেশনা দেয়া হলো।

১৮। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা-৯ এবং তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর বিধি-৮ অনুযায়ী সরবরাহকৃত তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থ **১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭** নং কোডে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদানের জন্য তথ্য সরবরাহকারী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে নির্দেশ দেয়া হলো।

১৯।নির্দেশনাগুলো বাস্তবায়ন/প্রতিপালন করে তথ্য কমিশনকে অবহিত করার জন্য উভয়পক্ষকে বলা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)	**(মোহাম্মদ আবু তাহের)**	**(মোহাম্মদ ফারুক)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

[কাজল]

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ২৩/২০১৩

অভিযোগকারী ঃ জনাব আলাউদ্দিন আল মাছুম
পিতা-মরহুম মোঃ ইয়াকুব আলী
৬২৪/২ ইব্রাহীমপুর
থানা-কাফরুল, ঢাকা।

প্রতিপক্ষ ঃ ১। সৈয়দ শরিফুল ইসলাম
সহকারী কমিশনার (ভূমি)
ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
গুলশান সার্কেল, ঢাকা।
২। মোঃ আব্দুল্লাহ আল মামুন তালুকদার
সহকারী কমিশনার (ভূমি)
ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
তেজগাঁও সার্কেল,১৪/২ তোপখানা রোড
ঢাকা-১০০০।

সিদ্ধান্তপত্র।

(তারিখ ঃ ১৬-০৪-২০১৩ ইং)

০১। অভিযোগকারী ২৬-০৪-২০১২ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে ঢাকা জেলার গুলশান সার্কেল এর সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সৈয়দ শরিফুল ইসলাম বরাবরে নিম্নলিখিত তথ্য চেয়ে আবেদন করেনঃ-

- **ঢাকা জেলার অন্তর্গত সাবেক গুলশান থানাধীন ভাটারা মৌজার আর.এস খতিয়ান নং-১৬১৮, দাগ নং-৬৬০০, জমির পরিমান ০.২৩০০ একর। উক্ত তফসিলে এ যাবৎ মোট কতটি নাম জারী সম্পন্ন হয়েছে, কার কার নামে কত পরিমান জমি নাম জারী হয়েছে তার ক্রম অবস্থানের তথ্য।**

সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সৈয়দ শরিফুল ইসলাম ০৩-০৫-২০১২ তারিখের সকভূঃ(গুলঃ)৩১/১ নং স্মারকে তথ্য সরবরাহে অপারগতার নোটিশ প্রদান করে জানান যে, তার প্রার্থীত তথ্য তেজগাঁও সার্কেলে সংরক্ষিত থাকায় তথ্য প্রদান করা সম্ভব নয়। পরবর্তীতে ০৫-০৬-২০১২ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে ঢাকা জেলার তেজগাঁও সার্কেল, ১৪/২ তোপখানা রোড এর সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জনাব এস এম শফিক বরাবরে নিম্নলিখিত তথ্য চেয়ে আবেদন করেনঃ-

- **ঢাকা জেলার অন্তর্গত সাবেক গুলশান থানাধীন ভাটারা মৌজার আর.এস খতিয়ান নং-১৬১৮, দাগ নং-৬৬০০, জমির পরিমান ০.২৩০০ একর। উক্ত তফসিলে এ যাবৎ মোট কতটি নাম জারী সম্পন্ন হয়েছে, কার কার নামে কত পরিমান জমি নাম জারী হয়েছে তার ক্রম অবস্থানের তথ্য।**

সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জনাব এস এম শফিক ১৮-০৬-২০১২ তারিখের সঃকঃ(ভঃ)/ তেজ/ ২০১২-৬৫৩(সং) নং স্মারকে তথ্য সরবরাহ করেন। প্রদত্ত তথ্যে সন্তুষ্ট না হয়ে অভিযোগকারী ০১-০৭-২০১২ তারিখে ঢাকা জেলার জেলা প্রশাসক ও আপীল কর্তৃপক্ষ জনাব মোঃ মহিবুল হক বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তিনি ২৮-০২-২০১৩ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০২। বিষয়টি কমিশনের ১৪-০৩-২০১৩ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ১৬-০৪-২০১৩ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৩। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ উপস্থিত হয়ে তাদের বক্তব্য উপস্থাপন করেন। অভিযোগকারী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট ০১ নং অনুচ্ছেদে উল্লিখিত তথ্য চেয়ে আবেদন করেন। তথ্য না পেয়ে তিনি আপীল কর্তৃপক্ষ বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

(অঃ পৃঃ দ্রঃ)

০৪। গুলশান সার্কেলের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সৈয়দ শরিফুল ইসলাম তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, ২০১২ সালে তেজগাঁও থেকে গুলশান সার্কেল পৃথক হয়েছে। এস এ নামজারী রেজিষ্টার অর্থাৎ রেজিষ্টার-৯ তার সার্কেলে নেই। গুলশান সার্কেল পৃথক হবার পরে যে সকল নামজারী সম্পন্ন হয়েছে, সে সকল তথ্য তেজগাঁও সার্কেলে সংরক্ষিত রয়েছে।

০৫। তেজগাঁও সার্কেলের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জনাব মোঃ আব্দুল্লাহ আল মামুন তালুকদার তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, ১৭-১২-২০১২ তারিখে তিনি সহকারী কমিশনার (ভূমি) হিসেবে যোগদান করেন। তথ্য কমিশন হতে যোগাযোগ করার পর বিষয়টি সম্পর্কে অবগত হয়েছেন। এ প্রেক্ষিতে বর্তমান সহকারী কমিশনার (ভূমি) গুলশান সার্কেল, ঢাকা-এর সাথে বিষয়টি সমাধানের লক্ষ্যে আলোচনা করেন। গুলশান সার্কেলাধীন ভাটারা মৌজার রেজিঃ-২ (তলববাকি বহি) রেজিস্টার-৯ যাচাই অন্তে অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করতে পারবেন মর্মে কমিশনকে অবহতি করেন।

০৬। উভয় সার্কেলের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদ্বয়ের বক্তব্যের প্রেক্ষিতে কমিশন উল্লেখ করেন যে, অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য দুই সার্কেলের যে কোন সার্কেলে সংরক্ষিত আছে। উভয় সার্কেলের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদ্বয় পরস্পরকে সহযোগিতার মাধ্যমে অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করা সম্ভব। কমিশনের এমন মতামতের প্রেক্ষিতে তেজগাঁও সার্কেলের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা গুলশান সার্কেলের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এর সহযোগিতায় অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করার নিশ্চয়তা প্রদান করেন।

পর্যালোচনা।

অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার বক্তব্য শ্রবনান্তে এবং দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, তেজগাঁও সার্কেলের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা গুলশান সার্কেলের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এর সহযোগিতায় অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য সংগ্রহপূর্বক সরবরাহ করার নিশ্চয়তা প্রদান করায় অভিযোগটি নিষ্পত্তিযোগ্য মর্মে প্রতীয়মান হয়।

সিদ্ধান্ত।

নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদান পূর্বক অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো ঃ-

২০। তথ্যের মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে আগামী ০২-০৫-২০১৩ তারিখ বা তদ্‌পূর্বে অভিযোগকারীকে তার প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করার জন্য তেজগাঁও সার্কেলের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা-কে নির্দেশনা দেয়া হলো।

২১।তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা-৯ এবং তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর বিধি-৮ অনুযায়ী সরবরাহকৃত তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থ ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ নং কোডে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদানের জন্য তথ্য সরবরাহকারী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে নির্দেশ দেয়া হলো।

২২। নির্দেশনাগুলো বাস্তবায়ন/প্রতিপালন করে তথ্য কমিশনকে অবহিত করার জন্য উভয়পক্ষকে বলা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)	**(মোহাম্মদ আবু তাহের)**	**(মোহাম্মদ ফারুক)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

[কাজল]

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ২৪/২০১৩

অভিযোগকারী ঃ জনাব নিহার বিন্দু বিশ্বাস
পিতা-নিমাই চন্দ্র বিশ্বাস
হিন্দোল-গ, ৪০৬ তালতলা সরকারি কলোনী
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।

প্রতিপক্ষ ঃ জনাব মধুসূদন সরকার
অধ্যক্ষ ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
ইদ্রিস মোল্লা ডিগ্রি কলেজ
কালাইয়া, বাউফল, পটুয়াখালী।

সিদ্ধান্তপত্র।

(তারিখ ঃ ২৯-০৫-২০১৩ ইং)

০১। অভিযোগকারী ০৩-০১-২০১৩ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে জনাব মধুসূদন সরকার, অধ্যক্ষ ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, ইদ্রিস মোল্লা ডিগ্রি কলেজ, কালাইয়া, বাউফল, পটুয়াখালী বরাবরে নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

ক) ২০০৯ থেকে কলেজ কর্তৃক আমার জন্য করা সকল নোটিশের কপি।
খ) সাময়িক ও চূড়ান্ত বরখাস্তের ম্যানেজিং কমিটির সিদ্ধান্তের রেজুলেশন কপির অনুলিপি ও অবহিত করণ।
গ) চূড়ান্ত বহিষ্কারের নিমিত্তে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক অনুমতি পত্রের অনুলিপি।

০২। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রার্থীত তথ্য না পেয়ে অভিযোগকারী ০৫-০২-২০১৩ তারিখে জনাব এ বি এম রেজা, সভাপতি ও আপীল কর্তৃপক্ষ, ইদ্রিস মোল্লা ডিগ্রি কলেজ, কালাইয়া, বাউফল, পটুয়াখালী বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তিনি ০৩-০৩-২০১৩ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৩। বিষয়টি কমিশনের ১৪-০৩-২০১৩ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ১৬-০৪-২০১৩ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৪। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সময় চেয়ে আবেদন করেন। কমিশন কর্তৃক সময় মঞ্জুর করা হয় এবং ২৯-০৫-২০১৩ তারিখ পুনরায় শুনানীর দিন ধার্য করে অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৫। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উপস্থিত হয়ে তাদের বক্তব্য উপস্থাপন করেন। অভিযোগকারী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, ২০০৮ সালে এম ফিল করার জন্য অধ্যক্ষের নিকট ২ (দুই) বছরের শিক্ষা ছুটি নিয়ে ঢাকায় আসেন। এরপর তাকে কারণ দর্শানোর নোটিশ দেয়া হয় যে, শিক্ষা ছুটি না নিয়ে কলেজে অনুপস্থিত রয়েছেন। কারণ দর্শানোর জবাব দেয়া হয়েছে। অতঃপর ২০০৯ সালে তাকে সাময়িক বরখাস্ত ও পরে চূড়ান্তভাবে বরখাস্ত করা হয়। এ প্রেক্ষিতে অধ্যক্ষ ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বরাবরে ০১ নং অনুচ্ছেদে উল্লিখিত তথ্যাদির জন্য তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে তথ্য প্রাপ্তির আবেদন করেন। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রার্থীত তথ্য না পেয়ে তিনি সভাপতি ও আপীল কর্তৃপক্ষ বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে নির্ধারিত সময়ের পরে তিনি তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৬। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জনাব মধুসূদন সরকার তার বক্তব্যে অবহিত করেন যে, অভিযোগকারী পটুয়াখালী জেলার বাউফল উপজেলার কালাইয়া ইউনিয়নের ইদ্রিস মোল্লা ডিগ্রি কলেজের প্রভাষক ছিলেন। তিনি গভর্ণিং বডির অনুমোদন না নিয়ে শিক্ষা ছুটিতে যান। এ প্রেক্ষিতে অভিযোগকারীকে পর পর কয়েকটি কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রদান করা হয়েছে। তিনি আরো উল্লেখ করেন যে, অভিযোগকারীর বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগের প্রেক্ষিতে বিধি-মোতাবেক গঠিত তদন্ত কমিটির তদন্তে অভিযোগ প্রমাণিত এবং উক্ত তদন্ত কমিটির সুপারিশে গভর্নিং বডির সিদ্ধান্ত জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক অনুমোদিত হওয়ায়

(অঃ পৃঃ দ্রঃ)

অভিযোগকারীকে চাকুরী হতে চূড়ান্তভাবে বরখাস্ত করা হয়। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার পক্ষে তার বিজ্ঞ আইনজীবী জনাব এ কে এম শফিকুল ইসলাম উল্লেখ করেন যে, অভিযোগকারী কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট তথ্য প্রাপ্তির কোন আবেদন করা

হয়নি। তথ্য কমিশনের সমন পাবার পর চাহিত তথ্য প্রস্তুতপূর্বক অভিযোগকারীকে তথ্য মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে সংগ্রহ করার জন্য পত্র প্রদান করা হয়। কিন্তু অভিযোগকারী তা সংগ্রহ করেননি। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য সাথে করে নিয়ে এসেছেন এবং অভিযোগকারীকে সরবরাহ করার নিশ্চয়তা প্রদান করেন।

পর্যালোচনা।

অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার বক্তব্য শ্রবনান্তে এবং দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য প্রস্তুতপূর্বক তথ্যমূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে যাচিত তথ্য সংগ্রহ করার জন্য পত্র প্রেরণ করেছেন। কিন্তু অভিযোগকারী তা সংগ্রহ করেননি। তথাপি দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য সাথে করে নিয়ে এসেছেন এবং অভিযোগকারীকে সরবরাহ করার নিশ্চয়তা প্রদান করেন। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করার নিশ্চয়তা প্রদান করায় অভিযোগটি নিষ্পত্তিযোগ্য মর্মে প্রতীয়মান হয়।

সিদ্ধান্ত।

নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদান পূর্বক অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো ঃ-

২৩। তথ্যের মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে আগামী ৩০-০৫-২০১৩ তারিখের মধ্যে অভিযোগকারীকে তার প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে নির্দেশনা দেয়া হলো।

২৪। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা-৯ এবং তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর বিধি-৮ অনুযায়ী সরবরাহকৃত তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থ **১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭** নং কোডে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে নির্দেশ দেয়া হলো।

২৫। নির্দেশনাগুলো বাস্তবায়ন/প্রতিপালন করে তথ্য কমিশনকে অবহিত করার জন্য উভয়পক্ষকে বলা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)	**(মোহাম্মদ আবু তাহের)**	**(মোহাম্মদ ফারুক)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

[কাজল]

তথ্য কমিশন
প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ২৫/২০১৩

অভিযোগকারী ঃ জনাব ইকবাল হোসেন ফোরকান
সহ-সভাপতি
বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ ইন্সুরেন্স লিঃ
৮/জি,কনকর্ড গ্রান্ড, ১৬৯/১, শান্তি নগর
ঢাকা-১২১৭।

প্রতিপক্ষ ঃ ০১। রিক্তা দত্ত
উপ-নিবন্ধক (সমন্বয় ও কর্মমূল্যায়ন)
ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
সমবায় অধিদপ্তর, সমবায় ভবন,
এফ-১০/এ-বি,
আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭।
০২। জনাব মোঃ আমীর আজম
উপ-নিবন্ধক (ব্যাংক ও বীমা)
সমবায় অধিদপ্তর, সমবায় ভবন, ঢাকা।
০৩। জনাব মোঃ হুমায়ুন খালিদ
নিবন্ধক
সমবায় অধিদপ্তর, সমবায় ভবন, ঢাকা।
০৪। সভাপতি
বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ ইনস্যুরেন্স লিঃ
সাইহাম স্কাইভিউ টাওয়ার, ৯ ফ্লোর
৪৫, বিজয়নগর, ঢাকা।

সিদ্ধান্তপত্র।

(তারিখ ঃ ২৯-০৫-২০১৩ ইং)

০১। তথ্য কমিশনে দায়েরকৃত 'অভিযোগ নং ১১/২০১৩' এর প্রেক্ষিতে ৩১-০১-২০১৩ তারিখে তথ্য কমিশনে উভয় পক্ষের উপস্থিতিতে শুনানী শেষে কমিশনের সিদ্ধান্ত মোতাবেক তথ্য প্রদানের নির্দেশনা থাকা সত্ত্বেও প্রতিপক্ষ সমবায় অধিদপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করেননি। তাই তিনি ০৫-০৩-২০১৩ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করে প্রার্থীত তথ্যসমূহ সরবরাহের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সবিনয় অনুরোধ জানিয়ে আবেদন করেন। সমবায় অধিদপ্তরের ১২-০২-২০১৩ তারিখের ৪৭.৬১০.০০০০.০২৭.৪০.০২২/৯৩ (অংশ নথি) ৬৩ ব্যাবী স্মারকের মাধ্যমে সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ বরাবরে প্রেরণ করে এ মর্মে নির্দেশনা যাচনা করা হয়েছে যে, ''... তথ্য অধিকার আইনের তফসিলে বর্ণিত তথ্য ব্যতিত অন্য কোন তথ্য প্রদানে নিষেধ নেই বিধায় বর্ণিত অবস্থার প্রেক্ষিতে আবেদনকারীর যাচিত তথ্যাদি সরবরাহে এবং বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ ইন্সুরেন্স লিঃ এর পক্ষ থেকে কোন তথ্য সরবরাহ না করার আবেদন পত্রের বিষয়ে আইনগত দিক নির্দেশনার জন্য সবিনয় অনুরোধ করা হলো"।

০২। উল্লেখ্য, সমবায় অধিদপ্তরের উপ-নিবন্ধক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা রিক্তা দত্ত ১৩-০২-২০১৩ তারিখে ০৭/০৯(২য় খন্ড)-৪২(স/মূ) নং স্মারকে তথ্য কমিশনকে অবহিত করেন যে, অভিযোগকারীর তথ্য প্রাপ্তির আবেদনের প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট শাখা হতে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে জানানো হয় যে, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৯(৮) ও ৯(৩) ধারা অনুযায়ী আবেদনকারীকে তথ্য প্রদান করার কোন সুযোগ নেই। পরবর্তীতে কমিশনের নির্দেশনা মোতাবেক ২০-০২-২০১৩ ইং তারিখের মধ্যে তথ্য প্রদানের জন্য সংশ্লিষ্ট শাখায় পুনরায় চাহিত তথ্য প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হলে তথ্য সরবরাহের আইনগত দিক নির্দেশনার জন্য সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, ঢাকা বরাবরে সমবায় অধিদপ্তর এর নিবন্ধক মোঃ হুমায়ুন খালিদ পত্র প্রেরণ করে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে অনুলিপি প্রদান করেন। এছাড়াও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সংশ্লিষ্ট সমিতির সভাপতি/সম্পাদক বরাবর চাহিত তথ্য, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৯(৮) ধারা অনুযায়ী সরবরাহ করার জন্য অনুরোধ জানান এবং বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ ইন্সুরেন্স লিঃ এর পক্ষ থেকে কোন তথ্য সরবরাহ না করার পত্রের অনুলিপি অভিযোগকারীকে প্রেরণ করেন।

(অঃ পৃঃ দ্রঃ)

০৩। ১৪-০৩-২০১৩ তারিখের সভায় অভিযোগটি আমলে নিয়ে ১৬-০৪-২০১৩ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে অভিযোগকারী, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ ইন্সুরেন্স লিঃ এর সভাপতি, সমবায় অধিদপ্তরের উপ-নিবন্ধক (ব্যাংক ও বীমা) ও আপীল কর্তৃপক্ষ সমবায় অধিদপ্তরের নিবন্ধক এর প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৪। অভিযোগকারী সময় চেয়ে আবেদন করেন। কমিশন সময় মঞ্জুর করেন এবং ২৯-০৫-২০১৩ তারিখ পুনরায় শুনানীর দিন ধার্য করে অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৫। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা গরহাজির। অভিযোগকারী তথ্য কমিশন বরাবরে পত্র প্রেরণপূর্বক জানান যে, তাকে প্রার্থীত তথ্যাদি সরবরাহ করা হয়েছে। তাই এ ব্যাপারে তার আর কোন অভিযোগ নেই এবং অভিযোগটি নিষ্পত্তি করার জন্য অনুরোধ করেন। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা রিক্তা দত্ত ০৮-০৫-২০১৩ তারিখের ০৭/০৯(২য় খন্ড)-৯৯(২)স/মূ নং স্মারকের মাধ্যমে অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্যাদি সরবরাহ করেছেন মর্মে তথ্য কমিশন বরাবরে পত্র প্রেরণ করেছেন।

পর্যালোচনা।

অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অভিযোগকারীকে তার প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করেছেন। অভিযোগকারী তার প্রার্থীত সকল তথ্যাদি পেয়েছেন। প্রার্থীত তথ্যাদির বিষয়ে তার আর কোন অভিযোগ নেই মর্মে কমিশনকে অবহিত করায় অভিযোগটি নিষ্পত্তিযোগ্য মর্মে প্রতীয়মান হয়।

সিদ্ধান্ত।

যেহেতু, অভিযোগকারী তার প্রার্থীত তথ্যাদি পেয়েছেন মর্মে কমিশনকে অবহিত করেছেন এবং যেহেতু, অভিযোগটি নিষ্পত্তির আবেদন করেছেন, সেহেতু, অভিযোগটি নিষ্পত্তিকৃত বলে গণ্য করা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)	**(মোহাম্মদ আবু তাহের)**	**(মোহাম্মদ ফারুক)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

[কাজল]

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ২৬/২০১৩

অভিযোগকারী ঃ জনাব মোঃ আবদুল হাকিম	**প্রতিপক্ষ ঃ মোমেনা খাতুন**
পিতা-মরহুম মমিন উদ্দিন হাওলাদার	উপ-সচিব
গ্রাম-বালিয়া কাঠা, পোঃ-চাখার	ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
উপজেলা-বানারীপাড়া, জেলা-বরিশাল।	পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

সিদ্ধান্তপত্র।

(তারিখ ঃ ১৬-০৪-২০১৩ ইং)

০১। অভিযোগকারী ১০-০১-২০১৩ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের উপ-সচিব ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জনাব ডঃ মোঃ আফজাল হোসেন বরাবরে রেজিস্টার্ড ডাকযোগে নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

- **মাননীয় তথ্য কমিশন কর্তৃক অভিযোগকারীর ০১-০৭-২০১২ তারিখের দাখিলকৃত অভিযোগ পত্রের ১৯-০৯-২০১২ তারিখে শুনানী গ্রহণ করে। উপ-সচিব ডঃ মোঃ আফজাল হোসেন কে এই মর্মে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, অভিযোগকারীর যাচিত তথ্যসমূহ যেহেতু, তার চাকুরী সংক্রান্ত বিষয়ের সংঙ্গে সম্পর্কিত, সেহেতু, আপনি আগামী ২৫-০৯-২০১২ তারিখের মধ্যে যাচিত তথ্যের সকল উৎস পর্যবেক্ষণ করে তথ্য প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। যাচিত তথ্য না থাকলে তা অভিযোগকারীকে জানিয়ে দেওয়ার নির্দেশ প্রদান করা সত্ত্বেও আপনি তথ্য কমিশনের নির্দেশ মোতাবেক অভিযোগকারীর ১১-০৪-২০১২ তারিখের যাচিত তথ্যের সকল উৎস পর্যবেক্ষণ না করে, মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগের ২৯৮/৯৪ নম্বর মামলার ০৬-০৪-১৯৯৫ তারিখের সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে বিগত প্রশাসনিক আপীল ট্রাইব্যুনাল তার ৯/৯৩ নম্বর মামলার ৩০-০৬-১৯৯৬ তারিখের পদত্ত সিদ্ধান্তে এই মর্মে নির্দেশ প্রদান করেন যে-The petitioner was in the service of the republic and the cause of action is against his employer that is the government of pupils republic of Bangladesh and not against his appointing authority or/and appellate authority . কারণ প্রধান বন সংরক্ষক যেহেতু, তার নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ সেহেতু, উল্লিখিত সিদ্ধান্ত মতে তাহার অভিযোগকারীর বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণের বা মতামত প্রদানের এখতিয়ার না থাকা সত্ত্বেও আপনি দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তাহার ২৪-০১-২০১২ ও ৩০-০৫-২০১৩ তারিখের এখতিয়ার বর্হিভূত মতামতের চিঠি দীর্ঘ ৮ মাস পর ২৬-০৯-২০১২ তারিখে এবং বন মন্ত্রণালয়ের প্রশাসন অধিশাখা-২ এর উপ-সচিবের চাকুরীতে পূর্নবহালের জন্য ১৬-০৩-২০১১, ২৬-০৪-২০১১ এবং ১৫-০৫-২০১১ তারিখের নির্দেশের অনুলিপি ২৬-০৯-২০১২ তারিখে তাকে প্রদান করে তথ্য অধিকার আইনের ২৭(১)(খ) এবং সংবিধানের ৭(ক) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী আমাকে তথ্য প্রাপ্তির মৌলিক অধিকার হতে বঞ্চিত করেছেন।**
- **মাননীয় কমিশনের ২৬-১২-২০১২ তারিখের প্রেরিত নির্দেশ মোতাবেক আপনি (দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা) যে যে অংশের যাচিত তথ্য তাকে প্রদান করেননি, তিনি সেই সেই অংশের সঠিক তথ্য চেয়ে তথ্য অধিকার আইনে এবং সংবিধানের ৭(ক) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সঠিক তথ্য প্রাপ্তির অনুরোধ করেন।**
- **অভিযোগকারীর ১১-০৪-২০১২ তারিখের আবেদনের "ক ও খ" অনুচ্ছেদে বর্ণিত তার নিকট হতে ১৯-১২-২০০৯ তারিখের জমা নেয়া কেস রেকর্ডের নথি যদি প্রশাসন অধিশাখা-২ এর নিকট না থাকত, তাহলে প্রশাসন অধিশাখা-২ কর্তৃক কোন তথ্যের উপর ভিত্তি করে ০৮-০২-২০১১ তারিখের প্রেরিত নোটিশ দ্বারা তাকে ১৩-০৩-২০১১ তারিখের শুনানীতে ব্যক্তিগতভাবে হাজির হবার নির্দেশ দিয়েছিলেন তার তথ্য এবং ১৩-০৩-২০১১ তারিখের শুনানীতে হাজির হয়ে হাজিরা প্রদান করা সত্ত্বেও কি কারণে তার শুনানী গ্রহণ না করে কি কারণে তাকে ফেরৎ দিয়েছিলেন। তার সঠিক কারণসহ তথ্য এবং তার ১১-০৪-২০১২ তারিখের আবেদনের গ**

(অঃ পৃঃ দ্রঃ)

অনুচ্ছেদে বর্ণিত প্রশাসন অধিশাখা-২ এর চাকুরিতে পূনঃবহালের জন্য ১৬-০৩-২০১১, ২৬-০৪-২০১১ এবং ১৫-০৫-২০১১ তারিখের নির্দেশ মোতাবেক তার ২৪-০৪-২০১১, ০৭-০৫-২০১১, ৩১-০৫-২০১১ এবং

০৮-০৬-২০১১ তারিখের দাখিলকৃত আপীল আবেদনের উপর মাননীয় বন সচিব মহোদয় কর্তৃক কত তারিখে তার শুনানী গ্রহণ করেছিলেন এবং শুনানী নোটিশের স্মারক নং কত ও তারিখ কত তার সঠিক তথ্য সহ ঐ শুনানীতে কি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন তার তথ্যসহ ঐ সিদ্ধান্ত আদেশের স্মারক নং কত ও তারিখ কত তার সমুদয় তথ্য।

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ডঃ মোঃ আফজাল হোসেন, উপ-সচিব, বন মন্ত্রণালয় উক্ত দায়িত্বে না থাকায় পত্রটি ফেরৎ আসলে অভিযোগকারী ২৪-০১-২০১৩ তারিখে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব শফিকুর রহমান পাটওয়ারী বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পর কোন প্রতিকার না পেয়ে তিনি ০৭-০৩-২০১২ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০২। বিষয়টি কমিশনের ১৪-০৩-২০১৩ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ১৬-০৪-২০১৩ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৩। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উপস্থিত হয়ে তাদের বক্তব্য উপস্থাপন করেন। অভিযোগকারী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট ০১ নং অনুচ্ছেদে উল্লিখিত তথ্য চেয়ে আবেদন করেন। তথ্য না পেয়ে তিনি আপীল কর্তৃপক্ষ বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৪। পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বেগম মোমেনা খাতুন তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তিনি সম্প্রতি যোগদান করেছেন। অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্যে তারিখ উল্লেখ রয়েছে, কিন্তু স্মারক নম্বর উল্লেখ না থাকায় কি তথ্য চেয়েছেন তা স্পষ্ট নয়। ফলে তথ্য প্রদান করা সম্ভব হয়নি। অভিযোগকারী স্মারক নম্বরগুলো অবহিত করলে তথ্য সরবরাহ করতে পারবেন বলে জানান।

পর্যালোচনা।

অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার বক্তব্য শ্রবনান্তে এবং দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্যের বিষয় স্পষ্ট বুঝতে না পারার কারণে তথ্য প্রদান করতে পারেননি। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্যের স্মারক নম্বরগুলো অবহিত হওয়ার পর অভিযোগকারীকে তথ্য সরবরাহ করার নিশ্চয়তা প্রদান করেছেন বিধায় অভিযোগটি নিষ্পত্তিযোগ্য মর্মে প্রতীয়মান হয়।

সিদ্ধান্ত।

নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদান পূর্বক অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো ঃ-

২৬। প্রার্থীত তথ্যের স্মারক সমূহ আগামী ১৫-০৫-২০১০৩ তারিখের পূর্বে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে সরবরাহ করার জন্য অভিযোগকারীকে নির্দেশনা দেয়া হলো।

২৭। তথ্যের মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে আগামী ১৫-০৫-২০১৩ তারিখ বা তদ্‌পূর্বে অভিযোগকারীকে তার প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে নির্দেশনা দেয়া হলো।

২৮। প্রার্থীত তথ্য না থাকলে লিখিতভাবে অভিযোগকারীকে অবগত করার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে নির্দেশনা দেয়া হলো।

২৯। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা-৯ এবং তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর বিধি-৮ অনুযায়ী সরবরাহকৃত তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থ ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ নং কোডে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে নির্দেশ দেয়া হলো।

৩০। নির্দেশনাগুলো বাস্তবায়ন/প্রতিপালন করে তথ্য কমিশনকে অবহিত করার জন্য উভয়পক্ষকে বলা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)	**(মোহাম্মদ আবু তাহের)**	**(মোহাম্মদ ফারুক)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

[কাজল]

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ২৭/২০১৩

অভিযোগকারী ঃ জনাব মোঃ রওশন আলী
পিতা-মৃত বিদেশ প্রামানিক
বাসা নং-৪/১৯,ওয়ার্ড নং-৭
বীর মুক্তিযোদ্ধা রেজাউল বাকী সড়ক
জলেশ্বরীতলা, বগুড়া।

প্রতিপক্ষ ঃ জনাব মোঃ কামরুল আহসান
উপ-পরিচালক
ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
দুর্নীতি দমন কমিশন
সমন্বিত জেলা কার্যালয়, বগুড়া।

সিদ্ধান্তপত্র।

(তারিখ ঃ ১৬-০৪-২০১৩ ইং)

০১। অভিযোগকারী ২৮-০১-২০১৩ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে জনাব মোঃ কামরুল আহসান, উপ-পরিচালক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, দুর্নীতি দমন কমিশন, সমন্বিত জেলা কার্যালয়, বগুড়া বরাবরে নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

- **দুর্নীতি দমন কমিশন, রাজশাহী বিভাগীয় কার্যালয়, বগুড়ার স্মারক নং-দুদক/বিকা/বগুড়া/১৭৪০, তারিখ-২১-০৯-২০১১ ইং এবং দুর্নীতি দমন কমিশন, সমন্বিত জেলা কার্যালয়, বগুড়ার ই/আর নং-৩১/২০১১ মোতাবেক দুর্নীতি দমন কমিশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকাতে দাখিলকৃত অনুসন্ধান প্রতিবেদন এর কপি।**

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ২৯-০১-২০১৩ তারিখের দুদক/সজেকা/বগুড়া/১৯২ স্মারকের মাধ্যমে তথ্য সরবরাহে অপারগতা প্রকাশ করেন। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তথ্য সরবরাহে অপারগতা প্রকাশ করায় অভিযোগকারী ৩১-০১-২০১৩ তারিখে দুর্নীতি দমন কমিশন, রাজশাহী বিভাগীয় কার্যালয়, বগুড়া এর পরিচালক ও আপীল কর্তৃপক্ষ বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তিনি ১০-০৩-২০১৩ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০২। বিষয়টি কমিশনের ১৪-০৩-২০১৩ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ১৬-০৪-২০১৩ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৩। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উপস্থিত হয়ে তাদের বক্তব্য উপস্থাপন করেন। অভিযোগকারী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট ১ নং অনুচ্ছেদে উল্লিখিত তথ্য চেয়ে আবেদন করেন। তথ্য না পেয়ে তিনি আপীল কর্তৃপক্ষ বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৪। দুর্নীতি দমন কমিশন, সমন্বিত জেলা কার্যালয়, বগুড়া এর দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জনাব মোঃ কামরুল আহসান এর পক্ষে নিয়োজিত বিজ্ঞ আইনজীবী জনাব মোঃ রফিকুল হক বেনু শুনানীতে উল্লেখ করেন যে, অভিযোগকারীর বিরুদ্ধে জ্ঞাত আয় বহির্ভূত সম্পদ অর্জন সংক্রান্ত একটি অভিযোগ দুদক কার্যালয়ের ই/আর নং-০৭/২০১০ ভুক্ত করে তার মক্কেল জনাব মোঃ কামরুল আহসান অনুসন্ধান করে অভিযোগকারী ও তার স্ত্রী মোছাঃ মনোয়ারা বেগমের বিরুদ্ধে দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ এর ২৬(১) ধারা অনুযায়ী পৃথক পৃথক সম্পদ বিবরণীর নোটিশ জারীর সুপারিশ করে স্মারক নং-১১১, তাং-১৮-০১-২০১১ ইং মূলে প্রতিবেদন দাখিল করেন। দুদকের নির্দেশনার প্রেক্ষিতে নোটিশ জারী করা হলে নির্ধারিত সময়ে তারা সম্পদের বিবরণী দাখিল করেন। জনাব মোঃ রওশন আলীর দাখিলকৃত সম্পদ বিবরণী ই/আর নং-৩১/২০১১ এবং তার স্ত্রীর মিসেস মনোয়ারা বেগমের দাখিলকৃত সম্পদের বিবরণী ই/আর নং-৩২/২০১১ ভুক্ত করে তার মক্কেল জনাব মোঃ কামরুল আহসান, উপ-পরিচালক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, দুর্নীতি দমন কমিশন, সমন্বিত জেলা কার্যালয়, বগুড়া অনুসন্ধান করেন। অনুসন্ধান শেষে ই/আর নং-৩১/২০১১ নথিভূক্তের সুপারিশ করেন।

(অঃ পৃঃ দ্রঃ)

০৫। ই/আর নং-৩২/২০১১-এ মিসেস মনোয়ারা বেগম ও জনাব মোঃ রওশন আলীর বিরুদ্ধে দুর্নীতি দমন কমিশন আইন -২০০৪ এর ২৬(২) ও ২৭(১) ধারা এবং দঃ বিঃ ১০৯ ধারায় একটি মামলা রুজুর সুপারিশ করে প্রতিবেদন দাখিল

করেন। তৎপ্রেক্ষিতে বগুড়া সদর থানায় তাদের বিরুদ্ধে মামলা নং-১৪, তাং- ০৬-০৩-২০১২ ইং রুজু করা হয়। মামলাটি তদন্ত শেষে বগুড়া সদর থানা কর্তৃক চার্জশীট নং-৬৭৩ তাং- ০২-১২-২০১২ ইং বিজ্ঞ আদালতে দাখিল করা হয়। মামলাটি বর্তমানে বিচারাধীন রয়েছে। যেহেতু মোঃ রওশন আলীর বিরুদ্ধে বগুড়া সদর থানায় মামলা নং ১৪ তাং- ০৬-০৩-২০১২ইং বিজ্ঞ আদালতে বিচারাধীন এবং চাহিত অনুসন্ধান প্রতিবেদন কেস ডকেটের সাথে রয়েছে, সেহেতু তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৭(ছ) ধারা অনুযায়ী আবেদনকারীর প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করা সম্ভব হচ্ছে না। এছাড়া জনাব মোঃ কামরুল আহসান দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে আপিল কর্তৃপক্ষ এর চার্জে থাকায় অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্যের বিষয়ে আপীল কর্তৃপক্ষ হিসেবে সিদ্ধান্ত প্রদান করতে পারেননি।

০৬। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার বক্তব্যের প্রেক্ষিতে কমিশন জানতে চান যে, "ডিপার্টমেন্টাল ইনকোয়ারী রিপোর্ট" এর ভিত্তিতে এফ আই আর ও চার্জশীট হয়েছে কিনা? কমিশনের এমন প্রশ্নের জবাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বলেন, এফ আই আর হয়েছে এবং পরবর্তীতে চার্জশীট দাখিল করা হয়েছে। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ ও দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ পর্যালোচনা সাপেক্ষে অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করা সম্ভব হবে বলে তিনি জানান।

পর্যালোচনা।

অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার বক্তব্য শ্রবনান্তে এবং দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করতে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯-এ কোন বাধা নেই। যেহেতু, ইনকোয়ারী রিপোর্টের ভিত্তিতে মামলার চার্জশীট দাখিল করা হয়েছে, সেহেতু, প্রার্থীত তথ্য আবেদনকারী পেতে পারেন মর্মে প্রতীয়মান হয়। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে দুর্নীতি দমন কমিশন আইন-২০০৪ পর্যালোচনাপূর্বক প্রার্থীত তথ্য অভিযোগকারীকে সরবরাহ করার নিশ্চয়তা প্রদান করায় অভিযোগটি নিষ্পত্তিযোগ্য মর্মে গণ্য করা যায়।

সিদ্ধান্ত।

নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদানপূর্বক অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো ঃ-

৩১। তথ্যের মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে আগামী ২২-০৪-২০১৩ তারিখ বা তদ্‌পূর্বে অভিযোগকারীকে তার প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে নির্দেশনা দেয়া হলো।

৩২। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা-৯ এবং তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর বিধি-৮ অনুযায়ী সরবরাহকৃত তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থ ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ নং কোডে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে নির্দেশ দেয়া হলো।

৩৩। নির্দেশনাগুলো বাস্তবায়ন/প্রতিপালন করে তথ্য কমিশনকে অবহিত করার জন্য উভয়পক্ষকে বলা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)	**(মোহাম্মদ আবু তাহের)**	**(মোহাম্মদ ফারুক)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

[কাজল]

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ২৮/২০১৩

অভিযোগকারী ঃ জনাব মোঃ নুরুল ইসলাম
পিতা-মৃত দলীল উদ্দীন মৃধা
গ্রাম-তাফালবাড়ীয়া
ডাকঘর-বড় গোপালদী
উপজেলা-দশমিনা
জেলা-পটুয়াখালী।

প্রতিপক্ষ ঃ ড. মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান
উপ-পরিচালক (ভাঃ)
বিদ্যালয় পরিদর্শক
ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর
বরিশাল অঞ্চল, বরিশাল।

সিদ্ধান্তপত্র।

(তারিখ ঃ ১৬-০৪-২০১৩ ইং)

০১। অভিযোগকারী ০৮-০১-২০১৩ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, বরিশাল অঞ্চল এর বিদ্যালয় পরিদর্শক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বরাবরে রেজিস্টার্ড ডাকযোগে নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

মর্দানা পি,এম,এস নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের

ক) ২৬-০৭-২০১২ ইং তারিখের উপ-পরিচালক মহোদয়ের পরিদর্শনের প্রতিবেদনের ফটোকপি।
খ) জে এস সি পরীক্ষার ২০১০ ও ২০১১ ইং তারিখের ফলাফলের ফটোকপি।
গ) ২০১২ ইং সনের ৮ম শ্রেনীর জে এস সি পরীক্ষার ছাত্র ছাত্রীদের নিবন্ধনকৃত নামের তালিকার ফটোকপি।
ঘ) জেলা শিক্ষা অফিসার পটুয়াখালী এর ২০১১ ইং সালের ফেব্রুয়ারী মাসের পরিদর্শন প্রতিবেদনের ফটোকপি।
ঙ) ম্যানেজিং কমিটি অনুমোদন ও স্বীকৃতি ও নবায়নের ফটোকপি।

নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রার্থীত তথ্য না পেয়ে অভিযোগকারী ০৫-০২-২০১৩ তারিখে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, বরিশাল অঞ্চল এর উপ-পরিচালক ও আপীল কর্তৃপক্ষ জনাব ড. মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান বরাবরে রেজিস্টার্ড ডাকযোগে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তিনি ১০-০৩-২০১৩ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০২। বিষয়টি কমিশনের ১৪-০৩-২০১৩ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ১৬-০৪-২০১৩ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৩। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উপস্থিত হয়ে তাদের বক্তব্য উপস্থাপন করেন। অভিযোগকারী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট ০১ নং অনুচ্ছেদে উল্লিখিত তথ্য চেয়ে আবেদন করেন। তথ্য না পেয়ে তিনি আপীল কর্তৃপক্ষ বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৪। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, বরিশাল এর দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ড. মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান তার বক্তব্যে অবহিত করেন যে, তার কার্যালয়ের বিদ্যালয় পরিদর্শক পদ শূন্য থাকায় তিনি দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হিসেবে কর্মরত আছেন। তথ্য প্রাপ্তির আবেদন হস্তগত হওয়ার পরপরই ডাকযোগে তথ্য প্রদান করা হয়েছে, সম্ভবত অভিযোগকারী পাননি। প্রার্থীত তথ্য সাথে করে নিয়ে এসেছেন। ঢাকার শিক্ষা ভবনের পরিচালক তার উর্ধ্বতন কার্যালয়ের প্রশাসনিক প্রধান। তাই ঢাকা শিক্ষা ভবনের পরিচালক হবেন আপীল কর্তৃপক্ষ।

(অঃ পৃঃ দ্রঃ)

পর্যালোচনা।

অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার বক্তব্য শ্রবনান্তে এবং দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করেছেন। কিন্তু অভিযোগকারী তথ্য প্রাপ্ত হননি। তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী ঢাকা শিক্ষা ভবনের পরিচালক হচ্ছেন আপীল কর্তৃপক্ষ । দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার বক্তব্যে প্রতীয়মান হয় যে, অভিযোগকারী যথাযথ আপীল কর্তৃপক্ষ বরাবরে আপীল আবেদন করেননি। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য সাথে নিয়ে এসেছেন এবং অভিযোগকারীকে তা সরবরাহের নিশ্চয়তা প্রদান করায় অভিযোগটি নিষ্পত্তিযোগ্য মর্মে প্রতীয়মান হয়।

<u>সিদ্ধান্ত।</u>

নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদান পূর্বক অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো ঃ-

১। যেহেতু, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য সাথে নিয়ে এসেছেন, সেহেতু, তথ্যের মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করার নির্দেশ দেয়া হলো।

২। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা-৯ এবং তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর বিধি-৮ অনুযায়ী সরবরাহকৃত তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থ **১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭** নং কোডে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে নির্দেশ দেয়া হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)	**(মোহাম্মদ আবু তাহের)**	**(মোহাম্মদ ফারুক)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

[কাজল]

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ২৯/২০১৩

অভিযোগকারী ঃ জনাব দেলাওয়ার বিন সিরাজ
পিতা-মৃত হাজী সিরাজ উদ্দিন
২/২ আর,কে, মিশন রোড
ঢাকা-১২০৩।

প্রতিপক্ষ ঃ জনাব মোঃ মুস্তাফিজুর রহমান
উপ-মহাব্যবস্থাপক (পরিঃ ও ক্রয়) অ:দা:
ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
মিল্ক ভিটা, ১৩৯-১৪০
তেজগাও শি/এ, ঢাকা।

সিদ্ধান্তপত্র।

(তারিখ ঃ ২৯-০৫-২০১৩ ইং)

০১। অভিযোগকারী ২৬-১২-২০১২ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম, জেনারেল ম্যানেজার ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, মিল্ক ভিটা, ১৩৯-১৪০ তেজগাও শি/এ, ঢাকা বরাবরে নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

ক) জাতীয় বৃক্ষমেলা ২০১২ এর রক্ষনাবেক্ষণ ও ডিজিটাল ব্যানার স্থাপন ব্যায় ৫,০০,০০০/- টাকা পরিশোধের অনুমোদন বিল, চেক বহির কাউন্টার পৃ: ফটোকপি;

খ) বর্তমান চেয়ারম্যান জনাব হাসিব খান তরুণ দায়ীত্ব গ্রহণের পর থেকে অদ্য পর্যন্ত বিজ্ঞাপন খাতে কোন কোন প্রতিষ্ঠানকে কত টাকার বিজ্ঞাপন প্রদান করা হয়েছে প্রতিষ্ঠানের নাম, ঠিকানা ও সর্বমোট টাকার টাইপকৃত বিবরণী।

গ) দায়ীত্ব গ্রহণের পর চেয়ারম্যান মহোদয় কোন কোন খাতে এ পর্যন্ত কত টাকার সুযোগ সুবিধা গ্রহণ করেছেন তার হিসাব বিবরণী (টাইপকৃত)।

০২। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রার্থীত তথ্য না পেয়ে অভিযোগকারী ২৩-০১-২০১৩ তারিখে জনাব হাসিব খান তরুণ, চেয়ারম্যান ও আপীল কর্তৃপক্ষ, মিল্ক ভিটা, ১৩৯-১৪০ তেজগাও শি/এ, ঢাকা বরাবরে আপীল আবেদন করেন, যা ৩০-০১-২০১৩ তারিখে সংশ্লিষ্ট দপ্তরকর্তৃক গৃহীত হয়। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তিনি ১৮-০৩-২০১৩ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৩। বিষয়টি কমিশনের ০৪-০৪-২০১৩ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ৩০-০৪-২০১৩ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৪। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জবাব দাখিলের জন্য সময় চেয়ে আবেদন করেন। কমিশন কর্তৃক সময় মঞ্জুর করা হয় এবং ২৯-০৫-২০১৩ তারিখ পুনরায় শুনানীর দিন ধার্য করে অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৫। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উপস্থিত হয়ে তাদের বক্তব্য উপস্থাপন করেন। অভিযোগকারী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট ০১ নং অনুচ্ছেদে উল্লিখিত তথ্য চেয়ে আবেদন করেন। তথ্য না পেয়ে তিনি আপীল কর্তৃপক্ষ বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তিনি তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৬। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জনাব মোঃ মুস্তাফিজুর রহমান তার বক্তব্যে অবহিত করেন যে, তিনি নতুন দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। অভিযোগকারীর ০১ নং অনুচ্ছেদে উল্লিখিত (ক) ও (খ) ক্রমিকের তথ্য সরবরাহ করার নিশ্চয়তা প্রদান করেছেন কিন্তু (গ) ক্রমিকের তথ্য অস্পষ্ট বিধায় তা সরবরাহ করা সম্ভব নয়।

(অঃ পৃঃ দ্রঃ)

পর্যালোচনা।

অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার বক্তব্য শ্রবনান্তে এবং দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অভিযোগকারীকে তার প্রার্থীত তথ্যের প্রথম দু'টি তথ্য অর্থাৎ (ক) ও (খ) ক্রমিকে উল্লিখিত তথ্য সরবরাহ করার নিশ্চয়তা প্রদান করেন। তৃতীয়টি অস্পষ্ট বিধায় তা সরবরাহ করা সম্ভব নয় এবং অবশিষ্ট দু'টি তথ্য সরবরাহ করার নিশ্চয়তা প্রদান করায় অভিযোগটি নিষ্পত্তিযোগ্য মর্মে প্রতীয়মান হয়।

সিদ্ধান্ত।

নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদানপূর্বক অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো ঃ-

৩৪। তথ্যের মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে আগামী ০৬-০৫-২০১৩ তারিখ বা তদ্‌পূর্বে অভিযোগকারীকে (ক) ও (খ) ক্রমিকে উল্লিখিত তথ্য সরবরাহ করার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে নির্দেশ দেয়া হলো।

৩৫। ০১ নং অনুচ্ছেদে উল্লিখিত তৃতীয় তথ্যটি স্পষ্ট করে পুনরায় আবেদন করার জন্য অভিযোগকারীকে নির্দেশনা দেয়া হলো।

৩৬। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা-৯ এবং তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর বিধি-৮ অনুযায়ী সরবরাহকৃত তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থ ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ নং কোডে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে নির্দেশ দেয়া হলো।

৩৭। নির্দেশাবলী বাস্তবায়ন/প্রতিপালন করে তথ্য কমিশনকে অবহিত করার জন্য উভয়পক্ষকে বলা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)	**(মোহাম্মদ আবু তাহের)**	**(মোহাম্মদ ফারুক)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

[কাজল]

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ৩০/২০১৩

অভিযোগকারী ঃ জনাব আলাউদ্দিন আল মাছুম
পিতা-মৃত মোঃ ইয়াকুব আলী
৬২৪/২ ইব্রাহীমপুর থানা
কাফরুল, ঢাকা।

প্রতিপক্ষ ঃ জনাব মোরারজী দেশাই বর্মণ
নির্বাহী ম্যাজিষ্ট্রেট
ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ঢাকা।

সিদ্ধান্তপত্র।

(তারিখ ঃ ৩০-০৪-২০১৩ ইং)

০১। অভিযোগকারী ১০-১২-২০১২ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে ঢাকা জেলার জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের নির্বাহী ম্যাজিষ্ট্রেট ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জনাব মোরারজী দেশাই বর্মণ বরাবরে নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

- **শেখ মোঃ আনোয়ার হোসেন, পিতা-মৃত আব্দুর রাজ্জাক এর নামে ক্রয়কৃত বিগত ১৯-১২-১৯৯৯ ইং তারিখের অত্র সংযুক্ত ১৭২৯৫ নং দলিলে ঢাকা জেলা প্রশাসকের এল এ শাখার অধিগৃহীত এর সীল লাগানো আছে দেখা যায়, উক্ত লাগানো সীল জেলা প্রশাসকের এল এ শাখার কিনা বা উক্ত দলিলের বিপরীতে জেলা প্রশাসকের এল এ ১৩/২০১০-২০১১ এর মাধ্যমে কোন ভূমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে কিনা।**

আবেদনের প্রেক্ষিতে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার স্থলে ঢাকা জেলার জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের ভূমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তা জনাব মোহাম্মদ রাসেলুল কাদের ০৮-০১-২০১৩ তারিখে অভিযোগকারীকে ০৫.৪১.২৬০০.৩৩.০৩৩.০০৬.১২-২৯ নং স্মারকের মাধ্যমে তথ্য সরবরাহ করেন। প্রদত্ত তথ্যে অসন্তুষ্ট হয়ে অভিযোগকারী ১৯-০২-২০১৩ তারিখে ঢাকা বিভাগের বিভাগীয় কমিশনার ও আপীল কর্তৃপক্ষ জনাব এ, এন, সামসুদ্দিন আজাদ চৌধুরী বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদনের প্রেক্ষিতে আপীল কর্তৃপক্ষ ১০-০৩-২০১৩ তারিখে উভয় পক্ষের উপস্থিতিতে আপীল শুনানী গ্রহণ করেন। শুনানী শেষে আপীল কর্তৃপক্ষ আপীল আবেদনটি খারিজ করে দিলে অভিযোগকারী ২১-০৩-২০১৩ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০২। বিষয়টি কমিশনের ০৪-০৪-২০১৩ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ৩০-০৪-২০১৩ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৩। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও ঢাকা জেলার জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের ভূমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তা উপস্থিত হয়ে তাদের বক্তব্য উপস্থাপন করেন। অভিযোগকারী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট ০১ নং অনুচ্ছেদে উল্লিখিত তথ্য চেয়ে আবেদন করেন। এ প্রেক্ষিতে ঢাকা জেলার জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের ভূমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তা জনাব মোহাম্মদ রাসেলুল কাদের ০৮-০১-২০১৩ তারিখে অভিযোগকারীকে তথ্য সরবরাহ করেন। প্রদত্ত তথ্যে অসন্তুষ্ট হয়ে অভিযোগকারী ১৯-০২-২০১৩ তারিখে ঢাকা বিভাগের বিভাগীয় কমিশনার ও আপীল কর্তৃপক্ষ জনাব এ, এন, সামসুদ্দিন আজাদ চৌধুরী বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদনের প্রেক্ষিতে আপীল কর্তৃপক্ষ ১০-০৩-২০১৩ তারিখে উভয় পক্ষের উপস্থিতিতে আপীল শুনানী গ্রহণ করেন। শুনানী শেষে আপীল কর্তৃপক্ষ আপীল আবেদনটি খারিজ করে দেন। অত:পর তিনি ২১-০৩-২০১৩ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৪। ঢাকা জেলার জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের নির্বাহী ম্যাজিষ্ট্রেট ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জনাব মোরারজী দেশাই বর্মণ তার বক্তব্যে অবহিত করেন যে, অভিযোগকারীর তথ্যপ্রাপ্তির আবেদনের প্রেক্ষিতে তথ্য সরবরাহের জন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তরে চিঠি পাঠানো হয়। সংশ্লিষ্ট দপ্তর হতে যে সকল তথ্য প্রদান করা হয়েছে, তা অভিযোগকারীকে সরবরাহ করা হয়েছে। অভিযোগকারী প্রদত্ত তথ্যে সন্তুষ্ট না হওয়ায় আপীল কর্তৃপক্ষ বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল কর্তৃপক্ষ আপীল শুনানীঅন্তে আবেদনটি খারিজ করে দেন।

(অঃ পৃঃ দ্রঃ)

০৫। ঢাকা জেলার জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের ভূমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তা জনাব মোহাম্মদ রাসেলুল কাদেরকে অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য প্রসঙ্গে কমিশন প্রশ্ন করলে তিনি বলেন যে, তাদের অফিস থেকে 'অধিগৃহীত' সীল দেয়া হয় না।

'উক্ত জমিটি অধিগ্রহণ করা হয়েছে কিনা?' কমিশনের এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, উক্ত জমির আংশিক পরিমান রাজউকের অনুকূলে অধিগ্রহণ করা হয়েছে।

০৬। অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্যের জবাব তাকে লিখিতভাবে দেয়া যাবে কিনা? কমিশনের এমন প্রশ্নের জবাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্যের জবাব তাকে লিখিতভাবে সরবরাহ করার নিশ্চয়তা প্রদান করেন।

পর্যালোচনা।

অভিযোগকারী, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও ভূমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তার বক্তব্য শ্রবনান্তে এবং দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অভিযোগকারীকে তার প্রার্থীত তথ্যের জবাব লিখিতভাবে সরবরাহের করার নিশ্চয়তা প্রদান করায় অভিযোগটি নিষ্পত্তিযোগ্য মর্মে প্রতীয়মান হয়।

সিদ্ধান্ত।

নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদানপূর্বক অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো ঃ-

৩৮। তথ্যের মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে আগামী ০২-০৫-২০১৩ তারিখ বা তদ্‌পূর্বে অভিযোগকারীকে তার প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে নির্দেশ দেয়া হলো।

৩৯। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা-৯ এবং তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর বিধি-৮ অনুযায়ী সরবরাহকৃত তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থ ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ নং কোডে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে নির্দেশ দেয়া হলো।

৪০। নির্দেশাবলী বাস্তবায়ন/প্রতিপালন করে তথ্য কমিশনকে অবহিত করার জন্য উভয়পক্ষকে বলা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)	**(মোহাম্মদ আবু তাহের)**	**(মোহাম্মদ ফারুক)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

[কাজল]

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ৩১/২০১৩

অভিযোগকারী ঃ জনাব মোঃ মুজিবুর রহমান
পিতা-মরহুম মোঃ মক্রম আলী
মল্লিকপুর, থানা-সদর
জেলা-সুনামগঞ্জ।

প্রতিপক্ষ ঃ মোঃ নুরুল ইসলাম
জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা
ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
সুনামগঞ্জ।

সিদ্ধান্তপত্র।

(তারিখ ঃ ৩০-০৪-২০১৩ ইং)

০১। অভিযোগকারী ১৩-১২-২০১২ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে সুনামগঞ্জ জেলার জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বরাবরে রেজিস্টার্ড ডাক যোগে নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

১। কন্দর্প নারায়ণ গুণ, অফিস সহকারী কাম মুদ্রাক্ষরিক, সংস্থাপন শাখা, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, সুনামগঞ্জ, পিতা-স্বর্গীয় কেতকী রঞ্জন গুন, নিলয়-১০৪, নতুন পাড়া, সুনামগঞ্জ পৌরসভা, থানা- সুনামগঞ্জ সদর, সুনামগঞ্জ কর্তৃক বেগম শংকরী রাণী দে, সহকারী শিক্ষিকা, কৈতক সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, ছাতক, সুনামগঞ্জ এর বিরুদ্ধে সরকারী কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধি, ১৯৮৫ এর আলোকে ২৩-০৯-২০১২, ০১-১১-২০১২ তারিখে দাখিলকৃত অভিযোগসমূহের ফটোকপি;

২। ১ নং অনুচ্ছেদে উল্লিখিত অভিযোগসমূহের প্রেক্ষিতে উপজেলা শিক্ষা অফিসার, সুনামগঞ্জ সদর কর্তৃক তদন্ত প্রতিবেদন, আবেদনকারী, স্বাক্ষীদের এবং অভিযুক্ত বেগম শংকরী রাণী দে এর জবানবন্দীর ফটোকপি।

৩। কন্দর্প নারায়ণ গুণ, অফিস সহকারী কাম মুদ্রাক্ষরিক, সংস্থাপন শাখা, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, সুনামগঞ্জ, পিতা-স্বর্গীয় কেতকী রঞ্জন গুন, নিলয়-১০৪, নতুন পাড়া, সুনামগঞ্জ পৌরসভা, থানা-সুনামগঞ্জ সদর, সুনামগঞ্জ কর্তৃক ১৩-১১-২০১২ তারিখে দাখিলকৃত নারাজী আবেদনের ফটোকপি।

নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রার্থীত তথ্য না পেয়ে অভিযোগকারী ৩১-০১-২০১৩ তারিখে সিলেট জেলার প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক বরাবরে রেজিস্টার্ড ডাক যোগে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তিনি ২১-০৩-২০১৩ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০২। বিষয়টি কমিশনের ০৪-০৪-২০১৩ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ৩০-০৪-২০১৩ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৩। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উপস্থিত হয়ে তাদের বক্তব্য উপস্থাপন করেন। অভিযোগকারী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট ০১ নং অনুচ্ছেদে উল্লিখিত তথ্য চেয়ে আবেদন করেন। তথ্য না পেয়ে তিনি আপীল কর্তৃপক্ষ বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৪। সুনামগঞ্জ জেলার জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জনাব মোঃ নুরুল ইসলাম তার বক্তব্যে অবহিত করেন যে, অভিযোগকারীর প্রার্থীত ১নং ও ৩নং তথ্য ডাকযোগে প্রেরণ করেন, কিন্তু তা ফেরত আসে। প্রার্থীত ২নং তথ্যের বিষয়ে (তদন্ত প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র) তদন্তকারী কর্মকর্তা, উপজেলা শিক্ষা অফিসার, সুনামগঞ্জ সদর তার প্রেরিত পত্রে উল্লেখ করেন যে, উক্ত বিষয়টি নারী ও শিশু নির্যাতন আদালত, সুনামগঞ্জে বিচারাধীন থাকায় তিনি তদন্ত করেননি। এমতাবস্থায় তদন্ত প্রতিবেদন না থাকায় তা সরবরাহ করা সম্ভব হয়নি। অভিযোগকারীর প্রার্থীত ১ নং ও ২ নং তথ্য সাথে করে নিয়ে এসেছেন এবং অভিযোগকারীকে সরবরাহ করার নিশ্চয়তা প্রদান করেন।

(অঃ পৃঃ দ্রঃ)

পর্যালোচনা।

অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার বক্তব্য শ্রবনান্তে এবং দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অভিযোগকারীর প্রার্থীত ১নং ও ২নং তথ্য ডাকযোগে প্রেরণ করেছেন। কিন্তু প্রাপকের ঠিকানা খুঁজে না পাওয়ায় তা ফেরত আসে। ফলে অভিযোগকারী তার প্রার্থীত তথ্য প্রাপ্ত হননি। প্রার্থীত ২নং তথ্যের বিষয়টি আদালতে বিচারাধীন থাকায়, তদন্ত কর্মকর্তা কর্তৃক তদন্ত না করায় এবং এ বিষয়ে কোন তদন্ত প্রতিবেদন না থাকায়, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার পক্ষে তা সরবরাহ করা সম্ভব হয়নি। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অভিযোগকারীর প্রার্থীত ১নং ও ২নং তথ্য সাথে নিয়ে এসেছেন এবং অভিযোগকারীকে তা সরবরাহের নিশ্চয়তা প্রদান করায় অভিযোগটি নিষ্পত্তিযোগ্য মর্মে প্রতীয়মান হয়।

সিদ্ধান্ত।

নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদানপূর্বক অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো ঃ-

৪১। তথ্যের মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে আগামী ০২-০৫-২০১৩ তারিখ বা তদ্‌পূর্বে অভিযোগকারীকে তার প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে নির্দেশনা দেয়া হলো।

৪২। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা-৯ এবং তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর বিধি-৮ অনুযায়ী সরবরাহকৃত তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থ ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ নং কোডে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে নির্দেশ দেয়া হলো।

৪৩। নির্দেশনাগুলো বাস্তবায়ন/প্রতিপালন করে তথ্য কমিশনকে অবহিত করার জন্য উভয়পক্ষকে বলা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)	**(মোহাম্মদ আবু তাহের)**	**(মোহাম্মদ ফারুক)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

[কাজল]

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)

এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা

শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ৩২/২০১৩

অভিযোগকারী ঃ জনাব মোঃ শফিউর রহমান
পিতা-মরহুম মোঃ আব্দুল জাওয়াত
১/২০ কল্যাণপুর হাউজিং এষ্টেট
কল্যাণপুর, ঢাকা-১২০৭।

প্রতিপক্ষ ঃ মোঃ আখেরুল ইসলাম
ব্যবস্থাপক
ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-পল্লবী
ঢাকা ইলিক্ট্রিক সাপ্লাই কম্পানী লিঃ
বাড়ী-৪, রোড-১৭, ব্লক-সি, সেকশন-১০
মিরপুর হাউজিং এষ্টেট, ঢাকা-১২১৬।

সিদ্ধান্তপত্র।

(তারিখ ঃ ৩০-০৪-২০১৩ ইং)

০১। অভিযোগকারী ০৯-০২-২০১৩ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-পল্লবী, ঢাকা ইলিক্ট্রিক সাপ্লাই কম্পানী লিঃ এর দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বরাবরে নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

১) The Electricity act, 1910 এর অধিনে ডেসকো কর্তৃক অনুসৃত পদ্ধতি বিষয়ে এতদসঙ্গে সংযুক্ত Attachment-A এর পঞ্চম কলামে চাহিদাকৃত তথ্য।

২) ১৬ বৎসর পূর্বে পূর্বতন ডেসার মাধ্যমে পৃথক স্বতন্ত্র মিটার দ্বারা গৃহীত গ্রাহকের বিদ্যমান সকল সংযোগ বিচ্ছিন্ন করিয়া বিধি লঙ্ঘিত পদ্ধতি অনুসরণক্রমে পূর্বের সকল স্বতন্ত্র একক মিটারকে সাব-মিটার হিসাবে রুপান্তরক্রমে ইহাদের বিপরীতে একটি মাত্র সামষ্টিক নতুন চেক মিটার স্থাপন এবং ইহাকে মেইন মিটার হিসাবে চিহ্নিতক্রমে ইহার ব্যবস্থাপনা, বিদ্যুৎ বিল জারী ও পরিশোধ সংক্রান্ত বিষয়ে ডেসকোর বিধিমালা সংক্রান্ত তথ্য।

Attachment-A

INFORMATION REQUIRED: Procedures followed by DESCO item-wise under column-5 against the provisions of the Electrcity Act, 1910 listed under column-4 on Management, Installation and Billing of Check Meters vis-a-vis consumers` Correct Meter.

SL	Act Ref	Section	Sub-section/subject Title	Followed by DESCO
1	2	3	4	5
1	Electricity Act, 1910	21(1)	Licensee shall not prescribe any special form of appliance.	
2	,,	(4)	Difference or dispute to be decided either by the Electric Inspector or by arbitration.	
3	,,	24(1)	Discontinuance of supply to consumer neglecting to pay charge for energy : Licensee may discontinue the supply until such sum or, together with any expenses incurred by him in cutting off and re-connecting the supply, are paid, but no longer.	

(অঃ পৃঃ দ্রঃ)

4	,,	(4)	Discontinuance of energy to consumer : Any difference or	

			dispute to be decided by Electric Inspector.	
5	,,	26(1)	METERS : Supply of energy to be ascertained by means of a correct meter and the licensee shall cause the consumer to be supplied with such a matter.	
6	,,	(2)	Consumer` hired meter : The licensee shall keep the meter correct, and, in default of his doing so, the consumer shall, for so long as the default continues, cease to be liable to pay for the hire of the meter.	
7	,,	(3)	Consumers" own meter : The consumer shall keep the meter correct.............	
8	,,	(6)	The Electric Inspector shall decide difference or dispute as to the correctness of the meter.	
9	,,	(7)	Check Meter : The licensee may, for the purpose of ascertaining correctness of the consumers' meter, or regulating the amount of energy supplied to the consumer, may place such 'additional cheek meter' upon the premises of the consumer strictly at the place provided in the Act.	
10	,,	(7)	Explanation Clause : Use the check meter shall be limited to strictly for the purpose of ascertaining correctness of the consumer meter and, if needed under sub-section (1), replace by correct meter. Check meter shall in no way be used as a mechanism for billing purpose. Without being requisioned upon by the consumer, the licensee itself installs it at its own exigency as a monitoring tool.	

তথ্য প্রাপ্তির আবেদনটি প্রত্যাখ্যাত হওয়ায় অভিযোগকারী ০৪-০৩-২০১৩ তারিখে ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও আপীল কর্তৃপক্ষ, ঢাকা ইলেক্ট্রিক সাপ্লাই কোম্পানী লিঃ, প্রধান কার্যালয় বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে অভিযোগকারী ২৫-০৩-২০১৩ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০২। বিষয়টি কমিশনের ০৪-০৪-২০১৩ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ৩০-০৪-২০১৩ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৩। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উপস্থিত হয়ে তাদের বক্তব্য উপস্থাপন করেন। অভিযোগকারী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট ০১ নং অনুচ্ছেদে উল্লিখিত তথ্য চেয়ে আবেদন করেন। তথ্য প্রাপ্তির আবেদনটি প্রত্যাখ্যান করা হয়। পরবর্তীতে তথ্য না পেয়ে তিনি আপীল কর্তৃপক্ষ বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদনটিও প্রত্যাখ্যাত হওয়ায় তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন। কমিশন কর্তৃক প্রেরিত সমন প্রাপ্তির পর দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অভিযোগকারীকে বিষয়টি পারস্পরিক আলোচনা ও সমঝোতার ভিত্তিতে সমাধানের প্রস্তাব করেন। অভিযোগকারী তাতে সম্মতি প্রদান করেন। এ প্রেক্ষিতে অভিযোগকারী বিষয়টি পারস্পরিক আলোচনা ও সমঝোতার ভিত্তিতে সমাধানের জন্য সময় প্রার্থনা করেন।

(অঃ পৃঃ দ্রঃ)

০৪। ঢাকা ইলেক্ট্রিক সাপ্লাই কোম্পানী লিঃ, বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-পল্লবী-এর ব্যবস্থাপক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জনাব মোঃ আখেরুল ইসলাম তার বক্তব্যে অবহিত করেন যে, অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও অনুমোদন প্রক্রিয়ায় 'ডেসকোর' উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের সংশ্লিষ্টতা রয়েছে বিধায় বিষয়টি নিস্পত্তির জন্য সময় প্রয়োজন।

ইতোমধ্যে অভিযোগকারীকে বিষয়টি নিস্পত্তির জন্য প্রস্তাব করলে, তিনি সম্মতি প্রদান করেন। এ প্রেক্ষিতে তিনি কমিশনের নিকট সময় প্রার্থনা করেন। একই সাথে তিনি অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য যথাশীঘ্র সংগ্রহপূর্বক সরবরাহ করবেন মর্মে নিশ্চয়তা প্রদান করেন।

পর্যালোচনা।

অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার বক্তব্য শ্রবনান্তে এবং দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, উভয় পক্ষ বিষয়টি পারস্পরিক আলোচনা ও সমঝোতার ভিত্তিতে সমাধানের জন্য সময় প্রার্থনা করেছেন। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য সরবরাহের নিশ্চয়তা প্রদান করায় অভিযোগটি নিস্পত্তিযোগ্য মর্মে প্রতীয়মান হয়।

সিদ্ধান্ত।

নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদানপূর্বক অভিযোগটি নিস্পত্তি করা হলো ঃ-

৭। তথ্যের মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে আগামী ৩০-০৫-২০১৩ তারিখ বা তদ্পূর্বে অভিযোগকারীকে তার প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে নির্দেশ দেয়া হলো।

৮। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা-৯ এবং তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর বিধি-৮ অনুযায়ী সরবরাহকৃত তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থ ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ নং কোডে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে নির্দেশ দেয়া হলো।

৯। নির্দেশনাগুলো বাস্তবায়ন/প্রতিপালন করে তথ্য কমিশনকে অবহিত করার জন্য উভয়পক্ষকে বলা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)	**(মোহাম্মদ আবু তাহের)**	**(মোহাম্মদ ফারুক)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

[কাজল]

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ৩৩/২০১৩

অভিযোগকারী ঃ জনাব গোলাম মোস্তফা জীবন
পিতা-গাজী মোঃ ময়েজ উদ্দিন সরকার
রেলওয়ে কলোনী (মার্কাজ মসজিদ সংলগ্ন)
সিরাজগঞ্জ।

প্রতিপক্ষ ঃ জনাব মোহাম্মদ হাসিব সরকার
সহকারী কমিশনার ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
জেলা প্রশাসকের কার্যালয়
সিরাজগঞ্জ।

সিদ্ধান্তপত্র।

(তারিখ ঃ ৩০-০৪-২০১৩ ইং)

০১। অভিযোগকারী ০৯-০১-২০১৩ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে সিরাজগঞ্জ জেলার জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বরাবরে নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

ক) মোঃ হুমায়ুন কবীর জেলা প্রশাসক হিসাবে সিরাজগঞ্জে যোগদানের দিন হতে শুরু করে তার অন্যত্র বদলী পর্যন্ত জেলায় মোট কতগুলো মেলা, আনন্দমেলা, যাত্রা, সার্কাস ও হাউজি খেলার অনুমোদন দেয়া হয়েছিল, তা জানতে (সংখ্যা) চান। যাদেরকে মেলা, আনন্দমেলা, যাত্রা, সার্কাস ও হাউজি খেলার অনুমোদন দেয়া হয়েছিল, তাদের নাম, ঠিকানা ও মোবাইল নম্বর এবং অনুমোদিত সময় ও স্থানের ঠিকানা;

খ) এই সব মেলা, আনন্দমেলা, যাত্রা, সার্কাস ও হাউজি খেলার অনুমোদন দেয়া বাবদ এলআর ফান্ডের নামে অথবা অন্য কোন খাতে কত টাকা আদায় করা হয়েছিল এবং তা কোন পদ্ধতিতে আদায় করা হয়েছিল, তার পরিমান বা হিসাব এবং বিস্তারিত কাগজপত্র দেখতে চান ও এর ফটোকপি;

গ) আদায়কৃত ঐ টাকা কবে কখন কোন খাতে ব্যয় করা হয়েছে এবং কোন পদ্ধতিতে ব্যয় করা হয়েছে, তার হিসাব ও বিস্তারিত কাগজপত্র দেখতে চান এবং ফটোকপি;

ঘ) মোঃ আমিনুল ইসলাম জেলা প্রশাসক হিসাবে সিরাজগঞ্জে যোগদানের দিন হতে শুরু করে অদ্যাবদী পর্যন্ত জেলায় মোট কতগুলো মেলা, আনন্দমেলা, যাত্রা, সার্কাস ও হাউজি খেলার অনুমোদন দেয়া হয়েছিল, তা জানতে (সংখ্যা) চান। যাদেরকে মেলা, আনন্দমেলা, যাত্রা, সার্কাস ও হাউজি খেলার অনুমোদন দেয়া হয়েছে, তাদের নাম, ঠিকানা ও মোবাইল নম্বর এবং অনুমোদিত সময় ও স্থানের ঠিকানা;

ঙ) এই সব মেলা, আনন্দমেলা, যাত্রা, সার্কাস ও হাউজি খেলার অনুমোদন দেয়া বাবদ এলআর ফান্ডের নামে অথবা অন্য কোন খাতে কত টাকা আদায় করা হয়েছিল এবং তা কোন পদ্ধতিতে আদায় করা হয়েছিল, তার পরিমান বা হিসাব এবং বিস্তারিত কাগজপত্র দেখতে চান ও এর ফটোকপি;

চ) আদায়কৃত ঐ টাকা কবে কখন কোন খাতে ব্যয় করা হয়েছে এবং কোন পদ্ধতিতে ব্যয় করা হয়েছে, তার হিসাব ও বিস্তারিত কাগজপত্র দেখতে চান এবং ফটোকপি;

নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রার্থীত তথ্য না পেয়ে অভিযোগকারী ১২-০২-২০১৩ তারিখে রাজশাহী বিভাগের বিভাগীয় কমিশনার বরাবরে রেজিস্টার্ড ডাক যোগে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদনের প্রেক্ষিতে সোনিয়া বিনতে তাবিদ, সহকারী কমিশনার (সাধারণ শাখা), বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী ২৫-০২-২০১৩ তারিখের ০৫.৪৩.০০০০.০১২.০২.০০১.১২-২৪৫(২) নং স্মারকের মাধ্যমে আপীল কর্তৃপক্ষ হিসেবে সিরাজগঞ্জ জেলার জেলা প্রশাসক-কে বিষয়টি নিষ্পত্তির নিমিত্তে ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে পত্র প্রেরণ করেন। এর পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তিনি ২৫-০৩-২০১৩ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০২। বিষয়টি কমিশনের ০৪-০৪-২০১৩ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ৩০-০৪-২০১৩ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

(অঃ পৃঃ দ্রঃ)

০৩। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উপস্থিত হয়ে তাদের বক্তব্য উপস্থাপন করেন। অভিযোগকারী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট ০১ নং অনুচ্ছেদে উল্লিখিত তথ্য চেয়ে আবেদন করেন। তথ্য না পেয়ে তিনি আপীল কর্তৃপক্ষ বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদনের প্রেক্ষিতে সোনিয়া বিনতে তাবিদ, সহকারী কমিশনার (সাধারণ শাখা), বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী বিষয়টি নিষ্পত্তির নিমিত্তে ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সিরাজগঞ্জ জেলার জেলা প্রশাসক-কে নির্দেশক্রমে পত্র প্রেরণ করেন। এর পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৪। সিরাজগঞ্জ জেলার জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সহকারী কমিশনার ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জনাব মোহাম্মদ হাসিব সরকার তার বক্তব্যে অবহিত করেন যে, তিনি ১৬-০৩-২০১৩ তারিখে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। অভিযোগকারীর প্রার্থীত ক, খ, গ ক্রমিকের সম্পূর্ণ ও ঘ ক্রমিকের আংশিক তথ্য সম্বলিত নথি সচিবালয়ের নির্দেশমালা ২০০৮ এর ৮৮(৪) নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী "ঘ" শ্রেণীর রুটিন রেকর্ড হওয়ায়, এ সকল নথি সংশ্লিষ্ট দপ্তরে ১(এক) বছর কালের জন্য সংরক্ষিত রাখা হয়। ১(এক) বছর কাল অতিক্রান্ত হওয়ার পর এ সকল নথির আর প্রয়োজনীয়তা না থাকায়, তা বিনষ্ট করা হয়েছে। তাই অভিযোগকারীর প্রার্থীত সকল তথ্য সরবরাহ করা সম্ভব হয়নি। অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্যের যতটুকু পাওয়া গেছে সে সকল তথ্য গ্রহণ করার জন্য অভিযোগকারীকে বলা হলে, তিনি গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন। এ প্রেক্ষিতে ২৫-০৩-২০১৩ তারিখে অভিযোগকারীর ঠিকানায় তথ্য ডাকযোগে প্রেরণ করা হয়। প্রদত্ত তথ্যের কপি সাথে করে নিয়ে আসা হয়েছে। প্রেরিত তথ্য অভিযোগকারী না পেয়ে থাকলে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা পুনরায় তা সরবরাহ করার নিশ্চয়তা প্রদান করেন।

<u>পর্যালোচনা।</u>

অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার বক্তব্য শ্রবনান্তে এবং দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, সচিবালয়ের নির্দেশমালা ২০০৮ এর ৮৮(৪) নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সিরাজগঞ্জ জেলার জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের "ঘ" শ্রেণীভুক্ত নথি প্রতি ১(এক) বছর অন্তর বিনষ্ট করায় অভিযোগকারীর প্রার্থীত সকল তথ্য সরবরাহ করা সম্ভব হয়নি। অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্যের যতটুকু সিরাজগঞ্জ জেলার জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে পাওয়া গেছে তা ২৫-০৩-২০১৩ তারিখে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক অভিযোগকারীকে সরবরাহ করা হয়েছে। কিন্তু অভিযোগকারী তথ্য প্রাপ্ত হননি বলে জানিয়েছেন। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য সাথে করে নিয়ে এসেছেন এবং অভিযোগকারীকে তা সরবরাহের নিশ্চয়তা প্রদান করায় অভিযোগটি নিষ্পত্তিযোগ্য মর্মে প্রতীয়মান হয়।

<u>সিদ্ধান্ত।</u>

নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদানপূর্বক অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো ঃ-

১০। তথ্যের মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে আগামী ২৬-০৫-২০১৩ তারিখ বা তদ্‌পূর্বে অভিযোগকারীকে তার প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে নির্দেশ দেয়া হলো।

১১।তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা-৯ এবং তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর বিধি-৮ অনুযায়ী সরবরাহকৃত তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থ ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ নং কোডে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে নির্দেশ দেয়া হলো।

১২।নির্দেশনাগুলো বাস্তবায়ন/প্রতিপালন করে তথ্য কমিশনকে অবহিত করার জন্য উভয়পক্ষকে বলা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)	**(মোহাম্মদ আবু তাহের)**	**(মোহাম্মদ ফারুক)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

[কাজল]

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ৩৪/২০১৩

অভিযোগকারী ঃ জনাব মোঃ মোজাম্মেল হক
পিতা-মৃত মুন্সী মর্তুজা আলী
৩০ নং আর এম দাস রোড
সূত্রাপুর, ঢাকা-১১০০।

প্রতিপক্ষ ঃ জনাব মোঃ হুমায়ুন কবির
পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)
ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
জাতীয় মানবাধিকার কমিশন
গুলফেশা প্লাজা (১৪ তলা)
৮ শহীদ সেলিনা পারভীন রোড
মগবাজার, ঢাকা-১২১৭।

সিদ্ধান্তপত্র।

(তারিখ ঃ ২৯-০৫-২০১৩ ইং)

০১। অভিযোগকারী ১৩-১২-২০১২ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), জাতীয় মানবাধিকার কমিশন বরাবরে নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

- **ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স বিভাগের উচ্চমান সহকারী কাম ক্যাশিয়ার মোঃ মোজাম্মেল হকের ২৬-০২-২০১২ ও ১৮-০৬-২০১২ তারিখের আবেদন যে সকল তথ্যের ভিত্তিতে মানবাধিকার কমিশন হইতে আবেদনকারীকে কোন প্রকার জিজ্ঞাসাবাদ না করিয়া একতরফাভাবে কমিশনের স্মারক নং জামাক/ অভিযোগ -১২৬/১২/৮৬২ তারিখ ২৪-০৭-২০১২ যোগে নিস্পত্তি করা হইয়াছে সেই সকল তথ্য বা তথ্য সমূহের সত্যায়িত ফটোকপি।**

০২। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ২৭-০১-২০১৩ তারিখের জামাক/তথ্যপ্রঃ/২১৩/১২/৪০৮ নং স্মারকের মাধ্যমে অভিযোগকারীকে তথ্য সরবরাহ করেন। সরবরাহকৃত তথ্য অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্যের সাথে সংশ্লিষ্ট নয়। তার প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ না করায় ০৫-০২-২০১৩ তারিখে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন এর সচিব ও আপীল কর্তৃপক্ষ বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তিনি ২৮-০৩-২০১৩ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৩। বিষয়টি কমিশনের ০৪-০৪-২০১৩ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ৩০-০৪-২০১৩ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৪। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সময় চেয়ে আবেদন করেন। কমিশন সময় মঞ্জুর করেন এবং ২৯-০৫-২০১৩ তারিখ পুনরায় শুনানীর দিন ধার্য করে অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৫। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারীর পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী জনাব মোঃ আব্দুল হালিম ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উপস্থিত হয়ে তাদের বক্তব্য উপস্থাপন করেন। অভিযোগকারী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট ০১ নং অনুচ্ছেদে উল্লিখিত তথ্য চেয়ে আবেদন করেন। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ২৭-০১-২০১৩ তারিখে অভিযোগকারীকে তথ্য সরবরাহ করেন। সরবরাহকৃত তথ্য অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্যের সাথে সংশ্লিষ্ট নয়। তথ্য না পেয়ে তিনি আপীল কর্তৃপক্ষ বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তিনি তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৬। জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জনাব মোঃ হুমায়ুন কবির তার বক্তব্যে অবহিত করেন যে, ২৬-০৫-২০১৩ তারিখে অভিযোগকারীর ঠিকানায় পত্র মারফত তথ্য সরবরাহ করা হয়েছে এবং কমিশন বরাবরে অনুলিপি প্রেরণ করা হয়েছে।

(অঃ পৃঃ দ্রঃ)

পর্যালোচনা।

অভিযোগকারীর পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার বক্তব্য শ্রবনান্তে এবং দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করেছেন। সরবরাহকৃত তথ্য না পেয়ে থাকলে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা পুণরায় অভিযোগকারীকে তা সরবরাহের নিশ্চয়তা প্রদান করায় অভিযোগটি নিষ্পত্তিযোগ্য মর্মে প্রতীয়মান হয়।

সিদ্ধান্ত।

নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদানপূর্বক অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো ঃ-

১৩। তথ্যের মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে আগামী ০৬-০৬-২০১৩ তারিখ বা তদ্‌পূর্বে অভিযোগকারীকে তার প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে নির্দেশ দেয়া হলো।

১৪। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা-৯ এবং তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর বিধি-৮ অনুযায়ী সরবরাহকৃত তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থ **১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭** নং কোডে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে নির্দেশ দেয়া হলো।

১৫। নির্দেশনাগুলো বাস্তবায়ন/প্রতিপালন করে তথ্য কমিশনকে অবহিত করার জন্য উভয়পক্ষকে বলা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)	**(মোহাম্মদ আবু তাহের)**	**(মোহাম্মদ ফারুক)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

[কাজল]

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ৩৫/২০১৩

অভিযোগকারী ঃ জনাব মোঃ আবদুল হক
পিতা-হাজী মোঃ আবদুল হাকিম
হারুয়া পূর্ব ফিসারী রোড
উপজেলা ও জেলা-কিশোরগঞ্জ।

প্রতিপক্ষ ঃ জনাব মোঃ ফজলুল হক
জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার
ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)
জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসারের কার্যালয়
কিশোরগঞ্জ।

সিদ্ধান্তপত্র।

(তারিখ ঃ ০৫-০৬-২০১৩ ইং)

অভিযোগকারী জনাব মোঃ আবদুল হক ২৭-০১-২০১৩ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে কিশোরগঞ্জ জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসারের কার্যালয়ে কর্মরত জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনাব মোঃ ফজলুল হক বরাবরে নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

- **মরিয়ম আক্তার (মরি), স্বামী আঃ লতিফ(বাদল), সাং-গোয়ালহাটি, উপজেলা-নিকলি। পিতা- মোঃ মতিউর রহমান, সাং-মিন্ডিব, উপজেলা-করিমগঞ্জ, জেলা-কিশোগঞ্জ। তিনি ঝাউতলা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কত তারিখ হইতে সহকারী শিক্ষক হিসাবে কর্মরত আছেন কি না? এবং উক্ত তারিখ গুরু দয়াল সরকারী কলেজে হিসাব বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্রী হিসাবে নিয়োজিত ছিলেন কি না? এবং কিশোরগঞ্জ পি,টি,আই হইতে ইং ২০১১ শিক্ষা বর্ষে প্রশিক্ষণ দিয়েছেন কি না?**

০২। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রার্থীত তথ্য না পেয়ে অভিযোগকারী ২০-০২-২০১৩ তারিখে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের বিভাগীয় উপ-পরিচালক বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তিনি ৩১-০৩-২০১৩ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৩। বিষয়টি কমিশনের ১৪-০৫-২০১৩ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ০৫-০৬-২০১৩ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৪। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) উভয়ে উপস্থিত হয়ে তাদের বক্তব্য উপস্থাপন করেন। অভিযোগকারী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার (আরটিআই) নিকট ০১ নং অনুচ্ছেদে উল্লিখিত তথ্য চেয়ে আবেদন করেন। তথ্য না পেয়ে তিনি আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৫। কিশোরগঞ্জ জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসারের কার্যালয়ে কর্মরত জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনাব মোঃ ফজলুল হক তার বক্তব্যে অবহিত করেন যে, তিনি বর্তমানে অন্যত্র বদলী হয়ে গেছেন। কিশোরগঞ্জে কর্মরত থাকাকালীন সময়ে তথ্য প্রাপ্তির আবেদনটি পাওয়া গেছে। অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্যের মাঝে মরিয়ম আক্তার ঝাউতলা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কত তারিখ হতে সহকারী শিক্ষক হিসেবে কর্মরত সংক্রান্ত তথ্য অভিযোগকারীকে সরবরাহ করা হয়েছে এবং সরবরাহকৃত তথ্যের একটি কপি সাথে করে নিয়ে আসা হয়েছে। অবশিষ্ট তথ্য তার কার্যালয় সংক্রান্ত নয় বিধায় কিশোরগঞ্জ গুরুদয়াল কলেজের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) ও কিশোরগঞ্জ পি টি আই এর দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) বরাবরে পৃথকভাবে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এবং তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত বিধিমালা), ২০০৯ অনুযায়ী নির্ধারিত 'ক' ফরমে তথ্য প্রাপ্তির আবেদন করার জন্য পরামর্শ দিয়ে অভিযোগকারীকে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।

(অঃ পৃঃ দ্রঃ)

০৬। ‘মরিয়ম আক্তার (মরি), স্বামী আঃ লতিফ (বাদল), সাং-গোয়ালহাটি, উপজেলা-নিকলি এর বিষয়ে প্রার্থীত তথ্য আপনি পেয়েছেন কি?’ কমিশনের এমন প্রশ্নের জবাবে অভিযোগকারী বলেন যে, প্রার্থীত তথ্যের আংশিক তথ্য পেয়েছেন এবং অবশিষ্ট তথ্য কিশোরগঞ্জ গুরুদয়াল কলেজ ও কিশোরগঞ্জ পি টি আই হতে সংগ্রহ করার পরামর্শ দেয়া হয়েছে।

পর্যালোচনা।

অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) উভয়ের বক্তব্য শ্রবনান্তে এবং দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) অভিযোগকারীর প্রার্থীত যে সকল তথ্য তার কার্যালয় সংক্রান্ত, সে সকল তথ্য অভিযোগকারীকে সরবরাহ করা হয়েছে। অবশিষ্ট তথ্যের জন্য কিশোরগঞ্জ গুরুদয়াল কলেজের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) ও কিশোরগঞ্জ পি টি আই এর দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) বরাবরে পৃথকভাবে নির্ধারিত ‘ক’ ফরমে তথ্য প্রাপ্তির আবেদন করার পরামর্শ দেয়া হয়েছে। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আর টি আই) কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থাদি সঠিক বিবেচিত হওয়ায় অভিযোগটি নিষ্পত্তিযোগ্য মর্মে প্রতীয়মান হয়।

সিদ্ধান্ত।

যেহেতু, অভিযোগকারীকে আংশিক তথ্য সরবরাহ করা হয়েছে, সেহেতু, অবশিষ্ট প্রার্থীত তথ্যের জন্য কিশোরগঞ্জ গুরুদয়াল কলেজের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) ও কিশোরগঞ্জ পি টি আই এর দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) বরাবরে পৃথকভাবে নির্ধারিত ‘ক’ ফরমে তথ্য প্রাপ্তির আবেদন করার পরামর্শ প্রদান করে অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)	**(মোহাম্মদ আবু তাহের)**	**(মোহাম্মদ ফারুক)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

[কাজল]

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ৩৬/২০১৩

অভিযোগকারী ঃ জনাব মোঃ শহিদুজ্জামান
পিতা-মোঃ শামছুল হক
কারারক্ষী নং-৪২৩৮১, কারারক্ষী ব্যরাক
পটুয়াখালী জেলা কারাগার, পটুয়াখালী।

প্রতিপক্ষ ঃ জনাব মোঃ সিদ্দিকুর রহমান
সিনিয়র জেল সুপার
ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)
যশোর কেন্দ্রীয় কারাগার।

সিদ্ধান্তপত্র।

(তারিখ ঃ ০৫-০৬-২০১৩ ইং)

অভিযোগকারী জনাব মোঃ শহিদুজ্জামান ২২-০১-২০১৩ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে যশোর কেন্দ্রীয় কারাগারের সিনিয়র জেল সুপার ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনাব মোঃ সিদ্দিকুর রহমান বরাবরে রেজিস্টার্ড ডাক যোগে নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

- **যশোর কেন্দ্রীয় কারাগারের স্মারক নং-৩৩০১ তারিখঃ ০২-০৯-২০১২ খ্রিঃ নং স্মারক পত্রের ফটোকপি;**
- **যশোর কেন্দ্রীয় কারাগারের আদেশ নং-৬৩১ তারিখঃ ১০-০৯-২০১২ খ্রিঃ নং আদেশের ফটোকপি;**
- **কারা উপ-মহাপরিদর্শক খুলনা ও বরিশাল বিভাগ মহোদয়ের ৪৪.০৭.৪৭০০.০৬৪.০৩.০০৭.১২-২৩৪৯(১৯) তারিখঃ ০৯-০৯-২০১২ খ্রিঃ নং স্মারক পত্রের ফটোকপি যে পত্রে তাকে পটুয়াখালী জেলা কারাগারে বদলীর আদেশ করা হয়েছে)।**

নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রার্থীত তথ্য না পেয়ে অভিযোগকারী ১৪-০২-২০১৩ তারিখে খুলনা ও বরিশাল বিভাগ সদর দপ্তর, যশোর এর কারা উপ-মহাপরিদর্শক ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) জনাব এ.কে.এম ফজলুল হক বরাবরে রেজিস্টার্ড ডাক যোগে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তিনি ০৪-০৪-২০১৩ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০২। বিষয়টি কমিশনের ১৪-০৫-২০১৩ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ০৫-০৬-২০১৩ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৩। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) উভয়ে উপস্থিত হয়ে তাদের বক্তব্য উপস্থাপন করেন। অভিযোগকারী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর নিকট ০১ নং অনুচ্ছেদে উল্লিখিত তথ্য চেয়ে আবেদন করেন। তথ্য না পেয়ে তিনি আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তিনি তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৪। যশোর কেন্দ্রীয় কারাগারের সিনিয়র জেল সুপার ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনাব মোঃ সিদ্দিকুর রহমান তার বক্তব্যে অবহিত করেন যে, অভিযোগকারী পূর্বে সাদা কাগজে প্রার্থীত তথ্য তিনটির জন্য আবেদন করেছিলেন এবং তদ্প্রেক্ষিতে তাকে তথ্যগুলি সরবরাহ করা হয়। এরপরও অভিযোগকারী তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর অধিনে একই তথ্য চেয়ে আবার তথ্য প্রাপ্তির আবেদন করেছেন। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারনা না থাকায় অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য যথাসময়ে সরবরাহ করা সম্ভব হয়নি। তিনি বলেন, অভিযোগকারীর প্রার্থীত তিনটি তথ্যই অদ্য সাথে করে নিয়ে আসা হয়েছে এবং তা অভিযোগকারীকে সরবরাহ করা সম্ভব হবে।

(অঃ পৃঃ দ্রঃ)

পর্যালোচনা।

অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) উভয়ের বক্তব্য শ্রবনান্তে এবং দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কর্তৃক অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য সাথে নিয়ে আসা হয়েছে বিধায় এবং অভিযোগকারীকে তা সরবরাহের নিশ্চয়তা প্রদান করায় অভিযোগটি নিষ্পত্তিযোগ্য মর্মে প্রতীয়মান হয়।

সিদ্ধান্ত।

নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদানপূর্বক অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো ঃ-

১৬। তথ্যের মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে যশোর কেন্দ্রীয় কারাগারের সিনিয়র জেল সুপার ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনাব মোঃ সিদ্দিকুর রহমান-কে আগামী **১৩-০৬-২০১৩** তারিখ বা তদ্‌পূর্বে অভিযোগকারীকে প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করার নির্দেশ দেয়া হলো।

১৭। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা-৯ এবং তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর বিধি-৮ অনুযায়ী সরবরাহকৃত তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থ **১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭** নং কোডে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে নির্দেশ দেয়া হলো।

১৮। নির্দেশনাগুলো বাস্তবায়ন/প্রতিপালন করে তথ্য কমিশনকে অবহিত করার জন্য উভয়পক্ষকে বলা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)	**(মোহাম্মদ আবু তাহের)**	**(মোহাম্মদ ফারুক)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

[কাজল]

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ৩৭/২০১৩

অভিযোগকারী ঃ জনাব মোঃ আব্দুল জলিল মুন্সী
পিতা-মৃত ওয়াজেদ আলী
গ্রাম ও পোঃ মলুহার
উপজেলা-বানারীপাড়া
জেলা-বরিশাল।

প্রতিপক্ষ ঃ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)
২ নং ইলুহার ইউনিয়ন পরিষদ
উপজেলা-বানারীপাড়া
জেলা-বরিশাল।

সিদ্ধান্তপত্র।

(তারিখ ঃ ০৪-০৮-২০১৩ ইং)

অভিযোগকারী ২৯-১১-২০১২ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে বরিশাল জেলার বানারীপাড়া উপজেলার ২ নং ইলুহার ইউনিয়ন পরিষদের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) বরাবরে নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

- **বানারীপাড়া উপজেলার ২ নং ইলুহার ইউনিয়ন পরিষদে বর্তমান সরকারের শুরু থেকে জুন-২০১২ পর্যন্ত বিভিন্ন প্রকল্পে বরাদ্দকৃত অর্থ ও প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির সভাপতি ও সম্পাদকদের তালিকা। প্রকল্পগুলো টি আর, কাবিখা, কাবিটা, এলজিএসপি, এডিবি, স্যানিটেশন, একটি বাড়ী একটি খামার, ৪০ দিনের কর্মসৃজন প্রকল্প ইত্যাদি সহ অন্যান্য সরকারী বরাদ্ধ এর পরিমান এবং প্রকল্প সমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতির তথ্য।**

০২। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রার্থীত তথ্য না পেয়ে অভিযোগকারী ১০-০১-২০১৩ তারিখে বরিশাল জেলার বানারীপাড়া উপজেলার ২ নং ইলুহার ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) জনাব মোঃ শহিদুল ইসলাম বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তিনি ০৪-০৪-২০১৩ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৩। বিষয়টি কমিশনের ১৪-০৫-২০১৩ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ০৫-০৬-২০১৩ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৪। অভিযোগকারী সময় চেয়ে আবেদন করেন। কমিশন কর্তৃক সময় মঞ্জুর করা হয় এবং ২৪-০৬-২০১৩ তারিখ পুনরায় শুনানীর দিন ধার্য করে অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৫। অভিযোগকারী পুনরায় সময় চেয়ে আবেদন করেন। কমিশন কর্তৃক সময় মঞ্জুর করা হয় এবং ০৪-০৮-২০১৩ তারিখ পুনরায় শুনানীর দিন ধার্য করে অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৬। অভিযোগকারী তৃতীয় বারের মত সময় চেয়ে আবেদন করলে, যেহেতু, অভিযোগকারী পূর্বে দুইবার সময়ের আবেদন করেছেন এবং অভিযোগ নিষ্পত্তির সময়সীমা নির্ধারিত রয়েছে, সেহেতু, কমিশন কর্তৃক সময় নামঞ্জুর করে তা অভিযোগকারীকে জানিয়ে দেয়া হয়।

০৭। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) গরহাজির।

(অঃ পৃঃ দ্রঃ)

পর্যালোচনা।

অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) শুনানীতে অনুপস্থিত। অভিযোগকারী পূর্বে দুই বার সময় চেয়ে আবেদন করলে কমিশন কর্তৃক সময় মঞ্জুর করা হয়। অভিযোগকারী তৃতীয় বারের মত সময় চেয়ে আবেদন করলে কমিশন কর্তৃক সময় নামঞ্জুর করে তা অভিযোগকারীকে জানিয়ে দেয়া হয়। অভিযোগকারী বারংবার সময়ের প্রার্থনা করায় এবং সর্বশেষ সময়ের আবেদন মঞ্জুর না করা সত্ত্বেও শুনানীতে অনুপস্থিত থাকায় অভিযোগকারীর তথ্যের প্রয়োজনীয়তা নেই মর্মে প্রতীয়মান হয়।

সিদ্ধান্ত।

যেহেতু, অভিযোগকারী বারংবার সময়ের প্রার্থনা করে গরহাজির ছিলেন এবং সর্বশেষ কমিশন কর্তৃক সময়ের প্রার্থনা মঞ্জুর না করা সত্ত্বেও শুনানীতে অনুপস্থিত এবং যেহেতু, অভিযোগটি নিষ্পত্তির সময়সীমা ইতো মধ্যে অতিক্রান্ত হয়েছে, সেহেতু, অভিযোগটি খারিজপূর্বক নিষ্পত্তি করা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত/-
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)
তথ্য কমিশনার

স্বাক্ষরিত/-
(মোহাম্মদ ফারুক)
প্রধান তথ্য কমিশনার

[মিজান]

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ৩৮/২০১৩

অভিযোগকারী ঃ জনাব ফেরদৌস হাসান
পিতা-মোঃ হাসান আলী শেখ
জেসি রোড, ধানবান্ধি
সিরাজগঞ্জ।

প্রতিপক্ষ ঃ ড. পারভেজ রহিম
উপ-পরিচালক (সংস্থাপন)
ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)
প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর
মিরপুর-২, ঢাকা-১২১৬।

সিদ্ধান্তপত্র।

(তারিখ ঃ ২৪-০৬-২০১৩ ইং)

অভিযোগকারী জনাব ফেরদৌস হাসান ৩১-১০-২০১২ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক (সংস্থাপন) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) ড. পারভেজ বরাবরে রেজিস্টার্ড ডাক যোগে নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

- **বেসরকারি রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষক নিয়োগ'২০১০ লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষায় অংশ গ্রহণকারী সিরাজগঞ্জ জেলার প্রার্থীদের নাম ঠিকানাসহ লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার আলাদা আলাদাভাবে প্রাপ্ত নম্বর সরবরাহ।**

নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রার্থীত তথ্য না পেয়ে অভিযোগকারী ০৬-০১-২০১৩ তারিখে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের (ভারপ্রাপ্ত) সচিব ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) জনাব এম এম নিয়াজ উদ্দিন বরাবরে রেজিস্টার্ড ডাক যোগে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তিনি ০৮-০৪-২০১৩ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০২। বিষয়টি কমিশনের ১৪-০৫-২০১৩ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ০৫-০৬-২০১৩ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৩। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) সময় চেয়ে আবেদন করেন। কমিশন কর্তৃক সময় মঞ্জুর করা হয় এবং ২৪-০৬-২০১৩ তারিখ পুনরায় শুনানীর দিন ধার্য করে অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৪। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) উপস্থিত হয়ে তাদের বক্তব্য উপস্থাপন করেন। অভিযোগকারী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর নিকট ০১ নং অনুচ্ছেদে উল্লিখিত তথ্য চেয়ে আবেদন করেন। তথ্য না পেয়ে তিনি আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) বরাবরে আপীল আবেদন করেন। এর পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৫। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) ড. পারভেজ রহিম তার বক্তব্যে অবহিত করেন যে, তিনি প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরে ২০১২ সালের ১ লা অক্টোবর হতে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) হিসেবে কর্মরত আছেন। তিনি বলেন, অভিযোগকারীর নিকট হতে তথ্য প্রাপ্তির আবেদন হস্তগত হওয়ার পর তার প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করার জন্য সংশ্লিষ্ট শাখায় পত্র প্রেরণ করা হয়। সংশ্লিষ্ট শাখা হতে অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য গোপনীয় ও স্পর্শকাতর বিধায় তা সরবরাহ করা যাবে না মর্মে জানানো হয়। তাই অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করা সম্ভব হয়নি।

(অঃ পৃঃ দ্রঃ)

০৬। পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হয়ে থাকলে, তা পাবলিক ডকুমেন্ট হিসেবে বিবেচিত হবে। কাজেই প্রার্থীত তথ্যাদি কোন গোপনীয় বিষয় নয় বলে কমিশন অভিমত ব্যক্ত করেন। কমিশনের মন্তব্যের প্রেক্ষিতে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করার নিশ্চয়তা প্রদান করেন।

পর্যালোচনা।

অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর বক্তব্য শ্রবনান্তে এবং দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য পাবলিক ডকুমেন্ট। প্রার্থীত তথ্যাদি কোন গোপনীয় বিষয় নয় বিধায় তা সরবরাহ করার ক্ষেত্রে আইনগত কোন প্রতিবন্ধকতা নেই। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য সরবরাহের নিশ্চয়তা প্রদান করায় অভিযোগটি নিস্পত্তিযোগ্য মর্মে প্রতীয়মান হয়।

সিদ্ধান্ত।

নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদানপূর্বক অভিযোগটি নিস্পত্তি করা হলো ঃ-

৪৪। তথ্যের মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে আগামী ১৫-০৭-২০১৩ তারিখ বা তদ্‌পূর্বে অভিযোগকারীকে তার প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে নির্দেশনা দেয়া হলো।

৪৫। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা-৯ এবং তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর বিধি-৮ অনুযায়ী সরবরাহকৃত তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থ ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ নং কোডে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে নির্দেশ দেয়া হলো।

৪৬। নির্দেশনাগুলো বাস্তবায়ন/প্রতিপালন করে তথ্য কমিশনকে অবহিত করার জন্য উভয়পক্ষকে বলা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)	**(মোহাম্মদ আবু তাহের)**	**(মোহাম্মদ ফারুক)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

[কাজল]

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ৩৯/২০১৩

অভিযোগকারী ঃ জনাব ফেরদৌস হাসান
পিতা-মোঃ হাসান আলী শেখ
জেসি রোড, ধানবান্ধি
সিরাজগঞ্জ।

প্রতিপক্ষ ঃ জনাব মোঃ আওলাদ হোসেন
সহকারী মনিটরিং অফিসার
ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আর টি আই)
জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসারের কার্যালয়
নাটোর।

সিদ্ধান্তপত্র।

(তারিখ ঃ ০৫-০৬-২০১৩ ইং)

অভিযোগকারী জনাব ফেরদৌস হাসান ০৬-১১-২০১২ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে নাটোর জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসারের কার্যালয়ের সহকারী মনিটরিং অফিসার ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আর টি আই) জনাব মোঃ আওলাদ হোসেন বরাবরে রেজিস্টার্ড ডাক যোগে নিম্নলিখিত তথ্য চেয়ে আবেদন করেন-

১. জেলায় মোট প্রাথমিক সরকারি, অসরকারি রেজিঃ এবং কমিউনিটি স্কুল কয়টি ? প্রতিটি স্কুলের শিক্ষার্থী, বর্তমান শিক্ষক, শুন্য শিক্ষক এবং শিফট সংখ্যা। স্কুলে শিক্ষক স্বল্পতা থাকলে তার কারণ এবং সেই স্কুলগুলোতে কিভাবে শিক্ষাকার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে ? গত শিক্ষা বছরে স্কুল গুলোর পাশের ফলাফল। আশানুরূপ ফলাফল না হয়ে থাকলে ফলাফল বিপর্যয়ের জন্য সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে তার অনুলিপি। প্রতিটি স্কুলে শিক্ষার্তীদের উপস্থিতির হার। উপস্থিতি সন্তোস জনক না হলে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে তার অনুলিপি।

২. জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসারের দায়িত্ব কি ? আবেদনের তারিখ থেকে গত ৫ বছরে মোট কতজন প্রধান শিক্ষক/ সহকারী শিক্ষককে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার বদলী করেছেন ? কি কারনে বদলী করেছেন ? বদলী নীতিমালার অনুলিপি। স্কুলের নাম সহ আবেদনকারী শিক্ষকদের নামের তালিকা।

৩. জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার (চলতি দায়িত্ব) মোঃ আবুল কাসেম বর্তমান কর্মস্থলে যোগদানের পর হতে আবেদনের তারিখ পর্যন্ত কতজন প্রধান শিক্ষক ও সহকারী শিক্ষককে সংযুক্তি প্রদান করেছেন? তাদের নাম ও স্কুলের নাম। সংযুক্তির নীতিমালার অনুলিপি। পিটিআই পরীক্ষণ বিদ্যালয়ে সংযুক্তি প্রদানকৃত শিক্ষকদের নাম। তাদের মূল স্কুল এবং বর্তমানে কর্মরত স্কুলের নাম। পিটিআই পরীক্ষণ বিদ্যালয়ে সংযুক্তি প্রদানের নীতিমালার অনুলিপি।

৪. বর্তমান জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার (চলতি দায়িত্ব) মোঃ আবুল কাসেম বর্তমান কর্মস্থলে যোগদানের পর হতে আবেদনের তারিখ পর্যন্ত কতগুলো পেনশন ফাইল নিস্পত্তি করেছেন ? কতগুলো জমা আছে ? আপত্তির কারন ও শিক্ষদের নাম ও স্কুলের নাম। আপত্তি পেনশন ফাইলগুলোর বর্তমান অবস্থা। কতগুলো স্কুল পরিদর্শন করেছেন ? পরিদর্শনের সময়, তারিখ ও স্কুলের নাম সহ। কতজন শিক্ষকের বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা আছে ? মামলাগুলোর বর্তমান অবস্থা। মামলার কারন ও শিক্ষকদের নাম। কতজন শিক্ষককে পদোন্নতি দিয়েছেন ? দিয়ে থাকলে কোন নীতিমালা অনুযায়ী দিয়েছেন ? পদোন্নতি পাওয়া শিক্ষকদের নাম ও স্কুলের নাম।

৫. জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার (চলতি দায়িত্ব) মোঃ আবুল কাসেম'র বিরুদ্ধে কতগুলো বিভাগীয় মামলা রয়েছে। মামলার কারণ বর্তমান অবস্থা এবং নিস্পত্তি, বিচারাধীন মামলার অনুলিপি।

৬. সকল উপজেলা শিক্ষা অফিসারগণের কর্মস্থলের নাম, বর্তমান কর্মস্থল ও প্রথম চাকুরীতে যোগদানের তারিখ। তাদের চাকুরীতে আবেদন পত্র অনুযায়ী শিক্ষাগত যোগ্যতা, স্থায়ী ও বর্তমান ঠিকানা। যোগদানের পর হতে এ পর্যন্ত কতগুলো স্কুল পরিদর্শন করেছেন ? স্কুলের নাম, তারিখ ও সময় সহ পরিদর্শন বহির অনুলিপি। কতজন শিক্ষককে বদলী এবং সংযুক্তি প্রদান করেছেন ? আবেদনকারী শিক্ষকদের নাম । আবেদনের তারিখ ও স্কুলের নাম। বদলী নীতিমালার অনুলিপি। সাব-ক্লাষ্টার নীতিমালার অনুলিপি। গত ৫ বছরের সাব-ক্লাষ্টার ট্রেনিং এর স্থান, সময়, উপস্থিত শিক্ষক, কর্মকর্তাদের নাম, পদবি। সাব-ক্লাষ্টার ট্রেনিং মনিটরিং এবং যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট পাঠানো রিপোর্ট'র অনুলিপি।

৭. বেসরকারি রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সহকারি শিক্ষক নিয়োগ ২০১০'র চূড়ান্ত ফলাফলের অনুলিপি। চূড়ান্ত ভাবে নির্বাচিত প্রার্থীদের (চাকুরির আবেদনপত্র অনুযায়ী) শিক্ষাগত যোগ্যতা সহ নাম, স্থায়ী ও বর্তমান ঠিকানা। (ইউনিয়ন মেধাক্রম ও মহিলা কোঠা অনুসারে) পদায়নকৃত বিদ্যালয় ও শিক্ষকদের নাম। পদায়নের নীতিমালার অনুলিপি। সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারি শিক্ষক নিয়োগ-২০১১ এ চূড়ান্ত ভাবে নির্বাচিত প্রার্থীদের (চাকুরির আবেদন পত্র অনুযায়ী) শিক্ষাগত যোগ্যতা সহ নাম, স্থায়ী ও বর্তমান ঠিকানা এবং পদায়নকৃত স্কুলের নাম। পদায়নের নীতিমালার অনুলিপি।

(অঃ পৃঃ দ্রঃ)

নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রার্থীত তথ্য না পেয়ে অভিযোগকারী ০৬-০১-২০১৩ তারিখে রাজশাহী বিভাগ প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) জনাব নাজিমুদ্দিন বরাবরে রেজিস্টার্ড ডাক যোগে আপীল

আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তিনি ০৮-০৪-২০১৩ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০২। বিষয়টি কমিশনের ১৪-০৫-২০১৩ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ০৫-০৬-২০১৩ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৩। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী ও নাটোর জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসারের কার্যালয়ের সহকারী মনিটরিং অফিসার ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনাব মোঃ আওলাদ হোসেন উপস্থিত হয়ে তাদের বক্তব্য উপস্থাপন করেন। অভিযোগকারী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর নিকট ০১ নং অনুচ্ছেদে উল্লিখিত তথ্য চেয়ে আবেদন করেন। তথ্য না পেয়ে তিনি আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৪। নাটোর জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসারের কার্যালয়ের সহকারী মনিটরিং অফিসার ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনাব মোঃ আওলাদ হোসেন তার বক্তব্যে অবহিত করেন যে, গেজেট অনুযায়ী জনাব হোসেনকে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়নি। এছাড়া আবেদনকারীর প্রার্থীত তথ্যসমূহ সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট নয়। তারপরও অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্যের তার দপ্তরে সংরক্ষিত আংশিক তথ্য অভিযোগকারীকে সরবরাহ করার জন্য সাথে করে নিয়ে এসেছেন।

পর্যালোচনা।

অভিযোগকারী ও প্রতিপক্ষের বক্তব্য শ্রবনান্তে এবং দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, অভিযোগকারী কর্তৃক যথাযথ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) বরাবরে তথ্য প্রাপ্তির আবেদন করা হয়নি এবং প্রার্থীত তথ্য সুনির্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট নয়। অভিযোগকারীকে যথাযথ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) বরাবরে সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্টভাবে তথ্য প্রাপ্তির আবেদন করার জন্য পরামর্শ প্রদান করে অভিযোগটি নিস্পত্তি করা যেতে পারে।

সিদ্ধান্ত।

অভিযোগকারীকে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী প্রার্থীত তথ্যের জন্য যথাযথ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) বরাবরে সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্টভাবে তথ্য প্রাপ্তির আবেদন করার পরামর্শ প্রদানপূর্বক অভিযোগটি নিস্পত্তি করা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত	**স্বাক্ষরিত**	**স্বাক্ষরিত**
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)	**(মোহাম্মদ আবু তাহের)**	**(মোহাম্মদ ফারুক)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

[কাজল]

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ৪০/২০১৩

অভিযোগকারী ঃ জনাব শহীদুর রহমান
পিতা-মৃত নবীয় উদ্দিন মন্ডল
গ্রাম-মোহলগিরি
ডাকঘর-গোয়ালের চর
থানা-ইসলামপুর, জেলা-জামালপুর।

প্রতিপক্ষ ঃ জনাব মুহাম্মদ নাজমুল হক
উপ-সচিব (প্রশাসন ও সংস্থাপন)
ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)
মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড
বকশী বাজার, ঢাকা।

সিদ্ধান্তপত্র।

(তারিখ ঃ ০৫-০৬-২০১৩ ইং)

অভিযোগকারী জনাব শহীদুর রহমান ১২-১১-২০১২ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা এর উপ-সচিব (প্রশাসন) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনাব এস.এম কামাল উদ্দীন হায়দার বরাবরে নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

- **২৪-০৭-২০১২ ইং তারিখে মেমো নং-৩০৮/জামাল/৯০২৩ অনুযায়ী চেয়ারম্যানের আদেশক্রমে বিদ্যালয় পরিদর্শক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা কর্তৃক গোয়ালের চর উচ্চ বিদ্যালয়, ডাকঘর-গোয়লের চর, উপজেলা-ইসলামপুর, জেলা-জামালপুর এর ম্যানেজিং কমিটি অনুমোদন দেয়া হয়। উক্ত ম্যানেজিং কমিটির অভিভাবক ও শিক্ষক প্রতিনিধি নির্বাচনের ভোটার তালিকা, প্রার্থীদের তালিকা এবং তাদের দাখিলকৃত মনোনয়ন পত্র, নির্বাচনের ফলাফল, নির্বাচনের তফশীল; যার পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত গোয়ালের চর উচ্চ বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটি অনুমোদন দেয়া হয়েছে।**

নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রার্থীত তথ্য না পেয়ে অভিযোগকারী ১৬-০১-২০১৩ তারিখে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা এর চেয়ারম্যান ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তিনি ১০-০৪-২০১৩ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০২। বিষয়টি কমিশনের ১৪-০৫-২০১৩ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ০৫-০৬-২০১৩ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৩। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী ও বর্তমানে কর্মরত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আর টি আই) জনাব মুহাম্মদ নাজমুল হক উপস্থিত হয়ে তাদের বক্তব্য উপস্থাপন করেন। অভিযোগকারীর পক্ষে নিয়োজিত বিজ্ঞ আইনজীবী জনাব সানোয়ার হোসেন তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আর টি আই) এর নিকট ০১ নং অনুচ্ছেদে উল্লিখিত তথ্য চেয়ে আবেদন করেন। তথ্য না পেয়ে তিনি আপীল কর্তৃপক্ষ (আর টি আই) বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৪। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা এর উপ-সচিব (প্রশাসন ও সংস্থাপন) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনাব মুহাম্মদ নাজমুল হক তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, সংশ্লিষ্ট দপ্তরের পূর্ববর্তী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনাব এস.এম কামাল উদ্দীন হায়দার বদলী হয়ে অন্যত্র যোগদান করায় অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য যথাসময়ে সরবরাহ করা সম্ভব হয়নি। তিনি নতুন দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। তিনি আরো উল্লেখ করেন যে, অভিযোগকারীর প্রার্থীত সকল তথ্য তার কার্যালয়ে সংরক্ষিত নেই। তার কার্যালয়ে যে সকল তথ্য সংরক্ষিত রয়েছে, তিনি তা অভিযোগকারীকে সরবরাহ করার নিশ্চয়তা প্রদান করেন।

(অঃ পৃঃ দ্রঃ)

পর্যালোচনা।

অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আর টি আই) এর বক্তব্য শ্রবনান্তে এবং দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, পূর্ববর্তী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আর টি আই) বদলী হয়ে অন্যত্র যোগদান করায় অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য যথাসময়ে সরবরাহ করা সম্ভব হয়নি। বর্তমান দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আর টি আই) অভিযোগকারীর প্রার্থীত যে সকল তথ্য দেয়া সম্ভব, তা অভিযোগকারীকে সরবরাহ করার নিশ্চয়তা প্রদান করায় অভিযোগটি নিষ্পত্তিযোগ্য মর্মে প্রতীয়মান হয়।

সিদ্ধান্ত।

নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদানপূর্বক অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো ঃ-

১৯। তথ্যের মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আর টি আই) কে অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্যের মধ্যে যে সকল তথ্য সরবরাহ করা সম্ভব, তা অভিযোগকারীকে আগামী **১৩-০৬-২০১৩** তারিখ বা তদ্‌পূর্বে সরবরাহ করার নির্দেশ দেয়া হলো।

২০। যে সকল তথ্য সরবরাহ করা সম্ভব নয়, কোন দপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আর টি আই) বরাবরে আবেদন করলে অভিযোগকারী তা পেতে পারেন, তা লিখিতভাবে অভিযোগকারীকে জানিয়ে দেয়ার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে নির্দেশনা দেয়া হলো।

২১। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা-৯ এবং তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর বিধি-৮ অনুযায়ী সরবরাহকৃত তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থ **১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭** নং কোডে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আর টি আই) কে নির্দেশ দেয়া হলো।

২২। নির্দেশনাগুলো বাস্তবায়ন/প্রতিপালন করে তথ্য কমিশনকে অবহিত করার জন্য উভয়পক্ষকে বলা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত	**স্বাক্ষরিত**	**স্বাক্ষরিত**
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)	**(মোহাম্মদ আবু তাহের)**	**(মোহাম্মদ ফারুক)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

[কাজল]

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ৪১/২০১৩

অভিযোগকারী ঃ জনাব নাসিম আহমেদ
পিতা-আবু আহমেদ আমিনুজ্জামান
ফ্লাট-বি, বাড়ী নং-০৮, রোড নং-১৯
নিকুঞ্জ-২, খিলক্ষেত, ঢাকা-১২২৯।

প্রতিপক্ষ ঃ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

সিদ্ধান্তপত্র।

(তারিখ ঃ ১৮-০৮-২০১৩ ইং)

অভিযোগকারী ২৮-০২-২০১৩ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনাব আলী আহমেদ বরাবরে নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

আবেদনকারীর ০২-০৯-২০১২ তারিখে প্রার্থীত তথ্যাদি-

১। গত ২২-০১-২০০৬ ইং তারিখে সমাপ্ত প্রমোট প্রকল্পের দু-কর্মকর্তাকে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের প্লানিং বিভাগে নিয়োগ দিয়ে জনৈক কর্মকর্তার সাথে কর্মে নিযুক্ত করা হয়। এ বিষয়ে নিয়োগ দেওয়ার পূর্বে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় থেকে পূর্বানুমোদন দেওয়া হয়েছে কি? জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের পূর্বানুমোদন সংক্রান্ত তথ্য, এ বিষয়ে প্রমোট প্রকল্প সমাপ্তির পর কয়টি পদের জন্য এবং কবে থেকে পূর্বানুমোদন নেওয়া হয়েছে? এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য।

২। নংঃসম/সওব্য/শাখা-৬/শিম-১৮/২০০৪-৭৭, তারিখঃ ১৯-০৩-২০০৫ ইং স্মারকে সংস্থাপন মন্ত্রণালয় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সমাপ্ত ''গ্রামীণ বেসরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে মহিলা শিক্ষক নিয়োগ(প্রমোট)'' প্রকল্পের ১১টি সরকারী টিচার্স ট্রেনিং কলেজে স্থাপিত রিসোর্স সেন্টারের ৪টি ক্যাটাগরীর মোট ৪৪টি পদসহ জনবল রাজস্বখাতে স্থানান্তর বিষয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করে, গত ১৯-০৩-২০০৫ ইং তারিখের পত্রে শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে একটি স্বয়ং সম্পূর্ণ প্রস্তাব প্রেরণের জন্য অনুরোধ করে। এ বিষয়ে স্বয়ং সম্পূর্ণ প্রস্তাবের কপি এবং উক্ত স্মারকের পত্রসহ পূর্ণাঙ্গ তথ্য।

৩। সমাপ্ত প্রমোট প্রকল্পের ৪৪টি পদের মধ্যে ৪টি ক্যাটাগরীর ২৩টি পদ রাজস্বখাতে জনবলসহ স্থানান্তরে নংঃসম/সওব্য/শাখা-৬/শিম-১৮/২০০৪-৭০, তারিখঃ ৩০-০৩-২০০৬ স্মারকের নথিতে কি তথ্য (প্রকল্প সমাপ্তির পর প্রকল্পের ২৩ জন কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের স্বীয় পদে কর্মরত থাকার প্রয়োজনীয় তথ্যাদি) আছে এ বিষয়ে তথ্য প্রদান করতে গত ০৬-০২-২০১২ ইং তারিখে আমার দাখিল করা আবেদন পত্রে অনুরোধ করেছিলেন। কিন্তু এ বিষয়ে কোন পূর্ণাঙ্গ তথ্য পাননি। পরবর্তীতে আমি গত ০৪-০৭-২০১২ ইং তারিখে উক্ত বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ তথ্য দেওয়ার জন্য আবেদন করেন কিন্তু তিনি উক্ত বিষয়ে কোন তথ্য পাননি। সুতরাং এ বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ তথ্য দেওয়ার জন্য পুনরায় অনুরোধ করছি।

৪। প্রস্তাবিত পদগুলো রাজস্বখাতে স্থানান্তরে সরকার অনুমোদিত নিয়োগবিধি এবং অনুমোদিত নিয়োগবিধির অবর্তমানে সচিব মহোদয়ের স্বাক্ষরে প্রস্তাবিত নিয়োগবিধি এবং সংস্থাপণ মন্ত্রণালয়ের গত ২১-১০-২০০৮ ইং তারিখে অনুষ্ঠিত আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটির সভায় মা,উ,শি, অধিদপ্তরের এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি কর্তৃক উপস্থাপিত পিপি-র সাথে সংশ্লিষ্ট কপি (প্রকল্পের ৪টি ক্যাটাগরীর ৪৪টি পদের মধ্যে ২৩টি পদের রাজস্ব খাতে স্থানান্তরে পিপি)। উপরোক্ত বিষয়ের চাহিত সকল তথ্য।

আবেদনকারীর **১৭-০৯-২০১২** তারিখে প্রার্থীত তথ্যাদি-

১. শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন "গ্রামীন বেসরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে মহিলা (প্রমোট) শীর্ষক সমাপ্ত প্রকল্পে অস্থায়ীভাবে রাজস্বখাতে স্থানান্তরিত ১৮টি পদ গত ০১-০৬-২০১০ ইং তারিখ থেকে রাজস্বখাতে স্থায়ীকরণে সরকারী মঞ্জুরী সংস্থাপণ মন্ত্রনালয়ের নিম্নের পত্রের তারিখ এবং স্মারকের সম্মতি সাপেক্ষে জ্ঞাপন করা হয়।
তারিখ ঃ ১৩-০৬-২০১০ ইং, সংস্থাপণ মন্ত্রনালয়ের পত্রের নং-
০৫.১৫৫.০১৫.০১.০৪.০১৮.২০০৪-২১৩ স্মারকের তথ্য।

২. গত ১৭ই এপ্রিল ২০০০ইং তারিখে, নংঃসম/ সওব্য/টিম -৪(২)উঃপ্রঃনিঃ-৪৭/৯৭-৬১ এ প্রকাশিত সংস্থাপণ মন্ত্রণালয়ের সংগঠণ ও ব্যবস্থাপনা অনুবিভাগের অফিস স্মারকের কপিসহ এ বিষয় সংশ্লিষ্ট তথ্য।

৩. প্রমোট প্রকল্পে জনবল নিয়োগে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির কপিসহ নথিতে উল্লেখিত (যেটি সংস্থাপণ মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটির সভায় উপস্থাপন করা হয়), বিষয়ে তথ্য।

(অঃ পৃঃ দ্রঃ)

৪. গত ০৮-০৮-২০১২ ইং তারিখ আবেদনের জবাবে মাউশি অধিদপ্তর থেকে গত ১১-০৯-২০১২ ইং তারিখ এবং স্মারক নং ঃওএম ৩৪-জিএ/২০১২/২৭৯২৮/৭-জিএ উল্লেখ করে আবেদনকারীকে জানানো হয় "প্রকল্প চলাকালীন সময়ে প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক ৪৪টি পদ রাজস্বখাতে স্থানান্তরের জন্যে প্রস্তাব করা হয়। যা মাউশি অধিদপ্তর শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে প্রেরন করে এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয় জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে অগ্রায়ণ করে। প্রকল্প হস্তান্তরের সময় উক্ত নথিটি মাউশি অধিদপ্তরকে বুঝিয়ে দেয়া হয় নি। মাউশি অধিদপ্তর আমাকে পূর্ণাঙ্গ প্রস্তাবের কপি জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট শাখা থেকে সংগ্রহ করতে বলেছে। এ বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ প্রস্তাবের কপি।

আবেদনকারীর ৩০-১০-২০১২ তারিখে প্রার্থীত তথ্যাদি-

গত ২৭-০৯-২০১২ ইং তারিখে সমাপ্ত প্রমোট প্রকল্পের বাদ পড়া টেকনিক্যাল অফিসারের একটি পদ রাজস্বখাতে স্থানান্তরের বিষয়ে অবহতি করে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে আবেদন করেন। উক্ত বিষয়ে কি সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে, তা এখন পর্যন্ত জানতে পারেননি।

নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রার্থীত তথ্য না পেয়ে অভিযোগকারী ২৮-০৩-২০১৩ তারিখে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব ও আপীল কর্তৃপক্ষ বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পর জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব, প্রশাসন-১ শাখা জনাব মুহাম্মদ মনজুরুল হক কর্তৃক অভিযোগকারীকে ৩১-০৩-২০১৩ তারিখে ০৫.০০.০০০০.১১০.০০.১৪১.০৮-৩৩৩ নং স্মারকমূলে পত্রের মাধ্যমে জানান যে, প্রার্থীত তথ্যসমূহ শিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত বিধায় সরবরাহ করা সম্ভব নয়। আপীলে কোন প্রতিকার না পেয়ে অভিযোগকারী ১৭-০৪-২০১৩ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০২। বিষয়টি কমিশনের ১৪-০৫-২০১৩ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ০৫-০৬-২০১৩ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৩। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সময় চেয়ে আবেদন করেন। কমিশন কর্তৃক সময় মঞ্জুর করা হয় এবং ২৪-০৬-২০১৩ তারিখ পুনরায় শুনানীর দিন ধার্য করে অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা(আরটিআই) এর প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৪। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কোনরূপ কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে শুনানীর ধার্য তারিখে অনুপস্থিত থাকায়, কমিশন কর্তৃক ০৪-০৮-২০১৩ তারিখ পুনরায় শুনানীর দিন ধার্য করে অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৫। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সরকারী কাজে বিদেশে অবস্থান করার কারণে সময়ের প্রার্থনা করায় কমিশন কর্তৃক সময় মঞ্জুর করা হয়। কমিশন কর্তৃক ১৮-০৮-২০১৩ তারিখ পুনরায় শুনানীর দিন ধার্য করে অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৬। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী ও জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সদ্য নিয়োগপ্রাপ্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) ও উপ-সচিব জনাব মুহঃ মাহবুবর রহমান উপস্থিত হয়ে তাদের বক্তব্য উপস্থাপন করেন। অভিযোগকারী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট ০১ নং অনুচ্ছেদে উল্লিখিত তথ্য চেয়ে আবেদন করেন। তথ্য না পেয়ে তিনি আপীল কর্তৃপক্ষ বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন। পরবর্তীতে তিনি তার প্রার্থীত তথ্যের মধ্যে আংশিক তথ্য পেয়েছেন।

০৭। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) ও উপ-সচিব জনাব মুহঃ মাহবুবর রহমান তার বক্তব্যে অবহিত করেন যে, মন্ত্রণালয়ে প্রাপ্ত ও সংরক্ষিত তথ্যাদি অভিযোগকারীকে সরবরাহ করা হয়েছে। অবশিষ্ট তথ্য শিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত বিধায় ঐ সকল তথ্য শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে সংগ্রহ করার জন্য আবেদনকারীকে পরামর্শ দেয়া হয়েছে। এছাড়াও অভিযোগকারী কর্তৃক মহামান্য হাইকোর্টে এ বিষয়ে একটি রীট আবেদন করা হয়েছে। বিষয়টি মহামান্য হাইকোর্টে বিচারাধীন থাকায় এবং তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৭(ট) ধারা অনুযায়ী subjudice বিধায় প্রার্থীত তথ্য আইনগতভাবে সরবরাহ করা সম্ভব নয়।

০৮। প্রার্থীত তথ্যাদি প্রাপ্তির জন্য অভিযোগকারী কর্তৃক মহামান্য হাইকোর্টে কোন রীট আবেদন করা হয়েছে কিনা, কমিশনের এমন প্রশ্নের জবাবে অভিযোগকারী রীট আবেদন করার বিষয়টি স্বীকার করেন।

(অঃ পৃঃ দ্রঃ)

পর্যালোচনা।

অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) উভয়ের বক্তব্য শ্রবনান্তে এবং দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কর্তৃক অভিযোগকারীকে প্রার্থীত তথ্যাদি আংশিক সরবরাহ করা হয়েছে। অবশিষ্ট তথ্যাদি শিক্ষামন্ত্রণালয় সম্পর্কিত বিধায় ঐ সকল তথ্য শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে সংগ্রহ করার জন্য অভিযোগকারীকে বলা হয়েছে। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কর্তৃক উল্লিখিত মহামান্য হাইকোর্টে বিচারাধীন রীট আবেদনের সত্যতা অভিযোগকারী স্বীকার করেন। ফলে বিষয়টি তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৭(ট) ধারা অনুযায়ী নিস্পত্তিযোগ্য প্রতীয়মান হয়।

সিদ্ধান্ত।

নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদানপূর্বক অভিযোগটি নিস্পত্তি করা হলো ঃ-

১। যেহেতু, বিষয়টি মহামান্য হাইকোর্টে বিচারাধীন এবং যেহেতু, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৭(ট) ধারার এখতিয়ারাধীন ও subjudice, সেহেতু, অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করা সম্ভব নয় বলে অভিযোগকারীকে অবহিত করার জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে নির্দেশনা দেয়া হলো।

২। শিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত তথ্যাদির বিষয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে অবহিত করার জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে নির্দেশনা দেয়া হলো।

৩। আদেশ/সিদ্ধান্তের অনুলিপি জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিবের অবগতির জন্য প্রেরণ করা হোক।

৪। নির্দেশনাগুলো বাস্তবায়ন/প্রতিপালন করে তথ্য কমিশনকে অবহিত করার জন্য উভয়পক্ষকে বলা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত	**স্বাক্ষরিত**	**স্বাক্ষরিত**
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)	**(মোহাম্মদ আবু তাহের)**	**(মোহাম্মদ ফারুক)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

[মিজান]

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ৪২/২০১৩

অভিযোগকারী ঃ অর্নিকা ঢালী
স্বামী-কিরোন ঢালী
গ্রাম-কাজিরহুলা, পোষ্ট-সাহস
ইউনিয়ন-সাহস, ডুমুরিয়া, খুলনা।

প্রতিপক্ষ ঃ জনাব সেলিম রেজা
সহকারী কমিশনার (ভূমি)
ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)
ডুমুরিয়া, খুলনা।

সিদ্ধান্তপত্র।

(তারিখ ঃ ০৫-০৬-২০১৩ ইং)

অভিযোগকারী অর্নিকা ঢালী ১৩-০১-২০১৩ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে খুলনা জেলার ডুমুরিয়া উপজেলার সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনাব সেলিম রেজা বরাবরে নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

- **১৯৯০ সাল থেকে ২০১২ সাল পর্যন্ত উপজেলা কৃষি খাস জমি ব্যাবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত কমিটির কতটি সভা হয়েছে, সেই সভাগুলোর রেজুলেশনের কপি।**

০২। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রার্থীত তথ্য না পেয়ে অভিযোগকারী ১২-০৩-২০১৩ তারিখে খুলনা জেলার জেলা প্রশাসক ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) জনাব মেজবাহ উদ্দিন বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদনের প্রেক্ষিতে খুলনা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সহকারী কমিশনার (অভিযোগ ও তথ্য শাখা) জনাব মোঃ আল মামুন ১৯-০৩-২০১৩ তারিখের ০৫.৪০.৪৭০০.০১৭. ০৭.০৩.০৪/২০১৩-৬১/২ নং স্মারকের মাধ্যমে খুলনা জেলার ডুমুরিয়া উপজেলার সহকারী কমিশনার (ভূমি)-কে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পত্র প্রেরণ করেন। খুলনা জেলার ডুমুরিয়া উপজেলার সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনাব সেলিম রেজা ০১-০৪-২০১৩ তারিখের উঃভূঃঅঃ/ডুমু/খাস/ ২০১৩-১৯৬ নং স্মারকে ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তা, ইউনিয়ন ভূমি অফিস, শরাফপুর, ডুমুরিয়া, খুলনা-কে বিধি মোতাবেক আবেদনকারীর প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করার নির্দেশ প্রদান করেন। একই পত্রে অভিযোগকারীকে সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন ভূমি কর্মকর্তার নিকট হতে প্রার্থীত তথ্য সংগ্রহ করার জন্য অনুরোধ করেন। এর পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে অভিযোগকারী ২১-০৪-২০১৩ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৩। বিষয়টি কমিশনের ১৪-০৫-২০১৩ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ০৫-০৬-২০১৩ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৪। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) উভয়ে উপস্থিত হয়ে তাদের বক্তব্য উপস্থাপন করেন। অভিযোগকারী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আর টি আই) এর নিকট ০১ নং অনুচ্ছেদে উল্লিখিত তথ্য চেয়ে আবেদন করেন। প্রার্থীত তথ্য না পেয়ে তিনি আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদনের প্রেক্ষিতে খুলনা জেলার জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের অভিযোগ ও তথ্য শাখায় কর্মরত সহকারী কমিশনার জনাব মোঃ আল মামুন খুলনা জেলার ডুমুরিয়া উপজেলার সহকারী কমিশনার (ভূমি) কে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পত্র প্রেরণ করা হয়। তারপরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

(অঃ পৃঃ দ্রঃ)

০৫। সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনাব সেলিম রেজা তার বক্তব্যে অবহিত করেন যে, ১৯৯০ সাল থেকে ২০০৪ সাল পর্যন্ত সরকারী নির্দেশনা না থাকায় কোন রেজুলেশন করা হয়নি। ২০০৫ সালের পূর্বে ব্যক্তির নামে নথি সৃজন করে ডিসি অফিসে প্রেরণ করা হতো, রেজুলেশন করা হতো না। ২০০৫ সাল থেকে ২০০৮ সাল পর্যন্ত রেজুলেশন অফিসে সংরক্ষিত আছে। পরবর্তীতে খাসজমি বন্দোবস্ত এর বাছাই কমিটির সভা হয়নি বিধায় ২০০৮ সাল থেকে ২০১২ সাল পর্যন্ত কোন রেজুলেশন করা হয়নি।

০৬। কমিশন ২০০৫ সাল থেকে ২০০৮ সাল পর্যন্ত রেজুলেশন এর কপি অভিযোগকারীকে সরবরাহ করা সম্ভব কিনা জানতে চাইলে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী রেজুলেশনের কপি অভিযোগকারীকে সরবরাহ করার নিশ্চয়তা প্রদান করেন।

পর্যালোচনা।

অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) উভয়ের বক্তব্য শ্রবনান্তে এবং দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কর্তৃক অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্যের মধ্যে ২০০৫ সাল থেকে ২০০৮ সাল পর্যন্ত কার্যালয়ে সংরক্ষিত তথ্য অভিযোগকারীকে সরবরাহ করার নিশ্চয়তা প্রদান করায় অভিযোগটি নিষ্পত্তিযোগ্য মর্মে প্রতীয়মান হয়।

সিদ্ধান্ত।

নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদানপূর্বক অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো ঃ-

৪৭। তথ্যের মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে আগামী ১৩-০৬-২০১৩ তারিখ বা তদ্‌পূর্বে অভিযোগকারীকে তার প্রার্থীত ২০০৫ সন থেকে ২০০৮ সনের তথ্য সরবরাহ করার জন্য খুলনা জেলার ডুমুরিয়া উপজেলার সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনাব সেলিম রেজা-কে নির্দেশনা দেয়া হলো।

৪৮। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা-৯ এবং তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর বিধি-৮ অনুযায়ী সরবরাহকৃত তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থ ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ নং কোডে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আর টি আই) কে নির্দেশ দেয়া হলো।

৪৯। নির্দেশনাগুলো বাস্তবায়ন/প্রতিপালন করে তথ্য কমিশনকে অবহিত করার জন্য উভয়পক্ষকে বলা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)	**(মোহাম্মদ আবু তাহের)**	**(মোহাম্মদ ফারুক)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

[কাজল]

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ৪৩/২০১৩

অভিযোগকারী ঃ জনাব মোস্তাইন গাজী পিতা-ওয়াজেদ আলি গ্রাম-ঘোষগাতী, পোষ্ট-সাহস ডুমুরিয়া, খুলনা।	**প্রতিপক্ষ ঃ জনাব সেলিম রেজা** সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) ডুমুরিয়া, খুলনা।

সিদ্ধান্তপত্র।

(তারিখ ঃ ০৫-০৬-২০১৩ ইং)

অভিযোগকারী জনাব মোস্তাইন গাজী ১৩-০১-২০১৩ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে খুলনা জেলার ডুমুরিয়া উপজেলার সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনাব সেলিম রেজা বরাবরে নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

- **সাহস ইউনিয়নের মৌজা ওয়ারী খাস জমি ও জলাশয়ের পরিমান কত?**

০২। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রার্থীত তথ্য না পেয়ে অভিযোগকারী ১২-০৩-২০১৩ তারিখে খুলনা জেলার জেলা প্রশাসক ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) জনাব মেজবাহ উদ্দিন বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদনের প্রেক্ষিতে খুলনা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সহকারী কমিশনার (অভিযোগ ও তথ্য শাখা) জনাব মোঃ আল মামুন ১৯-০৩-২০১৩ তারিখের ০৫.৪০.৪৭০০.০১৭. ০৭.০৩.০৪/২০১৩-৬১/১ নং স্মারকের মাধ্যমে খুলনা জেলার ডুমুরিয়া উপজেলার সহকারী কমিশনার (ভূমি)-কে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পত্র প্রেরণ করেন। খুলনা জেলার ডুমুরিয়া উপজেলার সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনাব সেলিম রেজা ০১-০৪-২০১৩ তারিখের উঃভূঃঅঃ/ডুমু/খাস/২০১৩-১৯৬ নং স্মারকে ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তা, ইউনিয়ন ভূমি অফিস, শরাফপুর, ডুমুরিয়া, খুলনা-কে বিধি মোতাবেক আবেদনকারীর প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করার নির্দেশ প্রদান করেন। একই পত্রে অভিযোগকারীকে সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন ভূমি কর্মকর্তার নিকট হতে প্রার্থীত তথ্য সংগ্রহ করার জন্য অনুরোধ করেন। এর পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে অভিযোগকারী ২১-০৪-২০১৩ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৩। বিষয়টি কমিশনের ১৪-০৫-২০১৩ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ০৫-০৬-২০১৩ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৪। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) উভয়ে উপস্থিত হয়ে তাদের বক্তব্য উপস্থাপন করেন। অভিযোগকারী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর নিকট ০১ নং অনুচ্ছেদে উল্লিখিত তথ্য চেয়ে আবেদন করেন। প্রার্থীত তথ্য না পেয়ে তিনি আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদনের প্রেক্ষিতে খুলনা জেলার জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের অভিযোগ ও তথ্য শাখায় কর্মরত সহকারী কমিশনার জনাব মোঃ আল মামুন কর্তৃক খুলনা জেলার ডুমুরিয়া উপজেলার সহকারী কমিশনার (ভূমি) কে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পত্র প্রেরণ করা হয়। তারপরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

(অঃ পৃঃ দ্রঃ)

০৫। সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনাব সেলিম রেজা তার বক্তব্যে অবহিত করেন যে, তথ্য প্রাপ্তির আবেদন করে অভিযোগকারী পরবর্তীতে যোগাযোগ না করায় তথ্য সরবরাহ করা সম্ভব হয়নি। তবে প্রার্থীত তথ্য প্রস্তুত করে রেখেছেন এবং অভিযোগকারীকে তা সরবরাহ করার নিশ্চয়তা প্রদান করেন।

পর্যালোচনা।

অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) উভয়ের বক্তব্য শ্রবনান্তে এবং দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কর্তৃক অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য প্রস্তুত করা আছে বলে অবহিত করেন এবং তা অভিযোগকারীকে সরবরাহ করার নিশ্চয়তা প্রদান করেন। এমতাবস্থায়, অভিযোগটি নিষ্পত্তিযোগ্য মর্মে প্রতীয়মান হয়।

সিদ্ধান্ত।

নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদানপূর্বক অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো ঃ-

৫০। তথ্যের মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে আগামী ১৩-০৬-২০১৩ তারিখ বা তদ্‌পূর্বে অভিযোগকারীকে তার প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করার জন্য খুলনা জেলার ডুমুরিয়া উপজেলার সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনাব সেলিম রেজা-কে নির্দেশনা দেয়া হলো।

৫১। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা-৯ এবং তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর বিধি-৮ অনুযায়ী সরবরাহকৃত তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থ ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ নং কোডে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আর টি আই) কে নির্দেশ দেয়া হলো।

৫২। নির্দেশনাগুলো বাস্তবায়ন/প্রতিপালন করে তথ্য কমিশনকে অবহিত করার জন্য উভয়পক্ষকে বলা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)	**(মোহাম্মদ আবু তাহের)**	**(মোহাম্মদ ফারুক)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

[কাজল]

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ৪৪/২০১৩

অভিযোগকারী ঃ তিলক মন্ডল
স্বামী-বিকাশ মন্ডল
গ্রাম-কাজিরহুলা, পোষ্ট-সাহস
ডুমুরিয়া, খুলনা।

প্রতিপক্ষ ঃ জনাব সেলিম রেজা
সহকারী কমিশনার (ভূমি)
ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)
ডুমুরিয়া, খুলনা।

সিদ্ধান্তপত্র।

(তারিখ ঃ ০৫-০৬-২০১৩ ইং)

অভিযোগকারী তিলক মন্ডল ১৩-০১-২০১৩ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে খুলনা জেলার ডুমুরিয়া উপজেলার সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনাব সেলিম রেজা বরাবরে নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

- **১৯৮৭ সাল থেকে ২০১২ সাল পর্যন্ত সাহস ইউনিয়নে কৃষি খাস জমি বন্দোবস্ত প্রদানের জন্য ভূমিহীন হিসাবে যাদেরকে বাছাই করা হয়েছে তাদের তালিকা।**

০২। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রার্থীত তথ্য না পেয়ে অভিযোগকারী ১২-০৩-২০১৩ তারিখে খুলনা জেলার জেলা প্রশাসক ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) জনাব মেজবাহ উদ্দিন বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদনের প্রেক্ষিতে জনাব মোঃ আল মামুন, সহকারী কমিশনার, অভিযোগ ও তথ্য শাখা, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, খুলনা ১৯-০৩-২০১৩ তারিখের ০৫.৪০.৪৭০০.০১৭. ০৭.০৩.০৪/২০১৩-৬১/৩ নং স্মারকের মাধ্যমে খুলনা জেলার ডুমুরিয়া উপজেলার সহকারী কমিশনার (ভূমি)-কে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পত্র প্রেরণ করেন। খুলনা জেলার ডুমুরিয়া উপজেলার সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনাব সেলিম রেজা ০১-০৪-২০১৩ তারিখের উঃভূঃঅঃ/ডুমু/খাস/ ২০১৩-১৯৬ নং স্মারকে ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তা, ইউনিয়ন ভূমি অফিস, শরাফপুর, ডুমুরিয়া, খুলনা-কে বিধি মোতাবেক আবেদনকারীর প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করার নির্দেশ প্রদান করেন। একই পত্রে অভিযোগকারীকে সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন ভূমি কর্মকর্তার নিকট হতে প্রার্থীত তথ্য সংগ্রহ করার জন্য অনুরোধ করেন। এর পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে অভিযোগকারী ২১-০৪-২০১৩ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৩। বিষয়টি কমিশনের ১৪-০৫-২০১৩ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ০৫-০৬-২০১৩ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৪। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আর টি আই) উভয়ে উপস্থিত হয়ে তাদের বক্তব্য উপস্থাপন করেন। অভিযোগকারী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর নিকট ০১ নং অনুচ্ছেদে উল্লিখিত তথ্য চেয়ে আবেদন করেন। প্রার্থীত তথ্য না পেয়ে তিনি আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদনের প্রেক্ষিতে খুলনা জেলার জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের অভিযোগ ও তথ্য শাখায় কর্মরত সহকারী কমিশনার জনাব মোঃ আল মামুন খুলনা জেলার ডুমুরিয়া উপজেলার সহকারী কমিশনার (ভূমি) কে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পত্র প্রেরণ করা হয়। তারপরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

(অঃ পৃঃ দ্রঃ)

০৫। সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনাব সেলিম রেজা তার বক্তব্যে অবহিত করেন যে, তথ্য প্রাপ্তির আবেদন করে অভিযোগকারী পরবর্তীতে যোগাযোগ না করায় তথ্য সরবরাহ করা সম্ভব হয়নি। তবে প্রার্থীত তথ্য প্রস্তুত করে রেখেছেন এবং অভিযোগকারীকে তা সরবরাহ করার নিশ্চয়তা প্রদান করেন।

পর্যালোচনা।

অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) উভয়ের বক্তব্য শ্রবনান্তে এবং দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কর্তৃক অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য প্রস্তুত করা আছে বলে অবহিত করেন এবং তা অভিযোগকারীকে সরবরাহ করার নিশ্চয়তা প্রদান করেন। এমতাবস্থায়, অভিযোগটি নিষ্পত্তিযোগ্য মর্মে প্রতীয়মান হয়।

সিদ্ধান্ত।

নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদানপূর্বক অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো ঃ-

৫৩। তথ্যের মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে আগামী ১৩-০৬-২০১৩ তারিখ বা তদ্‌পূর্বে অভিযোগকারীকে তার প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করার জন্য খুলনা জেলার ডুমুরিয়া উপজেলার সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনাব সেলিম রেজা-কে নির্দেশনা দেয়া হলো।

৫৪। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা-৯ এবং তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর বিধি-৮ অনুযায়ী সরবরাহকৃত তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থ ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ নং কোডে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আর টি আই) কে নির্দেশ দেয়া হলো।

৫৫। নির্দেশনাগুলো বাস্তবায়ন/প্রতিপালন করে তথ্য কমিশনকে অবহিত করার জন্য উভয়পক্ষকে বলা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)	**(মোহাম্মদ আবু তাহের)**	**(মোহাম্মদ ফারুক)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

[কাজল]

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ৪৫/২০১৩

অভিযোগকারী ঃ জনাব বি এইচ বেলাল
(পিতা-হাজী মোঃ নুরুল ইসলাম)
প্রধান প্রতিবেদক, অপরাধ বিচিত্রা
৫৩, মতিঝিল মডার্ণ ম্যানশন
(১৫ তলা), ঢাকা।

প্রতিপক্ষ ঃ জনাব মোঃ জাহেদুল হক
সহকারী অধ্যাপক
ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)
ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ
ঢাকা।

সিদ্ধান্তপত্র।

(তারিখ ঃ ২৪-০৬-২০১৩ ইং)

০১। অভিযোগকারী ০২-০৩-২০১৩ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে কর্ণেল মোঃ মোসলেহ উদ্দিন ভূঁঞা, অধ্যক্ষ ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ, ঢাকা বরাবরে নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

ক) ১। সদ্য অনুষ্ঠিত ভর্তি পরীক্ষা ২০১২ এর ভর্তি পরীক্ষার কমিটির তালিকা; ২। ভর্তি পরীক্ষার প্রকাশিত ফলাফল শীট; ৩। ট্যাবুলেশন শীট; ৪। কোড শীট; ৫। ডি-কোড শীট; ৬। কোড স্লিপ; ৭। ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্ন পত্র; ৮। ভর্তি পরীক্ষার উত্তর পত্র (ক এর ১-৬ এ উল্লিখিত তথ্যসমূহ অতি দ্রুত তম সময়ে তাৎক্ষণিক প্রয়োজন এবং ৭-৮ নং তথ্য অবিকৃত অবস্থায় সংরক্ষণ প্রয়োজন);
খ) অত্র কলেজের বর্তমান অধ্যক্ষের- ১। নিয়োগ পত্র; ২। জীবন বৃত্তান্ত ও ৩। চাকুরী বিবরণী;
গ) ১। অত্র কলেজের সদ্য বিদায়ী অধ্যক্ষ কর্ণেল মোঃ কামরুজ্জামান খান এর- ১। অত্র কলেজ নিয়োগ পত্র;
২। জীবন বৃত্তান্ত; ও ৩। চাকুরীর বিবরণী;
ঘ) ২০০৭ সাল থেকে এ পর্যন্ত অতিরিক্ত ক্লাশ বন্টনের রেজিষ্টার খাতা, ক্লাশ রুটিন ও রেজাল্ট শীট সমূহ;
ঙ) জন্ম তারিখ ও যোগদানের তারিখ উল্লেখপূর্বক শিক্ষকদের নামের তালিকা।

ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজের সহকারী অধ্যাপক জনাব মোঃ জাহেদুল হক ১১-০৩-২০১৩ তারিখের প্রশা:/৪১৫/১৩ নং- স্মারকমূলে অভিযোগকারীকে তথ্য সরবরাহে অপারগতার নোটিশ প্রদান করেন। অভিযোগকারী অপারগতার নোটিশে অসন্তুষ্ট হয়ে ৩১-০৩-২০১৩ তারিখে ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজের সভাপতি ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তিনি ২৩-০৪-২০১৩ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০২। বিষয়টি কমিশনের ১৪-০৫-২০১৩ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ০৫-০৬-২০১৩ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৩। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী জনাব এস এম আব্দুর রউফ হাজির। শুনানীকালে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর ব্যক্তিগত শুনানীর আবশ্যকতা থাকায় দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী সময় চেয়ে আবেদন করেন। কমিশন কর্তৃক সময় মঞ্জুর করা হয়। ২৪-০৬-২০১৩ তারিখ পুনরায় শুনানীর দিন ধার্য করে অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৪। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আর টি আই) জনাব মোঃ জাহেদুল হক, তাঁর পক্ষে নিয়োজিত বিজ্ঞ আইনজীবী জনাব এস এম আব্দুর রউফ এবং ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজের অধ্যক্ষ কর্ণেল মোঃ মোসলেহ উদ্দিন ভূঁঞা উপস্থিত হয়ে তাদের বক্তব্য উপস্থাপন করেন।

(অঃ পৃঃ দ্রঃ)

অভিযোগকারী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার (আরটিআই) নিকট ০১ নং অনুচ্ছেদে উল্লিখিত তথ্য চেয়ে আবেদন করা হয়। তথ্য না পেয়ে তিনি আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৫। ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজের সহকারী অধ্যাপক মোঃ জাহেদুল হক তার বক্তব্যে অবহিত করেন যে, ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) হিসেবে তাকে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য অফিসিয়াল সিক্রেট এ্যাক্ট, ১৮৬১ (প্রতিরক্ষা বাহিনীর জন্য প্রযোজ্য) এর বিধি মোতাবেক সরবরাহ যোগ্য নয় বিধায় অভিযোগকারীকে ১১-০৩-২০১৩ তারিখে অপারগতার নোটিশ দেয়া হয়।

০৬। ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ কোন্ মন্ত্রণালয়ের অধিনে পরিচালিত, কমিশনের এমন প্রশ্নের জবাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) অবহিত করেন যে, প্রতিষ্ঠানটি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধিনে পরিচালিত। সুতরাং অফিসিয়াল সিক্রেট এ্যাক্ট, ১৮৬১ (প্রতিরক্ষা বাহিনীর জন্য প্রযোজ্য) এ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করার সুবিধার্থে তথ্য কমিশন, অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর সাথে আলোচনাপূর্বক নিম্নলিখিত তথ্য সমূহ সরবরাহযোগ্য বলে নির্ধারণ করেনঃ-

- আবেদনে উল্লিখিত ক্রমিক নং (ক) এর ১, ২, ৭ নং -এ বর্ণিত তথ্য যথাক্রমে- সদ্য অনুষ্ঠিত ভর্তি পরীক্ষা ২০১২ এর ভর্তি পরীক্ষার কমিটির তালিকা, ভর্তি পরীক্ষার প্রকাশিত ফলাফল শীট, ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্ন পত্র এর কপি দেয়া যেতে পারে তবে ক্রমিক নং ৩, ৪, ৫, ৬ -এ বর্ণিত তথ্য যথাক্রমে- ট্যাবুলেশন শীট, কোড শীট, ডি-কোড শীট, কোড স্লিপ গোপনীয়তার পর্যায়ে পরিগণিত হয় বিধায়, এ সকল তথ্য প্রদান না করার পক্ষে কমিশন অভিমত ব্যক্ত করেন।
- ক্রমিক নং (ক) এর ৮ নং-এ বর্ণিত তথ্য- ভর্তি পরীক্ষার সকল উত্তর-পত্র সরবরাহ করা সমীচীন হবে না বলে কমিশন মত প্রকাশ করেন। তবে কোন কোন পরীক্ষার্থীর উত্তর-পত্র সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখপূর্বক লিখিত আবেদন করা হলে কপি সরবরাহ করা যেতে পারে।
- ক্রমিক নং (খ) ও (গ)-এ উল্লিখিত তথ্য সমূহের মধ্যে (১) নং-এ বর্ণিত তথ্য সরবরাহযোগ্য এবং (২) ও (৩) নং -এ বর্ণিত তথ্য কাস্টমাইজ করে তা অভিযোগকারীকে সরবরাহ করা যেতে পারে।
- ক্রমিক নং (ঘ)-এ বর্ণিত তথ্য যথা- ২০০৭ সাল থেকে এ পর্যন্ত অতিরিক্ত ক্লাশ বন্টনের রেজিষ্টার খাতা, ক্লাশ রুটিন ও রেজাল্ট শীট সমূহের সংরক্ষিত তথ্য সরবরাহ করা যেতে পারে।
- ক্রমিক নং (ঙ)-এ বর্ণিত তথ্য যথা- কোন্ কোন্ শিক্ষকের জন্মতারিখ ও যোগদানের তারিখ জানা প্রয়োজন তা সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করে লিখিত আবেদনের প্রেক্ষিতে কপি সরবরাহ করা যেতে পারে।

পর্যালোচনা।

অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর বক্তব্য শ্রবনান্তে এবং দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) প্রার্থীত তথ্যের মধ্যে কোন্ কোন্ তথ্য 'তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯' এর আওতায় দেয়া সম্ভব এবং কোন কোন তথ্য দেয়া সম্ভব নয় তা বুঝতে না পারায় অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করা সম্ভব হয়নি। শুনানীকালে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্যের মধ্যে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী ০৬ নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত নির্দেশনানুযায়ী সরবরাহযোগ্য তথ্য অভিযোগকারীকে সরবরাহের নিশ্চয়তা প্রদান করায় অভিযোগটি নিষ্পত্তিযোগ্য মর্মে প্রতীয়মান হয়।

সিদ্ধান্ত।

নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদান পূর্বক অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো ঃ-

৫৬। তথ্যের মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে আগামী ০৭-০৭-২০১৩ তারিখ বা তদ্‌পূর্বে প্রদত্ত ০৬ নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত নির্দেশনানুযায়ী অভিযোগকারীকে তার প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে বলা হলো।

(অঃ পৃঃ দ্রঃ)

৫৭। ১ নং অনুচ্ছেদে উল্লিখিত ক্রমিক নং (ক) এর ৮ এবং ক্রমিক নং (ঙ)-এ বর্ণিত তথ্য প্রাপ্তির ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্টভাবে ২৭-০৬-২০১৩ তারিখের মাঝে তথ্য প্রাপ্তির আবেদন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর বরাবরে করার জন্য অভিযোগকারীকে নির্দেশ দেয়া হলো।

৫৮। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা-৯ এবং তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর বিধি-৮ অনুযায়ী সরবরাহকৃত তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থ **১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭** নং কোডে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে নির্দেশ দেয়া হলো।

৫৯। নির্দেশনাগুলো বাস্তবায়ন/প্রতিপালন করে তথ্য কমিশনকে অবহিত করার জন্য উভয়পক্ষকে বলা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত/-
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)
তথ্য কমিশনার

স্বাক্ষরিত/-
(মোহাম্মদ আবু তাহের)
তথ্য কমিশনার

স্বাক্ষরিত/-
(মোহাম্মদ ফারুক)
প্রধান তথ্য কমিশনার

[কাজল]

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ৪৬/২০১৩

অভিযোগকারী ঃ জনাব মোঃ আব্দুর রাজ্জাক
পিতা-মৃত রহম আলী মন্ডল
গ্রাম+ডাকঘর+ ইউনিয়ন- ঘুড়কা
উপজেলা-রায়গঞ্জ, জেলা-সিরাজগঞ্জ।

প্রতিপক্ষ ঃ সহকারী কমিশনার (ভূমি)
ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)
উপজেলা ভূমি অফিস রায়গঞ্জ
সিরাজগঞ্জ।

সিদ্ধান্তপত্র।

(তারিখ ঃ ০৫-০৬-২০১৩ ইং)

অভিযোগকারী জনাব মোঃ আব্দুর রাজ্জাক ২৭-০১-২০১৩ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে সিরাজগঞ্জ জেলার রায়গঞ্জ উপজেলার সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) বরাবরে রেজিস্টার্ড ডাকযোগে নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

(ক) রায়গঞ্জ থানার জগন্নাথপুর মৌজা, জে এল নং-১০৯, আর.এস-৪৩৬ খতিয়ানের ৬২৩ দাগের পুকুরের ভূমির পরিমাণ কত?
(খ) উল্লিখিত দাগ খতিয়ানের পুকুর কোন ব্যক্তি/যুব উন্নয়ন সমিতি/মৎস্যজীবি সমবায় সমিতিকে বন্দোবস্ত/ লীজ প্রদান হয়েছে কিনা? হয়ে থাকলে কি শর্তে প্রদান হয়েছে? লীজ/বন্দোবস্তের চুক্তির দলিলের ফটোকপি।
(গ) সরকারী জলমহাল বন্দোবস্তের নীতিমালার কপি।

০২। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রার্থীত তথ্য না পেয়ে অভিযোগকারী ২১-০৩-২০১৩ তারিখে সিরাজগঞ্জ জেলার জেলা প্রশাসক ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) বরাবরে রেজিস্টার্ড ডাকযোগে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তিনি ২৮-০৪-২০১৩ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৩। বিষয়টি কমিশনের ১৪-০৫-২০১৩ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ০৫-০৬-২০১৩ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৪। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী ও রায়গঞ্জ উপজেলার ভূমি অফিসের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর পক্ষে সার্ভেয়ার জনাব মোঃ জামাল উদ্দিন উভয়ে উপস্থিত হয়ে তাদের বক্তব্য উপস্থাপন করেন। অভিযোগকারী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর নিকট ০১ নং অনুচ্ছেদে উল্লিখিত তথ্য চেয়ে আবেদন করেন। তথ্য না পেয়ে তিনি আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৫। রায়গঞ্জ উপজেলার ভূমি অফিসের বর্তমান সহকারী কমিশনার (ভূমি) নতুন যোগদান করেছেন, তিনি এখনও দায়িত্ব বুঝে নেননি। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর পক্ষে জনাব মোঃ জামাল উদ্দিন, সার্ভেয়ার তার বক্তব্যে অবহিত করেন যে, অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য প্রস্তুত করে সংগে আনা হয়েছে। তথ্য মূল্য প্রদান সাপেক্ষে তথ্য সরবরাহ করা সম্ভব হবে বলে অবহিত করেন।

(অঃ পৃঃ দ্রঃ)

পর্যালোচনা।

অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর পক্ষে সার্ভেয়ার জনাব মোঃ জামাল উদ্দিন উভয়ের বক্তব্য শ্রবনান্তে এবং দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এখনও দায়িত্ব বুঝে নেননি। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর পক্ষে জনাব মোঃ জামাল উদ্দিন এর বক্তব্যে স্পষ্ট হয় যে অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য প্রস্তুত করা আছে এবং অভিযোগকারীকে তা সরবরাহ করা সম্ভব হবে। এমতাবস্থায়, অভিযোগটি নিস্পত্তিযোগ্য মর্মে প্রতীয়মান হয়।

সিদ্ধান্ত।

নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদানপূর্বক অভিযোগটি নিস্পত্তি করা হলো ঃ-

১। তথ্যের মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে আগামী ১৩-০৬-২০১৩ তারিখ বা তদ্‌পূর্বে অভিযোগকারীকে তার প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করার জন্য রায়গঞ্জ উপজেলা ভূমি অফিসের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)-কে নির্দেশনা দেয়া হলো।

২। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা-৯ এবং তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর বিধি-৮ অনুযায়ী সরবরাহকৃত তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থ ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ নং কোডে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আর টি আই) কে নির্দেশ দেয়া হলো।

৩। নির্দেশনাগুলো বাস্তবায়ন/প্রতিপালন করে তথ্য কমিশনকে অবহিত করার জন্য উভয়পক্ষকে বলা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)	**(মোহাম্মদ আবু তাহের)**	**(মোহাম্মদ ফারুক)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

[কাজল]

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ৪৭/২০১৩

অভিযোগকারী ঃ জনাব মোঃ রওশন আলী
পিতা-মৃত বিদেশ প্রামানিক
বাসা নং-৪/১৯,ওয়ার্ড নং-৭
বীর মুক্তিযোদ্ধা রেজাউল বাকী সড়ক
জলেশ্বরীতলা, বগুড়া।

প্রতিপক্ষ ঃ জনাব মোঃ কামরুল আহসান
উপ-পরিচালক
ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)
দুর্নীতি দমন কমিশন
সমন্বিত জেলা কার্যালয়, বগুড়া।

সিদ্ধান্তপত্র।

(তারিখ ঃ ০৫-০৬-২০১৩ ইং)

অভিযোগকারী জনাব মোঃ রওশন আলী তার দাখিলকৃত ২৭/২০১৩ নং অভিযোগের বিষয়ে কমিশন কর্তৃক প্রদত্ত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রার্থীত তথ্য না পাওয়ায় ২৯-০৪-২০১৩ তারিখে পুনরায় তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

অভিযোগে তিনি উল্লেখ করেন যে, তার দাখিলকৃত ২৭/২০১৩ নং অভিযোগের বিষয়ে কমিশনে ১৬-০৪-২০১৩ তারিখের শুনানীকালে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে ২২-০৪-২০১৩ ইং তারিখের মধ্যে তার প্রার্থীত তথ্য প্রদানের নির্দেশ প্রদান করা হয়। কিন্তু দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) স্মারক নং-দুদক/সজেকা/বগুড়া/৮১২, তাং-২১-০৪-২০১৩ ইং মূলে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা-৭ এর উপধারা-(ছ) এবং দুর্নীতি দমন কমিশনের তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালা-২০১১ এর পরিশিষ্ট-২ অনুযায়ী তথ্য সরবরাহে অপারগতা প্রকাশ করেন।

০২। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) উদ্দেশ্যমূলক ও অন্যায়ভাবে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর মূল উদ্দেশ্য-কে ব্যাহত করে, তথ্য অধিকার আইনের ধারা-৭ এর উপধারা-(ছ) এবং দুর্নীতি দমন কমিশনের তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালা-২০১১ এর ভুল ব্যাখ্যাপূর্বক তাকে অযথা হয়রানী করার জন্য তথ্য সরবরাহে অপারগতা প্রকাশ করেছেন মর্মে অভিযোগকারী উল্লেখ করেন। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কর্তৃক প্রদত্ত জবাবে সংক্ষুব্ধ হয়ে তিনি অত্র অভিযোগ তথ্য কমিশনে দায়ের করেছেন।

০৩। বিষয়টি কমিশনের ১৪-০৫-২০১৩ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ০৫-০৬-২০১৩ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৪। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) ও তার পক্ষে নিয়োজিত বিজ্ঞ আইনজীবী জনাব রুহুল ইলাম খান উপস্থিত হয়ে তাদের বক্তব্য উপস্থাপন করেন। অভিযোগকারী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, পূর্বের ২৭/২০১৩ নং অভিযোগের প্রার্থীত তথ্য কমিশনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তাকে সরবরাহ করা হয়নি। তথ্য কমিশনের নির্দেশ অমান্য করে তাকে হয়রানী করা হচ্ছে। কোন তথ্য না পেয়ে তিনি পুনরায় তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন। তিনি ই/আর নং-৩১/২০১১ এর কপি পেতে চান।

০৫। দুর্নীতি দমন কমিশন, সমন্বিত জেলা কার্যালয়, বগুড়া এর দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর পক্ষে নিয়োজিত বিজ্ঞ আইনজীবী জনাব রুহুল ইসলাম খান তার বক্তব্যে অবহিত করেন যে, অভিযোগকারীর দাখিলকৃত সম্পদ বিবরণী ই/আর নং-৩১/২০১১ এবং তার স্ত্রীর দাখিলকৃত সম্পদ বিবরণী ই/আর নং-৩২/২০১১ মূলে তিনি যাচাই/অনুসন্ধান করেন। যাচাই/অনুসন্ধান শেষে ই/আর নং-৩১/২০১১ নথিভুক্তের এবং ই/আর নং-৩২/২০১১-তে অভিযোগকারীর স্ত্রী মোছাঃ মনোয়ারা বেগম ও মোঃ রওশন আলীর বিরুদ্ধে দুর্নীতি দমন কমিশন আইন-২০০৪ এর ২৬(২) ও ২৭(১) ধারা এবং দঃ বিঃ ১০৯ ধারায় একটি মামলা রুজুর সুপারিশ করে প্রতিবেদন দাখিল করেন। দুর্নীতি দমন কমিশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকার নির্দেশে ই/আর নং-৩১/২০১১ এর অভিযোগটি ই/আর নং-৩২/২০১১ এর সঙ্গে সংযুক্ত করে রাখার এবং ই/আর নং-৩২/২০১১ এর ক্ষেত্রে মোছাঃ মনোয়ারা বেগম ও মোঃ রওশন আলীর বিরুদ্ধে বর্ণিত ধারায় একটি মামলা রুজুর সিদ্ধান্ত পাওয়া যায়। তদ্প্রেক্ষিতে তাদের বিরুদ্ধে বগুড়া সদর থানা মামলা নং-১৪ তারিখ- ০৬-০৩-২০১২ ইং রুজু করা হয়।

(অঃ পৃঃ দ্রঃ)

মামলাটি তদন্ত শেষে বগুড়া সদর থানা চার্জশীট নং-৬৭৩, তারিখ-০২-১২-২০১২ ইং বিজ্ঞ আদালতে দাখিল করা হয়। দুর্নীতি দমন কমিশনের তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালা-২০১১এর পরিশিষ্ট-২ অনুযায়ী চাহিবা মাত্র প্রদানে বাধ্য তথ্যের

তালিকা মতে অনুসন্ধানের ফলাফল (চূড়ান্ত হলে) উক্ত ক্ষেত্রে ফলাফল প্রদান করার বাধ্যবাধকতা রয়েছে। অনুসন্ধান প্রতিবেদন নয়। সেমতে, দুর্নীতি দমন কমিশন এর তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালা মোতাবেক দুদক হতে অনুসন্ধান প্রতিবেদন সরবরাহ করা সম্ভব নয়। তথ্য উন্মুক্ত করে দিলে বিচারাধীন মামলায় ন্যায় বিচার বিঘ্নিত হবে বিধায় তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৭(ছ) ধারা অনুযায়ী তথ্য সরবরাহ করা হয়নি। এ প্রেক্ষিতে ২১-০৪-২০১৩ তারিখে অভিযোগকারীকে কারণ উল্লেখপূর্বক তথ্য সরবরাহে অপারগতার নোটিশ প্রদান করা হয়েছে।

পর্যালোচনা।

অভিযোগকারী ও প্রতিপক্ষ উভয়ের বক্তব্য শ্রবনান্তে এবং দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য ই/আর নং-৩১/২০১১ বগুড়া সদর থানা মামলা নং-১৪ তারিখ-০৬-০৩-২০১২ ইং এর সাথে সম্পর্কযুক্ত হওয়ায় এবং মামলাটি বিচারাধীন থাকায় তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৭(ছ) ধারা অনুযায়ী সরবরাহযোগ্য নয়। তথ্য প্রদান করা হলে বিচারাধীন মামলায় ন্যায়বিচার বিঘ্নিত হতে পারে বিধায় তথ্য অধিকার আইনের ধারা ৭(ছ) অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কর্তৃক প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করা সম্ভব নয় বলে প্রতীয়মান হওয়ায় অভিযোগটি নিষ্পত্তিযোগ্য বলে গণ্য করা যায়।

সিদ্ধান্ত।

অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য সংক্রান্ত বিষয়টি আদালতে বিচারাধীন থাকায় তথ্য অধিকার আইনের ধারা ৭(ছ) অনুযায়ী সরবরাহযোগ্য নয় মর্মে অভিযোগকারীকে বিষয়টি জানিয়ে দিয়ে অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো। ১৬-০৪-২০১৩ তারিখে দেয়া তথ্য সরবরাহ করা সংক্রান্ত আদেশ এতদ্‌সংগে বাতিল করা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)	**(মোহাম্মদ আবু তাহের)**	**(মোহাম্মদ ফারুক)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

[কাজল]

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ৪৮/২০১৩

অভিযোগকারী ঃ জনাব আবদুর রহিম মিয়া
পিতা-মোঃ তমছের আলী মিয়া
বাসা নং-৬৭১, সড়ক নং-০৬
শাহীনবাগ পুরাতন বিমান বন্দর
তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫।

প্রতিপক্ষ ঃ জনাব মুহাম্মদ নূর আলম
উপ-সচিব (প্রশাসন-৪)
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)
মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
ঢাকা-১০০০।

সিদ্ধান্তপত্র।

(তারিখ ঃ ২২-০৮-২০১৩ ইং)

অভিযোগকারী ১১-০২-২০১৩ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপ-সচিব ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনাব আবুল কাশেম তালুকদার বরাবরে নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

- **বিষয়ঃ মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে বিমান বাহিনীর মুক্তিযোদ্ধা তালিকা ও মুক্তিযোদ্ধা গেজেটে নাম অন্তর্ভূক্তি প্রসঙ্গে। প্রাক্তন বিমান সেনা প্রাক্তন বিডি/৪৫৫০২৭ ওঃঅঃ আব্দুর রহিম মিয়া, (সেকঃ এ্যাসি (এ) অবঃ)।**
  সূত্রঃ বিবা সদর দপ্তর প্রশাঃ, পত্র নং ০৬.০৩.২৬০০.০৪১.৮৩.০০১ .১২.০০১/৪৫ক তারিখঃ ০৫ জুন, ২০১২ ইং।
- **যাচিত তথ্যঃ উপরিউক্ত বর্ণিত বিষয় ও সূত্রের প্রেক্ষিতে মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে তার নাম তলিকাভূক্তি ও গেজেট প্রকাশের বিষয়ে গৃহীত কার্যক্রমের অগ্রগতি কি হয়েছে তা জানতে চান।**

০২। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রার্থীত তথ্য না পেয়ে অভিযোগকারী ০৩-০৪-২০১৩ তারিখে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব ও আপীল কর্তৃপক্ষ জনাব কে এইচ মাসুদ সিদ্দিকী বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তিনি ১৪-০৫-২০১৩ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৩। বিষয়টি কমিশনের ০৯-০৬-২০১৩ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ২৪-০৬-২০১৩ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৪। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী হাজির। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জনাব আবুল কাশেম তালুকদার গরহাজির। ২৩-০৬-২০১৩ তারিখে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রশাসন-১ শাখা থেকে জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম (সহকারী সচিব) তথ্য কমিশনে পত্র মারফত অবহিত করেন যে, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম-সচিব জনাব আবুল কাশেম তালুকদার সরকারী কাজে দেশের বাহিরে (লন্ডনে) অবস্থান করছেন। এমতাবস্থায়, কমিশন কর্তৃক ০৪-০৮-২০১৩ তারিখ পুনরায় শুনানীর দিন ধার্য করে অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনাব মজিবর রহমান আল মামুন এর প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৫। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী হাজির। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জনাব মোঃ মজিবর রহমান আল মামুন গরহাজির। মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় এর প্রশাসন-১ শাখা থেকে জনাব বাবুল মিঞা (সিনিয়র সহকারী সচিব) তথ্য কমিশনে পত্র মারফত অবহিত করেন যে, বর্তমানে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় এর দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনাব মোঃ মজিবর রহমান আল মামুন ইতোমধ্যে উপ-সচিব থেকে যুগ্ম-সচিব পদে পদোন্নতি পেয়েছেন এবং জনাব মোঃ মজিবর রহমান আল মামুন এর পরিবর্তে জনাব মুহাম্মদ নূর আলম, উপ-সচিব (প্রশাসন-৪) এর নামে সমন জারীপূর্বক পুনরায় শুনানীর দিনক্ষণ নির্ধারণের জন্য অনুরোধ জানান। এমতাবস্থায়, কমিশন কর্তৃক ২২-০৮-২০১৩ তারিখ পুনরায় শুনানীর দিন ধার্য করে অভিযোগকারী ও সদ্য নিয়োগপ্রাপ্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনাব মুহাম্মদ নূর আলম এর প্রতি সমন জারী করা হয়।

(অঃ পৃঃ দ্রঃ)

০৬। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপ-সচিব (প্রশাসন-৪) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) উভয়ে উপস্থিত হয়ে তাদের বক্তব্য উপস্থাপন করেন। অভিযোগকারী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে,

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর নিকট ০১ নং অনুচ্ছেদে উল্লিখিত তথ্য চেয়ে আবেদন করেন। তথ্য না পেয়ে তিনি আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৭। মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপ-সচিব (প্রশাসন-৪) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনাব মুহাম্মদ নূর আলম তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, কোন প্রার্থীর আবেদনের প্রেক্ষিতে তার দাখিলকৃত তথ্যাদি ও প্রমাণাদি যাচাই-বাছাই পূর্বক বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ তার বিষয়ে সুপারিশ করলে, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় তার নাম গেজেটভুক্ত করে থাকে। কিন্তু অভিযোগকারী বিমান বাহিনীর প্রাক্তন সদস্য বিধায় তার আবেদনের বিষয়ে মতামত প্রদানের জন্য বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর সদর দপ্তরে প্রেরণ করা হয়। জবাবে বিমান বাহিনী কোন সুস্পষ্ট মতামত না দেয়ায় অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য যথাসময়ে সরবরাহ করা সম্ভব হয়নি।

০৮। 'তালিকাভুক্তির জন্য বিমান বাহিনীর মতামত আবশ্যক, বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক জারীকৃত এ ধরনের কোন সার্কুলার আপনার নিকট আছে কিনা?' কমিশনের এমন প্রশ্নের জবাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনাব মুহাম্মদ নূর আলম জানান যে, তার নিকট এ ধরনের কোন সার্কুলার নেই। তবে সশস্ত্র বাহিনীর কোন সদস্য যখন তালিকাভুক্তির জন্য আবেদন করে, তখন সংশ্লিষ্ট বাহিনীর মতামত নেয়ার প্রয়োজন পরে। এর পর কমিশন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট জানতে চান যে, অভিযোগকারীর নাম তালিকাভুক্তি ও গেজেটে প্রকাশের বিষয়ে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম সংক্রান্ত যেসকল তথ্য আপনার নিকট আছে, তা অভিযোগকারীকে সরবরাহ করা সম্ভব কিনা? এমন প্রশ্নের জবাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনাব মুহাম্মদ নূর আলম অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্যের বিষয়ে মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম সংক্রান্ত তথ্যাদি সরবরাহ করবেন বলে কমিশনকে নিশ্চয়তা প্রদান করেন।

পর্যালোচনা।

অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) উভয়ের বক্তব্য শ্রবনান্তে এবং দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, অভিযোগকারী বিমান বাহিনীর প্রাক্তন সদস্য হওয়ায় মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) অভিযোগকারীর বিষয়ে মতামত চেয়ে বিমান বাহিনীর নিকট পত্র পেরণ করেন। পত্রের জবাবে কোন সুনির্দিষ্ট মতামত না পাওয়ায়, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কর্তৃক অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য যথাসময়ে সরবরাহ করা সম্ভব হয়নি। কমিশনের নির্দেশনার প্রেক্ষিতে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) অভিযোগকারীর নাম তালিকাভুক্তি ও গেজেটে প্রকাশের বিষয়ে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের গৃহীত কার্যক্রম সংক্রান্ত তথ্য সরবরাহের নিশ্চয়তা প্রদান করায় অভিযোগটি নিষ্পত্তিযোগ্য মর্মে প্রতীয়মান হয়।

সিদ্ধান্ত।

নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদানপূর্বক অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো ঃ-

৫। তথ্যের মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে আগামী ২৯-০৮-২০১৩ তারিখ বা তদ্‌পূর্বে অভিযোগকারীকে তাঁর নাম তালিকাভুক্তি ও গেজেটে প্রকাশের বিষয়ে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের গৃহীত কার্যক্রম সংক্রান্ত তথ্য সরবরাহ করার জন্য মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপ-সচিব ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে নির্দেশনা দেয়া হলো।

৬। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা-৯ এবং তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর বিধি-৮ অনুযায়ী সরবরাহকৃত তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থ ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ নং কোডে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে নির্দেশ দেয়া হলো।

৭। নির্দেশনাগুলো বাস্তবায়ন/প্রতিপালন করে তথ্য কমিশনকে অবহিত করার জন্য উভয়পক্ষকে বলা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-
(মোহাম্মদ আবু তাহের)	**(মোহাম্মদ ফারুক)**
তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

[কাজল]

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ৪৯/২০১৩

অভিযোগকারী ঃ মোছাঃ জাকিয়া বেগম
পিতা-মোঃ আব্দুর রহমান
গ্রাম-করিলাবাড়ি
ডাকঘর ও ইউনিয়ন-ধানগড়া
উপজেলা-রায়গঞ্জ, জেলা-সিরাজগঞ্জ।

প্রতিপক্ষ ঃ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আর টি আই)
উপজেলা ভূমি অফিস
রায়গঞ্জ, সিরাজগঞ্জ ।

সিদ্ধান্তপত্র।

(তারিখ ঃ ২৪-০৬-২০১৩ ইং)

অভিযোগকারী মোছাঃ জাকিয়া বেগম ১০-০২-২০১৩ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে সিরাজগঞ্জ জেলার রায়গঞ্জ উপজেলা ভূমি অফিস এর দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আর টি আই)/ সহকারী কমিশনার (ভূমি) বরাবরে নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

ক) জলমহাল বন্দোবস্তের নীতিমালার গেজেট/ গেজেটের ফটোকপি।

খ) রায়গঞ্জ উপজেলার চাঁদপুর মৌজার, জেএল নং-১৩৩, আর,এস ১নং খতিয়ানের ৪১৮ দাগের পুকুর বাংলা ১৪০৯ সনের ১লা বৈশাখ হতে ১৪১৯ সনের ৩০ সে চৈত্র পর্যন্ত কোন ব্যক্তি/ যুব উন্নয়ন সমিতি/ মৎসজীবি সমবায় সমিতিকে লীজ প্রদান হয়েছে কিনা? হয়ে থাকলে লীজের কাগজপত্র, লীজ প্রদানের অনুমতির চিঠি ও চুক্তির দলিলের ফটোকপি।

০২। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রার্থীত তথ্য না পেয়ে অভিযোগকারী ০৮-০৪-২০১৩ তারিখে সিরাজগঞ্জ জেলার জেলা প্রশাসক ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আর টি আই) বরাবরে রেজিস্টার্ড ডাক যোগে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তিনি ১৬-০৫-২০১৩ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৩। বিষয়টি কমিশনের ০৯-০৬-২০১৩ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ২৪-০৬-২০১৩ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৪। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী মোছাঃ জাকিয়া বেগম ভাইরাস জনিত জ্বরের কারণে সময় চেয়ে আবেদন করে গরহাজির থাকেন। শুনানীর জন্য ধার্য তারিখের পূর্বে অভিযোগকারী সময় প্রার্থনা না করায় দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে বিষয়টি অবহিত করা সম্ভব হয়নি। ইতোমধ্যে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) শুনানীতে হাজির হয়েছেন। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) শুনানীতে হাজির হয়ে তার বক্তব্য উপস্থাপন করেন। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তার বক্তব্যে অবহিত করেন যে, অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য প্রস্তুতপূর্বক সাথে করে নিয়ে আসা হয়েছে। অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করা সম্ভব বলে তিনি অবহিত করেন।

(অঃ পৃঃ দ্রঃ)

পর্যালোচনা।

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর বক্তব্য শ্রবনান্তে এবং দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, অভিযোগকারী শুনানীর জন্য ধার্য তারিখের পূর্বে সময় প্রার্থনা না করায় দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে বিষয়টি অবগত করা সম্ভব হয়নি। ইতোমধ্যে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য প্রস্তুতপূর্বক সাথে করে নিয়ে আসা হয়েছে। তিনি প্রার্থীত তথ্যাদি সরবরাহ করার নিশ্চয়তা প্রদান করেন। এমতাবস্থায়, অভিযোগটি নিস্পত্তিযোগ্য বলে প্রতীয়মান হয়।

সিদ্ধান্ত।

নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদানপূর্বক অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো ঃ-

৮। তথ্যের মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে আগামী ০১-০৭-২০১৩ তারিখ বা তদ্‌পূর্বে অভিযোগকারীকে তার প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করার জন্য সিরাজগঞ্জ জেলার রায়গঞ্জ উপজেলা ভূমি অফিস এর দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আর টি আই)/ সহকারী কমিশনার (ভূমি)-কে নির্দেশনা দেয়া হলো।

৯। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা-৯ এবং তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর বিধি-৮ অনুযায়ী সরবরাহকৃত তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থ ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ নং কোডে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে নির্দেশ দেয়া হলো।

১০। নির্দেশনাগুলো বাস্তবায়ন/প্রতিপালন করে তথ্য কমিশনকে অবহিত করার জন্য উভয়পক্ষকে বলা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)	**(মোহাম্মদ আবু তাহের)**	**(মোহাম্মদ ফারুক)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

[কাজল]

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ৫০/২০১৩

অভিযোগকারী ঃ জনাব আঃ আউয়াল
পিতা-মৃত আনু মিয়া
গ্রাম-পিপইয়াকান্দি
ডাকঘর-পিপইয়াকান্দি
উপজেলা-দাউদকান্দি
জেলা-কুমিল্লা।

প্রতিপক্ষ ঃ সহকারী কমিশনার (ভূমি)
ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)
উপজেলা ভূমি অফিস
দাউদকান্দি, কুমিল্লা।

সিদ্ধান্তপত্র।

(তারিখ ঃ ২৪-০৬-২০১৩ ইং)

অভিযোগকারী জনাব আঃ আউয়াল ০৩-০২-২০১৩ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে কুমিল্লা জেলার দাউদকান্দি উপজেলার সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনাব এস, এম, শফি কামাল বরাবরে নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

- **দাউদকান্দি উপজেলার পশ্চিম মোহাম্মদপুর ইউনিয়নে খাস খতিয়ান ভূক্ত কি পরিমান জমি এবং জলাশয় আছে।**

নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রার্থীত তথ্য না পেয়ে অভিযোগকারী ০১-০৪-২০১৩ তারিখে কুমিল্লা জেলার জেলা প্রশাসক ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) জনাব মোঃ রেজাউল আহসান বরাবরে রেজিস্টার্ড ডাক যোগে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তিনি ২৬-০৫-২০১৩ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০২। বিষয়টি কমিশনের ০৯-০৬-২০১৩ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ২৪-০৬-২০১৩ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৩। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী ও দাউদকান্দি উপজেলার উপজেলা ভূমি অফিসার ও প্রাক্তন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) উভয়ে উপস্থিত হয়ে তাদের বক্তব্য উপস্থাপন করেন। অভিযোগকারী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর নিকট ০১ নং অনুচ্ছেদে উল্লিখিত তথ্য চেয়ে আবেদন করেন। তথ্য না পেয়ে তিনি আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৪। প্রাক্তন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনাব এস এম শফি কামাল তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, অভিযোগকারীকে তার প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করার জন্য তথ্য প্রস্তুত করে রেখেছিলেন, কিন্তু তথ্য কিভাবে গ্রহণ করবেন সেটি অভিযোগকারী তাঁর আবেদনে উল্লেখ না করায় যথাসময়ে তথ্য সরবরাহ করা সম্ভব হয়নি। পরবর্তীতে তিনি সরকারী প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ এবং সুনামগঞ্জ জেলার জামালগঞ্জ উপজেলার উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে বদলী হয়ে যান। এখন তিনি সুনামগঞ্জ জেলার জামালগঞ্জ উপজেলার উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। তিনি পূর্বে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) হিসেবে অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য প্রস্তুত করে রেখেছিলেন এবং আজকেও তা অভিযোগকারীকে সরবরাহ করার জন্য সাথে করে নিয়ে এসেছেন। বর্তমানে দাউদকান্দি উপজেলায় কর্মরত সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করার জন্য নির্দেশনা দেয়া হলে, তিনি বর্তমানে কর্মরত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর মাধ্যমে অভিযোগকারীকে তথ্য সরবরাহে সহযোগিতা করবেন মর্মে নিশ্চয়তা প্রদান করেন।

(অঃ পৃঃ দ্রঃ)

পর্যালোচনা।

অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) উভয়ের বক্তব্য শ্রবনান্তে এবং দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) অভিযোগকারীকে তার প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করার জন্য প্রস্তুত করে রেখেছিলেন। পরবর্তীতে সরকারী প্রশিক্ষণে অংশ গ্রহণ এবং ইউএনও হিসেবে অন্যত্র বদলী হয়ে যাওয়ায় যথাসময়ে অভিযোগকারীকে তথ্য সরবরাহ করতে পারেননি। যেহেতু, তিনি অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য প্রস্তুত করে রেখেছিলেন, সেহেতু, কুমিল্লা জেলার দাউদকান্দি উপজেলায় বর্তমানে কর্মরত সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা যেতে পারে। প্রাক্তন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কর্তৃক বর্তমানে কর্মরত উপজেলা ভূমি অফিসার ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর মাধ্যমে অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য সরবরাহের বিষয়টি নিশ্চয়তা প্রদান করায় অভিযোগটি নিষ্পত্তিযোগ্য মর্মে প্রতীয়মান হয়।

সিদ্ধান্ত।

নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদানপূর্বক অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো ঃ-

১১।তথ্যের মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে আগামী ০১-০৭-২০১৩ তারিখ বা তদ্‌পূর্বে অভিযোগকারীকে তার প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করার জন্য দাউদকান্দি উপজেলার বর্তমান উপজেলা ভূমি অফিসার ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে নির্দেশনা দেয়া হলো।

১২।তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা-৯ এবং তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর বিধি-৮ অনুযায়ী সরবরাহকৃত তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থ ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ নং কোডে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে নির্দেশ দেয়া হলো।

১৩। নির্দেশনাগুলো বাস্তবায়ন/প্রতিপালন করে তথ্য কমিশনকে অবহিত করার জন্য উভয়পক্ষকে বলা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)	**(মোহাম্মদ আবু তাহের)**	**(মোহাম্মদ ফারুক)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

[কাজল]

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ৫১/২০১৩

অভিযোগকারী ঃ জনাব মোঃ লুৎফর রহমান
পিতা-মৃত মোঃ জিন্নত আলী (বিএবিটি)
গ্রামঃ বেলাব মাটিয়ালপাড়া
পোঃ বেলাব বাজার
থানাঃ বেলাব, জেলাঃ নরসিংদী।

প্রতিপক্ষ ঃ জনাব মোঃ মোশারফ হোসেন
যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন)
ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)
কৃষি মন্ত্রণালয়, ভবন-০৪
কক্ষ-৪৩৩, বাংলাদেশ সচিবালয়
ঢাকা-১০০০।

সিদ্ধান্তপত্র।

(তারিখ ঃ ২৪-০৬-২০১৩ ইং)

অভিযোগকারী জনাব মোঃ লুৎফর রহমান ১৮-০৩-২০১৩ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮ (১) ধারা অনুসারে কৃষি মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনাব মোঃ মোশারফ হোসেন বরাবরে রেজিস্টার্ড ডাক যোগে নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

১) অগ্রিম কপি প্রেরিত সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয় বরাবর তার লিখিত ১৪-০৯-২০০৮ তারিখের আবেদনপত্র।

২) কৃষি মন্ত্রণালয়ের প্রশাসন-০২, সেবা অধিশাখায় অনুষ্ঠিত বাসা বরাদ্দ কমিটির যে সভায় সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয় বরাবর লিখিত তার ১৪-০৯-২০০৮ তারিখের আবেদনপত্রটি নিয়ে আলোচনা ও পর্যালোচনা করে সি-১২৮/১ নং বাসাটির বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে, সে সভার আলোচ্য বিষয়, কার্যবিবরণী ও সিদ্ধান্ত। (উক্ত অধিশাখার তৎসময়ের উপ-সচিব, জনাব মোঃ ইকবাল হোসেনের সভাপতিত্বে সম্ভবত ২৩-১০-২০০৮ তারিখে অনুষ্ঠিত বাসা বরাদ্দ কমিটির সভার আলোচ্য বিষয়, কার্যবিবরণী ও তার সিদ্ধান্ত);

৩) তৎসময়ের সিনিয়র সহকারী সচিব, গবেষণা শাখা-৩, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা'র নিকটে অনুলিপি প্রেরিত বিজেআরআই এর ০৫-০৪-০৯ তারিখের ইএসটি-১৫৫৬/০৪/৩৪৪৫(১-১১) নম্বর স্মারক।

৪) বিজেআরআই এর ০৫-০৪-০৯ তারিখের ইএসটি-১৫৫৬/০৪/৩৪৪৫(১-১১) নম্বর স্মারক পত্রটি কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক কত তারিখে গ্রহণ করা হয়েছে সে তথ্য সংক্রান্ত প্রমাণপত্র।

৫) কৃষি মন্ত্রণালয়ের ১৮-০৪-২০১০ তারিখের গবে-৩/পাট-২/২০০৮/১২২ নং স্মারকানুযায়ী জারীকৃত উক্ত মন্ত্রণলয়ের ০৩-০৩-২০১০ তারিখে অনুষ্ঠিত ত্রিপক্ষীয় সভার কার্য বিবরণীতে উল্লেখিত জনাব মোঃ কায়কোবাদ, যুগ্ম-সচিব (গবেষণা) কর্তৃক স্বাক্ষরিত ও কাগজে-পত্রে প্রকাশিত উভয় পক্ষের সম্মতিতে গৃহীত (ক), (খ), (গ), (ঘ), (ঙ) ও (চ) দফার সিদ্ধান্তের লিখিত প্রমাণপত্র। যদি সুনির্দিষ্ট প্রমাণপত্র না থাকে তবে উল্লিকিখত ৬ টি দফার সিদ্ধান্ত প্রমাণোপযোগী সুস্পষ্ট তথ্য/ভিত্তি।

৬) কৃষি মন্ত্রণালয়ের ১৪-০২-২০১৩ তারিখের স্মারক নং-কৃম/গবে-৩/পাট-৩//২০১১/২৯ এর প্রেক্ষিতে বিজেআরআই হতে কৃষি মন্ত্রণালয়ে যে প্রতিবেদন প্রেরণ করা হযেছে, সংযুক্তিতে উল্লেখিত কাগজাদিসহ সে পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন।

৭) কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয়ের পূর্ণাঙ্গ নাম, স্থায়ী ঠিকানা, দাপ্তরিক ফোন নম্বর ও ব্যক্তিগত সেল ফোন নম্বর।

৮) কৃষি মন্ত্রণালয়ে যে ক'জন অতিরিক্ত সচিব রয়েছে, তাদের প্রত্যেকের পূর্ণাঙ্গ নাম, দাপ্তরিক ঠিকানা, স্থায়ী ঠিকানা, দাপ্তরিক ফোন নম্বর ও ব্যক্তিগত সেল ফোন নম্বর।

৯) কৃষি মন্ত্রণালয়ে যে ক'জন যুগ্ম সচিব রয়েছে, তাদের প্রত্যেকের পূর্ণাঙ্গ নাম, দাপ্তরিক ঠিকানা, স্থায়ী ঠিকানা, দাপ্তরিক ফোন নম্বর ও ব্যক্তিগত সেল ফোন নম্বর।

নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রার্থীত তথ্য না পেয়ে অভিযোগকারী ২৯-০৪-২০১৩ তারিখে কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) জনাব মনজুর হোসেন বরাবরে রেজিস্টার্ড ডাক যোগে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তিনি ২৬-০৫-২০১৩ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

(অঃ পৃঃ দ্রঃ)

০২। বিষয়টি কমিশনের ০৯-০৬-২০১৩ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ২৪-০৬-২০১৩ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৩। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) উভয়ে উপস্থিত হয়ে তাদের বক্তব্য উপস্থাপন করেন। অভিযোগকারী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর নিকট ০১ নং অনুচ্ছেদে উল্লিখিত তথ্য চেয়ে আবেদন করেন। তথ্য না পেয়ে তিনি আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৪। কৃষি মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনাব মোঃ মোশারফ হোসেন তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, উল্লিখিত তথ্যের মধ্যে ১ নং ক্রমিকের তথ্যটি শাখায় খুঁজে পাওয়া যায়নি। ৭, ৮ ও ৯ নং ক্রমিকে বর্ণিত তথ্য কৃষি মন্ত্রণালয়ে কর্মরত সচিব, অতিরিক্ত সচিব ও যুগ্ম সচিবের পূর্ণাঙ্গ নাম, স্থায়ী ঠিকানা এবং ব্যক্তিগত সেল নম্বরের তথ্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় হতে সংগ্রহ করতে সময় ব্যয় হয়েছে বিধায় তথ্য সরবরাহ করা সম্ভব হয়নি, ২-৯ নং ক্রমিকে বর্ণিত তথ্য সংগ্রহপূর্বক সাথে করে নিয়ে আসা হয়েছে। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য কমিশনের নির্দেশনানুযায়ী সরবরাহ করার নিশ্চয়তা প্রদান করেন।

০৫। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী ব্যক্তিগত তথ্য, যেমন, কোন ব্যক্তির স্থায়ী ঠিকানা ও ব্যক্তিগত সেল নম্বর প্রদানযোগ্য নয় বলে কমিশন অভিমত ব্যক্ত করেন। ব্যক্তিগত তথ্য ব্যতীত অভিযোগকারীর প্রার্থীত অন্যান্য তথ্য সরবরাহ করা যেতে পারে বলে কমিশন মন্তব্য করেন।

পর্যালোচনা।

অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উভয়ের বক্তব্য শ্রবনান্তে এবং দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্যের মাঝে ৭, ৮ ও ৯ নং ক্রমিকে বর্ণিত তথ্যাদি সংগ্রহ করতে গিয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর অতিরিক্ত সময় প্রয়োজন হয়েছে। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী ৭, ৮ ও ৯ নং ক্রমিকে বর্ণিত তথ্যাদি ব্যক্তিগত তথ্য বিধায় তা সরবরাহযোগ্য নয় মর্মে কমিশন অভিমত ব্যক্ত করেন। শুনানীকালে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর বক্তব্যে প্রতিয়মান হয় যে, তথ্য প্রস্তুত করা আছে এবং অভিযোগকারীকে ব্যক্তিগত তথ্য ব্যতীত সকল তথ্য সরবরাহ করা সম্ভব। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কর্তৃক অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্যাদির মধ্যে ব্যক্তিগত তথ্য ব্যতীত অন্যান্য তথ্য সরবরাহের নিশ্চয়তা প্রদান করায় অভিযোগটি নিষ্পত্তিযোগ্য মর্মে প্রতীয়মান হয়।

সিদ্ধান্ত।

নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদানপূর্বক অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো ঃ-

১৪। তথ্যের মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে আগামী ৩০-০৬-২০১৩ তারিখ বা তদ্‌পূর্বে ৭, ৮ ও ৯ নং ক্রমিকে বর্ণিত ব্যক্তিগত তথ্যাদি ব্যতীত অভিযোগকারীকে তার প্রার্থীত অবশিষ্ট তথ্য সরবরাহ করার জন্য কৃষি মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনাব মোঃ মোশারফ হোসেন কে নির্দেশনা দেয়া হলো।

১৫। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা-৯ এবং তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর বিধি-৮ অনুযায়ী সরবরাহকৃত তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থ ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ নং কোডে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে নির্দেশ দেয়া হলো।

১৬। নির্দেশনাগুলো বাস্তবায়ন/প্রতিপালন করে তথ্য কমিশনকে অবহিত করার জন্য উভয়পক্ষকে বলা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)	**(মোহাম্মদ আবু তাহের)**	**(মোহাম্মদ ফারুক)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

[কাজল]

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নংঃ ৫২/২০১৩

অভিযোগকারী ঃ জনাব মোঃ রইছ উদ্দিন বাদশা
অ্যাডভোকেট
পিতা-মৃত হামিজ উদ্দিন মিয়া
সহ সভাপতি, রংপুর আইনজীবী সমিতি
রংপুর।

প্রতিপক্ষ ঃ জনাব সাঈদ আহমেদ
অধ্যক্ষ
ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)
মিলেনিয়াম স্টারস স্কুল ও কলেজ
রংপুর ক্যান্টনমেন্ট, রংপুর।

সিদ্ধান্তপত্র।

(তারিখ ঃ ১৮-০৮-২০১৩ ইং)

অভিযোগকারী ০১-০৪-২০১৩ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে মিলেনিয়াম স্টারস স্কুল ও কলেজ, রংপুর ক্যান্টনমেন্ট এর অধ্যক্ষ ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনাব সাঈদ আহমেদ বরাবরে রেজিস্টার্ড ডাক যোগে নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

১। বেসরকারী (ইংরেজী মাধ্যম) বিদ্যালয় নিবন্ধন বিধিমালা ২০০৭, এস.আর ও নং-২৫৯-আইন/২০০৭ এর ৭ ধারার বিধান মতে ম্যানেজিং কমিটি গঠন করা হয়েছে কি না?

২। ম্যানেজিং কমিটিতে ছাত্র-ছাত্রীগণের অভিভাবক কর্তৃক নির্বাচিত সদস্য আছে কি না? থাকিলে তার নাম ঠিকানা।

৩। উক্ত বিধি মালার ১৮ (২) বিধি মতে আর্থিক শৃঙ্খলা, স্বচ্ছতা ও জবাব দিহিতা নিশ্চিত করণের লক্ষ্যে প্রত্যেক অর্থ বৎসর শেষে বিদ্যালয়ের আয়-ব্যয় এ হিসাব কোন সি/এ ফার্ম দ্বারা নিরীক্ষা করা হয়েছে কি না? হয়ে থাকলে তার সত্যায়িত কপি।

৪। সি/এ ফার্ম দ্বারা হিসাব নিকাশ নিরীক্ষা করা না হলে নার্সারী হতে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত সকল শ্রেণীতে ২০১২ সালে অধ্যয়নরত ছাত্র-ছাত্রীগণের ভর্তি ফি , পূনঃ ভর্তি ফি, উন্নয়ন ফি, টিউশন ফি, প্রভৃতি বাবদ প্রাপ্ত অর্থের পরিমাণ এবং ২০১২ সালে শিক্ষক কর্মচারীগণের বেতন ও ভাতা, স্টেশনারী দ্রব্যাদি খরিদ, ইলেক্ট্রনিক্স দ্রব্যাদি খরিদ, প্রভৃতি বাবদ মোট ব্যয়ের হিসাব বিবরণী।

৫। বিদ্যালয়টির ব্যাংক একাউন্টে ২০১২ সালে জমাকৃত ও উত্তোলিত অর্থের হিসাব বিবরণী এবং সর্বশেষ স্থিতি।

০২। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রার্থীত তথ্য না পেয়ে অভিযোগকারী ০৭-০৫-২০১৩ তারিখে মিলেনিয়াম স্টারস স্কুল ও কলেজ, রংপুর ক্যান্টনমেন্ট এর চেয়ারম্যান পরিচালনা পরিষদ (জিবি) ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মিঃ মোঃ নাঈম আশফাক চৌধুরী, পিএসসি বরাবরে রেজিস্টার্ড ডাক যোগে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তিনি ০৯-০৬-২০১৩ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৩। বিষয়টি কমিশনের ১৬-০৭-২০১৩ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ১৮-০৮-২০১৩ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৪। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী ও মিলেনিয়াম স্টারস স্কুল ও কলেজ, রংপুর ক্যান্টনমেন্ট এর অধ্যক্ষ ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) উভয়ে উপস্থিত হয়ে তাদের বক্তব্য উপস্থাপন করেন। অভিযোগকারী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর নিকট ০১ নং অনুচ্ছেদে উল্লিখিত তথ্য চেয়ে আবেদন করেন। তথ্য না পেয়ে তিনি আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন। তিনি আরো উল্লেখ করেন যে, পরবর্তীতে তথ্য সংগ্রহের জন্য তার সাথে কোনরূপ যোগাযোগ করা হয়নি।

(অঃ পৃঃ দ্রঃ)

০৫। মিলেনিয়াম স্টারস স্কুল ও কলেজ, রংপুর ক্যান্টনমেন্ট এর অধ্যক্ষ ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনাব সাঈদ আহমেদ তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, অভিযোগকারীকে তার প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করার জন্য তথ্য প্রস্তুত আছে। তিনি তার আইনজীবীর মারফত অভিযোগকারীকে তথ্য সংগ্রহ করার জন্য সংবাদ প্রদান করেন। অভিযোগকারী তথ্য সংগ্রহ করতে না আসায় তা সরবরাহ করা সম্ভব হয়নি। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) অভিযোগকারীকে তার প্রার্থীত তথ্য বিধি মোতাবেক সরবরাহ করবেন মর্মে নিশ্চয়তা প্রদান করেন।

০৬। প্রত্যেক অর্থ বৎসর শেষে বিদ্যালয়ের আয়-ব্যয় এ হিসাব কোন সি/এ ফার্ম দ্বারা নিরীক্ষা করা হয় কি না? কমিশনের এমন প্রশ্নে জবাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জানান অভ্যন্তরীন নিরীক্ষা করানো হয়। কিন্তু সি/এ ফার্ম দ্বারা নিরীক্ষা করা হয় না।

পর্যালোচনা।

অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) উভয়ের বক্তব্য শ্রবনান্তে এবং দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কর্তৃক অভিযোগকারীকে প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করার জন্য প্রস্তুত রয়েছে। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করার নিশ্চয়তা প্রদান করায় অভিযোগটি নিষ্পত্তিযোগ্য মর্মে প্রতীয়মান হয়।

সিদ্ধান্ত।

নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদানপূর্বক অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো ঃ-

১৭। তথ্যের মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে আগামী ২৮-০৮-২০১৩ তারিখ বা তদ্‌পূর্বে অভিযোগকারীকে আবেদনানুসারে তার প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করার জন্য মিলেনিয়াম স্টারস স্কুল ও কলেজ, রংপুর ক্যান্টনমেন্ট এর অধ্যক্ষ ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে নির্দেশনা দেয়া হলো।

১৮। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা-৯ এবং তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর বিধি-৮ অনুযায়ী সরবরাহকৃত তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থ ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ নং কোডে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে নির্দেশ দেয়া হলো।

১৯।নির্দেশনাগুলো বাস্তবায়ন/প্রতিপালন করে তথ্য কমিশনকে অবহিত করার জন্য উভয়পক্ষকে বলা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)	**(মোহাম্মদ আবু তাহের)**	**(মোহাম্মদ ফারুক)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

[কাজল]

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ৫৩/২০১৩

অভিযোগকারী ঃ জনাব জয়নাল আবেদীন
পিতা-হাজী সন্দর আলী
গ্রাম-আরাগ আনন্দপুর
বুড়িচং, কুমিল্লা।

প্রতিপক্ষ ঃ জনাব মোহাম্মদ খোরশেদ আলম খান
সহকারী কমিশনার (ভূমি) (অতিঃ দায়িত্বে)
উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)
বুড়িচং, কুমিল্লা।

সিদ্ধান্তপত্র।

(তারিখ ঃ ১৮-০৮-২০১৩ ইং)

অভিযোগকারী ০৫-০৩-২০১৩ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে কুমিল্লা জেলার বুড়িচং উপজেলার সহকারী কমিশনার (ভূমি) (অতিঃ দায়িত্বে) ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) বরাবরে নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

- **বুড়িচং থানার উত্তর বিজয়পুর মৌজার জে.এল. নং-৭৭, আর.এস খতিয়ান নং-০১, দাগ নং-১৭৪১ এর ৩৫ শতক ভূমির বন্দোবস্তীর মুলে মালিকানা দাবীকৃত ফজলুর রহমান গং গত ২৬৫/১৯৬৭-৬৮ ইং মুলে ফজলুর রহমান ট্রাষ্টি বোর্ড এবং বন্দোবস্তী মামলা নং-৪২/১৯৬৭-১৯৬৮ ইং মুলে আবদুল খালেক পিতা-আজিম উদ্দিন, সাং-আরাগ আনন্দপুর, বুড়িচং, কুমিল্লা গং কর্তৃক বন্দোবস্তী মালিকানা মুলে দাবী করে ভোগ দখলে আছে।**
- **এমতবস্থায়, উল্লেখিত বন্দোবস্তীয় মামলা সংক্রান্ত তথ্যাদি আপনার কার্যালয়ের ৮, ৯ ও ১২ নং রেজিষ্ট্রারে বন্দোবস্তীয় মামলার উল্লেখিত তথ্যাদি সহ বুড়িচং সদর ইউনিয়ন ভূমি অফিসে রক্ষিত রেজিষ্ট্রার নং ৮, ৯ ও ১২ নং উল্লেখিত উক্ত বন্দোবস্তীয় মামলায় উল্লেখিত মালিকগণের বন্দোবস্তী সংক্রান্ত তথ্য।**

০২। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রার্থীত তথ্য না পেয়ে অভিযোগকারী ১৫-০৪-২০১৩ তারিখে কুমিল্লা জেলার জেলা প্রশাসক ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) বরাবরে রেজিস্টার্ড ডাক যোগে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তিনি ১০-০৬-২০১৩ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৩। বিষয়টি কমিশনের ১৬-০৭-২০১৩ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ১৮-০৮-২০১৩ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৪। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) গরহাজির। অভিযোগকারী তথ্য কমিশনকে পত্র প্রেরণপূর্বক অবহিত করেন যে, প্রার্থীত তথ্যাদি তাকে যথাযথভাবে সরবরাহ করা হয়েছে। সুতরাং এ ব্যাপারে তার আর কোন অভিযোগ নেই এবং অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা যেতে পারে। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনাব মোহাম্মদ খোরশেদ আলম খান ০৭-০৪-২০১৩ তারিখে অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্যাদি সরবরাহ করেছেন মর্মে তথ্য কমিশনকে অবহিত করেছেন। তিনি ব্যক্তিগত সমনের দায় থেকে অব্যাহতি প্রদানের জন্য সবিনয় অনুরোধ জানান।

পর্যালোচনা।

অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কর্তৃক অভিযোগকারীকে প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করা হয়েছে। অভিযোগকারী তার প্রার্থীত সকল তথ্যাদি পেয়েছেন এবং প্রার্থীত তথ্যাদির বিষয়ে অভিযোগকারীর আর কোন অভিযোগ নেই মর্মে কমিশনকে অবহিত করায় অভিযোগটি নিষ্পত্তিযোগ্য মর্মে প্রতীয়মান হয়।

(অঃ পৃঃ দ্রঃ)

সিদ্ধান্ত।

যেহেতু, অভিযোগকারী তার প্রার্থীত তথ্যাদি পেয়েছেন মর্মে কমিশনকে অবহিত করেছেন এবং যেহেতু, অভিযোগটি নিষ্পত্তি করার জন্য আবেদন করেছেন, সেহেতু, অভিযোগটি নিষ্পত্তিকৃত বলে গণ্য করে কমিশন কর্তৃক ইস্যুকৃত সমনের দায় থেকে অব্যাহতি প্রদান করা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)	**(মোহাম্মদ আবু তাহের)**	**(মোহাম্মদ ফারুক)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

[মিজান]

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নংঃ ৫৪/২০১৩

অভিযোগকারীঃ জনাব আব্দুল হালিম
পিতা- মৃত মোঃ আবুল হাসেম আকন
বাদশা প্লাজা, লেভেল-৪
২০ লিংক রোড
ঢাকা-১০০০।

প্রতিপক্ষঃ জনাব মোঃ হুমায়ুন কবির
পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা(আরটিআই)
জাতীয় মানবাধিকার কমিশন,
গুলফেশা প্লাজা (১৪ তলা)
৮ শহীদ সেলিনা পারভীন রোড
মগবাজার, ঢাকা-১২১৭।

সিদ্ধান্তপত্র।

(তারিখঃ ২২-০৮-২০১৩ ইং)

অভিযোগকারী ১০-০৬-২০১৩ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন। অভিযোগনামায় তিনি উল্লেখ করেন যে, তাঁর দায়েরকৃত ২১/২০১৩ নং অভিযোগের প্রেক্ষিতে ২৯-০৫-২০১৩ তারিখে শুনানী গ্রহণান্তে কমিশন কর্তৃক প্রদত্ত সিদ্ধান্ত মোতাবেক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তাকে পূর্ণাঙ্গ তথ্য সরবরাহ করেননি। তথ্যমূল্য পরিশোধোত্তর ০৫-০৬-২০১৩ তারিখে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) অভিযোগকারীকে যে তথ্য সরবরাহ করেছেন তাতে তিনি অসন্তুষ্ট হয়ে পুনরায় তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেছেন।

০২। বিষয়টি কমিশনের ১৬-০৭-২০১৩ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ০৪-০৮-২০১৩ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৩। জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের ভারপ্রাপ্ত সচিব জনাব শামীম আহম্মেদ ৩১-০৭-২০১৩ তারিখে ৯৮৬ নং স্মারকের মাধ্যমে তথ্য কমিশনকে অবহিত করেন যে, শুনানীর জন্য ধার্য ০৪-০৮-২০১৩ তারিখে মানবাধিকার কমিশনের TAPP সংক্রান্ত জরুরী সভা থাকায় দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনাব মোঃ হুমায়ুন কবির এর পক্ষে শুনানীতে উপস্থিত হওয়া সম্ভব হচ্ছে না মর্মে সময় প্রার্থনা করেন। কমিশন কর্তৃক সময়ের প্রার্থনা মঞ্জুর করা হয়। ২২-০৮-২০১৩ তারিখে পুনরায় শুনানীর দিন ধার্য করে অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৪। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) হাজির। অভিযোগকারী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তার দায়েরকৃত ২১/২০১৩ নং অভিযোগের প্রেক্ষিতে ২৯-০৫-২০১৩ তারিখে শুনানী গ্রহণান্তে কমিশন কর্তৃক প্রদত্ত সিদ্ধান্ত মোতাবেক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তাকে পূর্ণাঙ্গ তথ্য সরবরাহ করেননি। তথ্যমূল্য পরিশোধ করার পর ০৫-০৬-২০১৩ তারিখে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) অভিযোগকারীকে যে তথ্য সরবরাহ করেছেন, তাতে তিনি সন্তুষ্ট না হওয়ায় তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করেন। মানবাধিকার কমিশন কর্তৃক প্রদত্ত তথ্য আংশিক ও অসম্পূর্ণ উল্লেখ করে তথ্য কমিশনের নিকট বিহিতাদেশ প্রার্থনা করেন।

০৫। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনাব মোঃ হুমায়ুন কবির তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন, ২০০৯ এবং তৃতীয় পক্ষ অর্থাৎ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মতামত পর্যালোচনাপূর্বক যে সকল তথ্য সরবরাহযোগ্য মর্মে প্রতীয়মান হয়েছে, সে সকল তথ্য অভিযোগকারীকে ০৫-০৬-২০১৩ তারিখে প্রেরণ করা হয়েছে।

(অঃ পৃঃ দ্রঃ)

০৬। কমিশন অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার (আরটিআই) সাথে পর্যালোচনা সাপেক্ষে অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্যের মাঝে নিম্নলিখিত তথ্য সমূহ সরবরাহযোগ্য বলে নির্ধারণ করেনঃ-

চ) ০১ নং ক্রমিকে বর্ণিত তথ্য সঠিকভাবে সরবরাহ করা হয়েছে বলে অভিযোগকারী কমিশনকে অবহিত করেন। সুতরাং এ বিষয়ে কোনরূপ কার্যক্রম গ্রহণের প্রয়োজন নেই।

ছ) ০২ নং ক্রমিকের তথ্যের ক্ষেত্রে সুপারিশ এর কপি কেন সরবরাহ করা যাবে না, তা জাতীয় মানবাধিকার আইন, ২০০৯ এর সুনির্দিষ্ট ধারা উল্লেখ করে অভিযোগকারীকে জানিয়ে দিতে হবে।

জ) ০৩ ও ০৪ নং ক্রমিকের তথ্যের ক্ষেত্রে অভিযোগকারী কমিশনকে অবহিত করেন যে, এ বিষয়ে কোনরূপ কার্যক্রম গ্রহণের প্রয়োজন নেই।

ঝ) ০৫ নং ক্রমিকের তথ্যের ক্ষেত্রে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন কোন্ কোন্ কেস suo-moto নিয়েছে তার কপি সরবরাহ করা সম্ভব না হলে, জাতীয় মানবাধিকার আইন, ২০০৯ এর সুনির্দিষ্ট ধারা উল্লেখ করে অভিযোগকারীকে জানিয়ে দিতে হবে।

ঞ) ০৬ নং ক্রমিকের তথ্যের ক্ষেত্রে কপি সরবরাহ করা সম্ভব না হলে, জাতীয় মানবাধিকার আইন, ২০০৯ এর সুনির্দিষ্ট ধারা উল্লেখ করে অভিযোগকারীকে জানিয়ে দিতে হবে।

০৭। পর্যালোচনান্তে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনাব মোঃ হুমায়ুন কবির উল্লিখিত নির্দেশনা অনুযায়ী অভিযোগকারীকে তার প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করার নিশ্চয়তা প্রদান করেন।

পর্যালোচনা।

অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার (আরটিআই) বক্তব্য শ্রবনান্তে এবং দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কর্তৃক অভিযোগকারীর প্রার্থীত আংশিক তথ্য সরবরাহ করা হয়েছে। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) অভিযোগকারীর প্রার্থীত অবশিষ্ট তথ্য, ৬ নং অনুচ্ছেদে উল্লিখিত কমিশন কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনা অনুযায়ী সরবরাহ করার নিশ্চয়তা প্রদান করায় অভিযোগটি নিষ্পত্তিযোগ্য মর্মে প্রতীয়মান হয়।

সিদ্ধান্ত।

নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদান পূর্বক অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো ঃ-

৬০। তথ্যের মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে আগামী ২৯-০৮-২০১৩ তারিখ বা তদ্পূর্বে অভিযোগকারীকে তার প্রার্থীত তথ্য কমিশন কর্তৃক প্রদত্ত ৬ নং অনুচ্ছেদে উল্লিখিত নির্দেশনানুযায়ী সরবরাহ করার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে নির্দেশ দেয়া হলো।

৬১। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা-৯ এবং তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর বিধি-৮ অনুযায়ী সরবরাহকৃত তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থ ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ নং কোডে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে নির্দেশ দেয়া হলো।

৬২। নির্দেশনাগুলো বাস্তবায়ন/প্রতিপালন করে তথ্য কমিশনকে অবহিত করার জন্য উভয়পক্ষকে বলা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত/-
(মোহাম্মদ আবু তাহের)
তথ্য কমিশনার

স্বাক্ষরিত/-
(মোহাম্মদ ফারুক)
প্রধান তথ্য কমিশনার

[কাজল]

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ৫৫/২০১৩

অভিযোগকারী ঃ জনাব আব্দুল্লাহ আল মামুন
পিতা-হবিবর রহমান
বাড়ী নং-১০ (৭ম তলা)
রোড নং-২০, সেক্টর-৪
উত্তরা, ঢাকা।

প্রতিপক্ষ ঃ জনাব সামছুল আলম
জনসংযোগ কর্মকর্তা
ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)
মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান
ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়।

সিদ্ধান্তপত্র।

(তারিখ ঃ ০৪-০৮-২০১৩ ইং)

অভিযোগকারী ০৩-০৪-২০১৩ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এর জনসংযোগ কর্মকর্তা ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনাব সামছুল আলম বরাবরে রেজিস্টার্ড ডাক যোগে নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

- **আমি মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্রিমিনোলজি এন্ড পুলিশ সায়েন্স বিভাগে প্রভাষক পদে আবেদন করেছি। অন্যান্য প্রার্থীরা নিয়োগ পরীক্ষার জন্য চিঠি পেলেও আমি পাইনি। আমি কেন চিঠি পাইনি? আমার আবেদন কি বাতিল হয়েছে? যদি হয়ে থাকে তবে কেন বাতিল হয়েছে?**

০২। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রার্থীত তথ্য না পেয়ে অভিযোগকারী ২৭-০৫-২০১৩ তারিখে মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এর রেজিস্ট্রার জনাব শাহাদত হোসেন বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তিনি ১৩-০৬-২০১৩ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৩। বিষয়টি কমিশনের ১৬-০৭-২০১৩ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ০৪-০৮-২০১৩ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৪। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী ও মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এর জনসংযোগ কর্মকর্তা দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) উভয়ে উপস্থিত হয়ে তাদের বক্তব্য উপস্থাপন করেন। অভিযোগকারী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর নিকট ০১ নং অনুচ্ছেদে উল্লিখিত তথ্য চেয়ে আবেদন করেন। তথ্য না পেয়ে তিনি আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৫। মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এর জনসংযোগ কর্মকর্তা ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনাব সামছুল আলম তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এর ডেপুটি রেজিষ্টার অভিযোগকারীকে শিক্ষাগত যোগ্যতার ঘাটতির কারণে তাকে পরীক্ষায় ডাকা হয়নি মর্মে টেলিফোনে অবগত করেছেন কিন্তু কোন লিখিত জবাব প্রদান করা হয়নি। কমিশনের সমন পাবার পর তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে অবগত হয়ে অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য ডাকযোগে প্রেরণ করা হয়েছে। অভিযোগকারী তথ্য না পেয়ে থাকলে তার প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করার নিশ্চয়তা প্রদান করেন।

(অঃ পৃঃ দ্রঃ)

পর্যালোচনা।

অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) উভয়ের বক্তব্য শ্রবনান্তে এবং দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) অভিযোগকারীকে তার প্রার্থীত তথ্য ডাকযোগে প্রেরণ করেছেন। কিন্তু অভিযোগকারী তথ্য প্রাপ্ত না হওয়ায় দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য প্রাপ্তির বিষয়টি নিশ্চয়তা প্রদান করায় অভিযোগটি নিষ্পত্তিযোগ্য মর্মে প্রতীয়মান হয়।

সিদ্ধান্ত।

নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদানপূর্বক অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো ঃ-

২০। তথ্যের মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে আগামী **১৭-০৮-২০১৩** তারিখ বা তদ্‌পূর্বে অভিযোগকারীকে তার প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করার জন্য মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এর জনসংযোগ কর্মকর্তা ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে নির্দেশনা দেয়া হলো।

২১।তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা-৯ এবং তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর বিধি-৮ অনুযায়ী সরবরাহকৃত তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থ **১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭** নং কোডে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে নির্দেশ দেয়া হলো।

২২। নির্দেশনাগুলো বাস্তবায়ন/প্রতিপালন করে তথ্য কমিশনকে অবহিত করার জন্য উভয়পক্ষকে বলা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত/-
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)
তথ্য কমিশনার

স্বাক্ষরিত/-
(মোহাম্মদ ফারুক)
প্রধান তথ্য কমিশনার

[মিজান]

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ৫৬/২০১৩

অভিযোগকারী ঃ জনাব এ এস এম আলমগীর
পিতা-এ কে এম শাহজাহান
পুরাতন বাজার, বিরামপুর
দিনাজপুর।

প্রতিপক্ষ ঃ জনাব মিঠুন কুন্ডু
প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)
বিরামপুর, দিনাজপুর।

সিদ্ধান্তপত্র।

(তারিখ ঃ ১৮-০৮-২০১৩ ইং)

অভিযোগকারী ২৪-০৩-২০১৩ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে দিনাজপুর জেলার বিরামপুর উপজেলার প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনাব মিঠুন কুন্ডু বরাবরে নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

- **২০০৯-২০১০, ২০১০-২০১১, ২০১১-২০১২ এবং ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের টি.আর, কাবিখা, কাবিটা, অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান প্রকল্প (৪০ দিনের কর্মসূচী), গ্রামীণ রাস্তায় ছোট ছোট (১২ মিটার দৈর্ঘ পর্যন্ত) সেতু কালভার্ট নির্মাণ প্রকল্প, এমপির বিশেষ বরাদ্দের পুর্নাঙ্গ তথ্য (বরাদ্দপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের নাম, ঠিকানা, প্রকল্প অনুযায়ী বরাদ্দের পরিমান)। টি.আর, কাবিখার কাজের পূর্ণ বিবরণ ও ৪০ দিনের কর্মসূচীর কাজের পূর্ন বিবরণ। টি.আর কাবিখার প্রকল্পের ঠিকানা, প্রকল্প অনুযায়ী বরাদ্দের পরিমান এবং প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির সভাপতি সদস্য সচিবসহ সদস্য নাম ঠিকানা, সভাপতি, সচিবের মোবাইল নং (যাদের আছে) পূর্নাঙ্গ ঠিকানাসহ।**

০২। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) ০৭-০৪-২০১৩ তারিখের ৫১.০১.২৭১০.০০০.৪১.০০১ .১২/১২০১/১(১০) নং স্মারকে তথ্য সরবরাহে অপারগতা প্রকাশ করেন। এতে অভিযোগকারী অসন্তুষ্ট হয়ে ১৭-০৪-২০১৩ তারিখে দিনাজপুর জেলার ত্রাণ ও পুর্নবাসন কার্যালয়ের ত্রাণ ও পুর্নবাসন কর্মকর্তা ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) জনাব মোঃ মোখলেছুর রহমান বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পর আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) ২৩-০৪-২০১৩ তারিখে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে তথ্য প্রদানের লিখিত নির্দেশ দেন। নির্দেশ পেয়ে প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা অভিযোগকারীকে আংশিক তথ্য সীল ও সই ছাড়াই প্রেরণ করেন। তিনি তা গ্রহণ করতে অপরগতা প্রকাশ করলে প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা ৩০-০৫-২০১৩ তারিখের মধ্যে তথ্য সরবরাহ করা হবে বলে লিখিতভাবে তাকে জানান। ৩০-০৫-২০১৩ তারিখে প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তার কার্যালয়ে গেলে তিনি তথ্য প্রদানে অপারগতা প্রকাশ করেন। পরবর্তীতে তথ্য না পেয়ে তিনি ১৩-০৬-২০১৩ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৩। বিষয়টি কমিশনের ১৬-০৭-২০১৩ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ১৮-০৮-২০১৩ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৪। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী ও দিনাজপুর জেলার বিরামপুর উপজেলার প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) উভয়ে উপস্থিত হয়ে তাদের বক্তব্য উপস্থাপন করেন। অভিযোগকারী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর নিকট ০১ নং অনুচ্ছেদে উল্লিখিত তথ্য চেয়ে আবেদন করেন। তথ্য না পেয়ে তিনি আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল কর্তৃপক্ষ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে তথ্য প্রদানের লিখিত নির্দেশ দেন। নির্দেশ পাবার পর দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) অভিযোগকারীকে ২০০৯-২০১০, ২০১০-২০১১ সালের তথ্য সীল ও স্বাক্ষর ছাড়া প্রদান করেন। সম্পূর্ন তথ্য তাকে প্রদান করা হয়নি। পরবর্তীতে তিনি তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

(অঃ পৃঃ দ্রঃ)

০৫। দিনাজপুর জেলার বিরামপুর উপজেলার প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনাব মিঠুন কুন্ডু তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তিনি নতুন যোগদান করেছেন। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ সম্পর্কে অবগত ছিলেন না বিধায় অভিযোগকারীকে যথাসময়ে সম্পূর্ণ তথ্য প্রদান করা সম্ভব হয়নি। কমিশনের শুনানীতে উপস্থিত হয়ে তিনি আইন সম্পর্কে ভালভাবে অবগত হয়েছেন এবং অভিযোগকারীকে তার প্রার্থীত তথ্য সরবরাহের নিশ্চয়তা প্রদান করেন।

পর্যালোচনা।

অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) উভয়ের বক্তব্য শ্রবনান্তে এবং দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) নতুন যোগদান করায় এবং তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে অবগত না থাকায় নির্ধারিত সময়ে এবং যথাযথভাবে তথ্য প্রদান করা সম্ভব হয়নি। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) শুনানীতে উপস্থিত হয়ে আইন সম্পর্কে অবগত হয়েছেন এবং অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য সরবরাহের নিশ্চয়তা প্রদান করায় এবং তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে অজ্ঞতার জন্য দুঃখ প্রকাশ করায় অভিযোগটি নিষ্পত্তিযোগ্য মর্মে প্রতীয়মান হয়।

সিদ্ধান্ত।

নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদানপূর্বক অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো ঃ-

২৩। তথ্যের মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে আগামী ২৫-০৮-২০১৩ তারিখ বা তদ্পূর্বে অভিযোগকারীকে তার প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করার জন্য দিনাজপুর জেলার বিরামপুর উপজেলার প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে নির্দেশনা দেয়া হলো।

২৪। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা-৯ এবং তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর বিধি-৮ অনুযায়ী সরবরাহকৃত তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থ **১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭** নং কোডে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে নির্দেশ দেয়া হলো।

২৫। নির্দেশনাগুলো বাস্তবায়ন/প্রতিপালন করে তথ্য কমিশনকে অবহিত করার জন্য উভয়পক্ষকে বলা হলো।

২৬। দিনাজপুর জেলার জেলা প্রশাসক এবং জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা বরাবরে আদেশের অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)	**(মোহাম্মদ আবু তাহের)**	**(মোহাম্মদ ফারুক)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

[মিজান]

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ৫৭/২০১৩

অভিযোগকারী ঃ জনাব এ এস এম আলমগীর
পিতা-এ কে এম শাহজাহান
পুরাতন বাজার, বিরামপুর
দিনাজপুর।

প্রতিপক্ষ ঃ জনাব ফেরদৌস আহমেদ
প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)
নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর।

সিদ্ধান্তপত্র।

(তারিখ ঃ ১৮-০৮-২০১৩ ইং)

অভিযোগকারী ০৩-০৪-২০১৩ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে দিনাজপুর জেলার নবাবগঞ্জ উপজেলার প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনাব ফেরদৌস আহমেদ বরাবরে নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

- **২০০৯-২০১০, ২০১০-২০১১, ২০১১-২০১২ এবং ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের টি.আর, কাবিখা, কবিটা, অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান প্রকল্প (৪০ দিনের কর্মসূচী), গ্রামীণ রাস্তায় ছোট ছোট (১২ মিটার দৈর্ঘ পর্যন্ত) সেতু কালভার্ট নির্মাণ প্রকল্প, এমপির বিশেষ বরাদ্দের পুর্নাঙ্গ তথ্য (বরাদ্দপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের নাম, ঠিকানা, প্রকল্প অনুযায়ী বরাদ্দের পরিমান)। টি.আর, কাবিখার কাজের পূর্ণ বিবরণ ও ৪০ দিনের কর্মসূচীর কাজের পূর্ন বিবরণ। টি.আর কাবিখার প্রকল্পের ঠিকানা, প্রকল্প অনুযায়ী বরাদ্দের পরিমান এবং প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির সভাপতি সদস্য সচিবসহ সদস্য নাম ঠিকানা, সভাপতি, সচিবের মোবাইল নং (যাদের আছে) পূর্নাঙ্গ ঠিকানাসহ।**

০২। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রার্থীত তথ্য না পেয়ে অভিযোগকারী ২০-০৫-২০১৩ তারিখে দিনাজপুর জেলার ত্রাণ ও পুর্নবাসন কার্যালয়ের ত্রাণ ও পুর্নবাসন কর্মকর্তা ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) জনাব মোঃ মোখলেছুর রহমান বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তিনি ১৩-০৬-২০১৩ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৩। বিষয়টি কমিশনের ১৬-০৭-২০১৩ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ১৮-০৮-২০১৩ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৪। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী ও দিনাজপুর জেলার নবাবগঞ্জ উপজেলার প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) উভয়ে উপস্থিত হয়ে তাদের বক্তব্য উপস্থাপন করেন। অভিযোগকারী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর নিকট ০১ নং অনুচ্ছেদে উল্লিখিত তথ্য চেয়ে আবেদন করেন। তথ্য না পেয়ে তিনি আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৫। দিনাজপুর জেলার নবাবগঞ্জ উপজেলার প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনাব ফেরদৌস আহমেদ তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, অভিযোগকারীকে তার প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করার জন্য তথ্য প্রস্তুত রয়েছে। অভিযোগকারীকে তার প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করার জন্য যোগাযোগ করা হলে, তিনি তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন। ফলে তাকে তথ্য প্রদান করা সম্ভব হয়নি। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য সরবরাহের নিশ্চয়তা প্রদান করেন।

(অঃ পৃঃ দ্রঃ)

পর্যালোচনা।

অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) উভয়ের বক্তব্য শ্রবনান্তে এবং দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর নিকট অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য প্রস্তুত রয়েছে। কিন্তু অভিযোগকারী তা গ্রহণ না করায় তা প্রদান করা সম্ভব হয়নি। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কর্তৃক অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য সরবরাহের নিশ্চয়তা প্রদান করায় অভিযোগটি নিস্পত্তিযোগ্য মর্মে প্রতীয়মান হয়।

সিদ্ধান্ত।

নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদানপূর্বক অভিযোগটি নিস্পত্তি করা হলো ঃ-

২৭। তথ্যের মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে আগামী ২৫-০৮-২০১৩ তারিখ বা তদ্‌পূর্বে অভিযোগকারীকে তার প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করার জন্য দিনাজপুর জেলার নবাবগঞ্জ উপজেলার প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে নির্দেশনা দেয়া হলো।

২৮। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা-৯ এবং তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর বিধি-৮ অনুযায়ী সরবরাহকৃত তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থ ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ নং কোডে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে নির্দেশ দেয়া হলো।

২৯। নির্দেশনাগুলো বাস্তবায়ন/প্রতিপালন করে তথ্য কমিশনকে অবহিত করার জন্য উভয়পক্ষকে বলা হলো।

৩০। দিনাজপুর জেলার জেলা প্রশাসক এবং জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা বরাবরে আদেশের অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)	**(মোহাম্মদ আবু তাহের)**	**(মোহাম্মদ ফারুক)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

[মিজান]

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ৫৮/২০১৩

অভিযোগকারী ঃ জনাব মোঃ আবু তালেব সরদার
পিত-মৃত আকরাম আলি সরদার
গ্রাম-মুকুন্দমধুসূদনপুর
পোষ্ট-জহুর নগর, কালিগঞ্জ
জেলা-সাতক্ষীরা।

প্রতিপক্ষ ঃ জনাব আবুহেনা মোস্তফা কামাল
উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)
প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তার অফিস
উপজেলা-কালিগঞ্জ, জেলা-সাতক্ষীরা।

সিদ্ধান্তপত্র।

(তারিখ ঃ ১৮-০৮-২০১৩ ইং)

অভিযোগকারী ১০-০৪-২০১৩ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে সাতক্ষীরা জেলার কালিগঞ্জ উপজেলার উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনাব আরিফুল ইসলাম বরাবরে নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

ক) প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ১ম শ্রেণী হতে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্র-ছাত্রীদের নিকট থেকে প্রশ্ন পত্র ফি বাবদ অর্থ আদায়ের সরকারী নির্দেশনার ফটোকপি।

খ) কালিগঞ্জ উপজেলার সরকারী ও রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ ও ৫ম শ্রেণীতে মোট কতজন ছাত্র-ছাত্রী পড়া লেখা করছে তার বর্ণনার সত্যায়িত কপি।

গ) স্কাউটস্ ফি আদায়ের সরকারী নির্দেশনার সত্যায়িত কপি।

ঘ) প্রতিটি বিদ্যালয়ে 'SLIP' কমিটির মাধ্যমে বরাদ্ধকৃত অর্থের পরিমাণ কত উক্ত অর্থ কোন কোন খাতে এবং কোন কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে ব্যায় করা হবে তার নির্দেশের কপি।

০২। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রার্থীত তথ্য না পেয়ে অভিযোগকারী ০৯-০৫-২০১৩ তারিখে সাতক্ষীরা জেলার জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) জনাব মোঃ আশরাফুল ইসলাম বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তিনি ২৪-০৬-২০১৩ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৩। বিষয়টি কমিশনের ১৬-০৭-২০১৩ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ১৮-০৮-২০১৩ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৪। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী অনুপস্থিত এবং সাতক্ষীরা জেলার কালিগঞ্জ উপজেলার উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা ও বর্তমান দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) উপস্থিত হয়ে তাদের বক্তব্য উপস্থাপন করেন। অভিযোগকারী টেলিফোনিক আলাপের মাধ্যমে জানান যে, তিনি অত্যন্ত গরিব বিধায় কমিশনে আসা যাওয়ার খরচ তার পক্ষে বহন করা সম্ভব নয়।

০৫। সাতক্ষীরা জেলার কালিগঞ্জ উপজেলার উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা ও বর্তমান দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনাব আবুহেনা মোস্তফা কামাল তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, অভিযোগকারীকে তার প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করার জন্য তথ্য প্রস্তুত রয়েছে এবং তা সাথে করে নিয়ে এসেছেন। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করা সম্ভব মর্মে কমিশনকে অবহিত করেন।

(অঃ পৃঃ দ্রঃ)

পর্যালোচনা।

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর বক্তব্য শ্রবনান্তে এবং দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর নিকট অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করার জন্য প্রস্তুত রয়েছে। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য সরবরাহের নিশ্চয়তা প্রদান করায় অভিযোগটি নিষ্পত্তিযোগ্য মর্মে প্রতীয়মান হয়।

সিদ্ধান্ত।

নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদানপূর্বক অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো ঃ-

৩১। তথ্যের মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে আগামী ২৫-০৮-২০১৩ তারিখ বা তদ্‌পূর্বে অভিযোগকারীকে তার প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করার জন্য সাতক্ষীরা জেলার কালিগঞ্জ উপজেলার উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে নির্দেশনা দেয়া হলো।

৩২। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা-৯ এবং তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর বিধি-৮ অনুযায়ী সরবরাহকৃত তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থ ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ নং কোডে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে নির্দেশ দেয়া হলো।

৩৩। নির্দেশনাগুলো বাস্তবায়ন/প্রতিপালন করে তথ্য কমিশনকে অবহিত করার জন্য উভয়পক্ষকে বলা হলো।

৩৪। সাতক্ষীরা জেলার জেলা প্রশাসক, জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা এবং কালিগঞ্জ উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান বরাবরে
আদেশের অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)	**(মোহাম্মদ আবু তাহের)**	**(মোহাম্মদ ফারুক)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

[মিজান]

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ৫৭/২০১৩

অভিযোগকারী ঃ জনাব আব্দুল হালিম
পিতা- মৃত মোঃ আবুল হাসেম আকন
বাদশা প্লাজা, লেভেল-৪
২০ লিংক রোড,বাংলা মটর
ঢাকা-১০০০।

প্রতিপক্ষ ঃ ড. এ কে এম মুজাহিদুল ইসলাম
উপ-পরিচালক
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)
বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

সিদ্ধান্তপত্র।

(তারিখ ঃ ১৮-০৮-২০১৩ ইং)

অভিযোগকারী ২৪-০৪-২০১৩ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে বাংলা একাডেমীর উপ-পরিচালক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) ড. এ কে এম মুজাহিদুল ইসলাম বরাবরে রেজিস্টার্ড ডাক যোগে নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

Information on Stalls No. 166, 235 and 407-408 in the annual Book Fair held from 21st February to 28th February, 2013. And Decision of the Parishad just before the fair which decided that none but professional publishers would be allowed stalls in the fair.

I had a meeting with the Director General of the Academy a week before the last book fair regarding stall allocation and also for information whether any organisation other than professional publishers would be allowed any stall or not. Mr. DG replied emphatically that the Parishad had already decided that none but professional publishers would be allowed any stall.

- **i. I want a copy of the decision of Bangla Academy Parishad in this regard.**
- **ii. During the fair I found that Rupam Prokashani Stall No.166; Rabeya Books Stall No. 235 had displayed and sold small number of books some of which were not even published by them. I need to know whether these two stalls conformed to the rules given in your Information Form that is to be filled up by every publishers with required number of books published by the organisation. Please provide me all information which fulfilled the requirements given in your Information Form. To be specific, please provide me the copy of the Form filled up by these two stall owners along with all papers they submitted in accordance with item Nos. 1 to 10 of your Information Form. Did they fulfill all requirements? If not, I want to know what basis Bangla Academy gave stall allocation to these publishers.**
- **iii. Stall No. 407-408 belonged to Bashundhara Paper which is not a professional publisher. I want to know on what basis Bangla Academy gave stall allocation to this organisation. Please give me copies of all information and also the Information Form filled up by this organisation.**
- **iv. For stall allocation in the annual book fair does the Academy have any specific nitimala other than Information Form? If yes, I need a copy of that Nitimala.**

(অঃ পৃঃ দ্রঃ)

০২। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রার্থীত তথ্য না পেয়ে অভিযোগকারী ২৮-০৫-২০১৩ তারিখে বাংলা একাডেমীর মহাপরিচালক জনাব শামছুজ্জামান খান বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পর ১৩-০৬-২০১৩

তারিখে বাংলা একাডেমীর উপ-পরিচালক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) ড. এ কে এম মুজাহিদুল ইসলাম অভিযোগকারীকে তথ্য সরবরাহ করেন। প্রাপ্ত তথ্যে অসন্তুষ্ট হয়ে অভিযোগকারী ২৬-০৬-২০১৩ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৩। বিষয়টি কমিশনের ১৬-০৭-২০১৩ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ০৪-০৮-২০১৩ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৪। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী উপস্থিত। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী লিখিতভাবে জবাব দাখিলের জন্য সময় প্রার্থানা করেন। কমিশন কর্তৃক সময় মঞ্জুর করা হয় এবং ১৮-০৮-২০১৩ তারিখ পুনরায় শুনানীর দিন ধার্য করে অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৫। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী ও বাংলা একাডেমীর উপ-পরিচালক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) ড. এ কে এম মুজাহিদুল ইসলাম এবং তার পক্ষে নিয়োজিত বিজ্ঞ আইনজীবী উপস্থিত হয়ে তাদের বক্তব্য উপস্থাপন করেন। অভিযোগকারী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর নিকট ০১ নং অনুচ্ছেদে উল্লিখিত তথ্য চেয়ে আবেদন করেন। তথ্য না পেয়ে তিনি আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পর আংশিক তথ্য পেয়েছেন। পরবর্তীতে তিনি তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৬। বাংলা একাডেমীর উপ-পরিচালক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) ড. এ কে এম মুজাহিদুল ইসলাম এর পক্ষে নিয়োজিত বিজ্ঞ আইনজীবী জনাব মোঃ মাহবুবুল আলম বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, অভিযোগকারীকে তার প্রার্থীত তথ্যের মধ্যে যতটুকু তার কার্যালয়ে সংরক্ষিত ছিল ততটুকু সরবরাহ করা হয়েছে। বাংলা একাডেমীর প্রাতিষ্ঠানিক ও কাঠামোগত উন্নয়ন এবং বিভিন্ন ধরনের গবেষণাধর্মী কাজে সহযোগিতা প্রদানের লক্ষ্যে ইতিপূর্বে বসুন্ধরা গ্রুপ ও বাংলা একাডেমীর মধ্যে পারস্পরিক সমঝোতা হয়। সে পরিপ্রেক্ষিতে বসুন্ধরা গ্রুপ তার উৎপাদিত বিভিন্ন পণ্যসামগ্রীর মধ্য থেকে "বসুন্ধরা পেপার" এর নামে গ্রন্থমেলায় স্টল বরাদ্দের জন্য আবেদন করে। পারস্পরিক সমঝোতা এবং গ্রন্থ-উপকরণ ও প্রকাশনার স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ে বসুন্ধরা পেপারের সামঞ্জস্য রয়েছে বিধায় উক্ত প্রতিষ্ঠানকে একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত গ্রন্থমেলায় অন্যান্য সহযোগী প্রতিষ্ঠানের মতো স্টল দেয়া হয়। পারস্পরিক সমঝোতা স্মারক পত্রটি তার কার্যালয়ে খুঁজে পাওয়া যচ্ছে না। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) অভিযোগকারীর অবশিষ্ট তথ্য (পারস্পরিক সমঝোতা সংক্রান্ত পত্র) তার কার্যালয়ে প্রাপ্তি সাপেক্ষে সরবরাহ করার নিশ্চয়তা প্রদান করেন।

পর্যালোচনা।

অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) উভয়ের বক্তব্য শ্রবনান্তে এবং দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কর্তৃক অভিযোগকারীকে তার প্রার্থীত আংশিক তথ্য সরবরাহ করা হয়েছে। এছাড়া কমিশন বরবরে অভিযোগকারী কর্তৃক দাখিলকৃত অভিযোগ নামার ৫ নং ক্রমিকে দেখা যায় যে, বাংলা একাডেমীর দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কর্তৃক প্রদত্ত অসম্পূর্ণ তথ্যের জন্য অভিযোগকারী সংক্ষুব্ধ হয়েছেন (The information that has been supplied following appeal udner section 24 is incomplete and misleading and also against the principle of Bangla Academy. Major information sought has not been given. Both the RTI Officer and Appellate Authority have violated the provisions of sections 9 and 24 by not supplying information within the statutory time. Further grounds are given below:)। কিন্তু প্রার্থীত প্রতিকারের যৌক্তিকতা সংক্রান্ত ৬ নং ক্রমিকে মানবাধিকার কমিশনের বিষয়ে উল্লেখ করেছেন (As a citizen I have right to get information from a statutory body and NHRC being a statutory body is bound to provide information which are relevant to the working of the Human Rights Commission)।

(অঃ পৃঃ দ্রঃ)

এ বিষয়ে কমিশন অভিযোগকারীকে প্রশ্ন করলে তিনি দুঃখ প্রকাশ করেন। ভবিষ্যতে এরূপ ভুলের পুনরাবৃত্তি হবে না মর্মে অঙ্গীকার করেন। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কর্তৃক অভিযোগকারীর প্রার্থীত অবশিষ্ট তথ্য (পারস্পরিক সমঝোতা

সংক্রান্ত পত্র) তার কার্যালয়ে প্রাপ্তি সাপেক্ষে সরবরাহের নিশ্চয়তা প্রদান করায় অভিযোগটি নিস্পত্তিযোগ্য মর্মে প্রতীয়মান হয়।

সিদ্ধান্ত।

নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদানপূর্বক অভিযোগটি নিস্পত্তি করা হলো ঃ-

৩৫। তথ্যের মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে আগামী ২৫-০৮-২০১৩ তারিখ বা তদ্‌পূর্বে অভিযোগকারীকে তার প্রার্থীত অবশিষ্ট তথ্য (পারস্পরিক সমঝোতা সংক্রান্ত পত্র) তার কার্যালয়ে প্রাপ্তি সাপেক্ষে সরবরাহ করার জন্য বাংলা একাডেমীর উপ-পরিচালক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে নির্দেশনা দেয়া হলো এবং যদি তথ্য দেয়া সম্ভব না হয়, তাহলে, অভিযোগকারীকে কারণ উল্লেখপূর্বক অবগত করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হলো।

৩৬। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা-৯ এবং তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর বিধি-৮ অনুযায়ী সরবরাহকৃত তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থ ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ নং কোডে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে নির্দেশ দেয়া হলো।

৩৭। ভবিষ্যতে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়েরসহ সকল ক্ষেত্রে অধিকতর সাবধানতা অবলম্বনের জন্য অভিযোগকারীকে নির্দেশনা দেয়া হলো।

৩৮। নির্দেশনাগুলো বাস্তবায়ন/প্রতিপালন করে তথ্য কমিশনকে অবহিত করার জন্য উভয়পক্ষকে বলা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত	**স্বাক্ষরিত**	**স্বাক্ষরিত**
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)	**(মোহাম্মদ আবু তাহের)**	**(মোহাম্মদ ফারুক)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

[মিজান]

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ৬০/২০১৩

অভিযোগকারী ঃ জনাব অজয় সেন
পিত-মৃত রবীন্দ্র নাথ সেন
গ্রাম, ডাকঘর ও ইউনিয়ন-ঘুড়কা
উপজেলা-রায়গঞ্জ
জেলা-সিরাজগঞ্জ।

প্রতিপক্ষ ঃ জনাব মোঃ আঃ মালেক শিবলী
অধ্যক্ষ
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)
রায়গঞ্জ টেকনিক্যাল অ্যান্ড বিজনেস
ম্যানেজমেন্ট কলেজ
রায়গঞ্জ, সিরাজগঞ্জ।

সিদ্ধান্তপত্র।

(তারিখ ঃ ১৮-০৮-২০১৩ ইং)

অভিযোগকারী ১২-০৩-২০১৩ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে সিরাজগঞ্জ জেলার রায়গঞ্জ টেকনিক্যাল অ্যান্ড বিজনেস ম্যানেজমেন্ট কলেজের অধ্যক্ষ ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) বরাবরে রেজিস্টার্ড ডাক যোগে নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

- **রায়গঞ্জ টেকনিক্যাল অ্যান্ড বিজনেস ম্যানেজমেন্ট কলেজের শিক্ষক ও কর্মচারীদের নামের তালিকা, পিতার নাম, মাতার নাম, স্থায়ী ঠিকানা, চাকুরিতে যোগদানের তারিখসাহ।**

০২। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রার্থীত তথ্য না পেয়ে অভিযোগকারী ২০-০৫-২০১৩ তারিখে সিরাজগঞ্জ জেলার রায়গঞ্জ উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তিনি ০১-০৭-২০১৩ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৩। বিষয়টি কমিশনের ১৬-০৭-২০১৩ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ১৮-০৮-২০১৩ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৪। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী ও সিরাজগঞ্জ জেলার রায়গঞ্জ টেকনিক্যাল অ্যান্ড বিজনেস ম্যানেজমেন্ট কলেজের অধ্যক্ষ ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) উভয়ে উপস্থিত হয়ে তাদের বক্তব্য উপস্থাপন করেন। অভিযোগকারী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর নিকট ০১ নং অনুচ্ছেদে উল্লিখিত তথ্য চেয়ে আবেদন করেন। তথ্য না পেয়ে তিনি আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৫। সিরাজগঞ্জ জেলার রায়গঞ্জ টেকনিক্যাল অ্যান্ড বিজনেস ম্যানেজমেন্ট কলেজের অধ্যক্ষ ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনাব মোঃ আঃ মালেক শিবলী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ সম্পর্কে অবগত না থাকার কারণে অভিযোগকারীকে যথাসময়ে তথ্য প্রদান করা সম্ভব হয়নি। কমিশন কর্তৃক সমন প্রাপ্তির পর আইনটি সম্পর্কে অবগত হয়ে তথ্য প্রদানের বিষয়টি অনুধাবনপূর্বক অভিযোগকারীকে তার প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করার জন্য তা প্রস্তুত করে সাথে নিয়ে এসেছেন। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) অভিযোগকারীর তথ্য সরবরাহ করার নিশ্চয়তা প্রদান করেন। তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে অবহিত না থাকার জন্য তিনি আন্তরিকভাবে দুঃখীত বলে জানান।

(অঃ পৃঃ দ্রঃ)

পর্যালোচনা।

অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) উভয়ের বক্তব্য শ্রবনান্তে এবং দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কর্তৃক অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করার জন্য প্রস্তুত করে সাথে নিয়ে আসা হয়েছে। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য সরবরাহের বিষয়টি নিশ্চয়তা প্রদান করায় অভিযোগটি নিষ্পত্তিযোগ্য মর্মে প্রতীয়মান হয়।

সিদ্ধান্ত।

নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদানপূর্বক অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো ঃ-

৩৯। তথ্যের মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে আগামী ২৫-০৮-২০১৩ তারিখ বা তদ্‌পূর্বে অভিযোগকারীকে তার প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করার জন্য সিরাজগঞ্জ জেলার রায়গঞ্জ টেকনিক্যাল অ্যান্ড বিজনেস ম্যানেজমেন্ট কলেজের অধ্যক্ষ ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে নির্দেশনা দেয়া হলো।

৪০। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা-৯ এবং তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর বিধি-৮ অনুযায়ী সরবরাহকৃত তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থ ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ নং কোডে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে নির্দেশ দেয়া হলো।

৪১। নির্দেশনাগুলো বাস্তবায়ন/প্রতিপালন করে তথ্য কমিশনকে অবহিত করার জন্য উভয়পক্ষকে বলা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)	**(মোহাম্মদ আবু তাহের)**	**(মোহাম্মদ ফারুক)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

[মিজান]

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ৬১/২০১৩

অভিযোগকারী ঃ জনাব মোঃ রহিম উল্লাহ্
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
ফেনী ট্যানারী (প্রাঃ) লিমিটেড
পিতা-মৃত মৌলবী এরশাদ উল্লাহ
৩২৫/৪/১, ৭/এ, পশ্চিম ধানমন্ডি
ঝিগাতলা, ঢাকা-১২০৯।

প্রতিপক্ষ ঃ জনাব গোপী নাথ দাস
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)
সোনালী ব্যাংক লিঃ, স্থানীয় কার্যালয়
মতিঝিল, ঢাকা।

সিদ্ধান্তপত্র।

(তারিখ ঃ ১৮-০৮-২০১৩ ইং)

অভিযোগকারী ০৭-০৪-২০১৩ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে সোনালী ব্যাংকের স্থানীয় কার্যালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) বরাবরে নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

- **ব্যাংকের প্রভিশন খাত থেকে ঋণ আদায়, বন্ড ও ভর্তুকী খাতে আদায়কৃত ঋণের পরিমাণ রুগ্নশিল্প/প্রকল্পের পরিশোধিত টাকা যাহা ২০১১-২০১২ সালের অর্থ বাজেটে (বাজেট বক্তৃতা-১৯৩, কপি সংযুক্ত দুই পাতা) ঘোষিত ১৫৮৫ টি রুগ্নশিল্প/প্রকল্পের মূলঋণ অবসায়ন, ব্যাংকের দায়-পরিশোধ, সুদ মওকুফ, ভর্তুকী বাবদ ২,৫৯০ কোটি টাকার বিরবরণের সত্যায়িত ডকুমেন্ট উল্লিখিত ছকে তথ্য অধিকার আইন ও বিধিমালা- ২০০৯ মোতাবেক সরবরাহ করার জন্য অনুরোধ করেন।**

০২। সোনালী ব্যাংকের ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনাব গোপী নাথ দাস যে তথ্য সরবরাহ করেন তা ভ্রান্ত, বিভ্রান্তিকর, অসম্পূর্ণ ও অসামঞ্জস্য উল্লেখ করে অভিযোগকারী ১৯-০৫-২০১৩ তারিখে সোনালী ব্যাংক প্রধান কার্যালয়ের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল শুনানীকালে উভয় পক্ষের বক্তব্য শ্রবণ করে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কর্তৃক অভিযোগকারীকে ২৩-০৪-২০১৩ তারিখে যে তথ্য সরবরাহ করা হয়েছে তা যথাযথ প্রতিয়মান হওয়ায় আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) আপীল আবেদনটি খারিজ করেছেন। আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) আপীল আবেদনটি খারিজ করে দেয়ায় পরবর্তীতে অভিযোগকারী ০২-০৭-২০১৩ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৩। বিষয়টি কমিশনের ১৬-০৭-২০১৩ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ০৪-০৮-২০১৩ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৪। অভিযোগকারী সময় চেয়ে আবেদন করেন। কমিশন কর্তৃক সময় মঞ্জুর করা হয় এবং ১৮-০৮-২০১৩ তারিখ পুনরায় শুনানীর দিন ধার্য করে অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৫। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী ও তার পক্ষে নিয়োজিত বিজ্ঞ আইনজীবী এবং সোনালী ব্যাংকের স্থানীয় কার্যালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) ও তার পক্ষে নিয়োজিত বিজ্ঞ আইনজীবী উপস্থিত হয়ে তাদের বক্তব্য উপস্থাপন করেন। অভিযোগকারীর বিজ্ঞ আইনজীবী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর নিকট ০১ নং অনুচ্ছেদে উল্লিখিত তথ্য চেয়ে আবেদন করেন। তিনি উল্লেখ করেন তাকে যে তথ্য দেয়া হয়েছে তা ভ্রান্ত, বিভ্রান্তিকর, অসম্পূর্ণ ও অসামঞ্জস্য। পরবর্তীতে তিনি আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) বরাবরে আপীল আবেদন করেন।

(অঃ পৃঃ দ্রঃ)

আপীল আবেদন করার পর আপীল কর্তৃপক্ষ আপীল আবেদন খারিজ করে দিলে তিনি তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন। তিনি যে তথ্য চেয়েছেন তা সুনির্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট করে সরবরাহের নিমিত্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে নির্দেশনা প্রদানের জন্য কমিশনকে অনুরোধ জানান।

০৬। সরবরাহকৃত তথ্যের মধ্যে কোন অংশটুকু ভ্রান্ত, বিভ্রান্তিকর, অসম্পূর্ণ ও অসামঞ্জস্য বলে মনে করেন, কমিশনের এরূপ প্রশ্নের জবাবে অভিযোগকারী বলেন যে, সুদ মওকুফ সুবিধা প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান সমূহের মধ্যে রুগ্ন শিল্প হিসেবে ফেনী ট্যানারীর নাম অন্তর্ভুক্ত আছে কিনা এবং রুগ্ন শিল্প হিসেবে ফেনী ট্যানারীর নামে বরাদ্ধকৃত ঋণের সুদ অবসায়ন বাবদ কোন থোক বরাদ্ধ (ভর্তুকী) পাওয়া গেছে কি না এ সংক্রান্ত তথ্য তাকে সরবরাহ করা হয়নি।

০৭। সোনালী ব্যাংকের স্থানীয় কার্যালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনাব গোপী নাথ দাস ও তার বিজ্ঞ আইনজীবী তাদের বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, অভিযোগকারীকে তার প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করা হয়েছে। তথাপি অভিযোগকারী প্রাপ্ত তথ্যে অসন্তুষ্ট হওয়ায় দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য সুনির্দিষ্ট ও সুস্পষ্টভাবে পুনরায় সরবরাহ করার নিশ্চয়তা প্রদান করেন।

পর্যালোচনা।

অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) উভয়ের বক্তব্য শ্রবনান্তে এবং দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্যাদি দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কর্তৃক সরবরাহ করা হয়েছে। শুনানীকালে অভিযোগকারী যে সকল তথ্যাদি তাকে প্রদান করা হয়নি বলে অভিযোগ করেছেন, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কর্তৃক সে সকল তথ্য সুনির্দিষ্ট ও সুস্পষ্টভাবে সরবরাহ করার নিশ্চয়তা প্রদান করায় অভিযোগটি নিষ্পত্তিযোগ্য মর্মে প্রতীয়মান হয়।

সিদ্ধান্ত।

নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদানপূর্বক অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো ঃ-

১। সুদ মওকুফ সুবিধা প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান সমূহের মধ্যে রুগ্ন শিল্প হিসেবে ফেনী ট্যানারীর নাম অন্তর্ভূক্ত আছে কিনা এবং রুগ্ন শিল্প হিসেবে ফেনী ট্যানারীর নামে বরাদ্ধকৃত ঋণের সুদ অবসায়ন বাবদ কোন থোক বরাদ্ধ (ভর্তুকী) পাওয়া গেছে কি না এ সংক্রান্ত তথ্য সুনির্দিষ্টভাবে অভিযোগকারীকে অবগত করার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে নির্দেশনা দেয়া হলো।

২। তথ্যের মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে আগামী ২৫-০৮-২০১৩ তারিখ বা তদপূর্বে অভিযোগকারীকে তার প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করার জন্য সোনালী ব্যাংকের স্থানীয় কার্যালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে নির্দেশনা দেয়া হলো।

৩। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা-৯ এবং তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর বিধি-৮ অনুযায়ী সরবরাহকৃত তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থ ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ নং কোডে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে নির্দেশ দেয়া হলো।

৪। নির্দেশনাগুলো বাস্তবায়ন/প্রতিপালন করে তথ্য কমিশনকে অবহিত করার জন্য উভয়পক্ষকে বলা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)	**(মোহাম্মদ আবু তাহের)**	**(মোহাম্মদ ফারুক)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ৬২/২০১৩

অভিযোগকারী ঃ জনাব ইকবাল হোসেন ফোরকান
পিতা-মরহুম আলহাজ্ব এম এ ফাত্তাহ
৮/জি, কনকর্ড গ্রান্ড, ১৬৯/১
শান্তি নগর, ঢাকা-১২১৭।

প্রতিপক্ষ ঃ রিক্তা দত্ত
উপ-নিবন্ধক (গৃঃ মঃ ও বিঃ দল)
ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)
সমবায় অধিদপ্তর, ঢাকা।

সিদ্ধান্তপত্র।

(তারিখ ঃ ০৪-০৮-২০১৩ ইং)

অভিযোগকারী ০৪-০৩-২০১৩ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে সমবায় অধিদপ্তরের উপ-নিবন্ধক (গৃঃ মঃ ও বিঃ দল) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) রিক্তা দত্ত বরাবরে নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

- **সমবায় অধিদপ্তরের তৎকালীন যুগ্ম-নিবন্ধক কাজী নজরুল ইসলাম কর্তৃক বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ ইন্স্যুরেন্স লিঃ এর ০৯-১২-২০১০ তারিখে অনুষ্ঠিতব্য ব্যবস্থাপনা কমিটির নির্বাচনে বিভিন্ন বিষয়ে সমবায় অধিদপ্তরে দাখিলকৃত অভিযোগ তদন্ত রিপোর্টি ও তদসংলগ্নিয় কাগজপত্রের কপি প্রয়োজন (যুগ্ম- নিবন্ধক কাজী নজরুল ইসলাম স্বাক্ষরিত ০৫-১২-২০১০ তারিখের যুঃনিঃ(ইপিপি)-২৬(৬) নং পত্র সংযুক্ত)।**

০২। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রার্থীত তথ্য না পেয়ে অভিযোগকারী ০৯-০৬-২০১৩ তারিখে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিব ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) বরাবরে আপীল আবেদন করেন। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মাকর্তা (আরটিআই) ০৯-০৬-২০১৩ তারিখে তথ্য মূল্য প্রদানের জন্য অভিযোগকারীকে পত্র প্রেরণ করেন। ২৬-০৬-২০১৩ তারিখে সমবায় অধিদপ্তরের উপ-নিবন্ধক (ব্যাংক ও বীমা) জনাব মোঃ আমীর আজম তথ্য প্রদানে অপারগতা প্রকাশ করলে এবং আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তিনি ০৩-০৭-২০১৩ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৩। বিষয়টি কমিশনের ১৬-০৭-২০১৩ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ০৪-০৮-২০১৩ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৪। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী ও সমবায় অধিদপ্তরের উপ-নিবন্ধক (গৃঃ মঃ ও বিঃ দল) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) উভয়ে উপস্থিত হয়ে তাদের বক্তব্য উপস্থাপন করেন। অভিযোগকারী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর নিকট ০১ নং অনুচ্ছেদে উল্লিখিত তথ্য চেয়ে আবেদন করেন। তথ্য না পেয়ে তিনি আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন। পরবর্তীতে বিলম্বে তার প্রার্থীত তথ্য প্রাপ্ত হয়েছেন বলে জানান।

০৫। সমবায় অধিদপ্তরের উপ-নিবন্ধক (গৃঃ মঃ ও বিঃ দল) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) রিক্তা দত্ত তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তথ্য প্রাপ্তির আবেদন পাবার পর তথ্য সংগ্রহের জন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তরে পত্র প্রেরণ করা হয়। তিনি তথ্য প্রস্তুত করে রেখেছিলেন। কিন্তু পরবর্তীতে তাকে তথ্য সরবরাহ না করার জন্য বলা হলে তিনি অভিযোগকারীকে যথাসময়ে তথ্য সরবরাহ করতে পারেননি। তথ্য প্রদান না করার সিদ্ধান্তের জন্য অভিযোগকারীকে তথ্য সরবরাহে বিলম্ব হয়েছে।

(অঃ পৃঃ দ্রঃ)

পর্যালোচনা।

অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) উভয়ের বক্তব্য শ্রবনান্তে এবং দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্যাদি সরবরাহ করেছেন। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কর্তৃক অভিযোগকারীকে তার প্রার্থীত তথ্যাদি সরবরাহ করায় অভিযোগটি নিষ্পত্তিযোগ্য মর্মে প্রতীয়মান হয়।

সিদ্ধান্ত।

যেহেতু, অভিযোগকারীকে তার প্রার্থীত তথ্যাদি সরবরাহ করা হয়েছে, সেহেতু, অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো। যথাসময়ে তথ্য প্রদানের বিষয়ে ভবিষ্যতে আরো যত্নবান হওয়ার জন্য সংশ্লিষ্টদের নির্দেশনা প্রদান করা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত/-
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)
তথ্য কমিশনার

স্বাক্ষরিত/-
(মোহাম্মদ ফারুক)
প্রধান তথ্য কমিশনার

[মিজান]

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ৬৩/২০১৩

অভিযোগকারী ঃ জনাব মোঃ আঃ আউয়াল
পিতা-মৃত আবদুস ছোবহান
গ্রাম-টেক কাথোরা
ডাকঘর-সালনা বাজার
গাজীপুর সদর, গাজীপুর।

প্রতিপক্ষ ঃ জনাব মোঃ শাহীনুর ইসলাম
সহকারী কমিশনার (ভূমি)
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)
গাজীপুর সদর, গাজীপুর।

সিদ্ধান্তপত্র।

(তারিখ ঃ ১৮-০৮-২০১৩ ইং)

অভিযোগকারী ১৬-০৫-২০১৩ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে গাজীপুর জেলার সদর উপজেলার সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) বরাবরে রেজিস্টার্ড ডাক যোগে নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

- **বাংলা ১৩৭৯ সন থেকে ১৪২০ সন সময় পর্যন্ত গাজীপুর সদর এলাকার জমির ডিসিআর, খাজনা ও খারিজের মূল্য সংক্রান্ত সকল তথ্য।**

০২। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রার্থীত তথ্য না পেয়ে অভিযোগকারী ১০-০৬-২০১৩ তারিখে গাজীপুর জেলার জেলা প্রশাসক ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তিনি ০৩-০৭-২০১৩ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৩। বিষয়টি কমিশনের ১৬-০৭-২০১৩ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ১৮-০৮-২০১৩ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৪। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী ও গাজীপুর জেলার সদর উপজেলার সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) উভয়ে উপস্থিত হয়ে তাদের বক্তব্য উপস্থাপন করেন। অভিযোগকারী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর নিকট ০১ নং অনুচ্ছেদে উল্লিখিত তথ্য চেয়ে আবেদন করেন। তথ্য না পেয়ে তিনি আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৫। গাজীপুর জেলার সদর উপজেলার সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনাব মোঃ শাহীনুর ইসলাম তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য সুস্পষ্ট নয়, তথাপি যতটুকু বোধগম্য হয়েছে তা প্রস্তুত করে সাথে নিয়ে আসা হয়েছে। অভিযোগকারী সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্টভাবে তথ্য প্রাপ্তির আবেদন সাপেক্ষে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) তা অভিযোগকারীকে সরবরাহ করার নিশ্চয়তা প্রদান করেন।

পর্যালোচনা।

অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) উভয়ের বক্তব্য শ্রবনান্তে এবং দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্যের আবেদন সুনির্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট নয়। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর নিকট সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্টভাবে তথ্য প্রাপ্তির আবেদন সাপেক্ষে তথ্য সরবরাহের নিশ্চয়তা প্রদান করায় অভিযোগটি নিষ্পত্তিযোগ্য মর্মে প্রতীয়মান হয়।

(অঃ পৃঃ দ্রঃ)

সিদ্ধান্ত।

নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদানপূর্বক অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো ঃ-

অভিযোগকারীকে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) বরাবরে সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্টভাবে তথ্য প্রাপ্তির আবেদন করার নির্দেশনা দিয়ে অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে আবেদন প্রাপ্তির ৭(সাত) দিনের মাঝে তথ্য সরবরাহ করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)	**(মোহাম্মদ আবু তাহের)**	**(মোহাম্মদ ফারুক)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

[মিজান]

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)

এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা

শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ৬৪/২০১৩

অভিযোগকারী ঃ জনাব মোঃ মোজাম্মেল হক
পিতা-মৃত মুন্সি মর্তুজ আলী
ফায়ার সার্ভিস একাডেমী
৩০ আর এম দাস রোড
সূত্রাপুর, ঢাকা-১১০০।

প্রতিপক্ষ ঃ জনাব প্রণব কুমার ভট্টাচার্য
উপ-পরিচালক (জনসংযোগ কর্মকর্তা)
ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)
দুর্নীতি দমন কমিশন, ঢাকা।

সিদ্ধান্তপত্র।

(তারিখ ঃ ০৪-০৮-২০১৩ ইং)

অভিযোগকারী ০৪-০৪-২০১৩ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে দুর্নীতি দমন কমিশনের উপ-পরিচালক (জনসংযোগ কর্মকর্তা) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনাব প্রণব কুমার ভট্টাচার্য বরাবরে নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

1) **Information on progress of Corruption of about 23 crore 54 lac taka by Fire Service and Civil Defence by way of inviting international tender in financial year 2009-2010;**
2) **The allegation of this corruption is being conducted by Mr. Khairul Huda, Deputy Director, ACC; has he completed the investigation of this allegation?**
3) **Copy of the letter/memo under which this allegation was brought to the notice of the ACC.**
4) **The latest information of this allegation.**

০২। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনাব প্রণব কুমার ভট্টাচার্য ২২-০৫-২০১৩ তারিখের দুদক/জনসংযোগ/১৪৮৩৯ নং স্মারকে অভিযোগকারীকে তথ্য সরবরাহ করেন। সরবরাহকৃত তথ্যে অসন্তুষ্ট হয়ে অভিযোগকারী দুর্নীতি দমন কমিশনের চেয়ারম্যান ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) জনাব গোলাম রহমান বরাবরে ২৯-০৫-২০১৩ তারিখে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তিনি ০৪-০৭-২০১৩ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৩। বিষয়টি কমিশনের ১৬-০৭-২০১৩ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ০৪-০৮-২০১৩ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৪। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী ও দুর্নীতি দমন কমিশনের উপ-পরিচালক (জনসংযোগ কর্মকর্তা) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) উভয়ে উপস্থিত হয়ে তাদের বক্তব্য উপস্থাপন করেন। অভিযোগকারী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর নিকট ০১ নং অনুচ্ছেদে উল্লিখিত তথ্য চেয়ে আবেদন করেন। তথ্য না পেয়ে তিনি আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৫। দুর্নীতি দমন কমিশনের উপ-পরিচালক (জনসংযোগ কর্মকর্তা) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনাব প্রণব কুমার ভট্টাচার্য তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, অভিযোগকারীকে তার প্রার্থীত তথ্যাদি সরবরাহ করা হয়েছে। কিন্তু তিনি সরবরাহকৃত তথ্যে অসন্তুষ্ট হয়ে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করেছেন। শুনানীশেষে তথ্য কমিশনের নির্দেশমতে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করবেন মর্মে নিশ্চয়তা প্রদান করেন।

(অঃ পৃঃ দ্রঃ)

পর্যালোচনা।

অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) উভয়ের বক্তব্য শ্রবনান্তে এবং দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) অভিযোগকারীকে তার প্রার্থীত তথ্য সরবরাহের নিশ্চয়তা প্রদান করায় অভিযোগটি নিষ্পত্তিযোগ্য মর্মে প্রতীয়মান হয়।

সিদ্ধান্ত।

নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদানপূর্বক অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো ঃ-

৪২। তথ্যের মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে আগামী ০৫-০৮-২০১৩ তারিখ বা তদ্‌পূর্বে অভিযোগকারীকে তার প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করার জন্য দুর্নীতি দমন কমিশনের উপ-পরিচালক (জনসংযোগ কর্মকর্তা) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে নির্দেশনা দেয়া হলো।

৪৩। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা-৯ এবং তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর বিধি-৮ অনুযায়ী সরবরাহকৃত তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থ **১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭** নং কোডে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে নির্দেশ দেয়া হলো।

৪৪। নির্দেশনাগুলো বাস্তবায়ন/প্রতিপালন করে তথ্য কমিশনকে অবহিত করার জন্য উভয়পক্ষকে বলা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)	**(মোহাম্মদ ফারুক)**
তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

[মিজান]

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ৬৫/২০১৩

অভিযোগকারী ঃ জনাব দেলাওয়ার বিন সিরাজ
পিতা-মৃত হাজী সিরাজ উদ্দিন
২/২ আর কে মিশন রোড
ঢাকা-১২০৩।

প্রতিপক্ষ ঃ জনাব সুকান্তি বিকাশ সান্যাল
উপ-মহাব্যবস্থাপক
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)
অগ্রণী ব্যাংক লিঃ, ১৮ বঙ্গবন্ধু এ্যাভিনিউ
ঢাকা-১০০০।

সিদ্ধান্তপত্র।

(তারিখ ঃ ১৫-০৯-২০১৩ ইং)

অভিযোগকারী ২১-০৫-২০১৩ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে অগ্রণী ব্যাংক লিঃ প্রধান কার্যালয়ের উপ-মহাব্যবস্থাপক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনাব সুকান্তি বিকাশ সান্যাল বরাবরে নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

ক) জনাব সৈয়দ আতাউর রহমান, ম্যানেজিং ডাইরেক্টর এবং সিইও ইউনিয়ন ইন্সুঃ কো; লিঃ ৬৫/২/১ বক্সকালভার্ট রোড, পুরনা পল্টন ঢাকা এর ব্যক্তিগত নামে, প্রতিষ্ঠানের নামে ও অংশ প্রতিষ্ঠানের নামে অগ্রণী ব্যাংকের কোন কোন শাখায় কোন কোন প্রতিষ্ঠানের কত টাকার লোন রয়েছে তার বিস্তারিত বিবরণ।

খ) ইউনিয়ন ইন্সুঃ কো; লিঃ কে ব্যাংকের বর্তমান এমডি জনাব সৈয়দ আব্দুল হামিদ ব্যাবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও হিসেবে যোগদানের পর থেকে অদ্য পর্যন্ত প্রধান কার্যালয়সহ আর কোন কোন শাখায় ব্যাংকের ও ব্যাংক ঋন গ্রহীতা পার্টি প্রতিষ্ঠানের কত টাকার অগ্নি, নৌ, শিল্প, ব্যবসায়ীক ও গাড়ী বীমা প্রদান করা হয়েছে তার লিখিত বিবরণী।

০২। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনাব সুকান্তি বিকাশ সান্যাল অভিযোগকারীকে তথ্য সরবরাহে অপারগতার নোটিশ প্রদান করেন। অভিযোগকারী অপারগতার নোটিশে অসন্তুষ্ট হয়ে অগ্রণী ব্যাংক লিঃ এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) জনাব সৈয়দ আব্দুল হামিদ বরাবরে ১২-০৬-২০১৩ তারিখে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তিনি ০৯-০৭-২০১৩ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৩। বিষয়টি কমিশনের ১৬-০৭-২০১৩ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ০৪-০৮-২০১৩ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৪। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সময় চেয়ে আবেদন করেন। কমিশন কর্তৃক সময় মঞ্জুর করা হয় এবং ২২-০৮-২০১৩ তারিখ পুনরায় শুনানীর দিন ধার্য করে অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৫। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী ও অগ্রণী ব্যাংক লিঃ প্রধান কার্যালয়ের উপ-মহাব্যবস্থাপক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী খান মোঃ মাহবুবুর রহমান উভয়ে উপস্থিত। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার পক্ষে নিয়োজিত বিজ্ঞ আইনজীবী লিখিত জবাব দাখিলের জন্য সময় চেয়ে আবেদন করেন। প্রতিপক্ষ সময় ক্ষেপন করায় অভিযোগকারী আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ ও হয়রানির শিকার হওয়ায় উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ প্রাপ্তির জন্য আবেদন করেন। অগ্রণী ব্যাংক লিঃ প্রধান কার্যালয়ের উপ-মহাব্যবস্থাপক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনাব সুকান্তি বিকাশ সান্যাল এর প্রার্থীত সময়ের আবেদন কমিশন কর্তৃক সহৃদয়তার সাথে বিবেচনাপূর্বক তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা ২৫ এর উপধারা ১১(ঊ) অনুযায়ী অভিযোগকারীর আসা-যাওয়া বাবদ ২০০/= (দুই শত) টাকা পরিশোধ সাপেক্ষে সময় বর্ধিত করার আবেদন মঞ্জুর করা হয়। ১৫-০৯-২০১৩ তারিখ পুনরায় শুনানীর দিন ধার্য করে অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর প্রতি সমনজারী করা হয়।

(অঃ পৃঃ দ্রঃ)

০৬। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী জনাব দেলাওয়ার বিন সিরাজ ও অগ্রণী ব্যাংক লিঃ প্রধান কার্যালয়ের উপ-মহাব্যবস্থাপক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনাব সুকান্তি বিকাশ সান্যাল এবং তার পক্ষে নিয়োজিত বিজ্ঞ আইনজীবী খান মোঃ মাহবুবুর রহমান উপস্থিত হয়ে তাদের বক্তব্য উপস্থাপন করেন। অভিযোগকারী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর নিকট ০১ নং অনুচ্ছেদে উল্লিখিত তথ্য চেয়ে আবেদন করেন। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) তথ্য সরবরাহে তারিখ ছাড়া অপারগতার নোটিশ প্রদান করেন। পরবর্তীতে তিনি আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৭। অগ্রণী ব্যাংক লিঃ প্রধান কার্যালয়ের উপ-মহাব্যবস্থাপক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী খান মোঃ মাহবুবুর রহমান তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কর্তৃক ভুলে অপারগতার নোটিশে তারিখ উল্লেখ করা হয়নি। ব্যাংকের নিজস্ব প্রথা, ব্যাংকিং নীতিমালা এবং তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা ৭ (ঘ), (ঙ) এবং (জ) অনুযায়ী তথ্য সরবরাহ করা সম্ভব নয়। এরুপ তথ্য সরবরাহ করা হলে উপরোক্ত ব্যাংক/প্রতিষ্ঠানের ব্যবসায়িক অন্তর্নিহিত গোপনীয়তা নষ্ট এবং ব্যবসা ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। এরুপ তথ্য সরবরাহ করা হলে ব্যক্তির ব্যক্তি জীবনের গোপনীয়তা নষ্ট হবে। অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য কোন ব্যক্তিগত তথ্য নয় প্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্ট এবং এ বিষয়ে তথ্য দিতে কোন বাধা নেই মর্মে কমিশন মতামত প্রদান করেন। কমিশনের মতামতের প্রেক্ষিতে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) অভিযোগকারীকে তথ্য সরবরাহ করবেন মর্মে নিশ্চয়তা প্রদান করেন।

পর্যালোচনা।

অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) উভয়ের বক্তব্য শ্রবনান্তে এবং দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য কোন ব্যক্তিগত তথ্য নয় প্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্ট এবং এ বিষয়ে তথ্য দিতে কোন বাধা নেই। অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য সরবরাহযোগ্য হওয়ায় দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য সরবরাহে নিশ্চয়তা প্রদান করায় অভিযোগটি নিষ্পত্তিযোগ্য মর্মে প্রতীয়মান হয়।

সিদ্ধান্ত।

নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদানপূর্বক অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো ঃ-

৪৫। তথ্যের মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে আগামী ২৫-০৯-২০১৩ তারিখ বা তদ্‌পূর্বে অভিযোগকারীকে তার প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করার জন্য অগ্রণী ব্যাংক লিঃ প্রধান কার্যালয়ের উপ-মহাব্যবস্থাপক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে নির্দেশনা দেয়া হলো।

৪৬। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা-৯ এবং তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর বিধি-৮ অনুযায়ী সরবরাহকৃত তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থ **১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭** নং কোডে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে নির্দেশ দেয়া হলো।

৪৭। নির্দেশনাগুলো বাস্তবায়ন/প্রতিপালন করে তথ্য কমিশনকে অবহিত করার জন্য উভয়পক্ষকে বলা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত/-
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)
তথ্য কমিশনার

স্বাক্ষরিত/-
(মোহাম্মদ ফারুক)
প্রধান তথ্য কমিশনার

[মিজান]

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ৬৬/২০১৩

অভিযোগকারী ঃ জনাব দেলাওয়ার বিন সিরাজ
পিতা-মৃত হাজী সিরাজ উদ্দিন
২/২ আর কে মিশন রোড
ঢাকা-১২০৩।

প্রতিপক্ষ ঃ জনাব সুকান্তি বিকাশ সান্যাল
উপ-মহাব্যবস্থাপক
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)
অগ্রণী ব্যাংক লিঃ, ১৮ বঙ্গবন্ধু এ্যাভিনিউ
ঢাকা-১০০০।

সিদ্ধান্তপত্র।

(তারিখ ঃ ১৫-০৯-২০১৩ ইং)

অভিযোগকারী ১৭-০৪-২০১৩ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে অগ্রণী ব্যাংক লিঃ প্রধান কার্যালয়ের উপ-মহাব্যবস্থাপক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনাব সুকান্তি বিকাশ সান্যাল বরাবরে নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

ক) ব্যাবস্থাপনা পরিচালক জনাব সৈয়দ আব্দুল হামিদ অগ্রণী ব্যাংকে যোগদানের পর থেকে অদ্য পর্যন্ত ৫০০০/- টাকার উর্ধ্বে ডিসপ্লে বিজ্ঞাপন কোন কোন প্রতিষ্ঠানকে প্রদান করা হয়েছে, কত টাকা প্রদান করা হয়েছে উহার লিখিত বিবরণী।

খ) উপ-মহাব্যবস্থাপক (জনসংযোগ বিভাগ) জনাব মোঃ রুহুল আমিনের যোগদানের পর থেকে অদ্য পর্যন্ত, নিলাম বিজ্ঞপ্তি, স্থান পরিবর্তন ইত্যাদি খাতে কোন কোন পত্রিকায় কত তারিখ, কত ইঞ্চি, কত টাকার বিজ্ঞাপন প্রদান করা হয়েছে উহার তালিকা এবং তার যোগদানের পর থেকে জনসংযোগ বিভাগে প্রিন্টিং আপ্যায়ন, যাতায়াত ইত্যাদি বাবদ যে খরচ হয়েছে তার তালিকা।

০২। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনাব সুকান্তি বিকাশ সান্যাল ২৯-০৫-২০১৩ তারিখে অভিযোগকারীকে তথ্য সরবরাহে অপারগতার নোটিশ প্রদান করেন। অভিযোগকারী অপারগতার নোটিশে অসন্তুষ্ট হয়ে অগ্রণী ব্যাংক লিঃ এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) জনাব সৈয়দ আব্দুল হামিদ বরাবরে ১৬-০৫-২০১৩ তারিখে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তিনি ০৯-০৭-২০১৩ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৩। বিষয়টি কমিশনের ১৬-০৭-২০১৩ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ০৪-০৮-২০১৩ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৪। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সময় চেয়ে আবেদন করেন। কমিশন কর্তৃক সময় মঞ্জুর করা হয় এবং ২২-০৮-২০১৩ তারিখ পুনরায় শুনানীর দিন ধার্য করে অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৫। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার পক্ষে নিয়োজিত বিজ্ঞ আইনজীবী লিখিত জবাব দাখিলের জন্য সময় চেয়ে আবেদন করেন। কমিশন কর্তৃক সময় মঞ্জুর করা হয় এবং ১৫-০৯-২০১৩ তারিখ পুনরায় শুনানীর দিন ধার্য করে অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার প্রতি সমনজারী করা হয়।

০৬। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী ও অগ্রণী ব্যাংক লিঃ প্রধান কার্যালয়ের উপ-মহাব্যবস্থাপক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী খান মোঃ মাহবুবুর রহমান উপস্থিত হয়ে তাদের বক্তব্য উপস্থাপন করেন। অভিযোগকারী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর নিকট ০১ নং অনুচ্ছেদে উল্লিখিত তথ্য চেয়ে আবেদন করেন। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) তথ্য সরবরাহে অপারগতার নোটিশ প্রদান করেন। পরবর্তীতে তিনি আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

(অঃ পৃঃ দ্রঃ)

০৭। অগ্রণী ব্যাংক লিঃ প্রধান কার্যালয়ের উপ-মহাব্যবস্থাপক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী খান মোঃ মাহবুবুর রহমান তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, বিজ্ঞাপন প্রদানের বিষটি ব্যাংকের অভ্যন্তরীণ বিষয়। অভ্যন্তরীণ বিষয়ের তথ্য আইনানুগ কর্তৃপক্ষ ছাড়া তৃতীয় ব্যক্তিকে প্রদান করা যায় না। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা ৭ (ঘ), (ঙ) এবং (জ) অনুযায়ী তথ্য সরবরাহ করা সম্ভব নয়। বিজ্ঞাপন প্রকাশের তথ্য সরবরাহ করা হলে যে সকল প্রতিষ্ঠানকে ব্যবসায়িক বিজ্ঞাপন প্রদান করা হয় তাদের ব্যবসায়িক গোপনীয়তা নষ্ট এবং তাদের ব্যবসা ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। এরুপ তথ্য সরবরাহ করা হলে ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক সৈয়দ আবদুল হামিদ এবং উপ-মহাব্যবস্থাপক জনাব মোঃ রুহুল আমিন সাহেবের ব্যক্তি জীবনের গোপনীয়তা নষ্ট হবে। বিজ্ঞাপন প্রকাশের পর এটি পাবলিক ডকুমেন্ট এবং অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য কোন ব্যক্তিগত তথ্য নয় প্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্ট এবং এ বিষয়ে তথ্য দিতে কোন বাধা নেই মর্মে কমিশন মতামত প্রদান করেন। কমিশনের মতামতের প্রেক্ষিতে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) অভিযোগকারীকে তথ্য সরবরাহ করবেন মর্মে নিশ্চয়তা প্রদান করেন।

পর্যালোচনা।

অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) উভয়ের বক্তব্য শ্রবনান্তে এবং দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, বিজ্ঞাপন প্রকাশের পর এটি পাবলিক ডকুমেন্ট এবং অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য কোন ব্যক্তিগত তথ্য নয় প্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্ট এবং এ বিষয়ে তথ্য দিতে কোন বাধা নেই। অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য সরবরাহযোগ্য হওয়ায় দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য সরবরাহে নিশ্চয়তা প্রদান করায় অভিযোগটি নিষ্পত্তিযোগ্য মর্মে প্রতীয়মান হয়।

সিদ্ধান্ত।

নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদানপূর্বক অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো ঃ-

৪৮। তথ্যের মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে আগামী ২৫-০৯-২০১৩ তারিখ বা তদ্‌পূর্বে অভিযোগকারীকে তার প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করার জন্য অগ্রণী ব্যাংক লিঃ প্রধান কার্যালয়ের উপ-মহাব্যবস্থাপক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে নির্দেশনা দেয়া হলো।

৪৯। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা-৯ এবং তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর বিধি-৮ অনুযায়ী সরবরাহকৃত তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থ ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ নং কোডে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে নির্দেশ দেয়া হলো।

৫০। নির্দেশনাগুলো বাস্তবায়ন/প্রতিপালন করে তথ্য কমিশনকে অবহিত করার জন্য উভয়পক্ষকে বলা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত/-
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)
তথ্য কমিশনার

স্বাক্ষরিত/-
(মোহাম্মদ ফারুক)
প্রধান তথ্য কমিশনার

[মিজান]

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ৬৭/২০১৩

অভিযোগকারী ঃ জনাব মোঃ আব্দুল হাকিম পিতা-মরহুম মমিন উদ্দিন হাওলাদার গ্রাম-বালিয়া কাঠা, পোষ্ট-চাখার উপজেলা-বানারীপারা, জেলা-বরিশাল।	**প্রতিপক্ষ ঃ মোমেনা খাতুন** উপ-সচিব ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

সিদ্ধান্তপত্র।

(তারিখ ঃ ২৩-০৯-২০১৩ ইং)

অভিযোগকারী ১০-০৭-২০১৩ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন। অভিযোগে তিনি উল্লেখ করেন যে, তার দায়েরকৃত ২৬/২০১৩ নং অভিযোগের প্রেক্ষিতে ১৬-০৪-২০১৩ তারিখে শুনানী গ্রহণান্তে কমিশন কর্তৃক প্রদত্ত সিদ্ধান্ত মোতাবেক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) তথ্য অধিকার আইনের ধারা ৪ অনুযায়ী তাকে তার প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করেননি, যা ১৯৭৯ সনের সরকারী কর্মচারী আচরণবিধির ২৭ ধারামতে ক্ষমতার অপব্যবহার ও সেচ্ছাচারীতার সামীল। এর ফলে তিনি আর্থিক ও মানসিকভাবে অপূরণীয় ক্ষতির শিকার হয়েছেন বলে অভিযোগে অবহিত করেন। তথ্য অধিকার রক্ষা ও তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে অত্র আইনের ২৭ (১) (খ) (গ) উপধারামতে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ ও তার প্রার্থীত তথ্য প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করে অভিযোগ দাখিল করেন।

০২। বিষয়টি কমিশনের ১৬-০৭-২০১৩ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ১৮-০৮-২০১৩ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৩। শুনানীর ধার্য তারিখে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) হাজির। অভিযোগকারী সময় চেয়ে আবেদন করেন। কমিশন কর্তৃক সময় মঞ্জুর করা হয় এবং ১৫-০৯-২০১৩ তারিখ পুনরায় শুনানীর দিন ধার্য করে অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৪। অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) উভয়ই সময় চেয়ে আবেদন করেন। কমিশন কর্তৃক সময় মঞ্জুর করা হয় এবং ২৩-০৯-২০১৩ তারিখ পুনরায় শুনানীর দিন ধার্য করে অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৫। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী অনুপস্থিত এবং কোনরূপ সময়ের আবেদনও করেননি। পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের উপ-সচিব ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) মোমেনা খাতুন উপস্থিত হয়ে তার বক্তব্য উপস্থাপন করেন। তিনি তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, অভিযোগকারীকে তার প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করা হয়েছে। আজকেও তিনি অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য সাথে করে নিয়ে এসেছেন।

পর্যালোচনা।

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর বক্তব্য শ্রবনান্তে এবং দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করেছেন এবং পুনরায় সরবরাহ করার জন্য সাথে নিয়ে এসেছেন। অভিযোগকারী পর পর ০৩ (তিন) বার শুনানীতে অনুপস্থিত থাকায় প্রতীয়মান হয় যে, তিনি তার অভিযোগের বিষয়ে ও তথ্য প্রাপ্তির ব্যাপারে আর আগ্রহান্বিত নন বলে প্রতিয়মান হয়। এতদ্ব্যতীত অভিযোগটি নিষ্পত্তির নির্ধারিত সময় প্রায় শেষ পর্যায়ে।

(অঃ পৃঃ দ্রঃ)

সিদ্ধান্ত।

উপরোক্ত পর্যালোচনার আলোকে নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদানপূর্বক অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো ঃ-

যেহেতু, অভিযোগকারী গরহাজির, এবং যেহেতু, তিনি পর পর ০৩ (তিন) বার শুনানীতে অনুপস্থিত, সেহেতু, অভিযোগকারীর তথ্যের প্রয়োজনীয়তা নেই মর্মে প্রতীয়মান হওয়ায় এবং তথ্য অধিকার আইনানুযায়ী নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অভিযোগটি নিষ্পত্তির বাধ্যবাধকতা থাকায় অভিযোগটি খারিজপূর্বক নিষ্পত্তি করা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)	**(মোহাম্মদ আবু তাহের)**	**(মোহাম্মদ ফারুক)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

[মিজান]

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ৬৮/২০১৩

অভিযোগকারী ঃ জনাব মোঃ মোজাম্মেল হক
পিতা-মৃত মুন্সি মর্তুজ আলী
ফায়ার সার্ভিস একাডেমী
৩০ আর এম দাস রোড
সূত্রাপুর, ঢাকা-১১০০।

প্রতিপক্ষ ঃ জনাব প্রণব কুমার ভট্টাচার্য
উপ-পরিচালক (জনসংযোগ কর্মকর্তা)
ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)
দুর্নীতি দমন কমিশন।

সিদ্ধান্তপত্র।

(তারিখ ঃ ০৪-০৮-২০১৩ ইং)

অভিযোগকারী ৩০-০৫-২০১৩ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে দুর্নীতি দমন কমিশনের উপ-পরিচালক (জনসংযোগ কর্মকর্তা) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনাব প্রণব কুমার ভট্টাচার্য নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

I want to get Information on Corruption of about 23 crore 54 lac taka by Fire Service and Civil Defence by way of inviting international tender in financial year 2009-2010;

1) **The allegation of this corruption is being conducted by Mr. Khairul Huda, Deputy Director, ACC; has he completed the investigation/inquiry of this allegation?**
2) **Copy of the letter/memo under which this allegation was brought to the notice of the ACC.**
3) **At which particular date did the Commission start inquiry in this case? Did the Commission send any notice under the law to appear before it and give statement to any one involved in this corruption case? I need copy of such notices sent to the persons under allegation.**

০২। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রার্থিত তথ্য না পেয়ে অভিযোগকারী ০৩-০৭-২০১৩ তারিখে দুর্নীতি দমন কমিশনের চেয়ারম্যান ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) এর পক্ষে নূরজাহান আহমেদ, উপ-পরিচালক (প্রশাসন) ০৮-০৭-২০১৩ তারিখের দুদক/প্রশাঃ ও লজিঃ/০২/০৯/১৯৫৩৩(৫) নং স্মারকে অভিযোগকারীকে বিষয়টি অনুসন্ধানাধীন বিধায় আপীল আবেদনের সুযোগ নেই মর্মে অবহিত করা হয়। পরবর্তীতে অভিযোগকারী অসন্তুষ্ট হয়ে ১১-০৭-২০১৩ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৩। বিষয়টি কমিশনের ১৬-০৭-২০১৩ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ০৪-০৮-২০১৩ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৪। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী ও দুর্নীতি দমন কমিশনের উপ-পরিচালক (জনসংযোগ কর্মকর্তা) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) উভয়ে উপস্থিত হয়ে তাদের বক্তব্য উপস্থাপন করেন। অভিযোগকারী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর নিকট ০১ নং অনুচ্ছেদে উল্লিখিত তথ্য চেয়ে আবেদন করেন। তথ্য না পেয়ে তিনি আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

(অঃ পৃঃ দ্রঃ)

০৫। দুর্নীতি দমন কমিশনের উপ-পরিচালক (জনসংযোগ কর্মকর্তা) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনাব প্রণব কুমার ভট্টাচার্য তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, অভিযোগকারীকে তার প্রার্থীত তথ্যাদি সরবরাহ করা হয়েছে। কিন্তু তিনি সরবরাহকৃত তথ্যে অসন্তুষ্ট হয়ে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করেছেন। শুনানীশেষে তথ্য কমিশনের নির্দেশমতে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করবেন মর্মে নিশ্চয়তা প্রদান করেন।

পর্যালোচনা।

অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) উভয়ের বক্তব্য শ্রবনান্তে এবং দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) অভিযোগকারীকে তার প্রার্থীত তথ্য সরবরাহের বিষয়টি নিশ্চয়তা প্রদান করায় অভিযোগটি নিষ্পত্তিযোগ্য মর্মে প্রতীয়মান হয়।

সিদ্ধান্ত।

নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদানপূর্বক অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো ঃ-

১। তথ্যের মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে আগামী ০৫-০৮-২০১৩ তারিখ বা তদ্‌পূর্বে অভিযোগকারীকে তার প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করার জন্য দুর্নীতি দমন কমিশনের উপ-পরিচালক (জনসংযোগ কর্মকর্তা) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে নির্দেশনা দেয়া হলো।

২। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা-৯ এবং তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর বিধি-৮ অনুযায়ী সরবরাহকৃত তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থ ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ নং কোডে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে নির্দেশ দেয়া হলো।

৩। নির্দেশনাগুলো বাস্তবায়ন/প্রতিপালন করে তথ্য কমিশনকে অবহিত করার জন্য উভয়পক্ষকে বলা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত/-
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)
তথ্য কমিশনার

স্বাক্ষরিত/-
(মোহাম্মদ ফারুক)
প্রধান তথ্য কমিশনার

[মিজান]

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নংঃ ৬৯/২০১৩

অভিযোগকারী ঃ জনাব অরূপ রায়
পিতা-উৎপল রায়
৫১/এ বাজার রোড
উপজেলা-সাভার, জেলা-ঢাকা।

প্রতিপক্ষ ঃ জনাব আলমগীর হোসেন
ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)
থানা-ধামরাই, ঢাকা।

সিদ্ধান্তপত্র।

(তারিখ ঃ ০৪-০৮-২০১৩ ইং)

অভিযোগকারী ২০-০৪-২০১৩ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে ঢাকা জেলার ধামরাই থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনাব আলমগীর হোসেন বরাবরে নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

- **২০১১, ২০১২ ও ২০১৩ সালে ঢাকা জেলার ধামরাই উপজেলা/ থানার কোঠায় পুলিশ কনস্টেবল পদে নিয়োগপ্রাপ্ত যেসব কনস্টেবলদের ধামরাই থানা থেকে ভেরিফিকেশন সার্টিফিকেট দেয়া হয়েছে বছর ভিত্তিক তাদের সংখ্যা, নাম, পিতার নাম ও স্থায়ী-অস্থায়ী পূর্ণ ঠিকানা।**

০২। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রার্থীত তথ্য না পেয়ে অভিযোগকারী ২৭-০৫-২০১৩ তারিখে ঢাকা জেলার পুলিশ সুপার ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) জনাব মোঃ হাবিবুর রহমান বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তিনি ১১-০৭-২০১৩ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৩। বিষয়টি কমিশনের ১৬-০৭-২০১৩ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ০৪-০৮-২০১৩ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৪। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী ও ঢাকা জেলার ধামরাই থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) উভয়ে উপস্থিত হয়ে তাদের বক্তব্য উপস্থাপন করেন। অভিযোগকারী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর নিকট ০১ নং অনুচ্ছেদে উল্লিখিত তথ্য চেয়ে আবেদন করেন। তথ্য না পেয়ে তিনি আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন। তথ্য কমিশন কর্তৃক সমন প্রদানের পর তথ্য প্রাপ্ত হয়েছেন।

০৫। ঢাকা জেলার ধামরাই থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনাব আলমগীর হোসেন তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তথ্য সংগ্রহ করতে বেশী সময় প্রয়োজন হওয়ায় অভিযোগকারীকে তার প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করতে বিলম্ব হয়েছে।

পর্যালোচনা।

অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) উভয়ের বক্তব্য শ্রবনান্তে এবং দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্যাদি সরবরাহ করেছেন। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কর্তৃক অভিযোগকারীকে তার প্রর্থীত তথ্যাদি সরবরাহ করায় অভিযোগটি নিস্পত্তিযোগ্য মর্মে প্রতীয়মান হয়।

(অঃ পৃঃ দ্রঃ)

সিদ্ধান্ত।

যেহেতু, অভিযোগকারীকে তার প্রার্থীত তথ্যাদি সরবরাহ করা হয়েছে, সেহেতু, অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত/-
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)
তথ্য কমিশনার

স্বাক্ষরিত/-
(মোহাম্মদ ফারুক)
প্রধান তথ্য কমিশনার

[মিজান]

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ৭০/২০১৩

অভিযোগকারী ঃ সায়েমা আফরোজ
পিতা-সাঈদ বিন ইসকান্দার
বাড়ি-১৫/এ, সড়ক-৩
ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা
ঢাকা-১২০৫।

প্রতিপক্ষ ঃ জনাব শেখ আব্দুল মান্নান
সদস্য (পরিকল্পনা)
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)
রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ
ঢাকা।

সিদ্ধান্তপত্র।

(তারিখ ঃ ১৫-০৯-২০১৩ ইং)

অভিযোগকারী ২২-০৪-২০১৩ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ এর সদস্য (পরিকল্পনা) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনাব শেখ আব্দুল মান্নান বরাবরে নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

- **রাজউক এবং মেসার্স ডাটা এক্সপার্ট (প্রা:) লি: এর যৌথভাবে স্বাক্ষরিত Existing Landuse Map of Gazipur Part এর একটি কপি।**

০২। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রার্থীত তথ্য না পেয়ে অভিযোগকারী ০৩-০৬-২০১৩ তারিখে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের সচিব ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) বরাবরে রেজিস্টার্ড ডাক যোগে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তিনি ১১-০৭-২০১৩ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৩। বিষয়টি কমিশনের ১৬-০৭-২০১৩ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ০৪-০৮-২০১৩ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৪। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) সময় চেয়ে আবেদন করেন। কমিশন কর্তৃক সময় মঞ্জুর করা হয় এবং ১৮-০৮-২০১৩ তারিখ পুনরায় শুনানীর দিন ধার্য করে অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৫। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) সময় চেয়ে আবেদন করেন। কমিশন কর্তৃক সময় মঞ্জুর করা হয় এবং ১৫-০৯-২০১৩ তারিখ পুনরায় শুনানীর দিন ধার্য করে অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৬। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান ও রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ এর সদস্য (পরিকল্পনা) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) উভয়ে উপস্থিত হয়ে তাদের বক্তব্য উপস্থাপন করেন। অভিযোগকারী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর নিকট ০১ নং অনুচ্ছেদে উল্লিখিত তথ্য চেয়ে আবেদন করেন। তথ্য না পেয়ে তিনি আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন। পরবর্তীতে যে তথ্য প্রদান করা হয়েছে তা তার কাঙ্খিত তথ্য নয়। কিন্তু রাজউক কর্তৃক ১৩-০৩-২০১৩ তারিখে বিভ্রান্তিকরভাবে পূর্বাচল নতুন শহরের ম্যাপ পাঠনো হয়েছে যেটি তার কাঙ্খিত ম্যাপ নয়। রাজউক এবং মেসার্স ডাটা এক্সপার্ট (প্রা:) লি: এর যৌথভাবে স্বাক্ষরিত পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্পের **Existing Landuse Map of Gazipur Part** এর কপি চেয়েছেন কিন্তু সেটি তাকে সরবরাহ করা হয়নি।

(অঃ পৃঃ দ্রঃ)

০৭। রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ এর সদস্য (পরিকল্পনা) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনাব শেখ আব্দুল মান্নান তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, অভিযোগকারীকে তার প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করা হয়েছে। এছাড়া রাজউকের নিজস্ব

ওয়েবসাইটে অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য সন্নিবেশিত রয়েছে এবং প্রার্থীত তথ্য পূর্বাচল নতুন প্রকল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট। কিন্তু অভিযোগকারী প্রাপ্ত তথ্যে সন্তুষ্ট না হওয়ায় সংশ্লিষ্ট শাখা হতে তথ্য সংগ্রহ করে পুনরায় সুস্পষ্টভাবে অভিযোগকারীকে সরবরাহ করার নিশ্চয়তা প্রদান করেন।

০৮। অভিযোগকারী গাজীপুরের **Existing Landuse Map** চেয়েছেন কিন্তু তাকে প্রদত্ত পূর্বাচল নতুন প্রকল্পের নক্সাই তার প্রার্থীত নক্সা কিনা সে বিষয়ে কমিশনের প্রশ্নের জবাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জানান অভিযোগকারীকে যে তথ্য সরবরাহ করা হয়েছে সেটিই গাজীপুরের নক্সা। এ বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে অভিযোগকারীকে অবহিত করা হবে মর্মে তিনি নিশ্চয়তা প্রদান করেন।

পর্যালোচনা।

অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) উভয়ের বক্তব্য শ্রবনান্তে এবং দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কর্তৃক অভিযোগকারীকে যে তথ্য সরবরাহ করা হয়েছিল সে তথ্যে অভিযোগকারী অসন্তুষ্ট। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য সংশ্লিষ্ট শাখা হতে সংগ্রহপূর্বক সুস্পষ্টভাবে তা সরবরাহের নিশ্চয়তা প্রদান করায় অভিযোগটি নিষ্পত্তিযোগ্য মর্মে প্রতীয়মান হয়।

সিদ্ধান্ত।

নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদানপূর্বক অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো ঃ-

৫১। তথ্যের মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে আগামী ২৪-০৯-২০১৩ তারিখ বা তদ্‌পূর্বে অভিযোগকারীকে তার প্রার্থীত তথ্য সুস্পষ্টভাবে সরবরাহ করার জন্য রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ এর সদস্য (পরিকল্পনা) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে নির্দেশনা দেয়া হলো।

৫২। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা-৯ এবং তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর বিধি-৮ অনুযায়ী সরবরাহকৃত তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থ ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ নং কোডে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে নির্দেশ দেয়া হলো।

৫৩। নির্দেশনাগুলো বাস্তবায়ন/প্রতিপালন করে তথ্য কমিশনকে অবহিত করার জন্য উভয়পক্ষকে বলা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত/-	**স্বাক্ষরিত/-**
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)	**(মোহাম্মদ ফারুক)**
তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

[মিজান]

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ৭১/২০১৩

অভিযোগকারী ঃ জনাব আব্দুল হালিম
পিতা- মৃত মোঃ আবুল হাসেম আকন
বাদশা প্লাজা, লেভেল-৩
২০ লিংক রোড, বাংলা মোটর মোর
ঢাকা-১০০০।

প্রতিপক্ষ ঃ ০১। জনাব মোঃ কামরুজ্জামান
উপ-পরিচালক (প্রশাসন)
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)
তথ্য কমিশন, ঢাকা-১২০৭।
০২। জনাব মোঃ ফরহাদ হোসেন
সচিব
ও
আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই)
তথ্য কমিশন, ঢাকা-১২০৭।

সিদ্ধান্তপত্র।

(তারিখ ঃ ০৬-১০-২০১৩ ইং)

অভিযোগকারী জনাব আব্দুল হালিম তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী কিছু সরকারী ও সংবিধিবদ্ধ সংস্থায় দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) নিয়োগ ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) নির্ধারন না করায় অভিযোগকারী ১৫-০৭-২০১৩ তারিখে তথ্য কমিশনে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ১৩(১)(ক) ও ১৩(২) ধারায় অভিযোগ দাখিল করেন। অভিযোগে তিনি উল্লেখ করেন যে, তথ্য কমিশনের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বরাবরে দাখিলকৃত আবেদনের প্রেক্ষিতে ০১-০৭-২০১৩ তারিখে তথ্য কমিশনের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কিছু সরকারী ও সংবিধিবদ্ধ সংস্থাসমূহের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও আপীল কর্তৃপক্ষের তথ্য তাকে সরবরাহ করেন, কিন্তু অনেকগুলো সংস্থার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও আপীল কর্তৃপক্ষের তথ্য তাকে সরবরাহ করা হয়নি। পরবর্তীতে এ বিষয়ে আপীল কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করা হলেও কোন প্রতিকার পাওয়া যায়নি। তথ্য কমিশন শুরুর দিকে ২০০৯-এ সরকারী ও সংবিধিবদ্ধ সংস্থাসমূহকে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ ও আপীল কর্তৃপক্ষ নির্ধারণের জন্য নির্দেশনা বা সাধারণভাবে কোন পত্র প্রেরণ করেছে কিনা? করে থাকলে তার কপি। নিম্ন লিখিত সরকারী ও সংবিধিবদ্ধ সংস্থাসমূহকে যে নির্দেশনা বা চিঠি প্রেরণ করা হয়েছে তার স্মারক ও তারিখসহ কপি-

১) **বাংলাদেশ বার কাউন্সিল।**
২) **এ্যাটর্নি জেনারেল অব বাংলাদেশ এর কার্যালয়।**
৩) **বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশন।**
৪) **জেলা ও দায়রা জজ, ঢাকা এর কার্যালয়।**
৫) **স্পেসাল ব্রাঞ্চ অব পুলিশ, ঢাকা।**
৬) **ডিটেকটিভ ব্রাঞ্চ অব পুলিশ, ঢাকা।**
৭) **ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।**
৮) **ঢাকা কলেজ।**

০২। উল্লেখিত সরকারী ও সংবিধিবদ্ধ সংস্থাসমূহে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) নিয়োগ প্রদান ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) নির্ধারণ হয়ে থাকলে অভিযোগকারী তাদের নাম ও পদবি উল্লেখকৃত পত্রের কপি চেয়ে অভিযোগ দাখিল করেন। অভিযোগে তিনি আরো উল্লেখ করেন যে, সকল সরকারী ও সংবিধিবদ্ধ সংস্থায় দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ ও আপীল কর্মকর্তা নির্ধারণ করে নিজ নিজ ওয়েবসাইটে প্রদর্শনপূর্বক ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে তথ্য কমিশনকে অবহিত করার নির্দেশনা প্রদানের জন্য কমিশন আইনানুযায়ী পদক্ষেপ নিবে বলে তিনি আশা করেন। কমিশন এই দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হলে পরবর্তীতে তিনি মহামান্য সুপ্রীম কোর্টে রীট পিটিশন দায়ের করবেন।

০৩। বিষয়টি কমিশনের ২৯-০৮-২০১৩ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ১৫-০৯-২০১৩ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

(অঃ পৃঃ দ্রঃ)

০৪। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী জনাব আব্দুল হালিম সময় চেয়ে আবেদন করেন, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এবং আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) হাজির। কমিশন কর্তৃক সময় মঞ্জুর করা হয় এবং ০৬-১০-২০১৩ তারিখ পুনরায় শুনানীর দিন ধার্য করে অভিযোগকারী, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) এর প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৫। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী জনাব আব্দুল হালিম, তথ্য কমিশনের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) ও উপ-পরিচালক জনাব মোঃ কামরুজ্জামান এবং তথ্য কমিশনের সচিব ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) জনাব মোঃ ফরহাদ হোসেন হাজির। অভিযোগকারী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, অনুচ্ছেদ ০১ এ উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানের কেন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) নিয়োগ দেয়া হচ্ছেনা। কমিশন উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানের ব্যাপারে কোন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে কি না? করে থাকলে তার কপি।

০৬। তথ্য কমিশনের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) ও উপ-পরিচালক জনাব মোঃ কামরুজ্জামান তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কর্তৃক অন্য প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) নিয়োগের জন্য পত্র প্রদানের কোন বিধান নেই। তথাপিও তিনি তথ্য কমিশনের আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) এর সাথে পরামর্শ করে তথ্য প্রাপ্তিতে সহযোগিতা করার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) নিয়োগের জন্য অভিযোগকারীর আবেদনে উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানসমূহে পত্র প্রদান করেন। তাগিদ পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। অভিযোগকারী নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) বরাবরে আপীল আবেদন করেন।

০৭। তথ্য কমিশনের সচিব ও আপীল কর্তৃপক্ষ জনাব মোঃ ফরহাদ হোসেন তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য অন্য প্রতিষ্ঠান হতে তৃতীয় পক্ষ সংশ্লিষ্ট হওয়ায় ৩০ (ত্রিশ) কার্যদিবসের পূর্বে আপীল আবেদন করায় আপীল আবেদনটি খারিজ করা হয়েছে। বর্তমানে অভিযোগকারী উচ্চ আদালতে রীট পিটিশন দায়ের করেছেন এবং বিষয়টি sub-judice হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে।

পর্যালোচনা।

অভিযোগকারী, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এবং আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) এর দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, অভিযোগকারী কর্তৃক এবিষয়ে উচ্চ আদালতে রীট পিটিশন দায়ের করা হয়েছে। যেহেতু, বিষয়টি উচ্চ আদালতে বিচারাধীন, সেহেতু, Sub-judice বিষয়ে কোনরূপ সিদ্ধান্ত দেয়া আইনগতভাবে সমীচীন হবে না। রীট পিটিশনটি নিস্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত কমিশন কর্তৃক এব্যাপারে সিদ্ধান্ত প্রদান করা সম্ভব নয় বলে অভিযোগকারীকে জানিয়ে দেয়া যেতে পারে।

সিদ্ধান্ত।

যেহেতু, অভিযোগকারী উচ্চ আদালতে রীট পিটিশন দায়ের করেছেন, সেহেতু, রীট পিটিশনটি নিস্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত কমিশন কর্তৃক এব্যাপারে সিদ্ধান্ত প্রদান করা সম্ভব নয়। অভিযোগকারীকে জানানো হোক।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)	**(মোহাম্মদ আবু তাহের)**	**(মোহাম্মদ ফারুক)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

[মিজান]

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ৭২/২০১৩

অভিযোগকারী ঃ জনাব আলাউদ্দিন আল মাছুম
পিতা-মৃত মোঃ ইয়াকুব আলী
৬২৪/২ ইব্রাহীমপুর থানা
কাফরুল, ঢাকা।

প্রতিপক্ষ ঃ সারাহ সাদিয়া তাজনীন
সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিষ্ট্রেট
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)
জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ঢাকা।

সিদ্ধান্তপত্র।

(তারিখ ঃ ১৫-০৯-২০১৩ ইং)

অভিযোগকারী ১৫-০৭-২০১৩ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন। অভিযোগে তিনি উল্লেখ করেন যে, তথ্য কমিশনে তার দায়েরকৃত ৩০/২০১৩ নং অভিযোগের প্রেক্ষিতে ৩০-০৪-২০১৩ তারিখে শুনানী গ্রহণান্তে কমিশন কর্তৃক প্রদত্ত সিদ্ধান্ত মোতাবেক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনাব মোরারজী দেশাই বর্মণ তাকে যে তথ্য সরবরাহ করেছেন তা অসম্পূর্ণ। ফলে সম্পূর্ণ তথ্য প্রাপ্তির জন্য এবং ন্যায় বিচারের স্বার্থে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ২৫(৪), ২৫(১১), ২৭(গ), ২৭(ঘ), ২৭(ঙ) ধারায় বিহীতাদেশ প্রার্থনা করে ১৫-০৭-২০১৩ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করেন।

০২। বিষয়টি কমিশনের ২৯-০৮-২০১৩ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ১৫-০৯-২০১৩ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৩। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী ও ঢাকা জেলার জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিষ্ট্রেট ও বর্তমান দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) সারাহ সাদিয়া তাজনীন এবং মোসাম্মৎ রহিমা আক্তার, ভূমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তা-২ উপস্থিত হয়ে তাদের বক্তব্য উপস্থাপন করেন। অভিযোগকারী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর নিকট ০১ নং অনুচ্ছেদে উল্লিখিত তথ্য চেয়ে আবেদন করেন। তাকে যে তথ্য সরবরাহ করা হয়েছে তা অসম্পূর্ণ। প্রদত্ত তথ্যে তার উল্লিখিত দলিলের বিপরীতে ভূমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে কিনা তা উল্লেখ নেই।

০৪। ঢাকা জেলার জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিষ্ট্রেট ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) সারাহ সাদিয়া তাজনীন ও মোসাম্মৎ রহিমা আক্তার, ভূমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তা-২ তাদের বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, অভিযোগকারীকে তার প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করা হয়েছে। দলিলের অনুকুলে ভূমি অধিগ্রহণ হয়না, খতিয়ান ও দাগের অনুকূলে ভূমি অধিগ্রহণ করা হয়। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) অভিযোগকারীকে এই বিষয়টি জানিয়ে প্রার্থীত তথ্য পুনরায় সরবরাহ করার নিশ্চয়তা প্রদান করেন।

পর্যালোচনা।

অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) উভয়ের বক্তব্য শ্রবনান্তে এবং দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কর্তৃক অভিযোগকারীকে তথ্য সরবরাহ করেছেন কিন্তু অভিযোগকারী তাতে সন্তুষ্ট নন। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) দলিলের অনুকুলে ভূমি অধিগ্রহণ হয় কিনা সে বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে উল্লেখপূর্বক অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য পুনরায় সরবরাহের নিশ্চয়তা প্রদান করায় অভিযোগটি নিষ্পত্তিযোগ্য মর্মে প্রতীয়মান হয়।

(অঃ পৃঃ দ্রঃ)

সিদ্ধান্ত।

নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদানপূর্বক অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো ঃ-

১। তথ্যের মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে আগামী ২২-০৯-২০১৩ তারিখ বা তদ্‌পূর্বে অভিযোগকারীকে দলিলের অনুকুলে ভূমি অধিগ্রহণ হয় কিনা সে বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে উল্লেখপূর্বক তার প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করার জন্য ঢাকা জেলার জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে নির্দেশনা দেয়া হলো।

২। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা-৯ এবং তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর বিধি-৮ অনুযায়ী সরবরাহকৃত তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থ **১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭** নং কোডে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে নির্দেশ দেয়া হলো।

৩। নির্দেশনাগুলো বাস্তবায়ন/প্রতিপালন করে তথ্য কমিশনকে অবহিত করার জন্য উভয়পক্ষকে বলা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত/-
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)
তথ্য কমিশনার

স্বাক্ষরিত/-
(মোহাম্মদ ফারুক)
প্রধান তথ্য কমিশনার

[মিজান]

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ৭৩/২০১৩

অভিযোগকারী ঃ জনাব আলাউদ্দিন আল মাছুম
পিতা-মৃত মোঃ ইয়াকুব আলী
৬২৪/২ ইব্রাহীমপুর থানা
কাফরুল, ঢাকা।

প্রতিপক্ষ ঃ সারাহ সাদিয়া তাজনীন
সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)
জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ঢাকা।

সিদ্ধান্তপত্র।

(তারিখ ঃ ১৫-০৯-২০১৩ ইং)

অভিযোগকারী ২৫-০৩-২০১৩ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে ঢাকা জেলার জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনাব মোরারজী দেশাই বর্মণ বরাবরে নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

- **জিলা- ঢাকা, থানা-কেরানীগঞ্জ তৎপর তেজগাঁও মৌজা-ভাটারা এর এস এ ১০২ নং খতিয়ানে ও ২৪৭৩ নং এস এ দাগের সার্টিফাইড পর্চার জন্য ঢাকা জেলা প্রশাসকের অন্তর্গত রেকর্ড রুম ডেপুটি কালেক্টর বরাবর নির্ধারিত ১৬ টাকার কোর্ট ফি সমেত অত্র সংযুক্ত আবেদন করেছিলাম, যা প্রার্থীত খতিয়ান ১০২ ড্যামিজ উল্লেখে ফেরৎ প্রদান করে। ফলে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর আলোকে আবেদন করিলাম যাহাতে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের ওয়ার্কিং ভলিউম থেকে তথ্য সংগ্রহ করত: সার্টিফাইড পর্চা/সত্যায়িত কপির মাধ্যমে আমার নিকট তথ্য সরবরাহের জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা হইল।**

০২। উক্ত আবেদনের প্রেক্ষিতে ২৪-০৪-২০১৩ তারিখে ০৫.৪১.২৬০০.০১১.০৪.০১৭.১১-৭০০(সং) নং স্মারকের মাধ্যমে ঢাকা জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কার্যালয়ের বিচার শাখার সহকারী কমিশনার জনাব মোরারজী দেশাই বর্মণ প্রার্থীত তথ্য সরবরাহে অপারগতা জ্ঞাপন করলে অভিযোগকারী ১৭-০৬-২০১৩ তারিখে বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) এ এন সামসুদ্দিন আজাদ চৌধুরী বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) আপীল আবেদন খারিজ করে দিলে অভিযোগকারী ১৫-০৭-২০১৩ তারিখে ঢাকা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জনাব মোরারজী দেশাই বর্মণ ও রেকর্ড রুম ডেপুটি কালেক্টর আবেদা আফসারী এর বিরুদ্ধে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৩। বিষয়টি কমিশনের ২৯-০৮-২০১৩ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ১৫-০৯-২০১৩ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৪। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী ও ঢাকা জেলার জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও বর্তমান দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) সারাহ সাদিয়া তাজনীন উভয়ে উপস্থিত হয়ে তাদের বক্তব্য উপস্থাপন করেন। অভিযোগকারী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর নিকট ০১ নং অনুচ্ছেদে উল্লিখিত তথ্য চেয়ে আবেদন করেন। তথ্য না পেয়ে তিনি আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পর আপীল কর্তৃপক্ষ আপীলকারীর আবেদন শুনানীঅন্তে খারিজ করে দেন। আপীল খারিজ হওয়ায় তিনি তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করেন।

(অঃ পৃঃ দ্রঃ)

০৫। ঢাকা জেলার জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) সারাহ সাদিয়া তাজনীন তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, এস এ ১০২ নং খতিয়ানে ও ২৪৭৩ নং এস এ দাগের

পর্চা নষ্ট হয়ে যাওয়ায় অভিযোগকারীকে তথ্য সরবরাহ করা সম্ভব হয়নি। এছাড়া পর্চা প্রদানের ক্ষেত্রে গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে চূড়ান্ত রুপে প্রকাশিত ভলিউম থেকে পর্চা সরবরাহ করা হয়ে থাকে। ওয়ারকিং ভলিউম গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে প্রকাশিত কোন ভলিউম নয়। সে প্রেক্ষিতে ওয়ারকিং ভলিউম থেকে পর্চা সরবরাহের সুযোগ নেই। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কর্তৃক অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ না করার কারণ উল্লেখপূর্বক অভিযোগকারীকে পুনরায় জানিয়ে দেয়ার নিশ্চয়তা প্রদান করেন।

পর্যালোচনা।

অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) উভয়ের বক্তব্য শ্রবনান্তে এবং দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, এস এ ১০২ নং খতিয়ানে ও ২৪৭৩ নং এস এ দাগের পর্চা নষ্ট হয়ে যাওয়ায় অভিযোগকারীর তথ্য সরবরাহ করা সম্ভব হয়নি। এছাড়া পর্চা প্রদানের ক্ষেত্রে গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে চূড়ান্ত রুপে প্রকাশিত ভলিউম থেকে পর্চা সরবরাহ করা হয়ে থাকে। ওয়ারকিং ভলিউম গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে প্রকাশিত কোন ভলিউম নয়। সে প্রেক্ষিতে ওয়ারকিং ভলিউম থেকে পর্চা সরবরাহের সুযোগ নেই। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কর্তৃক অভিযোগকারী প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ না করার কারণ উল্লেখপূর্বক অভিযোগকারীকে পুনরায় জানিয়ে দেয়ার নিশ্চয়তা প্রদান করায় অভিযোগটি নিষ্পত্তিযোগ্য মর্মে প্রতীয়মান হয়।

সিদ্ধান্ত।

নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদানপূর্বক অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো ঃ-

৫৪। তথ্যের মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে আগামী ২৫-০৯-২০১৩ তারিখ বা তদ্পূর্বে তথ্য সরবরাহ করা সম্ভব না হলে অভিযোগকারীকে তার প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ না করার কারণ উল্লেখপূর্বক অভিযোগকারীকে অবগত করার জন্য ঢাকা জেলার জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিষ্ট্রেট ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে নির্দেশনা দেয়া হলো।

৫৫। নির্দেশনাগুলো বাস্তবায়ন/প্রতিপালন করে তথ্য কমিশনকে অবহিত করার জন্য উভয়পক্ষকে বলা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত/-
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)
তথ্য কমিশনার

স্বাক্ষরিত/-
(মোহাম্মদ ফারুক)
প্রধান তথ্য কমিশনার

[মিজান]

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ৭৪/২০১৩

অভিযোগকারী ঃ জনাব আলাউদ্দিন আল মাছুম
পিতা-মৃত মোঃ ইয়াকুব আলী
৬২৪/২ ইব্রাহীমপুর থানা
কাফরুল, ঢাকা।

প্রতিপক্ষ ঃ সারাহ সাদিয়া তাজনীন
সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)
জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ঢাকা।

সিদ্ধান্তপত্র।

(তারিখ ঃ ১৫-০৯-২০১৩ ইং)

অভিযোগকারী ২৫-০৩-২০১৩ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে ঢাকা জেলার জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনাব মোরারজী দেশাই বর্মণ বরাবরে নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

- **জিলা- ঢাকা, থানা-কেরানীগঞ্জ তৎপর তেজগাঁও মৌজা-ভাটারার ১১৫ নং খতিয়ানে ও ২৩৭৫ নং এস এ দাগের সার্টিফাইড পর্চার জন্য ঢাকা জেলা প্রশাসকের অন্তর্গত রেকর্ড রুম ডেপুটি কালেক্টর বরাবর নির্ধারিত ১৬ টাকার কোর্ট ফি সমেত অত্র সংযুক্ত আবেদন করেছিলাম, যা লেখার অযোগ্য উল্লেখে ফেরৎ প্রদান করে। ফলে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর আলোকে আবেদন করলাম যাতে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের ওয়ার্কিং ভলিউম থেকে তথ্য সংগ্রহ করত: সার্টিফাইড পর্চা/সত্যায়িত কপির মাধ্যমে আমার নিকট তথ্য সরবরাহের জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা হল।**

০২। উক্ত আবেদনের প্রেক্ষিতে ২৪-০৪-২০১৩ তারিখে ০৫.৪১.২৬০০.০১১.০৪.০১৭.১১-৭০০(সং) নং স্মারকের মাধ্যমে ঢাকা জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কার্যালয়ের বিচার শাখার সহকারী কমিশনার জনাব মোরারজী দেশাই বর্মণ প্রার্থীত তথ্য সরবরাহে অপারগতা জ্ঞাপন করলে অভিযোগকারী ১৭-০৬-২০১৩ তারিখে বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) এ এন সামসুদ্দিন আজাদ চৌধুরী বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) আপীল আবেদন খারিজ করে দিলে অভিযোগকারী ১৫-০৭-২০১৩ তারিখে ঢাকা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জনাব মোরারজী দেশাই বর্মণ ও রেকর্ড রুম ডেপুটি কালেক্টর আবেদা আফসারী এর বিরুদ্ধে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৩। বিষয়টি কমিশনের ২৯-০৮-২০১৩ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ১৫-০৯-২০১৩ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৪। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী ও ঢাকা জেলার জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও বর্তমান দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) সারাহ সাদিয়া তাজনীন উভয়ে উপস্থিত হয়ে তাদের বক্তব্য উপস্থাপন করেন। অভিযোগকারী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর নিকট ০১ নং অনুচ্ছেদে উল্লিখিত তথ্য চেয়ে আবেদন করেন। তথ্য না পেয়ে তিনি আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পর আপীল কর্তৃপক্ষ আপীলকারীর আবেদন শুনানীঅন্তে খারিজ করে দেন। আপীল খারিজ হওয়ায় তিনি তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করেন।

(অঃ পৃঃ দ্রঃ)

০৫। অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) উভয়ের বক্তব্য শ্রবনান্তে এবং দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, এস এ ১১৫ নং খতিয়ানে ও ২৩৭৫ নং এস এ দাগের পর্চা নষ্ট হয়ে যাওয়ায়

অভিযোগকারীকে তথ্য সরবরাহ করা সম্ভব হয়নি। এছাড়া পর্চা প্রদানের ক্ষেত্রে গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে চূড়ান্ত রুপে প্রকাশিত ভলিউম থেকে পর্চা সরবরাহ করা হয়ে থাকে। ওয়ারকিং ভলিউম গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে প্রকাশিত কোন ভলিউম নয়। সে প্রেক্ষিতে ওয়ারকিং ভলিউম থেকে পর্চা সরবরাহের সুযোগ নেই। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কর্তৃক অভিযোগকারী প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ না করার কারণ উল্লেখপূর্বক অভিযোগকারীকে পুনরায় জানিয়ে দেয়ার নিশ্চয়তা প্রদান করায় অভিযোগটি নিষ্পত্তিযোগ্য মর্মে প্রতীয়মান হয়।

পর্যালোচনা।

অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) উভয়ের বক্তব্য শ্রবনান্তে এবং দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, এস এ ১১৫ নং খতিয়ানে ও ২৩৭৫ নং এস এ দাগের পর্চা নষ্ট হয়ে যাওয়ায় অভিযোগকারীকে তথ্য সরবরাহ করা সম্ভব হয়নি। এছাড়া পর্চা প্রদানের ক্ষেত্রে গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে চূড়ান্ত রুপে প্রকাশিত ভলিউম থেকে পর্চা সরবরাহ করা হয়ে থাকে। ওয়ারকিং ভলিউম গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে প্রকাশিত কোন ভলিউম নয়। সে প্রেক্ষিতে ওয়ারকিং ভলিউম থেকে পর্চা সরবরাহের সুযোগ নেই। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কর্তৃক অভিযোগকারী প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ না করার কারণ উল্লেখপূর্বক অভিযোগকারীকে পুনরায় জানিয়ে দেয়ার নিশ্চয়তা প্রদান করায় অভিযোগটি নিষ্পত্তিযোগ্য মর্মে প্রতীয়মান হয়।

সিদ্ধান্ত।

নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদানপূর্বক অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো ঃ-

৫৬। তথ্যের মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে আগামী ২৫-০৯-২০১৩ তারিখ বা তদ্‌পূর্বে তথ্য সরবরাহ করা সম্ভব না হলে অভিযোগকারীকে তার প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ না করার কারণ উল্লেখপূর্বক অভিযোগকারীকে অবগত করার জন্য ঢাকা জেলার জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিষ্ট্রেট ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে নির্দেশনা দেয়া হলো।

৫৭। নির্দেশনাগুলো বাস্তবায়ন/প্রতিপালন করে তথ্য কমিশনকে অবহিত করার জন্য উভয়পক্ষকে বলা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত/-
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)
তথ্য কমিশনার

স্বাক্ষরিত/-
(মোহাম্মদ ফারুক)
প্রধান তথ্য কমিশনার

[মিজান]

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ৭৫/২০১৩

অভিযোগকারী ঃ জেসমিন হক
পিতা-মরহুম গাজী ফরিদুল হক
প্রযত্নে-শেখ আব্দুর রউফ
গ্রাম+পোষ্ট-ধলাইতলা
থানা-লোহাগড়া, জেলা-নড়াইল।

প্রতিপক্ষ ঃ জনাব মোঃ শামীম আহসান
এনডিসি, মহাপরিচালক (বহিঃপ্রচার অনুবিভাগ)
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)
পররাস্ট্র মন্ত্রণালয়, প্রশাসন অনুবিভাগ, ঢাকা।

সিদ্ধান্তপত্র।

(তারিখ ঃ ১৫-০৯-২০১৩ ইং)

অভিযোগকারী ১৫-০৫-২০১৩ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে পররাস্ট্র মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনাব মোঃ শামীম আহসান এনডিসি, মহাপরিচালক (বহিঃপ্রচার অনুবিভাগ) বরাবরে নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

- **গত ২০০৪-২০০৫ সালে সৌদি আরবে চাকরিকালীন নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক চাকরিচ্যুত্য ও নির্যাতিত হই। বিষয়টি প্রতিকার চেয়ে জেদ্দাস্থ বাংলাদেশ কনস্যুলেট অফিস এবং রিয়াদ এ্যাম্বাসীতে অভিযোগ করি। উক্ত অভিযোগের বিষয়ে অফিসের কর্মকর্তা-কর্মচারী আমার উপকার না করে উল্টো আমার উপর নির্যাতন করে। এ বিষয়ে দেশে ফিরে এসে পররাস্ট্র মন্ত্রণালয়ে ১১-০৬-২০০৮ তারিখে উক্ত কর্মকর্তা-কর্মচারীর বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করি। তথ্য কমিশনের ৭১/২০১২ নং দাখিলকৃত আবেদনের প্রেক্ষিতে পররাস্ট্র মন্ত্রণালয়ের বহিঃপ্রচার অনুবিভাগের জনাব মাসুদ মাহামুদ খন্দকার কর্তৃক স্বাক্ষরিত পত্রের মাধ্যমে জানিয়েছেন যে, অভিযোগটি অকাট্য সাক্ষ্য প্রমানের অভাবে প্রমানিত হয়নি। অভিযোগে বর্ণিত ঘটনাসমূহ যথাযথ ও নিরপেক্ষভাবে তদন্ত হয়নি। তদন্তে আমাকে হাজির হবার জন্য কোন পত্র দেয়া হয়নি এবং সাক্ষ্য প্রমান গ্রহণ করা হয়নি। সুতরাং, উক্ত তদন্ত এক তরফাভাবে সম্পন্ন করে অভিযুক্তদের অভিযোগ হতে অব্যহতি দেয়। এ বিষয়ে সন্তুষ্ট না হয়ে গত ১৪-০১-২০১৩ ইং তারিখে পুনঃতদন্তের জন্য মাননীয় পররাস্ট্র মন্ত্রীর নিকট অভিযোগ করি (ফটোকপি সংযুক্ত)। আমার জীবনের ক্ষতির জন্য বাংলাদেশ এ্যাম্বাসী, জেদ্দা কনসুলেট অফিস এবং রিয়াদ দূতাবাস দায়ী। আমার জীবনের ক্ষতি পূরণ করে দিতে হবে। উক্ত অভিযোগের বিষয়ে পুনঃতদন্ত হয়েছে কিনা এবং না হয়ে থাকলে পুনঃতদন্ত করে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করে আমাকে জানানোর জন্য বিণীত অনুরোধ করছি।**

০২। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রার্থীত তথ্য না পেয়ে অভিযোগকারী ১২-০৬-২০১৩ তারিখে পররাস্ট্র মন্ত্রণালয়ের সচিব ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) জনাব শহিদুল হক বরাবরে রেজিস্টার্ড ডাকযোগে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তিনি ১৮-০৭-২০১৩ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৩। বিষয়টি কমিশনের ২৯-০৮-২০১৩ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ১৫-০৯-২০১৩ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৪। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী ও পররাস্ট্র মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) উভয়ে উপস্থিত হয়ে তাদের বক্তব্য উপস্থাপন করেন। অভিযোগকারী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর নিকট ০১ নং অনুচ্ছেদে উল্লিখিত তথ্য চেয়ে আবেদন করেন। তথ্য না পেয়ে তিনি আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

(অঃ পৃঃ দ্রঃ)

০৫। পররাস্ট্র মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনাব মোঃ শামীম আহসান এনডিসি, মহাপরিচালক (বহিঃপ্রচার অনুবিভাগ) তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, অভিযোগকারীর আবেদনের প্রেক্ষিতে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জেসমিন

হকের নথিটি পুনরায় পর্যালোচনা করে এবং কার্যক্রম শুরু করে। জেসমিন হকের আবেদন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে এবং অনুধাবন করে যে, জেসমিন হকের অভিযোগটি পুনরায় তদন্তের প্রয়োজন রয়েছে। ফলে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় উক্ত অভিযোগটি উভয় পক্ষের শুনানী গ্রহণক্রমে পুনঃতদন্তের মাধ্যমে নিষ্পত্তির লক্ষ্যে একটি তদন্ত কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। ইতোমধ্যে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ১২ সেপ্টেম্বর, ২০১৩ তারিখে একজন মহাপরিচালককে আহবায়ক করে তিন সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। এ বিষয়টি অভিযোগকারীকে অবহিত করা হবে।

পর্যালোচনা।

অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) উভয়ের বক্তব্য শ্রবনান্তে এবং দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, ইতোমধ্যে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক অভিযোগকারীর অভিযোগের বিষয়ে যে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কর্তৃক অভিযোগকারীকে বিষয়টি অবহিত করার নিশ্চয়তা প্রদান করায় অভিযোগটি নিষ্পত্তিযোগ্য মর্মে প্রতীয়মান হয়।

সিদ্ধান্ত।

নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদানপূর্বক অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো ঃ-

৫৮। তথ্যের মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে আগামী ২৫-০৯-২০১৩ তারিখ বা তদ্‌পূর্বে অভিযোগকারীকে তার প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করার জন্য পররাস্ট্র মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে নির্দেশনা দেয়া হলো।

৫৯। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা-৯ এবং তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর বিধি-৮ অনুযায়ী সরবরাহকৃত তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থ ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ নং কোডে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে নির্দেশ দেয়া হলো।

৬০। নির্দেশনাগুলো বাস্তবায়ন/প্রতিপালন করে তথ্য কমিশনকে অবহিত করার জন্য উভয়পক্ষকে বলা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত/-
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)
তথ্য কমিশনার

স্বাক্ষরিত/-
(মোহাম্মদ ফারুক)
প্রধান তথ্য কমিশনার

[মিজান]

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ৭৬/২০১৩

অভিযোগকারী ঃ জনাব নাসিম আহমেদ
পিতা- এ. এ আমিনুজ্জামান
ফ্লাট-বি, বাড়ি নং-৮, রোড নং-১৯
নিকুঞ্জ-২, ঢাকা-১২২৯।

প্রতিপক্ষ ঃ জনাব এটিএম আল ফাত্তাহ
সহকারী পরিচলক (প্রশাসন)
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর
শিক্ষা ভবন,১৬ আব্দল গণি সড়ক, ঢাকা।

সিদ্ধান্তপত্র।

(তারিখ ঃ ২৩-০৯-২০১৩ ইং)

অভিযোগকারী ২৬-০৫-২০১৩ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের লাইব্রেরী ডেভেলপমেন্ট অফিসার ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনাব মোঃ রফিকুল বরাবরে রেজিস্টার্ড ডাকযোগে নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

- **প্রকল্পের মালামাল হস্তান্তর শেষে গত ২২-১২-২০০৫ ইং তারিখে প্রকল্পের ভারপ্রাপ্ত পরিচালক জনাব আবুল কালাম আজাদ সাইফুদ্দিন কর্তৃক স্বাক্ষরিত বদলীর আদেশ আনুযায়ী আমাকে ঢাকা টিচার্স ট্রেনিং কলেজ থেকে ফেনী টিচার্স ট্রেনিং কলেজে বদলী করা হয়। প্রকল্পে থাকা সত্বেও সে সময়ে আমাকে বদলীর অর্ডারের কপি কেন প্রদান করা হয়নি এ বিষয়ে তথ্য।**
- **গত ২২-১২-২০০৫ ইং থেকে ৩১-১২-২০০৫ ইং তারিখ পর্যন্ত প্রকল্প অফিসের মালামাল স্থানান্তর ও হস্তান্তরের এজেন্ডাসহ পূর্ণাঙ্গ তথ্য।**
- **প্রকল্প সমাপ্তির পর গত ০১-০১-২০০৬ থেকে মাউশি অধিদপ্তর এবং ফেনী টিচার্স ট্রেনিং কলেজে কর্মরত থাকার জন্য মাউশি অধিদপ্তরের তৎকালীন মহাপরিচালক কর্তৃক স্বাক্ষরিত লিখিত আদেশসহ তথ্য।**
- **প্রকল্পে আমার চাকুরী সংক্রান্ত সকল তথ্যাদি মাউশি অধিদপ্তরের প্লানিং বিভাগে সংরক্ষিত থাকার পরও কেন আমার নাম, পদ, জন্ম তারিখ, নিয়োগ পত্রের নম্বর ও তারিখ, শিক্ষাগত যোগ্যতা, প্রকল্পে যোগদানের তারিখ সহ ইত্যাদি তথ্য প্রকল্প অনুমোদিত পদের বিবরণীতে রাখা হয়নি এ বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ তথ্য।**
- **বাংলাদেশ সার্ভিস রুলের কোন বিধি অনুসরণ করে প্রকল্পের তৎকালীন ভারপ্রাপ্ত পরিচালক জনাব আবুল কালাম আজাদ সাইফুদ্দিন আমাকে বদলী করেন। উক্ত বিধি সহ বিস্তারিত তথ্য। (প্রকল্পের মালামাল হস্তান্তরের পর)**
- **গত ২২-০২-২০০৬ ইং তারিখে সালেহা খন্দকারকে (টেকনিক্যাল অফিসার, রিসোর্স সেন্টার, টি.টি.সি ঢাকা) মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের পরিকল্পনা ও উন্নয়ন শাখার সহকারী-পরিচালক (প্রকৌশল) জনাব আব্দুল খালেকের সাথে সার্বক্ষনিক সহায়তা দানের জন্য সংযুক্ত করা হয় (যা মাউশি অধিদপ্তরের পরিকল্পনা বিভাগের পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) প্রফেসর জোহরা উম্মে হাসান কর্তৃক স্বাক্ষরিত)। বদলী করার পর বদলীর অর্ডারের কপি এবং বদলীর তথ্য প্রদান না করে আমার নাম প্রকল্পের পদ বিবরণীতে না রেখে কেন সালেহা খন্দকারকে ঢাকা টিচার্স ট্রেনিং কলেজের কর্মকর্তা হিসেবে দেখানো হলো এ বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ তথ্য।**
- **প্রকল্প সমাপ্তির পর প্রকল্পের অন্যান্য কর্মকর্তা/কর্মচারী যে যেখানে যে অবস্থানে ছিলেন আমিও সেভাবে ছিলাম অর্থাৎ প্রকল্পের পদ রাজস্বখাতে স্থানান্তরের আশায় ছিলাম। প্রকল্প সমাপ্তির পর মাউশি অধিদপ্তরের প্লানিং বিভাগে কর্মরত থাকার লিখিত নির্দেশ প্রদান না করে কেন বার বার প্রকল্পে আমার কর্মরত না থাকার বিষয় উল্লেখ করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে তথ্য প্রেরণ করা হয় এ বিষয়ে তথ্য।**
- **প্রকল্পে আমার চাকুরী সংক্রান্ত সকল তথ্যাদি, প্রকল্পের মালামাল ও দলিলাদি মাউশি অধিদপ্তরের প্লানিং বিভাগে হস্তান্তরের পর মাউশি অধিদপ্তরের তৎকালীন মহাপরিচালক বদলী না করে পুনরায় প্রকল্পের তৎকালীন ভারপ্রাপ্ত প্রকল্প পরিচালক কেন আমাকে বদলী করেন এ বিষয়ে সঠিক এবং সত্য তথ্য দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হলো।**

(অঃ পৃঃ দ্রঃ)

- **গত ১৭ এপ্রিল ২০০০ ইং তারিখ, স্মারক নং: সম/সত্তব্য/টিম-৪(২)উ:প্র:নি:-৪৭/৯৭-৬১ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের নির্দেশাবলী অনুসরন করে প্রমোট প্রকল্প সমাপ্তির অন্তত ছয় মাস থেকে এক বৎসর পূর্বে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণকৃত প্রস্তাবের (যা জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অনুমোদিত ছক পুরণ করে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়) তথ্য।**
- **প্রকল্পের মালামাল হস্তান্তরের পর থেকে অদ্যাবধি পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে টেকনিক্যাল অফিসারের একটি পদ রাজস্বখাতে স্থানান্তরের জন্য প্রকল্পের ভারপ্রাপ্ত প্রকল্প পরিচালক এবং মাউশি অধিদপ্তরের মহাপরিচালক বরাবর আবেদন করা সত্বেও এখন পর্যন্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা কেন নেওয়া হয়নি তার পূর্ণাঙ্গ তথ্য।**

০২। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রার্থীত তথ্য না পেয়ে অভিযোগকারী ২৬-০৬-২০১৩ তারিখে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) ফাহিমা খাতুন বরাবরে রেজিস্টার্ড ডাক যোগে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তিনি ২২-০৭-২০১৩ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৩। বিষয়টি কমিশনের ২৯-০৮-২০১৩ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ২৩-০৯-২০১৩ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৪। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী জনাব নাসিম আহমেদ ও মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক (প্রশাসন) ও বর্তমান দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনাব এটিএম আল ফাত্তাহ উভয়ে উপস্থিত। অভিযোগকারী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর নিকট ০১ নং অনুচ্ছেদে উল্লিখিত তথ্য চেয়ে আবেদন করেন। তথ্য না পেয়ে তিনি আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৫। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা ২ (ক) অনুযায়ী মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর উর্ধ্বতন আপীল কর্তৃপক্ষ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব। আপীল আবেদন যথাযথ আপীল কর্তৃপক্ষ এর নিকট না করার কারণে তথ্য অধিকার আইনানুযায়ী অভিযোগটি কমিশন কর্তৃক গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হয়নি।

পর্যালোচনা।

অভিযোগকারীর বক্তব্য শ্রবনান্তে এবং দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, অভিযোগকারী যথাযথ আপীল কর্তৃপক্ষ বরাবর আপীল আবেদন করেননি। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা ২ (ক) অনুযায়ী মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর উর্ধ্বতন আপীল কর্তৃপক্ষ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব। আপীল আবেদন যথাযথ আপীল কর্তৃপক্ষ এর নিকট না করার কারণে তথ্য অধিকার আইনানুযায়ী অভিযোগটি কমিশন কর্তৃক গ্রহণযোগ্য নয়। অভিযোগকারী সঠিক আপীল কর্তৃপক্ষ বরাবর আপীল আবেদন করার অংগীকার করেন।

সিদ্ধান্ত।

বিস্তারিত পর্যালোচনান্তে নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদানপূর্বক অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো ঃ-

যেহেতু, অভিযোগকারী সঠিক আপীল কর্তৃপক্ষ বরাবরে আপীল আবেদন করেননি, সেহেতু, অভিযোগকারীকে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা ২ (ক) অনুযায়ী শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবরে আপীল আবেদন করার নির্দেশনা দিয়ে অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)	**(মোহাম্মদ আবু তাহের)**	**(মোহাম্মদ ফারুক)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

[মিজান]

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ৭৭/২০১৩

অভিযোগকারী ঃ জনাব আলাউদ্দিন আল মাছুম
পিতা-মৃত মোঃ ইয়াকুব আলী
৬২৪/২ ইব্রাহীমপুর থানা
কাফরুল, ঢাকা।

প্রতিপক্ষ ঃ জনাব মোহাম্মদ কাজী ফয়সাল
সহকারী কমিশনার ভূমি
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)
তেজগাঁও সার্কেল, ১৪/২ তোপখানা রোড
ঢাকা-১০০০।

<u>সিদ্ধান্তপত্র</u>।

<u>(তারিখ ঃ ২৩-০৯-২০১৩ ইং)</u>

অভিযোগকারী ১৭-০৭-২০১৩ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে তেজগাঁও সার্কেল, ঢাকা এর সহকারী কমিশনার ভূমি ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনাব মোহাম্মদ কাজী ফয়সাল বরাবরে নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

- **ঢাকা জেলার অন্তর্গত বর্তমানে ভাটারা, সাবেক বাড্ডা, তৎপূর্বে গলশান, তৎপূর্বে তেজগাঁও, তৎপূর্বে কেরানীগঞ্জ থানাধীন ভাটারা মৌজার এস. এ. খতিয়ান নং ১০২, এস. এ. দাগ নং ২৪৭৩, জমির পরিমান ৪৬ শতাংশ বা ০.৪৬০০ একর। উক্ত তফসিলে এ যাবৎ মোট কতটি নাম জারী সম্পন্ন হয়েছে, কার কার নামে কত পরিমান জমি নাম জারী সম্পন্ন হয়েছে তার ক্রম অবস্থান তারিখসহ আমার প্রদত্ত অত্র সংযুক্ত ছক অনুযায়ী বিস্তারিত তথ্য সরবরাহের জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা হলো।**

০২। আবেদনটি দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) গ্রহণে অস্বীকার করে ফেরৎ দিলে অভিযোগকারী আপীল আবেদন না করেই {তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ১৩(১)(ক) অনুযায়ী} তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ২৫(১)(ক), ২৫(৪)-২৫(৯) ধারায় ২২-০৭-২০১৩ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করেন।

০৩। বিষয়টি কমিশনের ২৯-০৮-২০১৩ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ২৩-০৯-২০১৩ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৪। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী জনাব আলাউদ্দিন আল মাছুম ও তেজগাঁও সার্কেল, ঢাকা এর সহকারী কমিশনার ভূমি ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) উভয়ে উপস্থিত হয়ে তাদের বক্তব্য উপস্থাপন করেন। অভিযোগকারী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর নিকট ০১ নং অনুচ্ছেদে উল্লিখিত তথ্য চেয়ে আবেদন করেন। আবেদনটি দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) গ্রহণে অস্বীকার করে ফেরৎ দিলে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৫। তেজগাঁও সার্কেল, ঢাকা এর সহকারী কমিশনার ভূমি ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনাব মোহাম্মদ কাজী ফয়সাল তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, ভাটারা মৌজা তেজগাঁও সার্কেলের অন্তর্ভুক্ত নয়। অভিযোগকারীকে তার প্রার্থীত তথ্য গুলশান সার্কেল হতে সংগ্রহ করার জন্য মৌখিকভাবে পরামর্শ প্রদান করা হয়। ভাটারা মৌজা ২০১২ সালের ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত তেজগাঁও সার্কেলের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ২০১২ সালের মার্চ হতে গুলশান সার্কেলের অন্তর্ভুক্ত হয়।

(অঃ পৃঃ দ্রঃ)

০৬। অভিযোগকারীর তথ্য প্রাপ্তির আবেদন গ্রহণ করেননি কেন? কমিশনের এমন প্রশ্নের জবাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) বলেন যে, অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য তার কার্যালয়ে সংরক্ষিত নেই এবং তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারনা না থাকার কারণে অভিযোগকারীর তথ্য প্রাপ্তির আবেদন গ্রহণ করা হয়নি। এ বিষয়ে তিনি দুঃখ প্রকাশ ও ক্ষমা প্রার্থনা করেন। একই সাথে অবহিত করেন যে, অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য গুলশান সার্কেল হতে ইতোপূর্বে সরবরাহ করা হয়েছে। এ প্রেক্ষিতে অভিযোগকারী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, প্রদত্ত তথ্য তার প্রার্থীত ছক অনুযায়ী সরবরাহ করা হয়নি এবং রেজিষ্টার ৯ তেজগাঁও সার্কেলে আছে বলে গুলশান সার্কেল হতে অবহিত করা হয়েছে। এ বিষয়ে কমিশন উভয় পক্ষকে অবহিত করেন যে, ইচ্ছা-মাফিক নিজস্ব তৈরী ছকে তথ্য চাওয়া হলে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) সে অনুযায়ী তথ্য সরবরাহ করতে বাধ্য নয়।

০৭। অভিযোগকারীর তথ্য প্রাপ্তির আবেদনটি আজকেই গ্রহণ করে অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য রেজিষ্টার ৯ এ লিপিবদ্ধ থাকলে সে অনুসারে সরবরাহ করতে হবে, কমিশনের এমন মতামতের প্রেক্ষিতে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য রেজিষ্টার ৯ যাচাইপূর্বক সরবরাহের নিশ্চয়তা প্রদান করেন।

পর্যালোচনা।

অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) উভয়ের বক্তব্য শ্রবনান্তে এবং দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে অজ্ঞতাবশতঃ অভিযোগকারীর তথ্য প্রাপ্তির আবেদনটি গ্রহণ করেননি। তিনি এজন্য অনুতপ্ত ও ক্ষমা প্রার্থনা করেন। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কর্তৃক অভিযোগকারীর আবেদন আজকেই গ্রহণ করে প্রার্থীত তথ্য রেজিষ্টার ৯ যাচাইপূর্বক সরবরাহ করার নিশ্চয়তা প্রদান করায় অভিযোগটি নিষ্পত্তিযোগ্য মর্মে প্রতীয়মান হয়।

সিদ্ধান্ত।

বিস্তারিত পর্যালোচনান্তে নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদানপূর্বক অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো ঃ-

৬১। তথ্যের মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে আগামী ০৭-১০-২০১৩ তারিখ বা তদ্পূর্বে অভিযোগকারীকে তার প্রার্থীত তথ্য রেজিষ্টার ৯ যাচাইপূর্বক সরবরাহ করার জন্য তেজগাঁও সার্কেল, ঢাকা এর সহকারী কমিশনার ভূমি ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে নির্দেশনা দেয়া হলো।

৬২। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা-৯ এবং তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর বিধি-৮ অনুযায়ী সরবরাহকৃত তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থ ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ নং কোডে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে নির্দেশ দেয়া হলো।

৬৩। নির্দেশনাগুলো বাস্তবায়ন/প্রতিপালন করে তথ্য কমিশনকে অবহিত করার জন্য উভয়পক্ষকে বলা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)	**(মোহাম্মদ আবু তাহের)**	**(মোহাম্মদ ফারুক)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

[মিজান]

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ৭৮/২০১৩

অভিযোগকারী ঃ জনাব আলাউদ্দিন আল মাছুম
পিতা-মৃত মোঃ ইয়াকুব আলী
৬২৪/২ ইব্রাহীমপুর থানা
কাফরুল, ঢাকা।

প্রতিপক্ষ ঃ জনাব মোহাম্মদ কাজী ফয়সাল
সহকারী কমিশনার ভূমি
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)
তেজগাঁও সার্কেল, ১৪/২ তোপখানা রোড
ঢাকা-১০০০।

সিদ্ধান্তপত্র।

(তারিখ ঃ ২৩-০৯-২০১৩ ইং)

অভিযোগকারী ১৭-০৭-২০১৩ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে জনাব মোহাম্মদ কাজী ফয়সাল, সহকারী কমিশনার ভূমি ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), তেজগাঁও সার্কেল, ১৪/২ তোপখানা রোড, ঢাকা-১০০০ বরাবরে নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

- **ঢাকা জেলার অন্তর্গত বর্তমানে ভাটারা, সাবেক বাড্ডা, তৎপূর্বে গুলসান, তৎপূর্বে তেজগাঁও, তৎপূর্বে কেরানীগঞ্জ থানাধীন ভাটারা মৌজার এস. এ. খতিয়ান নং ১০২, এস. এ. দাগ নং ২৪৭৩, জমির পরিমান ৪৬ শতাংশ বা ০.৪৬০০ একর। হরি লক্ষী দাস্যা পতি মৃত অমান্য মিস্ত্রী এর নামে উক্ত এস. এ. ২৪৭৩ নং দাগের ৪৬ শতাংশ কাতে ২৩ শতাংশ ভূমি নাম জারী কেইস নং ৯৯১ তাং ০২-০১-১৯৭৫ মূলে এবং অতঃপর উক্ত ২৩ শতাংশ বা ০.২৩০০ একর ভূমি অজিহ উল্লাহ্ খান পিং মৃত মাওলানা আব্দুল আলী খান এর নামে নামজারী কেইস নং ১২৩২৪/৭৯-৮০ মূলে সম্পন্ন হয়েছে কিনা তারিখসহ তার বিস্তারিত তথ্য জানতে চাই। প্রকাশ থাকে যে, উক্ত তফসিলের বিষয় সহকারী কমিশনার ভূমি গুলসানসার্কেলের বর্তমান দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট জানতে চাইলে অত্র সংযুক্ত পত্রের মাধ্যমে জানান যে, সংশ্লিষ্ট নামজারী কেইসের নথি এবং রেজিষ্টার-৯ সহকারী কমিশনার (ভূমি) তেজগাঁও সার্কেলে আছে মর্মে জানান।**

০২। আবেদনটি দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) গ্রহণে অস্বীকার করে ফেরৎ দিলে অভিযোগকারী আপীল আবেদন না করেই {তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ১৩(১)(ক) অনুযায়ী} তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ২৫(১)(ক), ২৫(৪)-২৫(৯) ধারায় ২২-০৭-২০১৩ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করেন।

০৩। বিষয়টি কমিশনের ২৯-০৮-২০১৩ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ২৩-০৯-২০১৩ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৪। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী জনাব আলাউদ্দিন আল মাছুম ও তেজগাঁও সার্কেল, ঢাকা এর সহকারী কমিশনার ভূমি ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) উভয়ে উপস্থিত হয়ে তাদের বক্তব্য উপস্থাপন করেন। অভিযোগকারী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর নিকট ০১ নং অনুচ্ছেদে উল্লিখিত তথ্য চেয়ে আবেদন করেন। আবেদনটি দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) গ্রহণে অস্বীকার করে ফেরৎ দিলে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৫। তেজগাঁও সার্কেল, ঢাকা এর সহকারী কমিশনার ভূমি ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনাব মোহাম্মদ কাজী ফয়সাল তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, ভাটারা মৌজা তেজগাঁও সার্কেলের অন্তর্ভূক্ত নয়। অভিযোগকারীকে তার প্রার্থীত তথ্য গুলশান সার্কেল হতে সংগ্রহ করার জন্য মৌখিকভাবে পরামর্শ প্রদান করা হয়। ভাটারা মৌজা ২০১২ সালের ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত তেজগাঁও সার্কেলের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ২০১২ সালের মার্চ হতে গুলশান সার্কেলের অন্তর্ভুক্ত হয়।

(অঃ পৃঃ দ্রঃ)

০৬। অভিযোগকারীর তথ্য প্রাপ্তির আবেদন গ্রহণ করেননি কেন? কমিশনের এমন প্রশ্নের জবাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) বলেন যে, অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য তার কার্যালয়ে সংরক্ষিত নেই এবং তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারনা না থাকার কারণে অভিযোগকারীর তথ্য প্রাপ্তির আবেদন গ্রহণ করা হয়নি। এ বিষয়ে তিনি দুঃখ প্রকাশ ও ক্ষমা প্রার্থনা করেন। একই সাথে অবহিত করেন যে, অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য গুলশান সার্কেল হতে ইতোপূর্বে সরবরাহ করা হয়েছে। এ প্রেক্ষিতে অভিযোগকারী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, প্রদত্ত তথ্য তার প্রার্থীত ছক অনুযায়ী সরবরাহ করা হয়নি এবং রেজিষ্টার ৯ তেজগাঁও সার্কেলে আছে বলে গুলশান সার্কেল হতে অবহিত করা হয়েছে। এ বিষয়ে কমিশন উভয় পক্ষকে অবহিত করেন যে, ইচ্ছা-মাফিক নিজস্ব তৈরী ছকে তথ্য চাওয়া হলে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) সে অনুযায়ী তথ্য সরবরাহ করতে বাধ্য নয়।

০৭। অভিযোগকারীর তথ্য প্রাপ্তির আবেদনটি আজকেই গ্রহণ করে অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য রেজিষ্টার ৯ এ লিপিবদ্ধ থাকলে সে অনুসারে সরবরাহ করতে হবে, কমিশনের এমন মতামতের প্রেক্ষিতে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য রেজিষ্টার ৯ যাচাইপূর্বক সরবরাহের নিশ্চয়তা প্রদান করেন।

পর্যালোচনা।

অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) উভয়ের বক্তব্য শ্রবনান্তে এবং দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে অজ্ঞতাবশতঃ অভিযোগকারীর তথ্য প্রাপ্তির আবেদনটি গ্রহণ করেননি। তিনি এজন্য অনুতপ্ত ও ক্ষমা প্রার্থনা করেন। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কর্তৃক অভিযোগকারীর আবেদন আজকেই গ্রহণ করে প্রার্থীত তথ্য রেজিষ্টার ৯ যাচাইপূর্বক সরবরাহ করার নিশ্চয়তা প্রদান করায় অভিযোগটি নিষ্পত্তিযোগ্য মর্মে প্রতীয়মান হয়।

সিদ্ধান্ত।

বিস্তারিত পর্যালোচনান্তে নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদানপূর্বক অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো ঃ-

৬৪। তথ্যের মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে আগামী ০৭-১০-২০১৩ তারিখ বা তদ্‌পূর্বে অভিযোগকারীকে তার প্রার্থীত তথ্য রেজিষ্টার ৯ যাচাইপূর্বক সরবরাহ করার জন্য তেজগাঁও সার্কেল, ঢাকা এর সহকারী কমিশনার ভূমি ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে নির্দেশনা দেয়া হলো।

৬৫। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা-৯ এবং তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর বিধি-৮ অনুযায়ী সরবরাহকৃত তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থ ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ নং কোডে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে নির্দেশ দেয়া হলো।

৬৬। নির্দেশনাগুলো বাস্তবায়ন/প্রতিপালন করে তথ্য কমিশনকে অবহিত করার জন্য উভয়পক্ষকে বলা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)	**(মোহাম্মদ আবু তাহের)**	**(মোহাম্মদ ফারুক)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

[মিজান]

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)

এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা

শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ৭৯/২০১৩

অভিযোগকারী ঃ জনাব দেলাওয়ার বিন সিরাজ
পিতা-মৃত হাজী সিরাজ উদ্দিন
২/২ আরকে মিশন রোড (গিফট ভেলী)
ঢাকা-১২০৩।

প্রতিপক্ষ ঃ জনাব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান
উপ-মহাব্যবস্থাপক
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)
মিল্কভিটা, ১৩৯-১৪০ তেজগাঁও শি/এ
ঢাকা-১২০৮।

সিদ্ধান্তপত্র।

(তারিখ ঃ ২৩-০৯-২০১৩ ইং)

অভিযোগকারী ০৯-০৬-২০১৩ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে মিল্কভিটার উপ-মহাব্যবস্থাপক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনাব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান বরাবরে নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

- **মিল্কভিটার বর্তমান চেয়ারম্যান জনাব হাসিব খান তরুন দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকে কি কি সুযোগ সুবিধা গ্রহণ করেছেন, তার মধ্যে-**
  (১) গাড়ির ব্যবহার কয়টি, কত কিলোমিটার ও ফুয়েলের পরিমান বা উহার মূল্য।
  (২) ভ্রমণ, পরিদর্শন ও বিদেশ ভ্রমন বাবদ গৃহীত অর্থের খাতওয়ারী বিবরন।
  (৩) বিল অনুমোদন ও পাশের ক্ষমতা সীমা কত টাকা।
  (৪) কোন কোন তারিখে মিল্কভিটায় কতবার কোন কোন তারিখ পর্যন্ত চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করেন।
  (৫) দায়িত্ব পালন কালীন আপ্যায়ন, ফ্যাক্স, ফোন ও বিবিধ ব্যয়ের পরিমান কত।
  (৬) বিধি বর্হিভূত সুযোগ সুবিধা গ্রহণের বিবরণ (যদি থাকে) ইত্যাদির বিস্তারিত বিবরণ ও টাকা গ্রহণের ক্ষেত্রে চেক নম্বর উল্লেখ সহ টাকার পরিমানের লিখিত বিবরণী ও চেকের কাউন্টার ফটো কপি।

০২। উক্ত আবেদনের প্রেক্ষিতে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) ১৭-০৬-২০১৩ তারিখের মিই/পউজ/তথ্য-২৬/২০১৩/৪৪৯ নং স্মারকে প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করা সম্ভব নয় মর্মে জানান। পরবর্তীতে অভিযোগকারী ১৮-০৬-২০১৩ তারিখে মিল্কভিটার চেয়ারম্যান ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) জনাব হাসিব খান বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তিনি ২২-০৭-২০১৩ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন। তিনি আরো উল্লেখ করেন যে, তথ্য কমিশনে অভিযোগ নং ২৯/২০১৩ এর বিগত ২৯-০৫-২০১৩ তারিখের আদেশ অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) পূর্বের 'ক' দফার তথ্য প্রদান করলেও 'খ' দফায় যে তথ্য সরবরাহ করেছেন তা অসম্পূর্ণ ও বিভ্রান্তিকর।

০৩। বিষয়টি কমিশনের ২৯-০৮-২০১৩ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ২৩-০৯-২০১৩ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৪। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী জনাব দেলাওয়ার বিন সিরাজ, মিল্কভিটার উপ-মহাব্যবস্থাপক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) উভয়ে উপস্থিত হয়ে তাদের বক্তব্য উপস্থাপন করেন। অভিযোগকারী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর নিকট ০১ নং অনুচ্ছেদে উল্লিখিত তথ্য চেয়ে আবেদন করেন। ব্যক্তিগত তথ্য বিবেচনায় দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) তথ্য প্রদানে অপারগতা প্রকাশ করেন। পরবর্তীতে তিনি আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন। তিনি আরও বলেন যে, তথ্য কমিশনের ২৯/২০১৩ নং অভিযোগের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) 'খ' দফায় যে তথ্য সরবরাহ করেছেন তা অসম্পূর্ণ ও বিভ্রান্তিকর। তাকে ৭৬ (ছিয়াত্তর) টি কোম্পানির তথ্য সরবরাহ করা হয়েছে। অবশিষ্ট ১৭ (সতের) টি কোম্পানির তথ্য প্রদান করা হয়নি।

(অঃ পৃঃ দ্রঃ)

০৫। মিল্কভিটার উপ-মহাব্যবস্থাপক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনাব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য ব্যক্তিগত তথ্য হওয়ায় তা প্রদান করা সম্ভব হয়নি। অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী প্রদানে কোন বাধা নেই মর্মে কমিশন মন্তব্য করেন। কমিশনের মতামতের প্রেক্ষিতে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জবাব প্রস্তুত করার জন্য সময় চেয়ে আবেদন করেন। মিল্কভিটার উপ-মহাব্যবস্থাপক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনাব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান এর প্রার্থীত সময়ের আবেদন কমিশন কর্তৃক সহৃদয়তার সাথে বিবেচনাপূর্বক তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা ২৫ এর উপধারা ১১(ঊ) অনুযায়ী অভিযোগকারীর রাহা-খরচ বাবদ ২০০/- (দুই শত) টাকা পরিশোধ সাপেক্ষে জবাব প্রদানের জন্য সময়ের আবেদন মঞ্জুর করা হয়। সময় মঞ্জুরের প্রেক্ষিতে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তথ্য প্রদানের এবং অভিযোগকারী কর্তৃক ১৭ (সতের) টি কোম্পানির নামের তালিকা সরবরাহ করা হলে, সে সকল তথ্য অভিযোগকারীকে সরবরাহ করা হবে বলে নিশ্চয়তা প্রদান করেন।

পর্যালোচনা।

অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) উভয়ের বক্তব্য শ্রবনান্তে এবং দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) অভিযোগকারীর বর্তমানে দাখিলকৃত আবেদনের প্রার্থীত তথ্য ব্যক্তিগত তথ্য বিবেচনায় প্রদান করা হয়নি। পূর্বের 'খ' দফায় ৭৬ (ছিয়াত্তর) টি কোম্পানির তথ্য সরবরাহ করা হয়েছে। কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অবশিষ্ট ১৭ (সতের) টি কোম্পানির নামের তালিকা অভিযোগকারী কর্তৃক সরবরাহ করা হলে, তথ্য প্রাপ্তির বর্তমান আবেদনে উল্লিখিত তথ্যাদিসহ সকল তথ্যাদি সরবরাহ করার বিষয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কর্তৃক নিশ্চয়তা প্রদান করায় অভিযোগটি নিস্পত্তিযোগ্য মর্মে প্রতীয়মান হয়।

সিদ্ধান্ত।

বিস্তারিত পর্যালোচনান্তে নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদানপূর্বক অভিযোগটি নিস্পত্তি করা হলো ঃ-

১। তথ্যের মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে আগামী ২৫-০৯-২০১৩ তারিখ বা তদ্‌পূর্বে অভিযোগকারীকে তার প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করার জন্য মিল্কভিটার উপ-মহাব্যবস্থাপক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে নির্দেশনা দেয়া হলো।

২। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা-৯ এবং তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর বিধি-৮ অনুযায়ী সরবরাহকৃত তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থ ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ নং কোডে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে নির্দেশ দেয়া হলো।

৩। নির্দেশনাগুলো বাস্তবায়ন/প্রতিপালন করে তথ্য কমিশনকে অবহিত করার জন্য উভয়পক্ষকে বলা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)	**(মোহাম্মদ আবু তাহের)**	**(মোহাম্মদ ফারুক)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

[মিজান]

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ৮০/২০১৩

অভিযোগকারী ঃ জনাব মোঃ হারুনার রশীদ জমাদ্দার
পিতা-মরহুম মোঃ রফিক উদ্দিন জমাদ্দার
মল্লিকা-১,
ইস্কাটনগার্ডেন অফিসার্স কোয়ার্টার
ইস্কাটন গার্ডেন রোড, ঢাকা-১০০০।

প্রতিপক্ষ ঃ জনাব মোঃ সাব্বির হোসেন
সহকারী ম্যানেজার
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)
কোর্ট অব ওয়ার্ডস ঢাকা নওয়াব এস্টেট
ভূমি সংস্কার বোর্ড, ঢাকা।

সিদ্ধান্তপত্র।

(তারিখ ঃ ২৩-০৯-২০১৩ ইং)

অভিযোগকারী ০৫-০৫-২০১৩ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে ভূমি সংস্কার বোর্ডের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) বরাবরে নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

ঢাকার নওয়াব এস্টেট কোর্ট অফ ওয়ার্ডস- এর সি এ-রোল ও অন্যান্য তথ্য সমূহ-

১. **নওয়াব এস্টেট কোর্ট অফ ওয়ার্ডস এর সি, এ-রোল (Compensation Assessment -roll) এর কপি।**
২. **নওয়াব এস্টেট- কোর্ট অফ ওয়ার্ডস এর মূল মালিকের নাম কি?**
৩. **ঢাকা জেলার প্রাক্তন ডেমরা হালে যাত্রাবাড়ী থানার দনিয়া মৌজার সি এস খতিয়ান নং-৭, এস এ খতিয়ান নং-৬, দাগ নং-৮৯৫, ৮৯৬, ৮৯৭ এবং ৮৯৮ আর এস খতিয়ান নং-৪৬ এর সমন্বয় এর সম্পত্তির মালিক কে কে? তাদের নাম ও ঠিকানা।**
৪. **কত একর সম্পত্তির সমন্বয়ে ঢাকার নওয়াব এস্টেট কোর্ট অফ ওয়ার্ডস গঠিত? এই সম্পত্তির মালিক ভূমি সংস্কার বোর্ড কিনা ? হলে কোন আইন/বিধি মোতাবেক?**
৫. **এ পর্যন্ত এই সম্পত্তির জন্য প্রতি বছর কি সরকারকে খাজনাসহ অন্যান্য কর পরিশোধ করা হয়েছে? হলে তার কপি।**
৬. **এ সম্পত্তি কি কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিকট বিক্রয় কিংবা ইজারা প্রদান করে হস্তান্তর করা হয়েছে? হরে তার তথ্য।**
৭. **এই সম্পত্তি কি আপনাদের দখলে আছে? থাকলে এর উপর কোন স্থাপনা আছে কিনা?**

০২। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রার্থীত তথ্য না পেয়ে অভিযোগকারী ০৯-০৬-২০১৩ তারিখে ভূমি সংস্কার বোর্ডের চেয়ারম্যান ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তিনি ২২-০৭-২০১৩ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৩। বিষয়টি কমিশনের ২৯-০৮-২০১৩ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ২৩-০৯-২০১৩ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৪। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী জনাব মোঃ হারুনার রশীদ জমাদ্দার, কোর্ট অব ওয়ার্ডস ঢাকা নওয়াব এস্টেটের সহকারী ম্যানেজার ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) উভয়ে উপস্থিত হয়ে তাদের বক্তব্য উপস্থাপন করেন। অভিযোগকারী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর নিকট ০১ নং অনুচ্ছেদে উল্লিখিত তথ্য চেয়ে আবেদন করেন। তথ্য না পেয়ে তিনি আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন। অভিযোগ দাখিলের পর স্বাক্ষর ও সীল ছাড়া আংশিক তথ্য সরবরাহ করা হয়েছে।

(অঃ পৃঃ দ্রঃ)

০৫। কোর্ট অব ওয়ার্ডস ঢাকা নওয়াব এস্টেটের সহকারী ম্যানেজার ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনাব মোঃ সাব্বির হোসেন তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, ভূমি সংস্কার বোর্ডে তথ্য প্রাপ্তির আবেদন করা হয়েছে পরবর্তীতে ভূমি সংস্কার বোর্ড হতে অভিযোগকারীর তথ্য প্রাপ্তির আবেদনটি তার কার্যালয়ে প্রেরণ করা হয়। অভিযোগকারীকে তার প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করা হয়েছে। কিন্তু ভুলবশতঃ সরবরাহকৃত তথ্যে স্বাক্ষর ও সীল দেয়া হয়নি। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) অভিযোগকারীকে পুনরায় সীল স্বাক্ষরসহ তথ্য সরবরাহ করার নিশ্চয়তা প্রদান করেন।

০৬। কোর্ট অব ওয়ার্ডস ঢাকা নওয়াব এস্টেটের এর দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) বরাবর তথ্য প্রাপ্তির আবেদন না করার কারণ অভিযোগকারীর নিকট কমিশন জানতে চাইলে, তিনি অবহিত করেন যে, কোর্ট অব ওয়ার্ডস কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) নিয়োগ না করায় এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে তা জানতে না পারায় ভূমি সংস্কার বোর্ডের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর নিকট আবেদন করেছিলেন।

পর্যালোচনা।

অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) উভয়ের বক্তব্য শ্রবনান্তে এবং দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কর্তৃক অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করা হয়েছে। কিন্তু ভুলবশতঃ সরবরাহকৃত তথ্যে স্বাক্ষর ও সীল দেয়া হয়নি। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) অভিযোগকারীকে পুনরায় সীল স্বাক্ষরসহ তথ্য সরবরাহ করার নিশ্চয়তা প্রদান করায় অভিযোগটি নিষ্পত্তিযোগ্য মর্মে প্রতীয়মান হয়।

সিদ্ধান্ত।

নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদানপূর্বক অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো ঃ-

৬৭। তথ্যের মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে আগামী ৩০-০৯-২০১৩ তারিখ বা তদ্‌পূর্বে অভিযোগকারীকে তার প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করার জন্য কোর্ট অব ওয়ার্ডস ঢাকা নওয়াব এস্টেটের সহকারী ম্যানেজার ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে নির্দেশনা দেয়া হলো।

৬৮। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা-৯ এবং তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর বিধি-৮ অনুযায়ী সরবরাহকৃত তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থ **১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭** নং কোডে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে নির্দেশ দেয়া হলো।

৬৯। নির্দেশনাগুলো বাস্তবায়ন/প্রতিপালন করে তথ্য কমিশনকে অবহিত করার জন্য উভয়পক্ষকে বলা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)	**(মোহাম্মদ আবু তাহের)**	**(মোহাম্মদ ফারুক)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

[মিজান]

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ৮১/২০১৩

অভিযোগকারী ঃ জনাব মোঃ আব্দুল হাকিম
পিতা-মরহুম মমিন উদ্দিন হাওলাদার
গ্রাম-বলিয়ারকাঠী
পোঃ-খলিসাকোটা, ভায়া চাখার
উপজেলা-বানারীপাড়া, জেলা-বরিশাল।

প্রতিপক্ষ ঃ দায়িত্বপ্রাপ্ত তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তা
উপকূলীয় বিভাগীয় বন কর্মকর্তার
কার্যালয় চট্টগ্রাম, জেলা-চট্টগ্রাম।

সিদ্ধান্তপত্র।

(তারিখ ঃ ২৩-০৯-২০১৩ ইং)

অভিযোগকারী ২১-০৫-২০১৩ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে উপকূলীয় বিভাগীয় বন কর্মকর্তার কার্যালয় চট্টগ্রাম এর দায়িত্বপ্রাপ্ত তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তা বরাবরে রেজিস্টার্ড ডাকযোগে নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

১. **মাননীয় মন্ত্রী পরিষদের ২২-০৫-১৯৮৩ তারিখের গৃহীত সিদ্ধান্ত এবং সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের ১৩-০৬-১৯৮৩ তারিখের ই. ডি. এস এ ১-৩/৮৩-২৫৭(১০০) নং স্মারকের সুস্পষ্ট নির্দেশনা। খুলনার বন সংরক্ষক কর্তৃক লংঘনপূর্বক ১৮-০৫-১৯৮৫ তারিখের ৭৪/পি বদলীর আদেশের পরিপ্রেক্ষিতে চাঁদপাই রেঞ্জ কর্মকর্তা কর্তৃক স্মারক নং ৭৩১/চাপা-৫ দ্বারা ০৭-০৬-১৯৮৫ তারিখে আমাকে কার্য্যাব্যহতি প্রদান করায়। সংবিধানের ৯(১০) নং অনুচ্ছেদের বিধান অনুযায়ী আমার প্রাপ্য যোগদান কালীন সময়ের মধ্যে ১০-০৬-১৯৮৫ তারিখ চাকুরী বিধির ২৯৯ ও ৩০০ ধারার বিধান মোতাবেক সরকারী ডাক্তারের সনদ পত্র দাখিল করিয়া যোগদানের জন্য সময় চাহিয়া চট্টগ্রামের উপকুলীয়বিভাগীয় বন কর্মকর্তার নিকট রেজিষ্ট্রি ডাকযোগে আবেদন প্রেরণ করি। তিনি আমার আবেদন গ্রহণ করিয়া চাকুরী বিধির ২৯৯ ও ৩০০ ধারামতে আমাকে যোগদানের জন্য সময় না দিয়া। তিনি যে আইনে আমাকে ২০-০৮-১৯৮৫ তারিখে সাসপেনসন করিয়া যে আইনে আদেশ পত্রটি আমাকে প্রদান না করিয়া।যে আইনে তাহার অফিসে গোপন রেখেছিলেন। আমি সেই আইনের সঠিক তথ্য পেতে চাই। কারন আদেশ সরবরাহ করার পক্ষে প্রাপ্তী স্বিকার পত্র আইনে প্রামান্য দলিল।**

২. **১৯৮৫ সনের সরকারী শৃঙ্খলা ও আপীল বিধির ১১(২) উপধারা মতে সাসপেনসনের আদেশের ৩০ দিনের মধ্যে বিধির ৭(১) ধারামতে আমাকে কারন দর্শানোর কোন নির্দেশ প্রদান না করায়। সাসপেনসন আদেশ ২০-০৯-১৯৮৫ তারিখে আপনা আপনি বাতিল বলিয়া গণ্য হওয়ায়। বিভাগীয় বন কর্মকর্তা কর্তৃক যে আইনে আমাকে বেকসুর খালাস ঘোষনা পূর্বক কাজে যোগদানের নির্দেশ না দিয়া। তিনি যে আইনের বিধান মতে সাসপেনসন আদেশের দীর্ঘ ১২০ দিন পর ১৭-১২-১৯৮৫ তারিখের ২৯৮ ও ২৯৯ নং অফিস আদেশ দ্বারা বাতিলকৃত ১৯৮৪ সনের বিধির বিধিবহির্ভূত ধারায় আমার বিরুদ্ধে প্রসিডিং মামলা রুজু পূর্বক সাময়িকভাবে বরখাস্ত কৃত কর্মকর্তাকে তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করিয়া তদন্ত কাজ পরিচালনার নির্দেশ দিয়াছিলেন। আমি সেইসব আইনের সার্বিক তথ্য পেতে চাই।**

৩. **আমার বিরুদ্ধে ১৭-১২-১৯৮৫ তারিখের বাতিলকৃত বিধিতে রুজুকৃত প্রসিডিং মামলা তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ ১৯৮৫ সনের বিধিমালার ১ বিধি ও বিধিমালার ৭(১)(২) উপধারামতে এবং সর্বোচ্চ আদালতে ২৯ ডি এল আর (সু) ৪৩ পৃষ্ঠার, ২০ ড্রিু আর ৬৮০, ৭৩২ ও ৭৭২ পৃষ্ঠার এবং পিএলডি ১৯৬৪ পেশওয়ার ১৪৮ পৃষ্ঠার প্রদত্ত সিদ্ধান্তমতে অবৈধ বলিয়া গণ্য হওয়া সত্বেও। বিভাগীয় বন কর্মকর্তা কর্তৃক যে আইনে আমাকে বেকসুর খালাস ঘোষনা পূর্বক ২৫২-০৬-১৯৮৬ তারিখের মধ্যে কাজে যোগদানের কোন নির্দেশ না দিয়া। যে আইনে ২২-০৬-১৯৮৬ তারিখের ১০৫৭/৫-১২ নং স্মারক পত্র দ্বারা আমাকে ১০ দিনের মধ্যে কাজে যোগদানের নির্দেশ দিয়েছিলেন। আমি সেই আইনের সার্বিক তথ্য পেতে চাই।**

৪. **আমি ২২-০৬-১৯৮৬ তারিখের নির্দেশ মোতাবেক কাজে যোগদানের জন্য শারিরীক সুস্থতার সনদপত্র সংগ্রহের জন্য খুলনার সিভিল সার্জনের সম্মূখে ২৮-০৬-১৯৮৬ তারিখ উপস্থিত হইলে। তিনি আমাকে পরীক্ষা নিরীক্ষা করিয়া ২৯-০৬-১৯৮৬ তারিখ হইতে চার সপ্তাহের বিশ্রামে থাকার সনদপত্র প্রদান করেন। যাহা আমি ৩০-০৬-১৯৮৬ তারিখে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে বিভাগীয় বন কর্মকর্তাকে আবেদনের মাধ্যমে অবহিত করি। তিনি যে**

আইনের বিধানমতে সিভিল সার্জনের প্রদত্ত সনদপত্র অগ্রাহ্য করিয়া যে আইনের বিধানমতে ১৯৭৯ সনের সরকারী কর্মচারী বিশেষ ব্যবস্থা অধ্যাদেশের ৫(৪) ধারার এবং সর্বোচ্চ আদালতের ৩০ ডি এল আর (সু) ৯৬ পৃষ্ঠার এবং ২৭ ডি এল আর ৪২৮ পৃষ্ঠার প্রদত্ত সিদ্ধান্তমতে আমাকে কারন দর্শানোর কোন নোটিশ না দিয়া। তিনি যে আইনে আমাকে ১৭-০৭-১৯৮৬ তারিখের ১৩১ নং অফিস দ্বারা কত তারিখ হইতে ডিজারসন তাহা উল্লেখ না করিয়া পুনরায় নতুন করিয়া আতিরিক্ত ডিজারসনের অভিযোগে সাসপেনসন করেছিলেন। আমি সেই আইনের সার্বিক তথ্য পেতে চাই।

৫. উচ্চ আদালতের উল্লেখিত সিদ্ধান্তমতে ১৭-০৭-১৯৮৬ তারিখের সাসপেনসনস আদেশ অবৈধ বলিয়া গণ্য হওয়া সত্তেও এবং ১৯৮৫ সনের বিধিমালার ১১(২) উপধারামতে সাসপেনসন আদেশ ১৮-০৮-১৯৮৬ তারিখে আপনা আপনি বাতিল হওয়ার পরেও বিভাগীয় কর্মকর্তা কর্তৃক যে আইনের বিধানমতে আমাকে কাজে যোগদানের নির্দেশ না দিয়া। এবং যে আইনের বিধান মতে বিধিমালার ৭(১) (২) উপধারার এবং সর্বোচ্চ আদালতের ২৯ ডি.এল.আর (সু)৪৩ পৃষ্টার ও ২০ ডি.এল.আর ৬৮০,৭৩২,৭৭২ পৃষ্টার এবং পি.এল.ডি ১৯৬৪ পেশওয়ার ১৪৮ পৃষ্টার প্রদত্ত সিদ্ধান্ত মতে আমাকে কারণ দর্শানোর কোন নোটিশ না দিয়া তিনি যে আইনে ১৭/৭/৮৬ তারিখের ১৩১ নং অফিস আদেশের সাসপেনসন আদেশের দীর্ঘ ৫২ দিন পর ০৬-০৯-৮৬ তারিখের ৬২ নং অফিস দ্বারা আমার বিরুদ্ধে প্রসিডিং মামলা রুজু পূর্বক তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করিয়া। যে আইনে প্রদত্ত কর্মকর্তার নিকট প্রথম কারণ দর্শানোর নির্দেশ দিয়াছিলেন। আমি সেই সব আইনের সঠিক তথ্য পেতে চাই।

৬. বিধিমালার ৭(২) ধারার বহির্ভূত নিয়োগকৃত তদন্ত কর্মকর্তার তদন্ত কাজ পরিচালনার আইনগত ক্ষমতা ও এখতিয়ার না সত্ত্বেও। বিভাগীয় বন কর্মকর্তা যে আইনের বিধান দ্বারা বিধিমালার ৭(৪) ও ১০ ধারা মতে এবং সর্বোচ্চ আদালতের ৩২ ডি.এল.আর (এডি) ৪৭ পৃষ্ঠার সিদ্ধান্ত মতে তদন্ত কাজ পরিচালনা না করাইয়া। ০৪-১০-৮৬ তারিখে আমার অনুপস্থিতিতে স্বাক্ষীর স্বাক্ষ্য গ্রহণ ছাড়া একদিনের মধ্যে তদন্ত কাজ সমাধা করাইয়া ছিলেন। আমি সেই আইনের সঠিক তথ্য পেতে চাই।

বিধিমালার ৭(২) ধারার বহির্ভূত নিয়োগকৃত কর্মকর্তার তদন্ত কাজ পরিচালনার আইনগত ক্ষমতা না থাকায় এবং তাহার দ্বারা তদন্ত কাজ পরিচালনা বিধিমালার ৭(৪) ও ১০ ধারার এবং ক্ষমতা বহির্ভূত হওয়ার কারণে। বিভাগীয় কর্মকর্তা কর্তৃক তাহার ১৬-১০-৮৬ তারিখের ১৮৬ নং অফিস আদেশের ২য় কারণ দর্শানের নির্দেশের সংগে বিধির ৭(৫) ধারা মতে অবৈধ কর্মকর্তার অবৈধ তদন্ত প্রতিবেদনের অনুলিপি আমাকে প্রদান না করার ব্যর্থতার কারণে উচ্চ আদালতের ৩২ ডি.এল.আর ২২৪ পৃষ্ঠার সিদ্ধান্তমতে অপসারন আদেশ বাতিল বলিয়া গণ্য হওয়া সত্ত্বেও। এবং মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগের ২৯৮/৯৪ নং মামলার ০৬-০৪-৯৫ তারিখের সিদ্ধান্ত মতে বিভাগীয় বন কর্মকর্তার আমার বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণের আইনগত ক্ষমতা না থাকার পরেও।

বিভাগীয় বন কর্মকর্তা যে আইনের বিধানমতে ৩০-১০-৮৬ তারিখের ১৯৪ নং অফিস আদেশ দ্বারা বাতিল কৃত সাসপেনসন আদেশ ২৯-১০-৮৬ তারিখ পর্যন্ত বলবৎ রাখিয়া। আবার যে আইনের বিধান মতে সংবিধানের ৩১ ও ৩২ নং অনুচ্ছেদের মৌলিক অধিকার ও মানবাধিকারের ৫ ধারার বিধান লজ্ঘন পূর্বক যে আইনের বিধানমতে ৩০-১০-৮৬ তারিখের ১৯৪ নং অফিস আদেশ দ্বারা দীর্ঘ ১৮ বছরের রুটি ও রুজির চাকুরী হইতে নির্মমভাবে অপসারন করেছিলেন। সেই সব আইনের সার্বিক তথ্য পেতে চাই।

৭. বি.এম আর ৭১ ধারা মতে এবং সংবিধানের ৫৩ নং অনুচ্ছেদে বলা আছে যে, সরকারী কর্মচারী সাময়িক বরখাস্ত থাকা কালীন সময়ের খোরাকী পাইবে। তাহা সরকার বা কোন কর্তৃপক্ষ খর্ব করিতে পারিবে না বিধান থাকা সত্ত্বেও। বিভাগীয় বনকর্মকর্তা কর্তৃক ৩০-১০-৮৬ তারিখের ১৯৪ নং আদেশের বলবৎ কৃত সাময়িক বরখাস্ত কালীন সময়ের প্রাপ্ত খোরাকী ভাতা যে আইনের বিধান মতে আজ পর্যন্ত আটক রেখেছেন আমি সেই আটক রাখার আইনের সার্বিক তথ্য সহ সমূদয় তথ্য পেতে চাই।

০২। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রার্থীত তথ্য না পেয়ে অভিযোগকারী ১৮-০৬-২০১৩ তারিখে উপকূলীয় বন বিভাগ চট্টগ্রাম এর বিভাগীয় বন কর্মকর্তা ও আপীল কর্তপক্ষ (আরটিআই) বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তিনি ২৩-০৭-২০১৩ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৩। বিষয়টি কমিশনের ২৯-০৮-২০১৩ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ২৩-০৯-২০১৩ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

(অঃ পৃঃ দ্রঃ)

০৪। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী জনাব মোঃ আব্দুল হাকিম লিখিত জবাব প্রদান করে অনুপস্থিত ও উপকূলীয় বিভাগীয় বন কর্মকর্তার কার্যালয় চট্টগ্রাম এর দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) অনুপস্থিত। কিন্তু দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা

(আরটিআই) এর পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী জনাব ফরিদুল আলম উপস্থিত। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী জবাব দাখিলের জন্য সময়ের আবেদন করেন।

০৫। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা ২ (ক) অনুযায়ী উপকূলীয় বিভাগীয় বন কর্মকর্তার কার্যালয় চট্টগ্রাম এর দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর ঊর্ধ্বতন আপীল কর্তৃপক্ষ চট্টগ্রাম সার্কেলের বন সংরক্ষক। আপীল আবেদন যথাযথ আপীল কর্তৃপক্ষ এর নিকট না করার কারণে তথ্য অধিকার আইনানুযায়ী অভিযোগটি কমিশন কর্তৃক গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হয়নি।

পর্যালোচনা।

অভিযোগকারীর দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, অভিযোগকারী যথাযথ আপীল কর্তৃপক্ষ বরাবরে আপীল আবেদন করেননি। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা ২ (ক) অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) উপকূলীয় বিভাগীয় বন কর্মকর্তার কার্যালয় চট্টগ্রাম এর আপীল কর্তৃপক্ষ চট্টগ্রাম সার্কেলের বন সংরক্ষক। আপীল আবেদন যথাযথ আপীল কর্তৃপক্ষ এর নিকট না করার কারণে তথ্য অধিকার আইনানুযায়ী অভিযোগটি কমিশন কর্তৃক গ্রহণযোগ্য নয়। অভিযোগকারীকে সঠিক আপীল কর্তৃপক্ষ বরাবরে আপীল আবেদন করার পরামর্শ প্রদানপূর্বক অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা যেতে পারে।

সিদ্ধান্ত।

বিস্তারিত পর্যালোচনান্তে নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদানপূর্বক অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো ঃ-

যেহেতু, অভিযোগকারী সঠিক আপীল কর্তৃপক্ষ বরাবরে আপীল আবেদন করেননি, সেহেতু, অভিযোগকারীকে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা ২ (ক) অনুযায়ী চট্টগ্রাম সার্কেলের বন সংরক্ষক বরাবরে আপীল আবেদন করার নির্দেশনা দিয়ে অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)	**(মোহাম্মদ আবু তাহের)**	**(মোহাম্মদ ফারুক)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

[মিজান]

তথ্য কমিশন
প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ৮২/২০১৩

অভিযোগকারী ঃ মাওঃ ক্বারী মোঃ ইলিয়াছ
পিতা-ক্বারী হাসমত আলী
গ্রাম+পোষ্ট-মেছেরা
পোষ্ট কোড নং-২৩০০
হোসেনপুর, কিশোরগঞ্জ।

প্রতিপক্ষ ঃ জনাব মোঃ নুরুল ইসলাম তালুকদার
সাব-রেজিস্ট্রার নান্দাইল
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)
সাব-রেজিস্ট্রার নান্দাইল, ময়মনসিংহ।

সিদ্ধান্তপত্র।

(তারিখ ঃ ২৩-০৯-২০১৩ ইং)

অভিযোগকারী ১১-০৩-২০১৩ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে ময়মনসিংহ জেলার সাব-রেজিস্ট্রার নান্দাইল ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনাব মোঃ নুরুল ইসলাম তালুকদার বরাবরে নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

- **জেলা রেজিস্ট্রার হইতে ২৭১১ স্মারকে তারিখ ১৩-১০-২০১০ ইং সাব-রেজিস্ট্রার বরাবর পত্রের প্রতিবেদন চাই।**

০২। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রার্থীত তথ্য না পেয়ে অভিযোগকারী ১২-০৬-২০১৩ তারিখে ময়মনসিংহ জেলার জেলা রেজিস্ট্রার ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) জনাব আনোয়ারুল ইসলাম বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তিনি ২৪-০৭-২০১৩ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৩। বিষয়টি কমিশনের ২৯-০৮-২০১৩ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ২৩-০৯-২০১৩ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৪। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী মাওঃ ক্বারী মোঃ ইলিয়াছ ও ময়মনসিংহ জেলার সাব-রেজিস্ট্রার নান্দাইল ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনাব মোঃ নুরুল ইসলাম তালুকদার উভয়ে অনুপস্থিত। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর পক্ষে নিয়োজিত বিজ্ঞ আইনজীবী জনাব এস.এম. আরিফ মন্ডল উপস্থিত হয়ে তার বক্তব্য উপস্থাপন করেন। তিনি তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, আপীল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক তথ্য প্রদানের নির্দেশনা প্রাপ্ত হয়ে অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য অভিযোগকারীকে প্রেরণ না করে ভুলবশতঃ আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) বরাবরে প্রেরণ করা হয়েছে। অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য প্রস্তুত রয়েছে, কমিশনের নির্দেশনা অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর পক্ষে নিয়োজিত বিজ্ঞ আইনজীবী তথ্য সরবরাহ করার নিশ্চয়তা প্রদান করেন।

পর্যালোচনা।

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর পক্ষে নিয়োজিত বিজ্ঞ আইনজীবীর বক্তব্য শ্রবনান্তে এবং দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য ভুলবশতঃ আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) বরাবর প্রেরণ করা হয়েছে। অভিযোগকারীকে প্রেরণ করা হয়নি। প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করার জন্য প্রস্তুত আছে। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর পক্ষে নিয়োজিত বিজ্ঞ আইনজীবী অভিযোগকারীকে তার প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করার নিশ্চয়তা প্রদান করায় অভিযোগটি নিষ্পত্তিযোগ্য মর্মে প্রতীয়মান হয়।

(অঃ পৃঃ দ্রঃ)

সিদ্ধান্ত।

বিস্তারিত পর্যালোচনান্তে নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদানপূর্বক অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো ঃ-

৭০। তথ্যের মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে আগামী ০৭-১০-২০১৩ তারিখ বা তদ্‌পূর্বে অভিযোগকারীকে তার প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করার জন্য ময়মনসিংহ জেলার সাব-রেজিস্ট্রার নান্দাইল ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে নির্দেশনা দেয়া হলো।

৭১। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা-৯ এবং তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর বিধি-৮ অনুযায়ী সরবরাহকৃত তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থ ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ নং কোডে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে নির্দেশ দেয়া হলো।

৭২। নির্দেশনাগুলো বাস্তবায়ন/প্রতিপালন করে তথ্য কমিশনকে অবহিত করার জন্য উভয়পক্ষকে বলা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)	**(মোহাম্মদ আবু তাহের)**	**(মোহাম্মদ ফারুক)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

[মিজান]

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ৮৩/২০১৩

অভিযোগকারী ঃ জনাব ফেরদৌস হাসান
পিতা-মোঃ হাসান আলী শেখ
জেসি রোড, ধানবান্ধি, সিরাজগঞ্জ।

প্রতিপক্ষ ঃ ০১। ডাঃ পারভেজ
উপ-পরিচালক (সংস্থাপন)
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)
প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর
মিরপুর-২, ঢাকা-১২১৬।
০২। মহাপরিচালক
প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর
মিরপুর-২, ঢাকা-১২১৬।
০৩। রেবেকা সুলতানা
সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রশা-১)
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
ঢাকা।

সিদ্ধান্তপত্র।

(তারিখ ঃ ০৬-১০-২০১৩ ইং)

অভিযোগকারী জনাব ফেরদৌস হাসান ২৯-০৭-২০১৩ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন। অভিযোগে তিনি উল্লেখ করেন যে, তথ্য কমিশনে তার দায়েরকৃত ৩৮/২০১৩ নং অভিযোগের প্রেক্ষিতে ২৪-০৬-২০১৩ তারিখে শুনানী গ্রহণান্তে কমিশন কর্তৃক প্রদত্ত সিদ্ধান্ত মোতাবেক নির্ধারিত ১৫-০৭-২০১৩ তারিখের মধ্যে প্রতিপক্ষ বাস্তবায়ন/প্রতিপালন না করায় প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে কমিশনের নির্দেশ অবমাননার জন্য অভিযোগ দায়ের করেন।

০২। বিষয়টি কমিশনের ২৯-০৮-২০১৩ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ১৫-০৯-২০১৩ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৩। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী জনাব ফেরদৌস হাসান, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) ডাঃ পারভেজ হাজির। অভিযোগকারী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তথ্য কমিশনে দায়েরকৃত ৩৮/২০১৩ নং অভিযোগের প্রেক্ষিতে ২৪-০৬-২০১৩ তারিখে শুনানী গ্রহণান্তে কমিশন কর্তৃক প্রদত্ত সিদ্ধান্ত মোতাবেক নির্ধারিত ১৫-০৭-২০১৩ তারিখের মধ্যে প্রতিপক্ষ বাস্তবায়ন/প্রতিপালন না করায় তিনি পুনরায় অভিযোগ দাখিল করেন।

০৪। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) ও উপ-পরিচালক (সংস্থাপন) ডাঃ পারভেজ তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, শুনানীর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়কে অভিযোগকারীর তথ্য প্রদানের বিষয়ে মতামত প্রদানের জন্য পত্র প্রেরণ করা হয়েছিল। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব তার প্রেরিত পত্রে উল্লেখ করেন যে, নিয়োগ পরীক্ষার লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার নম্বর গোপনীয় বিষয় বিধায় তা জনসমক্ষে প্রকাশযোগ্য নয়। এজন্য অভিযোগকারীর তথ্য সরবরাহ করা সম্ভব হচ্ছে না। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক কে কর্তৃপক্ষ হিসেবে পরবর্তী শুনানীতে প্রয়োজন রয়েছে মর্মে কমিশন মতামত প্রদান করেন এবং পুনরায় শুনানীর ধার্য করার নির্দেশ প্রদান করেন।

০৫। অধিকতর শুনানীর জন্য অভিযোগটি ০৬-১০-২০১৩ তারিখ পুনরায় শুনানীর দিন ধার্য করে অভিযোগকারী, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব এর প্রতি সমন জারী করা হয়।

(অঃ পৃঃ দ্রঃ)

০৬। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী জনাব ফেরদৌস হাসান, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) ডাঃ পারভেজ, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব শ্যামল কান্তি ঘোষ এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব রেবেকা সুলতানা হাজির। অভিযোগকারী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তথ্য কমিশনে দায়েরকৃত ৩৮/২০১৩ নং অভিযোগের প্রেক্ষিতে ২৪-০৬-২০১৩ তারিখে শুনানী গ্রহণান্তে কমিশন কর্তৃক প্রদত্ত সিদ্ধান্ত মোতাবেক নির্ধারিত ১৫-০৭-২০১৩ তারিখের মধ্যে প্রতিপক্ষ বাস্তবায়ন/প্রতিপালন না করায় তিনি পুনরায় অভিযোগ দাখিল করেন।

০৭। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) ও উপ-পরিচালক (সংস্থাপন) ডাঃ পারভেজ তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, শুনানীর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়কে অভিযোগকারীর তথ্য প্রদানের বিষয়ে মতামত প্রদানের জন্য পত্র প্রেরণ করা হয়েছিল। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় জবাবে উল্লেখ করেন যে, নিয়োগের নম্বর সংক্রান্ত তথ্য অত্যন্ত গোপনীয় ও স্পর্শকাতর বিষয় তাছাড়া লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার নম্বর ফর্দ ফলাফল প্রক্রিয়াকরণ প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তির শর্ত মোতাবেক আইআইসিটি বুয়েটে সংরক্ষিত রয়েছে। নিয়োগ পরীক্ষার লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার নম্বর গোপনীয় বিষয় বিধায় তা জনসমক্ষে প্রকাশযোগ্য নয়। এজন্য অভিযোগকারীর তথ্য সরবরাহ করা সম্ভব হচ্ছেনা।

০৮। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব শ্যামল কান্তি ঘোষ তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, ২০১০ সালে রেজিষ্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক নিয়োগের জন্য প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে নির্দেশ দেয়া হয়। বুয়েটকে পরীক্ষা গ্রহণের দায়িত্ব প্রদান করা হলে সেখানে এমসিকিউ পদ্ধতিতে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। ট্রান্সক্রিপ্ট, লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার নম্বর তার কাছে রয়েছে। বুয়েটের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সীলগালা করে সিডিতে সংরক্ষিত আছে। চুক্তির শর্ত অনুযায়ী বুয়েটের সাথে পরামর্শপূর্বক তথ্য সরবরাহ করার বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে অবহিত করেন।

০৯। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব রেবেকা সুলতানা তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ ফাইলে যে সিদ্ধান্ত দিয়ে ছিলেন, তিনি শুধু সেই সিদ্ধান্ত পত্র মারফত জানিয়ে দিয়েছেন।

১০। আপীল কর্তৃপক্ষ উভয় পক্ষের শুনানী গ্রহণান্তে আদেশ পত্রে সিদ্ধান্ত প্রদান করার কথা এবং গৃহীত সিদ্ধান্ত সংশ্লিষ্ট সকলকে প্রদান করতে হবে। পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হলে এটা পাবলিক ডকুমেন্ট, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী তা সরবরাহ করতে কোন বাধা নেই বলে কমিশন মতামত প্রদান করেন। কমিশনের মতামতের প্রেক্ষিতে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করার নিশ্চয়তা প্রদান করেন।

পর্যালোচনা।

অভিযোগকারী, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব এর বক্তব্য এবং দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য পরীক্ষার ফলাফল সংক্রান্ত। পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হওয়ায় এটা পাবলিক ডকুমেন্ট হিসাবে পরিগনিত এবং যা সরবরাহ করতে আইনগতভাবে কোনরূপ বাধা নেই। কমিশনের মতামতের প্রেক্ষিতে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করার নিশ্চয়তা প্রদান করায় অভিযোগটি নিষ্পত্তিযোগ্য মর্মে প্রতীয়মান হয়।

(অঃ পৃঃ দ্রঃ)

সিদ্ধান্ত।

বিস্তারিত পর্যালোচনান্তে নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদানপূর্বক অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো ঃ-

১। তথ্যের মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে ২৪-১০-২০১৩ তারিখ বা তদ্‌পূর্বে অভিযোগকারীকে তার প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করার জন্য প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) ও উপ-পরিচালক (সংস্থাপন) কে নির্দেশনা দেয়া হলো।

২। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা-৯ এবং তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর বিধি-৮ অনুযায়ী সরবরাহকৃত তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থ ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ নং কোডে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে নির্দেশ দেয়া হলো।

৩। নির্দেশনাগুলো বাস্তবায়ন/প্রতিপালন করে তথ্য কমিশনকে অবহিত করার জন্য উভয়পক্ষকে বলা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)	**(মোহাম্মদ আবু তাহের)**	**(মোহাম্মদ ফারুক)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

[মিজান]

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ৮৪/২০১৩

অভিযোগকারী ঃ জনাব মোঃ লুৎফর রহমান পিতা-মৃত মোঃ জিন্নত আলী (বিএবিটি) গ্রামঃ বেলাব মাটিয়ালপাড়া পোঃ বেলাব বাজার থানাঃ বেলাব, জেলাঃ নরসিংদী।	**প্রতিপক্ষ ঃ জনাব মোঃ আমিরুল ইসলাম** উপ-সচিব (প্রশাসন-৩ অধিশাখা) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কৃষি মন্ত্রণালয়, ঢাকা-১০০০।

সিদ্ধান্তপত্র।

(তারিখ ঃ ২৩-০৯-২০১৩ ইং)

অভিযোগকারী ০৪-০৮-২০১৩ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন। অভিযোগে তিনি উল্লেখ করেন যে, তথ্য কমিশনে তার দায়েরকৃত ৫১/২০১৩ নং অভিযোগের প্রেক্ষিতে ২৪-০৬-২০১৩ তারিখে শুনানী গ্রহণান্তে কমিশন কর্তৃক প্রদত্ত সিদ্ধান্ত মোতাবেক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কর্তৃক যে তথ্য সরবরাহ করা হয়েছে, তা অসম্পূর্ণ, ভুল ও বিভ্রান্তিকর এবং অচাহিত তথ্য। এমতাবস্থায়, তিনি প্রার্থীত তথ্য পাওয়ার জন্য তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ২৫ ধারায় অভিযোগ দায়ের করেন।

০২। বিষয়টি কমিশনের ২৯-০৮-২০১৩ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ২৩-০৯-২০১৩ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৩। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী জনাব মোঃ লুৎফর রহমান, কৃষি মন্ত্রণালয়ের উপ-সচিব ও বর্তমান দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) উভয়ে উপস্থিত হয়ে তাদের বক্তব্য উপস্থাপন করেন। অভিযোগকারী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তথ্য কমিশনে তার দায়েরকৃত ৫১/২০১৩ নং অভিযোগের প্রেক্ষিতে ২৪-০৬-২০১৩ তারিখে শুনানী গ্রহণান্তে কমিশন কর্তৃক প্রদত্ত সিদ্ধান্ত মোতাবেক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কর্তৃক যে তথ্য সরবরাহ করা হয়েছে তা অসম্পূর্ণ, ভুল ও বিভ্রান্তিকর এবং অচাহিত তথ্য। তিনি সঠিক তথ্য পাওয়ার জন্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৪। কৃষি মন্ত্রণালয়ের উপ-সচিব ও বর্তমান দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনাব মোঃ আমিরুল ইসলাম তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তিনি ১৯-০৮-২০১৩ তারিখ হতে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) হিসেবে দায়িত্বরত আছেন। অভিযোগকারীর ৭, ৮ ও ৯ নং ক্রমিকের তথ্য অসাবধানতার কারণে ভারপ্রাপ্ত সচিব ও অতিরিক্ত সচিব এর দাপ্তরিক ফোন নম্বর একই দেয়া হয়েছে। প্রার্থীত তথ্যের ১ নং ক্রমিকে উল্লিখিত কৃষি মন্ত্রণালয়ের নিকট প্রেরিত অভিযোগকারীর আবেদনের অগ্রীম কপি তার শাখায় খুঁজে না পাওয়ায় সরবরাহ করা সম্ভব হয়নি। এছাড়া আবেদনের অগ্রীম কপি সচিবালয় নির্দেশনা অনুযায়ী Special instruction ছাড়া ডায়েরীভুক্ত হয় না তা অভিযোগকারীকে অবগত করা হয়নি। অভিযোগকারীর প্রার্থীত ১ নং ক্রমিকের তথ্য না প্রদানের কারণ উল্লেখপূর্বক এবং ৭, ৮ ও ৯ নং ক্রমিকের তথ্য ভুল সংশোধনক্রমে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) অভিযোগকারীকে পুনরায় সম্পূর্ণ তথ্য সরবরাহ করবেন মর্মে নিশ্চয়তা প্রদান করেন।

(অঃ পৃঃ দ্রঃ)

পর্যালোচনা।

অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) উভয়ের বক্তব্য শ্রবনান্তে এবং দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কর্তৃক অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করা হয়েছে। কিন্তু ১ নং ক্রমিকের তথ্যের ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট কারণ অবগত করা হয়নি এবং ৭, ৮ ও ৯ নং ক্রমিকের তথ্য অসাবধানতাবশতঃ টাইপ ভুল করা হয়েছে। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) তথ্য প্রদান না করার কারণ এবং কিছু ভুল সংশোধনক্রমে অভিযোগকারীকে সম্পূর্ণ তথ্য পুনরায় সরবরাহ করবেন মর্মে নিশ্চয়তা প্রদান করায় অভিযোগটি নিষ্পত্তিযোগ্য মর্মে প্রতীয়মান হয়।

সিদ্ধান্ত।

বিস্তারিত পর্যালোচনান্তে নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদানপূর্বক অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো ঃ-

১। তথ্যের মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে আগামী ০৭-১০-২০১৩ তারিখ বা তদ্‌পূর্বে অভিযোগকারীকে তার প্রার্থীত তথ্য পুনরায় এবং বিনামূল্যে সরবরাহ করার জন্য কৃষি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে নির্দেশনা দেয়া হলো।

২। নির্দেশনাগুলো বাস্তবায়ন/প্রতিপালন করে তথ্য কমিশনকে অবহিত করার জন্য উভয়পক্ষকে বলা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)	**(মোহাম্মদ আবু তাহের)**	**(মোহাম্মদ ফারুক)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

[মিজান]

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ৮৫/২০১৩

অভিযোগকারী ঃ জনাব তারেক মাহমুদ জর্জ
পিতা- মরহুম মুহাম্মদ সফর উদ্দিন
প্রযত্নে- আইন শাখা-১
বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়
ঢাকা।

প্রতিপক্ষ ঃ ০১। জনাব অহিদুল ইসলাম
সাব-রেজিস্ট্রার
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)
সোনারগাঁ, নারায়ণগঞ্জ।
০২। জনাব নৃপেন্দ্র চন্দ্রনাথ
জেলা রেজিস্ট্রার
ও
আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই)
নারায়নগঞ্জ।

সিদ্ধান্তপত্র।

(তারিখ ঃ ২২-১০-২০১৩ ইং)

অভিযোগকারী জনাব তারেক মাহমুদ জর্জ ০৪-০৬-২০১৩ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে সাব-রেজিস্ট্রার, সোনারগাঁ, নারায়ণগঞ্জ ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) বরাবরে নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

- **(ক) নারায়ণগঞ্জ জেলাস্থিত সোনারগাঁ উপজেলার সাব-রেজিস্ট্রার অফিসের পরিশোধিত ফিস আদায়ের দরখাস্তের তিনটি ক্রমিক নং- ১৬৪৭৬-১৫৪৪৪; তাং-২৪-০৮-২০১১, ৪৯৭৯-৪৯৬৮; তাং- ১৮-০৩-২০১২ এবং ৪৯৮০-৪৯৬৯, ১৮-০৩-২০১২ খ্রিঃ তারিখের হেবাকৃত দলিলনামার মূলকপি/নকলের একটি কপিসহ এ সম্পর্কিত তথ্য-উপাত্ত; এবং**
- **(খ) উপরিউক্ত দলিলের দাপ্তরিক কর্মকান্ডের সাথে জড়িত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারির নাম, পদবি ও কমস্থলের ডাক-ঠিকানাসহ উক্ত অফিসের জনবল সম্পর্কিত তথ্য-উপাত্ত।**

০২। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রার্থীত তথ্য না পেয়ে অভিযোগকারী ১৭-০৭-২০১৩ তারিখে নারায়নগঞ্জ জেলার জেলা রেজিস্ট্রার ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) বরাবরে রেজিস্টার্ড ডাকযোগে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তিনি ০৪-০৮-২০১৩ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৩। বিষয়টি কমিশনের ২৯-০৮-২০১৩ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ০৬-১০-২০১৩ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৪। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) শুনানীর ধার্য তারিখে অনুপস্থিত থাকায় এবং সমনের সার্ভিস রিটার্ন না আসায় কমিশন কর্তৃক ২২-১০-২০১৩ তারিখ পুনরায় শুনানীর দিন ধার্য করে অভিযোগকারী, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) এর প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৫। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী জনাব তারেক মাহমুদ জর্জ, সাব-রেজিস্ট্রার, সোনারগাঁ, নারায়ণগঞ্জ ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনাব অহিদুল ইসলাম এবং নারায়নগঞ্জ জেলার জেলা রেজিস্ট্রার ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) জনাব নৃপেন্দ্র চন্দ্রনাথ হাজির। অভিযোগকারী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর নিকট ০১ নং অনুচ্ছেদে উল্লিখিত তথ্য চেয়ে আবেদন করেন। তথ্য না পেয়ে তিনি আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

(অঃ পৃঃ দ্রঃ)

০৬। সাব-রেজিস্ট্রার, সোনারগাঁ, নারায়ণগঞ্জ ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তিনি গত ০১-০৭-২০১৩ তারিখে নতুন কর্মস্থলে যোগদান করেছেন। অভিযোগকারী পূর্বে কর্মরত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর নিকট তথ্য প্রাপ্তির আবেদন করেছিলেন বিধায় এ বিষয়ে তিনি পূর্বে অবহিত ছিলেন না। তিনি কমিশনের সমন প্রাপ্ত হননি। জেলা রেজিস্ট্রার, নারায়ণগঞ্জ এর নির্দেশ মোতাবেক আজকে কমিশনের শুনানীতে হাজির হয়েছেন। শুনানীতে হাজির হয়ে অভিযোগকারীর বক্তব্য থেকে অভিযোগের বিষয়ে অবগত হন। তিনি অভিযোগকারীর তথ্য প্রদানের বিষয়ে জানান যে, অভিযোগকারীকে রেজিস্ট্রিকৃত দলিল সরবরাহ করতে হলে পূর্বে তাকে দেয়া রশিদটি জমা দিতে হবে। অভিযোগকারী রশিদ এবং পূরণকৃত ফরম ফিসহ (রেজিস্ট্রেশন আইন, ১৯০৮ অনুযায়ী) জমা প্রদান করলে তাকে প্রার্থীত তথ্য সরবরাহের নিশ্চয়তা প্রদান করেন।

০৭। নারায়নগঞ্জ জেলার জেলা রেজিস্ট্রার ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, অভিযোগকারী তার অফিসে যোগাযোগ করলে অফিস সহকারী তাকে নিয়ম অনুযায়ী যথাযথ ফি জমা প্রদান করার বিষয়টি অবগত করেছেন। অভিযোগকারী ফরম পূরণপূর্বক ফি প্রদান না করায় অভিযোগকারীকে তথ্য সরবরাহ করা সম্ভব হয়নি। অভিযোগকারী কর্তৃক রশিদ এবং পূরণকৃত ফরম ফিসহ (রেজিস্ট্রেশন আইন, ১৯০৮ অনুযায়ী) জমা প্রদান করলে তাকে প্রার্থীত তথ্য সরবরাহের নিশ্চয়তা প্রদান করেন।

<u>পর্যালোচনা।</u>

অভিযোগকারী, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এবং আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) এর বক্তব্য শ্রবনান্তে এবং দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) নতুন যোগদান করায় তথ্য প্রাপ্তির আবেদনের বিষয়ে অবগত ছিলেন না এবং অভিযোগকারী রেজিস্ট্রেশন আইন, ১৯০৮ অনুযায়ী রশিদ এবং যথাযথ ফি জমা প্রদান না করায় তথ্য সরবরাহ করা সম্ভব হয়নি। অভিযোগকারী কর্তৃক রশিদ এবং ফরম পূরণপূর্বক ফি জমা প্রদান করা হলে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) প্রার্থীত তথ্য সরবরাহের নিশ্চয়তা প্রদান করায় অভিযোগটি নিষ্পত্তিযোগ্য মর্মে গণ্য করা যায়।

<u>সিদ্ধান্ত।</u>

বিস্তারিত পর্যালোচনান্তে নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদানপূর্বক অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো ঃ-

৭৩। রেজিস্ট্রিকৃত দলিল গ্রহণের জন্য রেজিস্ট্রেশন আইন, ১৯০৮ অনুযায়ী রশিদ এবং যথাযথ ফরম পূরণপূর্বক ফি দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) বরাবরে জমা প্রদান করার জন্য অভিযোগকারীকে নির্দেশনা দেয়া হলো।

৭৪। তথ্যের মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে আগামী ৩১-১০-২০১৩ তারিখ বা তদ্‌পূর্বে অভিযোগকারীকে তার প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করার জন্য সাব-রেজিস্ট্রার, সোনারগাঁ, নারায়ণগঞ্জ ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে নির্দেশনা দেয়া হলো।

৭৫। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা-৯ এবং তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর বিধি-৮ অনুযায়ী সরবরাহকৃত তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থ ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ নং কোডে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে নির্দেশ দেয়া হলো।

৭৬। নির্দেশনাগুলো বাস্তবায়ন/প্রতিপালন করে তথ্য কমিশনকে অবহিত করার জন্য উভয়পক্ষকে বলা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত/-	**স্বাক্ষরিত/-**	**স্বাক্ষরিত/-**
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)	**(মোহাম্মদ আবু তাহের)**	**(মোহাম্মদ ফারুক)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

[মিজান]

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ৮৬/২০১৩

অভিযোগকারী ঃ জনাব নাসিম আহমেদ
পিতা- এ. এ আমিনুজ্জামান
ফ্লাট-বি, বাড়ি নং-৮
রোড নং-১৯, নিকুঞ্জ-২
ঢাকা-১২২৯।

প্রতিপক্ষ ঃ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)
ঢাকা সরকারী টিচার্স ট্রেনিং কলেজ
ঢাকা।

সিদ্ধান্তপত্র।

(তারিখ ঃ ০৬-১০-২০১৩ ইং)

অভিযোগকারী তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে ঢাকা সরকারী টিচার্স ট্রেনিং কলেজের উপাধ্যক্ষ ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) সৈয়দ সাদিক জাহিদুল ইসলাম বরাবরে রেজিস্ট্রার্ড ডাকযোগে নিম্নলিখিত তারিখে তথ্য জানতে চেয়ে ভিন্ন ভিন্ন দুইটি আবেদন করেন-

০৮-০৪-২০১৩ তারিখের আবেদনে প্রার্থীত তথ্যঃ

- **গত ২৬-১১-২০০৫ ইং তারিখ ঢাকা টিচার্স ট্রেনিং কলেজস্থ সমাপ্ত প্রমোট প্রকল্পের অধীন রিসোর্স সেন্টারের তৎকালীন প্রজেক্ট লিয়াঁজো অফিসার কর্তৃক স্বাক্ষরিত পত্রসহ রিসোর্স সেন্টারের মালামাল (টেকনিক্যাল অফিসার কর্তৃক স্বাক্ষরিত) প্রকল্পের টেকনিক্যাল অফিসার, মাউশি অধিদপ্তরের প্রতিনিধি, TQI প্রকল্পের প্রকল্প অফিসার এবং তৎকালীন ভারপ্রাপ্ত পরিচালকের উপস্থিতিতে তৎকালীন অধ্যক্ষ মহোদয়ের মনোনিত প্রতিনিধির নিকট হস্তান্তর এবং মালামাল বুঝিয়ে দেওয়া হয়। এ বিষয় সংক্রান্ত পূর্ণাঙ্গ তথ্য।**

২১-০৪-২০১৩ তারিখের আবেদনে প্রার্থীত তথ্যঃ

- **গত ২২-১২-২০০৫ ইং থেকে ৩১-১২-২০০৫ ইং তারিখ পর্যন্ত ২০০৫ ডিসেম্বরে সমাপ্ত প্রমোট প্রকল্পের মালামাল, দলিলাদি স্থানান্তর এবং হস্তান্তর প্রক্রিয়ায় প্রকল্পের একজন টেকনিক্যাল অফিসার অংশগ্রহণ করেন। উক্ত টেকনিক্যাল অফিসার নিম্নের কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে প্রকল্পের মালামাল ও দলিলাদি ঢাকা টিচার্স ট্রেনিং কলেজের অধ্যক্ষ মহোদয়ের মনোনিত একজন প্রতিনিধির নিকট বুঝিয়ে দেওয়া হয়।**
  ১। আব্দুল খালেক, সহকারী পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন), মাউশি অধিদপ্তর।
  ২। শামীম আহসান খান, গবেষনা কর্মকর্তা, মাউশি অধিদপ্তর।
  ৩। প্রকল্পের অর্থ ও প্রশাসনিক কর্মকর্তা, প্রমোট প্রকল্প।
  ৪। আলী হোসেন, প্রধান প্রকৌশলী, প্রমোট প্রকল্প। এবং
  ৫। আবুল কালাম আজাদ সাইফুদ্দিন, ভারপ্রাপ্ত পরিচালক, প্রমোট প্রকল্প।
  প্রকল্পের মালামাল স্থানান্তর এবং হস্তান্তরের এজেন্ডাসহ সমাপ্ত প্রমোট প্রকল্পের টেকনিক্যাল অফিসারের অংশগ্রহণ করার পূর্ণাঙ্গ তথ্য এবং সালেহা খন্দকার ঢাকা টিচার্স ট্রেনিং কলেজস্থ রিসোর্স সেন্টারের কর্মকর্তা হিসাবে যোগদান করার পূর্ণাঙ্গ তথ্য।

০২। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রার্থীত তথ্য না পেয়ে অভিযোগকারী ২২-০৫-২০১৩ তারিখে ঢাকা সরকারী টিচার্স ট্রেনিং কলেজের অধ্যক্ষ ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) জনাব দীপক কুমার নাগ বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তিনি ০৪-০৮-২০১৩ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৩। বিষয়টি কমিশনের ২৯-০৮-২০১৩ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ০৬-১০-২০১৩ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

(অঃ পৃঃ দ্রঃ)

০৪। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) গরহাজির। অভিযোগকারী তথ্য কমিশন বরাবরে পত্র প্রেরণপূর্বক জানান যে, তাকে প্রার্থীত তথ্যাদি সরবরাহ করা হয়েছে। তাই এ ব্যাপারে তার আর কোন অভিযোগ নেই এবং ০২-০৯-২০১৩ তারিখে পত্র প্রেরণপূর্বক অভিযোগটি নিষ্পত্তি করার জন্য অনুরোধ করেন। ঢাকা সরকারী টিচার্স ট্রেনিং কলেজের অধ্যক্ষ ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) জনাব দীপক কুমার নাগ ২৯-০৮-২০১৩ তারিখের টিটিকঢা/বিবিধ-৮০/২০১৩/৫৭৩ নং স্মারকের মাধ্যমে অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্যাদি সরবরাহ করায় অভিযোগটি নিষ্পত্তির জন্য কমিশনকে সবিনয় অনুরোধ জানান।

পর্যালোচনা।

অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কর্তৃক দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অভিযোগকারীকে তার প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করেছেন। অভিযোগকারী তার প্রার্থীত সকল তথ্যাদি পেয়েছেন। প্রার্থীত তথ্যাদি দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কর্তৃক সরবরাহ করায় এবং অভিযোগকারীর আর কোন অভিযোগ না থাকায় এবং অভিযোগ নিষ্পত্তির জন্য কমিশনকে অনুরোধ করায় অভিযোগটি নিষ্পত্তিযোগ্য মর্মে প্রতীয়মান হয়।

সিদ্ধান্ত।

যেহেতু, অভিযোগকারী তার প্রার্থীত তথ্যাদি পেয়েছেন মর্মে কমিশনকে অবহিত করেছেন এবং যেহেতু, অভিযোগটি নিষ্পত্তির আবেদন করেছেন, সেহেতু, অভিযোগটি নিষ্পত্তিকৃত বলে গণ্য করা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত/-	**স্বাক্ষরিত/-**	**স্বাক্ষরিত/-**
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)	**(মোহাম্মদ আবু তাহের)**	**(মোহাম্মদ ফারুক)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

[মিজান]

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ৮৭/২০১৩

অভিযোগকারী ঃ জনাব মুঃ ইকবাল হোসেন
পিতা-মরহুম আব্দুস সাত্তার
বাড়িঃ ৩৯, রোডঃ ৮, ব্লকঃ খ
মহম্মদপুর হাউজিং
পিসি কালচার অ্যান্ড ফামিং কো-
অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ মহম্মদপুর,
ঢাকা-১২০৭।

প্রতিপক্ষ ঃ রিক্তা দত্ত
উপ-নিবন্ধক
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)
সমবায় অধিদপ্তর
এফ-১০/এ-বি আগারগাঁও সিভিক সেক্টর
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।

সিদ্ধান্তপত্র।

(তারিখ ঃ ০৬-১০-২০১৩ ইং)

অভিযোগকারী ০৯-০৬-২০১৩ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে সমবায় অধিদপ্তরের উপ-নিবন্ধক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) রিক্তা দত্ত বরাবরে নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

০১. বরিশাল শহরের চানমারী বানিজ্যিক এলাকায় অবস্থিত ঋণ খেলাফী বরিশাল কেন্দ্রীয় মৎসজীবী সমবায় সমিতি লিঃ এর মালিকানাধীন সিসিডিবি'র ৩৩.৫০ শতাংশ জমিসহ বলফ কল ভবন ও সকল মেশিনারী-যন্ত্রপাতি নিবন্ধকের অনুমতি ব্যতিরেকে বিক্রি করা সম্পর্কে দাখিলকৃত অভিযোগ জনাব মৃনাল কান্তি বিশ্বাস, জেলা সমবায় কর্মকর্তা, ফরিদপুর কর্তৃক স্মারক নং- ৬৮৮, তারিখ- ২৫-০৪-২০১১ মাধ্যমে দাখিলকৃত প্রতিবেদনের সাথে দাখিলকৃত কেবল মাত্র ৪২ (বেয়াল্লিশ) পাতা সংযুক্তি সমূহের কপি।

০২. বরিশাল শহরের চানমারী বানিজ্যিক এলাকায় অবস্থিত ঋণ খেলাফী বরিশাল কেন্দ্রীয় মৎসজীবী সমবায় সমিতি লিঃ এর মালিকানাধীন সিসিডিবি'র ৩৩.৫০ শতাংশ জমিসহ বলফ কল ভবন ও সকল মেশিনারী-যন্ত্রপাতি নিবন্ধকের অনুমতি ব্যতিরেকে বিক্রি করা সম্পর্কে দাখিলকৃত অভিযোগ জনাব মোঃ ফকরুল ইসলাম, যুগ্ম-নিবন্ধক, বিভাগীয় সমবায় কার্যালয়, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী কর্তৃক স্মারক নং-বিসকা/রাজ/নং-।।-২২৬০/৯৬/৭০-সি, তারিখ ঃ ১৪-০৮-২০১১ মাধ্যমে দাখিলকৃত প্রতিবেদনের সাথে দাখিলকৃত কেবল মাত্র ৮৬ (ছিয়াশি) পাতা সংযুক্তি সমূহের কপি।

০২। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রার্থীত তথ্য না পেয়ে অভিযোগকারী ০৪-০৭-২০১৩ তারিখে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের সচিব ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তিনি ০৪-০৮-২০১৩ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৩। বিষয়টি কমিশনের ২৯-০৮-২০১৩ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ০৬-১০-২০১৩ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৪। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) গরহাজির। অভিযোগকারী তথ্য কমিশন বরাবরে পত্র প্রেরণপূর্বক অবহিত করেন যে, সমবায় অধিদপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কর্তৃক প্রার্থীত তথ্যাদি সরবরাহ করা হয়েছে। যাচিত তথ্য প্রাপ্ত হওয়ায় তার দাখিলকৃত অভিযোগ মন্তব্য সহকারে নিস্পত্তি করা হলে তার কোন আপত্তি থাকবে না মর্মে উল্লেখ করেন। ভবিষ্যতে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যাচিত তথ্য সরবরাহ করা হয় তদমর্মে কঠোর অনুশাসন সম্বলিত মন্তব্য সহকারে অভিযোগ নিস্পত্তি করার জন্য তিনি কমিশনকে সবিনয় অনুরোধ জানান।

(অঃ পৃঃ দ্রঃ)

পর্যালোচনা।

অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কর্তৃক অভিযোগকারীকে প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করা হয়েছে। অভিযোগকারী তার প্রার্থীত সকল তথ্যাদি পেয়েছেন মর্মে কমিশনকে অবহিত করেছেন। ভবিষ্যতে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যাচিত তথ্য সরবরাহ করার জন্য কঠোর অনুশাসন জারীর জন্য কমিশনকে অনুরোধ জানানো হয়েছে। অভিযোগটি নিষ্পত্তিযোগ্য মর্মে গণ্য করা যায়।

সিদ্ধান্ত।

যেহেতু, অভিযোগকারী তার প্রার্থীত তথ্যাদি পেয়েছেন মর্মে কমিশনকে অবহিত করেছেন এবং যেহেতু, অভিযোগটি নিষ্পত্তির আবেদন করেছেন, সেহেতু, অভিযোগটি নিষ্পত্তিকৃত বলে গণ্য করা হলো এবং ভবিষ্যতে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যাচিত তথ্য সরবরাহ করার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে নির্দেশনা প্রদান করা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত/-
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)
তথ্য কমিশনার

স্বাক্ষরিত/-
(মোহাম্মদ আবু তাহের)
তথ্য কমিশনার

স্বাক্ষরিত/-
(মোহাম্মদ ফারুক)
প্রধান তথ্য কমিশনার

[মিজান]

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ৮৮/২০১৩

অভিযোগকারী ঃ জনাব বিপ্লব কুমার কর্মকার
পিতা-সুভাষ চন্দ্র কর্মকার
যমুনা ব্যাংক লিঃ সিলেট শাখা
বন্দর, সিলেট।

প্রতিপক্ষ ঃ হেলেনা বেগম
জনসংযোগ কর্মকর্তা
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)
বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়
ঢাকা।

সিদ্ধান্তপত্র।

(তারিখ ঃ ১৭-১১-২০১৩ ইং)

অভিযোগকারী জনাব বিপ্লব কুমার কর্মকার ১৩-০৫-২০১৩ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয় এর তৎকালীন জনসংযোগ কর্মকর্তা ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনাব মীর মোশাররফ হোসেন বরাবরে রেজিস্টার্ড ডাকযোগে নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

২৯ তম বিসিএস পরীক্ষা সংক্রান্তঃ

প্রশ্ন ০১ঃ রেজি নং ১১৩৮২৪, ২৯ তম বিসিএস পরীক্ষার ভাইভায় কত নম্বর পেয়েছিল?
প্রশ্ন ০২ঃ ২৯ তম বিসিএস পরীক্ষায় পররাস্ট্র, প্রশাসন, কাস্টমস, পুলিশ ও ট্যাক্স ক্যাডারে সুপারিশকৃত মেধাতালিকায় সর্বশেষ নম্বরপ্রাপ্ত (লিখিত+ভাইভা) ভাইভা নম্বর কত? (শুধু মেধা ও জেলা কোটা)
প্রশ্ন ০৩ঃ রেজিঃ নম্বর ১১৩৮২৪ এর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির (বিষয় কোড-০১০) উত্তরপত্র যে শ্রদ্ধাভাজন পরীক্ষক মূল্যায়ন করেছিলেন, তার কম্পিউটার বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ে প্রাতিষ্ঠানিক ডিগ্রি (অনার্স/মাস্টার্স/পিএইচডি) আছে কিনা? থাকলে তার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি। (কত সাল, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, প্রাপ্ত বিভাগ/সিজিপিএ ইত্যাদি)। শ্রদ্ধাভাজন পরীক্ষকের (অনার্স/মাস্টার্স/ পিএইচডি) ডিগ্রি অন্য কোন বিষয়ে করে থাকলে তারও সংক্ষিপ্ত পরিচিতি দেয়া যেতে পারে।

০২। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রার্থীত তথ্য না পেয়ে অভিযোগকারী ০২-০৭-২০১৩ তারিখে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয় এর সচিব ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) জনাব চৌধুরী মোঃ বাবুল হাসান বরাবরে রেজিস্টার্ড ডাকযোগে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তিনি ১১-০৮-২০১৩ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৩। বিষয়টি কমিশনের ২৯-০৮-২০১৩ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ০৬-১০-২০১৩ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৪। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) হাজির হয়ে তাদের বক্তব্য পেশ করেন। অধিকতর শুনানীর জন্য কমিশন কর্তৃক ২২-১০-২০১৩ তারিখ পুনরায় শুনানীর দিন ধার্য করে অভিযোগকারী, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) এর প্রতি সমন জারী করা হয়।

(অঃ পৃঃ দ্রঃ)

০৫। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী জনাব বিপ্লব কুমার কর্মকার, বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয় এর জনসংযোগ কর্মকর্তা ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনাব মীর মোশাররফ হোসেন এবং আপীল কর্তৃপক্ষ

(আরটিআই) এর পক্ষে নিয়োজিত বিজ্ঞ আইনজীবী জনাব মোঃ কবির হোসেন শিকদার হাজির হয়ে বক্তব্য পেশ করেন। অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্যাদির বিষয়ে পূর্ণ কমিশনের সিদ্ধান্ত গ্রহণের বাধ্যবাধকতা থাকার কারণে এবং কমিশনের অফিস স্থানান্তর কার্যক্রম চলমান থাকায় পরবর্তী শুনানীর তারিখ নির্ধারণের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) অনুরোধ জানান। কমিশন কর্তৃক ১৭-১১-২০১৩ তারিখ পুনরায় শুনানীর দিন ধার্য করে অভিযোগকারী, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও আপীল কর্তৃপক্ষ এর প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৬। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী জনাব বিপ্লব কুমার কর্মকার, বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয় এর জনসংযোগ কর্মকর্তা ও বর্তমান দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) হেলেনা বেগম এবং বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয় এর পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী জনাব মোঃ কবির হোসেন শিকদার উপস্থিত হয়ে তাদের বক্তব্য উপস্থাপন করেন। অভিযোগকারী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর নিকট ০১ নং অনুচ্ছেদে উল্লিখিত তথ্য চেয়ে আবেদন করেন। কিন্তু দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর নিকট থেকে তথ্য না পেয়ে আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) বরাবর আপীল আবেদন করেন। আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) এর নিকট কোন প্রতিকার না পেয়ে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন। পরবর্তীতে তিনি ০১ (এক) নং ক্রমিকের যাচিত তথ্যের মধ্যে লিখিত পরীক্ষার নম্বর প্রাপ্ত হয়েছেন বলে অবহিত করেন। কিন্তু মৌখিক পরীক্ষার নম্বর প্রাপ্ত হননি। এছাড়া ০২ (দুই) ও ০৩ (তিন) নং ক্রমিকের যাচিত তথ্যাদি প্রাপ্ত হননি মর্মে কমিশনকে অবহিত করেন।

০৭। বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয় এর জনসংযোগ কর্মকর্তা ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, অভিযোগকারীকে ইতোমধ্যে তার প্রার্থীত তথ্যের মধ্যে ০১ (এক) নং ক্রমিকের লিখিত পরীক্ষার নম্বর সরবরাহ করা হয়েছে। কিন্তু ০১ (এক) ও ০২ (দুই) নং ক্রমিকের যাচিত মৌখিক পরীক্ষার নম্বর প্রদানের বিষয়ে কোন বিধান বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়ের না থাকায় তা সরবরাহ করা হয়নি। মৌখিক পরীক্ষার নম্বর সরবরাহ করা হলে সরকারী কর্ম কমিশনের সাংবিধানিক নিরপেক্ষতা, গোপনীয়তা, দায়িত্ব পালনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি, বোর্ডের দায়িত্ব পালনকারী সাংবিধানিক পদধারীগণের ব্যক্তিগত নিরাপত্তা ক্ষুন্ন হবে বলে জানান। ০৩ (তিন) নং ক্রমিকে উল্লেখিত তথ্য প্রদান করা হলে পরীক্ষকের ব্যক্তিগত নিরাপত্তা ক্ষুন্ন হবে বিধায় অভিযোগকারীকে উক্ত তথ্য প্রদান করা সম্ভব হয়নি।

০৮। ০১ (এক) নং ক্রমিকের প্রার্থীত তথ্যের ক্ষেত্রে ২৯ তম বিসিএস পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হওয়ায় উল্লেখিত তথ্যাদি পাবলিক ডকুমেন্ট হিসেবে বিবেচিত হবে। ০৩ (তিন) নং ক্রমিকে প্রার্থীত তথ্যের ক্ষেত্রে পরীক্ষকের নাম উল্লেখ না করে শুধুমাত্র প্রতিষ্ঠানিক ডিগ্রী সম্পর্কিত তথ্য অভিযোগকারীকে সরবরাহ করা যেতে পারে। ০২ (দুই) নং ক্রমিকের তথ্য সুস্পষ্ট নয়। সুস্পষ্টভাবে বিভিন্ন ক্যাডারের পরীক্ষার্থীগণের রেজিস্ট্রেশন নম্বর উল্লেখপূর্বক অভিযাগকারী পুনরায় আবেদন করতে পারেন বলে কমিশন মত প্রদান করেন।

পর্যালোচনা।

অভিযোগকারী, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এবং বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয় এর পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী এর বক্তব্য শ্রবনান্তে এবং দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, অভিযোগকারীর প্রার্থীত ০১ (এক) নং ক্রমিকের তথ্য পাবলিক ডকুমেন্ট। ০৩ (তিন) নং ক্রমিকের প্রার্থীত তথ্যের ক্ষেত্রে পরীক্ষকের নাম উল্লেখ না করে শুধুমাত্র প্রতিষ্ঠানিক ডিগ্রী সম্পর্কিত তথ্যাদি প্রদান করা যেতে পারে। ০২ (দুই) নং ক্রমিকে বর্ণিত তথ্য প্রাপ্তির ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্টভাবে বিভিন্ন ক্যাডারের পরীক্ষার্থীগণের রেজিস্ট্রেশন নম্বর উল্লেখ করে অভিযোগকারী কর্তৃক বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) বরাবর আবেদন করা যেতে পারে। এ বিষয়ে পাবলিক সার্ভিস কমিশন আইন, ১৯৬০ ও তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ পর্যালোচনা করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে। ০১ (এক) ও ০৩ (তিন) নং ক্রমিকের তথ্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কর্তৃক অভিযোগকারীকে সরবরাহ করার নিশ্চয়তা প্রদান করায় অভিযোগটি নিষ্পত্তিযোগ্য মর্মে প্রতীয়মান হয়।

(অঃ পৃঃ দ্রঃ)

সিদ্ধান্ত।

বিস্তারিত পর্যালোচনান্তে নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদানপূর্বক অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো ঃ-

১। ০১ (এক) নং ক্রমিকের প্রার্থীত তথ্যাদি পাবলিক ডকুমেন্ট বিধায় অভিযোগকারীকে ২৬-১১-২০১৩ তারিখের মধ্যে তথ্যাদি প্রদানের জন্য বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয় এর জনসংযোগ কর্মকর্তা ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে নির্দেশ দেয়া হলো।

২। ০২ (দুই) নং ক্রমিকের উল্লিখিত তথ্যের ক্ষেত্রে সুস্পষ্টভাবে বিভিন্ন ক্যাডারের পরীক্ষার্থীগণের রেজিস্ট্রেশন নম্বর উল্লেখপূর্বক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর নিকট আবেদন করার জন্য অভিযোগকারীকে নির্দেশনা দেয়া হলো।

৩। ০৩ (তিন) নং ক্রমিকের প্রার্থীত তথ্যের ক্ষেত্রে পরীক্ষকের নাম উল্লেখ না করে শুধুমাত্র প্রতিষ্ঠানিক শিক্ষাগত যোগ্যতার বিবরণ অভিযোগকারীকে ২৬-১১-২০১৩ তারিখের মধ্যে প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে নির্দেশ দেয়া হলো।

৪। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা-৯ এবং তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর বিধি-৮ অনুযায়ী সরবরাহকৃত তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থ ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ নং কোডে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে নির্দেশ দেয়া হলো।

৫। নির্দেশনাগুলো বাস্তবায়ন/প্রতিপালন করে তথ্য কমিশনকে অবহিত করার জন্য উভয়পক্ষকে বলা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত/-	**স্বাক্ষরিত/-**	**স্বাক্ষরিত/-**
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)	**(মোহাম্মদ আবু তাহের)**	**(মোহাম্মদ ফারুক)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

[মিজান]

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ৮৯/২০১৩

অভিযোগকারী ঃ জনাব আ. আ. ম. একরামুল হক আসাদ
সম্পাদক ও প্রকাশক
নির্ভীক সংবাদ, ৫৭ পূর্ব তেজতুরী বাজার
রহমান ম্যানশন(৪র্থ তলা)
ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫।

প্রতিপক্ষ ঃ অডিট অফিসার
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)
মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড
যশোর।

সিদ্ধান্তপত্র।

(তারিখ ঃ ০৬-১০-২০১৩ ইং)

অভিযোগকারী ০৬-০৬-২০১৩ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, যশোর এর অডিট অফিসার ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) শেখ মোঃ বদিউজ্জামান বরাবরে নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

ক) সাতক্ষীরা জেলার তালা উপজেলার বারাত-মনোহরপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের অনুমোদিত ম্যানেজিং কমিটির (স্মারক নং- বিঅ- ৬/৪৯১৬/৮১২(৬)/৫, তারিখ- ১২-০৫-১০) পক্ষে প্রধান শিক্ষক কর্তৃক দাখিলকৃত (১৭-০৪-২০১৩ তারিখের আবেদন) সমস্ত কাগজপত্রের অবিকল কপি ০১ সেট। এবং

খ) এতদসংক্রান্ত শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে বাবু মদন কুমার, উপ- স্কুল পরিদর্শক কতৃক বিঅ/৬/২৭১, তারিখ ০৩-০৩-২০১৩ স্মারকে প্রেরিত তদন্ত প্রতিবেদন অবিকল কপি ০১ সেট। এবং

গ) এতদসংক্রান্ত শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ২৫-০৪-২০১৩ তারিখের শিম/শাঃ১২/কমিটি (নি-৩/৯৫/২৪৪ প্রদত্ত চিঠি অবিকল কপি ০১ সেট। এবং

ঘ) ১৯৮৬ ইং থেকে ২০১৩ ইং সাল পর্যন্ত সাতক্ষীরা জেলার তালা উপজেলার বারাত-মনোহরপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের অনুমোদিত {০২(দুই) বছর মেয়াদী}ম্যানেজিং কমিটির অবিকল ফটোকপি।

০২। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রার্থীত তথ্য না পেয়ে অভিযোগকারী ০৮-০৭-২০১৩ তারিখে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, যশোর এর সচিব ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) প্রফেসর মোঃ আব্দুল মজিদ বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তিনি ১৪-০৮-২০১৩ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৩। বিষয়টি কমিশনের ২৯-০৮-২০১৩ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ০৬-১০-২০১৩ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৪। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী জনাব আ. আ. ম. একরামুল হক আসাদ, যশোর শিক্ষা বোর্ডের উপ-পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক জনাব শেখ মোঃ বদিউজজামান হাজির। অভিযোগকারী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর নিকট ০১ নং অনুচ্ছেদে উল্লিখিত তথ্য চেয়ে আবেদন করেন। তথ্য না পেয়ে তিনি আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৫। যশোর শিক্ষা বোর্ডের উপ-পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক জনাব শেখ মোঃ বদিউজজামান তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তিনি অডিট অফিসার থাকাকালীন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর দায়িত্বে ছিলেন। এখন তিনি উপ-পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক হিসেবে একই কার্যালয়ে কর্মরত আছেন। বর্তমানে ঐ কার্যালয়ে কর্মরত অডিট অফিসার এখন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর দায়িত্ব পালন করছেন। নিজ নামে সমন পেয়ে তিনি কমিশনে হাজির হয়েছেন এবং অভিযোগকারীর তথ্য প্রস্তুত রয়েছে মর্মে উল্লেখ করেন।

(অঃ পৃঃ দ্রঃ)

পর্যালোচনা।

উভয় পক্ষের বক্তব্য শ্রবনান্তে এবং দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, যশোর শিক্ষা বোর্ডের উপ-পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক অডিট অফিসার থাকা কালীন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর দায়িত্বে ছিলেন। তিনি পদোন্নতি পেয়ে বর্তমানে উপ-পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক হিসেবে একই কার্যালয়ে কর্মরত আছেন। অন্য একজন কর্মকর্তা (অডিট অফিসার) এখন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর দায়িত্ব পালন করছেন। নিজ নামে সমন পেয়ে তিনি কমিশনে হাজির হয়েছেন এবং অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য প্রস্তুত রয়েছে মর্মে জানান। প্রাক্তন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কর্তৃক বর্তমানে কর্মরত মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, যশোর এর অডিট অফিসার ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর মাধ্যমে অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য সরবরাহের বিষয়টি নিশ্চয়তা প্রদান করায় অভিযোগটি নিষ্পত্তিযোগ্য মর্মে প্রতীয়মান হয়।

সিদ্ধান্ত।

বিস্তারিত পর্যালোচনান্তে নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদানপূর্বক অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো ঃ-

৭৭। তথ্যের মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে আগামী ১৩-১০-২০১৩ তারিখ বা তদ্‌পূর্বে অভিযোগকারীকে তার প্রার্থীত সরবরাহ করার জন্য মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, যশোর এর অডিট অফিসার ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে নির্দেশনা দেয়া হলো।

৭৮। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা-৯ এবং তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর বিধি-৮ অনুযায়ী সরবরাহকৃত তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থ ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ নং কোডে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে নির্দেশ দেয়া হলো।

৭৯। নির্দেশনাগুলো বাস্তবায়ন/প্রতিপালন করে তথ্য কমিশনকে অবহিত করার জন্য উভয়পক্ষকে বলা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত/-	**স্বাক্ষরিত/-**	**স্বাক্ষরিত/-**
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)	**(মোহাম্মদ আবু তাহের)**	**(মোহাম্মদ ফারুক)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

[মিজান]

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ৯০/২০১৩

অভিযোগকারী ঃ জনাব আ. আ. ম. একরামুল হক আসাদ
সম্পাদক ও প্রকাশক
নির্ভীক সংবাদ, ৫৭ পূর্ব তেজতুরী বাজার
রহমান ম্যানশন(৪র্থ তলা)
ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫।

প্রতিপক্ষ ঃ জনাব নূর মুহাম্মদ তেজারত
উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)
উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস,
তালা, সাতক্ষীরা।

সিদ্ধান্তপত্র।

(তারিখ ঃ ০৬-১০-২০১৩ ইং)

অভিযোগকারী জনাব আ. আ. ম. একরামুল হক আসাদ ০৬-০৬-২০১৩ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে সাতক্ষীরা জেলার তালা উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনাব নূর মুহাম্মদ তেজারত বরাবরে নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

ক) তালা উপজেলার বারাত-মনোহরপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের অনুমোদিত ম্যানেজিং কমিটির (স্মারক নং- বিঅ-৬/৪৯১৬/৮১২(৬)/৫, তারিখ- ১২-০৫-১০) পক্ষে প্রধান শিক্ষক কর্তৃক দাখিলকৃত (১৭-০৪-২০১৩ তারিখের আবেদন) সমস্ত কাগজপত্রের অবিকল কপি ০১ সেট।

খ) ১৯৮৬ ইং থেকে ২০১৩ ইং সাল পর্যন্ত উপজেলার বারাত-মনোহরপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের অনুমোদিত {০২(দুই) বছর মেয়াদী}ম্যানেজিং কমিটির অবিকল ফটোকপি।

০২। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রার্থীত তথ্য না পেয়ে অভিযোগকারী ০৯-০৭-২০১৩ তারিখে সাতক্ষীরা জেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) কিশোরী মোহন সরকার বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তিনি ১৪-০৮-২০১৩ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৩। বিষয়টি কমিশনের ২৯-০৮-২০১৩ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ০৬-১০-২০১৩ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৪। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী জনাব আ. আ. ম. একরামুল হক আসাদ, সাতক্ষীরা জেলার তালা উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনাব নূর মুহাম্মদ তেজারত হাজির। অভিযোগকারী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর নিকট ০১ নং অনুচ্ছেদে উল্লিখিত তথ্য চেয়ে আবেদন করেন। তথ্য না পেয়ে তিনি আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৫। সাতক্ষীরা জেলার তালা উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, গভর্নিং বডির সভাপতি কর্তৃক বেসরকারী বিদ্যালয়সমূহ নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। তিনি অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করার জন্য একাধিকবার উক্ত বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বরাবর পত্র প্রেরণ করেছেন। তথ্য না পেয়ে প্রধান শিক্ষককে কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রদান করেছেন। তথ্য না পাওয়ায় অভিযোগকারীকে যথাসময়ে তথ্য সরবরাহ করা সম্ভব হয়নি। পরবর্তীতে তিনি অভিযোগকারীকে তথ্য মূল্য গ্রহণ ছাড়া তথ্য সরবরাহ করেছেন এবং আজকেও তথ্য সাথে নিয়ে এসেছেন।

(অঃ পৃঃ দ্রঃ)

০৬। বেসরকারী এমপিওভুক্ত বিদ্যালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) হচ্ছেন সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক এবং গভর্নিং বডির সভাপতি হচ্ছেন আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই)। ভবিষ্যতে তথ্য প্রাপ্তির জন্য সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর নিকট তথ্য প্রাপ্তির আবেদন করার ব্যাপারে কমিশন কর্তৃক মন্তব্য করা হয়।

পর্যালোচনা।

অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) উভয়ের বক্তব্য শ্রবনান্তে এবং দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, এমপিওভুক্ত বেসরকারী বিদ্যালয়গুলো সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের গভর্নিং বডির সভাপতি কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর নিকট থেকে তথ্য সংগ্রহ করতে না পারায় অভিযোগকারীকে তথ্য সরবরাহ করা সম্ভব হয়নি। প্রতিপক্ষ জনাব নূর মুহাম্মদ তেজারত পরবর্তিতে তথ্য সংগ্রহ করে অভিযোগকারীকে সরবরাহ করেন। তিনি আজও তথ্য সাথে নিয়ে এসেছেন। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য পুনরায় সরবরাহ করার নিশ্চয়তা প্রদান করায় অভিযোগটি নিষ্পত্তিযোগ্য মর্মে গণ্য করা যায়।

সিদ্ধান্ত।

বিস্তারিত পর্যালোচনান্তে নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদানপূর্বক অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো ঃ-

৮০। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী যথাযথভাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) এর নিকট আবেদন করার জন্য অভিযোগকারীকে নির্দেশনা দেয়া হলো।

৮১। তথ্যের মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে আগামী ১৩-১০-২০১৩ তারিখ বা তদ্‌পূর্বে অভিযোগকারীকে তার প্রার্থীত সরবরাহ করার জন্য সাতক্ষীরা জেলার তালা উপজেলার উপজেলা মাধ্যামিক শিক্ষা অফিসার ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে নির্দেশনা দেয়া হলো।

৮২। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা-৯ এবং তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর বিধি-৮ অনুযায়ী সরবরাহকৃত তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থ ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ নং কোডে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে নির্দেশ দেয়া হলো।

৮৩। নির্দেশনাগুলো বাস্তবায়ন/প্রতিপালন করে তথ্য কমিশনকে অবহিত করার জন্য উভয়পক্ষকে বলা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)	**(মোহাম্মদ আবু তাহের)**	**(মোহাম্মদ ফারুক)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

[মিজান]

তথ্য কমিশন
প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নংঃ ৯১/২০১৩

অভিযোগকারী ঃ জনাব আ. আ. ম. একরামুল হক আসাদ
সম্পাদক ও প্রকাশক
নির্ভীক সংবাদ, ৫৭ পূর্ব তেজতুরী বাজার
রহমান ম্যানশন(৪র্থ তলা)
ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫।

প্রতিপক্ষ ঃ জনাব কাজী লিয়াকত হোসেন
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)
জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়
সাতক্ষীরা।

সিদ্ধান্তপত্র।

(তারিখ ঃ ০৬-১০-২০১৩ ইং)

অভিযোগকারী জনাব আ.আ.ম. একরামুল হক আসাদ ০৬-০৬-২০১৩ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে সাতক্ষীরা জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়ের উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনাব কাজী লিয়াকত হোসেন বরাবরে নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

ক) সরকারী ভাবে ধান-চাল সংগ্রহের জন্য পাক্ষিক কেপাসিটির ভিত্তিতে অনুমোদিত মিলের সংখ্যা, নাম-ঠিকানা এবং মিল প্রতি বরাদ্দের পরিমান। উপজেলা ওয়ারী তালিকা।

খ) সাতক্ষীরা জেলার সর্বমোট কতটি রাইস মিল রয়েছে। লাইসেন্স প্রাপ্ত রাইস মিলের সংখ্যা কত?

০২। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রার্থীত তথ্য না পেয়ে অভিযোগকারী ০৯-০৭-২০১৩ তারিখে সাতক্ষীরা জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) জনাব শৈলেন্দ্র নাথ রায় বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তিনি ১৪-০৮-২০১৩ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৩। বিষয়টি কমিশনের ২৯-০৮-২০১৩ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ০৬-১০-২০১৩ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৪। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী জনাব আ. আ. ম. একরামুল হক আসাদ, সাতক্ষীরা জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) ও তাকে সহায়তাকারী বিজ্ঞ আইনজীবী জনাব মোঃ নাসির উদ্দিন হাজির। অভিযোগকারী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর নিকট ০১ নং অনুচ্ছেদে উল্লিখিত তথ্য চেয়ে আবেদন করেন। তথ্য না পেয়ে তিনি আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৫। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, অভিযোগকারীর প্রার্থীত আংশিক তথ্য প্রস্তুত রয়েছে, সম্পূর্ণ তথ্য সরবরাহের জন্য কিছু সময় প্রার্থনা করেন। কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই অভিযোগকারীকে সম্পূর্ণ তথ্য সরবরাহ করার নিশ্চয়তা প্রদান করেন।

(অঃ পৃঃ দ্রঃ)

পর্যালোচনা।

অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবীর বক্তব্য শ্রবনান্তে এবং দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কর্তৃক অভিযোগকারীর প্রার্থীত আংশিক তথ্য প্রস্তুত রয়েছে। সম্পূর্ণ তথ্য সরবরাহের জন্য আইনজীবি সময় প্রার্থনা করেন। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পূর্ণ তথ্য অভিযোগকারীকে সরবরাহ করার নিশ্চয়তা প্রদান করায় অভিযোগটি নিষ্পত্তিযোগ্য মর্মে প্রতীয়মান হয়।

সিদ্ধান্ত।

বিস্তারিত পর্যালোচনান্তে নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদানপূর্বক অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো ঃ-

৮৪। তথ্যের মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে আগামী **১৩-১০-২০১৩** তারিখ বা তদ্পূর্বে অভিযোগকারীকে তার প্রার্থীত সরবরাহ করার জন্য সাতক্ষীরা জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে নির্দেশনা দেয়া হলো।

৮৫। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা-৯ এবং তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর বিধি-৮ অনুযায়ী সরবরাহকৃত তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থ **১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭** নং কোডে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে নির্দেশ দেয়া হলো।

৮৬। নির্দেশনাগুলো বাস্তবায়ন/প্রতিপালন করে তথ্য কমিশনকে অবহিত করার জন্য উভয়পক্ষকে বলা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)	**(মোহাম্মদ আবু তাহের)**	**(মোহাম্মদ ফারুক)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

[মিজান]

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ৯২/২০১৩

অভিযোগকারী ঃ জনাব মাহমুদ আল হাসান	**প্রতিপক্ষ ঃ জনাব এ এস এম কামরুল হাসান**
পিতা-মোঃ আনোয়ার হোসেন	লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ (অঃ দাঃ)
ডাইসিন কেম. লিমিটেড	ও
প্লট নং-১৮১/১৮২ তেজগাঁও শিল্প	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)
এলাকা, ঢাকা-১২০৮।	বিআরটিএ, নীলফামারী সার্কেল।

সিদ্ধান্তপত্র।

(তারিখ ঃ ০৬-১০-২০১৩ ইং)

অভিযোগকারী জনাব মাহমুদ আল হাসান ০৬-০৩-২০১৩ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে বিআরটিএ, নীলফামারী এর লাইসেন্সসিং অথোরিটি বরাবরে নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

১। নতুন মোটরসাইকেল ড্রাইভিং লাইসেন্স এর জন্য আবেদনকারী কর্তৃক ছবিসহ প্রদেয় কাগজপত্র বিআরটিএ, নীলফামারী কর্তৃপক্ষের নিকট গৃহিত হয়েছে কিনা। না হয়ে থাকলে কেন?

২। নতুন লাইসেন্স প্রদানের ক্ষেত্রে যে সকল প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হয়, আমার ক্ষেত্রে তা কোন পর্যায়ে রয়েছে এবং কি কি প্রক্রিয়া অবশিষ্ট রয়েছে?

৩। লাইসেন্স প্রদানের ক্ষেত্রে এত দেরি হওয়ার কারণ?

৪। কবে নাগাদ মূল লাইসেন্স পাওয়া যেতে পারে?

০২। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রার্থীত তথ্য না পেয়ে অভিযোগকারী ১২-০৫-২০১৩ তারিখে আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) বিআরটিএ, রংপুর সার্কেল বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তিনি ১৯-০৮-২০১৩ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৩। বিষয়টি কমিশনের ২৯-০৮-২০১৩ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ০৬-১০-২০১৩ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৪। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী জনাব মাহমুদ আল হাসান, বিআরটিএ, নীলফামারী এর লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী জনাব মুন্সি আল আকবর উদ্দিন হাজির। অভিযোগকারী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর নিকট ০১ নং অনুচ্ছেদে উল্লিখিত তথ্য চেয়ে আবেদন করেন। তথ্য না পেয়ে তিনি আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন। অভিযোগকারী আরও উল্লেখ করেন যে, অভিযোগ দায়েরের পর তাকে লাইসেন্স গ্রহণের জন্য জানানো হয়েছে। লাইসেন্স প্রাপ্ত হলে তার আর কোন অভিযোগ থাকবে না।

০৫। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, এটি নবগঠিত বিআরটিএ সার্কেল। ২০১১ সালে ড্রাইভিং লাইসেন্স প্লাষ্টিক কার্ড থেকে স্মার্ট কার্ড এ রূপান্তর করা হয়েছে। নীলফামারী নবগঠিত জোন হওয়ায় অভিযোগকারীর তথ্য যথাসময়ে সরবরাহ করা সম্ভব হয়নি। অভিযোগকারীর সাথে মোবাইল ফোনে যোগাযোগ করে বলা হয় যে, তার স্মার্ট কার্ড লাইসেন্সের জন্য নতুন ছবি ও কাগজপত্রসহ তাদের অফিসে যোগাযোগ করলে ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে লাইসেন্স প্রদান করা হবে। পরবর্তীতে অভিযোগকারী যোগাযোগ না করায় লাইসেন্স প্রদান করা সম্ভব হয়নি। অভিযোগকারী পরবর্তীতে লাইসেন্সের বিষয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর সঙ্গে যোগাযোগ করলে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কর্তৃক অভিযোগকারীকে নিয়মানুযায়ী লাইসেন্স দেয়ার নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়।

(অঃ পৃঃ দ্রঃ)

পর্যালোচনা।

অভিযোগকারী, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) উভয়ের বক্তব্য শ্রবনান্তে এবং দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, অভিযোগকারীকে লাইসেন্স প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) প্রস্তুত রয়েছেন। এছাড়া অভিযোগকারী লাইসেন্স প্রাপ্ত হলে তার আর কোন অভিযোগ থাকবে না বলে অবহিত করেন। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কর্তৃক অভিযোগকারীকে নিয়মানুযায়ী লাইসেন্স প্রদানের নিশ্চয়তা প্রদান করায় অভিযোগটি নিষ্পত্তিযোগ্য মর্মে গণ্য করা যায়।

সিদ্ধান্ত।

বিস্তারিত পর্যালোচনান্তে নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদানপূর্বক অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো ঃ-

১) BRTA এর কর্তৃপক্ষের আইন ও বিধি অনুসারে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ২৪-১০-২০১৩ তারিখ বা তদ্‌পূর্বে সরবরাহ করে পুনরায় আবেদন করার জন্য অভিযোগকারীকে নির্দেশনা দেয়া হলো।

২) আবেদন প্রাপ্তির পর ১৫ (পনের) কার্যদিবসের মধ্যে অভিযোগকারীকে স্মার্ট কার্ড লাইসেন্স প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে নির্দেশনা দেয়া হলো।

৩) তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা-৯ এবং তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর বিধি-৮ অনুযায়ী সরবরাহকৃত তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থ ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ নং কোডে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে নির্দেশ দেয়া হলো।

৪) নির্দেশনা গুলো বাস্তবায়ন/প্রতিপালন করে তথ্য কমিশনকে অবহিত করার জন্য উভয়পক্ষকে বলা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)	**(মোহাম্মদ আবু তাহের)**	**(মোহাম্মদ ফারুক)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

[মিজান]

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ৯৩/২০১৩

অভিযোগকারী ঃ জনাব প্রনব কুমার দেব
পিতা-হরি মোহন দেব
সহকারী শিক্ষক
বিদ্যাময়ী সরকারী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়
ময়মনসিংহ।

প্রতিপক্ষ ঃ জনাব নাজমুল হক খান
উপ-সচিব
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)
শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

সিদ্ধান্তপত্র।

(তারিখ ঃ ১৭-১১-২০১৩ ইং)

অভিযোগকারী জনাব প্রনব কুমার দেব ০৫-০৫-২০১৩ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) বরাবরে নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

ক) শিক্ষা উপ-সচিব (মাধ্যমিক) জনাব সহিদুল ইসলাম সাহেবের তদন্ত কার্যক্রম পরিচালনার জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা না থাকা সত্ত্বেও সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং-০৫.১৮২.৯৯৯.০০.০০.০০৩. ২০১০-২৯৭ তারিখঃ ১২ জুন, ২০১১ মোতাবেক তদন্তের দায়িত্ব দেয়ার কারণ এবং ঐ স্মারক ও স্মারকের সংগে সংশ্লিষ্ট কাগজপত্রের সত্যায়িত কপি;

খ) মাউশির স্মারক নং-৬-সি/৭০-সম/২০০৮/১৪,৮৪৭/১১-সম তারিখঃ ১৫-১০-২০১২ এর বে-আইনী আদেশের বিরুদ্ধে শিক্ষা সচিব বরাবরে শতাধিকবার অভিযোগ করা সত্ত্বেও উপ-সচিব (মাধ্যমিক) জনাব সহিদুল ইসলাম ও মাউশি কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ না করার কারণ কী?

গ) শিক্ষা সচিব কর্তৃক মহামান্য রাষ্ট্রপতি মহোদয়ের আদেশ লংঘন করার কারণ কী?

০২। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রার্থীত তথ্য না পেয়ে অভিযোগকারী ৩০-০৬-২০১৩ তারিখে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তিনি ১৯-০৮-২০১৩ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৩। বিষয়টি কমিশনের ২৯-০৮-২০১৩ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ০৬-১০-২০১৩ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৪। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) সময় চেয়ে আবেদন করে গরহাজির এবং অভিযোগকারী কোনরূপ সময়ের প্রার্থনা না করে গরহাজির। কমিশন কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর সময়ের আবেদন মঞ্জুর করা হয় এবং ২২-১০-২০১৩ তারিখ পুনরায় শুনানীর দিন ধার্য করে অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৫। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী পুনরায় গরহাজির। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) হাজির। ১৭-১১-২০১৩ তারিখ পুনরায় শুনানীর দিন ধার্য করে অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৬। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী জনাব প্রনব কুমার দেব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনাব নাজমুল হক খান উপস্থিত হয়ে তাদের বক্তব্য উপস্থাপন করেন। অভিযোগকারী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর নিকট ০১ নং অনুচ্ছেদে উল্লিখিত তথ্য চেয়ে আবেদন করেন। কিন্তু তথ্য না পেয়ে আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন। পরবর্তীতে ১৫-১১-২০১৩ তারিখে আংশিক তথ্য পেয়েছেন বলে তিনি অবহিত করেন। কিন্তু প্রাপ্ত তথ্যে তিনি সন্তুষ্ট নন।

(অঃ পৃঃ দ্রঃ)

০৭। অভিযোগকারী (ক) ক্রমিকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপ-সচিব (মাধ্যমিক), (খ) ক্রমিকে সচিব ও মহাপরিচালক (মাউশি) ও (গ) ক্রমিকে সচিব এর বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছেন। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের জ্ঞান, অভিজ্ঞতা না থাকার বিষয়টি উল্লেখ করে তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়েরের কারণ কি, এমন প্রশ্নের জবাবে অভিযোগকারী মৌখিকভাবে জানান যে, তিনি মহামান্য রাষ্ট্রপতিসহ বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের বরাবরে হাজার হাজার অভিযোগ দায়ের করেছেন। কিন্তু অভিযোগ দায়ের করার কারণ সম্পর্কে কোন সদুত্তর দিতে পারেননি। সরকারী কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ২ (এফ) (iv) বিধিতে উল্লেখ রয়েছে যে, কোন কর্তৃপক্ষের নিকট কোন সরকারী কর্মচারীর বিরুদ্ধে অসংযত, বিরক্তিকর, মিথ্যা বা তুচ্ছ অভিযোগ সম্বলিত দরখাস্ত দাখিল করলে সেটি অসদাচরণের অর্ন্তভুক্ত হবে। সরকারী কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৬ ও ৭ বিধিতে তদন্তকারী কর্মকর্তা (অভিযুক্তের নিম্নে পদমর্যাদার নন, এমন একজন কর্মকর্তা) কে হবেন এবং তদন্ত কার্যক্রম পরিচালনার বিষয়টি উল্লেখ রয়েছে। অভিযোগকারী একজন সহকারী শিক্ষক হওয়ায় তার বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষক দ্বারা তদন্ত কার্যক্রম পরিচালনা করাই যথেষ্ট ছিল। শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক একজন উপ-সচিব পদ মর্যাদার কর্মকর্তা দ্বারা তদন্ত কার্যক্রম পরিচালনা করার পরও তার (তদন্তকারী কর্মকর্তার) জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার বিষয়ে অভিযোগ দায়ের করা সরকারী কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ২ (এফ) (iv) বিধি অনুযায়ী অসদাচরণের পর্যায়ে পরে।

পর্যালোচনা।

অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) উভয়ের বক্তব্য শ্রবনান্তে এবং দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে অভিযোগকারী তার (ক), (খ) ও (গ) ক্রমিকের প্রার্থীত তথ্যে তার উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে অসংযত, বিরক্তিকর, মিথ্যা ও তুচ্ছ অভিযোগ দায়ের করেছেন। অভিযোগ দায়েরের কারণ সম্পর্কেও অভিযোগকারী কোন সদুত্তর দিতে পারেননি। অভিযোগকারী ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে বিরূপ মন্তব্য করে অভিযোগ দায়ের করেছেন যা সরকারী কর্মচারী শৃঙ্খলা ও আপীল বিধিমালা, ১৯৮৫ অনুযায়ী অসদাচরণের পর্যায়ে পরে বিধায় অভিযোগকারীর বিরুদ্ধে উল্লেখিত বিধিমালা অনুযায়ী বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা সমীচীন হবে মর্মে কমিশন মনে করে।

সিদ্ধান্ত।

বিস্তারিত পর্যালোচনান্তে নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদানপূর্বক অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো ঃ-

১। **ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে বিরূপ মন্তব্য করায় অভিযোগকারীর বিরুদ্ধে সরকারী কর্মচারী শৃঙ্খলা ও আপীল বিধিমালা, ১৯৮৫ অনুযায়ী বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়ার জন্য মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালককে নির্দেশনা দেয়া হলো। গৃহীত ব্যবস্থা তথ্য কমিশনকে অবহিত করার জন্য বলা হলো।**

২। আদেশের কপি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবরে অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হোক।

৩। তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত অভিযোগটি তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী যথাযথ না হওয়ায় খারিজ করা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত/-	**স্বাক্ষরিত/-**	**স্বাক্ষরিত/-**
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)	**(মোহাম্মদ আবু তাহের)**	**(মোহাম্মদ ফারুক)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

[মিজান]

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)

এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা

শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ৯৪/২০১৩

অভিযোগকারী ঃ জনাব মাওলানা ক্বারী মোঃ ইলিয়াছ
পিতা-ক্বারী হাসমত আলী
গ্রাম+পোঃ মেছেরা
উপজেলা-হোসেনপুর
জেলা-কিশোরগঞ্জ।

প্রতিপক্ষ ঃ জনাব মোঃ ওয়াদুদ
উপ-পরিচালক
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)
ইসলামিক ফাউন্ডেশন, কিশোরগঞ্জ।

সিদ্ধান্তপত্র।

(তারিখ ঃ ০৬-১০-২০১৩ ইং)

অভিযোগকারী জনাব মাওলানা ক্বারী মোঃ ইলিয়াছ ১৯-০৫-২০১৩ তারিখে তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে ইসলামিক ফাউন্ডেশন, কিশোরগঞ্জ এর উপ-পরিচালক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনাব মোঃ ওয়াদুদ বরাবরে নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

- **কিশোরগঞ্জ জেলার হোসেনপুর উপজেলাধীন রানী খামার জামে মসজিদের গণ শিক্ষার শিক্ষক মাওঃ ক্বারী মোঃ ইলিয়াছ শিক্ষক হিসেবে ২০০৯ সনে নিয়োজিত ছিলাম। উক্ত নিয়োজিত শিক্ষক কে শিক্ষকতা হইতে ২০১০ সালে নিয়োগ বাতিল করা হয়। উক্ত বাতিলের আদেশের ফটোকপি ও লিখিত দিতে মর্জি হয়।**

০২। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রার্থীত তথ্য না পেয়ে অভিযোগকারী ২৬-০৬-২০১৩ তারিখে ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা এর মহাপরিচালক ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) জনাব শামীম আফজাল বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তিনি ২৫-০৮-২০১৩ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৩। বিষয়টি কমিশনের ২৯-০৮-২০১৩ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ০৬-১০-২০১৩ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৪। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী জনাব মাওলানা ক্বারী মোঃ ইলিয়াছ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, কিশোরগঞ্জ এর উপ-পরিচালক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনাব মোঃ ওয়াদুদ হাজির। অভিযোগকারী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর নিকট ০১ নং অনুচ্ছেদে উল্লিখিত তথ্য চেয়ে আবেদন করেন। তথ্য না পেয়ে তিনি আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন। অভিযোগকারী আরও উল্লেখ করেন যে, তাকে লিখিতভাবে নিয়োগ দেয়া হয়েছে।

০৫। ইসলামিক ফাউন্ডেশন, কিশোরগঞ্জ এর উপ-পরিচালক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, মসজিদ ভিত্তিক ও গণশিক্ষা কার্যক্রম সম্পূর্ণ অস্থায়ী ভাবে শিক্ষক নিয়োগ দিয়ে সম্মানির বিনিময়ে ছাত্র-ছাত্রী পাওয়া সাপেক্ষে দেশের বিভিন্ন মসজিদে পরিচালিত হয়। এটা বিধিবদ্ধ কোন চাকুরি নয় বিধায় কোন শিক্ষককে বাদ দিতে হলে মৌখিকভাবে জানিয়ে দেয়া হয়। কোন অব্যহতি পত্র প্রদান করা হয়না। অভিযোগকারীকে ২০০৯ সালে শিক্ষক হিসেবে ০১ (এক) বছরের জন্য নিয়োগ দেয়া হয়। ০১ (এক) বছর চলে যাওয়ার পর নিয়োগ অটোমেটিক বাতিল হয়ে যায়। এবিষয়ে কোন তথ্য কার্যালয়ে না থাকায় অভিযোগকারীকে তথ্য সরবরাহ করা সম্ভব হয়নি। অভিযোগকারী কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে যোগদান পত্রের কপি সরবরাহ করা হলে এবং নিয়োগ বাতিলের আদেশের কপি দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর কার্যালয়ে সংরক্ষিত থাকলে তিনি অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করতে পারবেন মর্মে জানান।

(অঃ পৃঃ দ্রঃ)

পর্যালোচনা।

অভিযোগকারী, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) উভয়ের বক্তব্য শ্রবনান্তে এবং দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর নিকট অভিযোগকারীর যোগদানের কোন কাগজপত্র নেই। অভিযোগকারী কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে শিক্ষক হিসেবে যোগদান পত্রের কপি সরবরাহ করা হলে এবং নিয়োগ বাতিলের আদেশের কপি সংরক্ষিত থাকলে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য সরবরাহের নিশ্চয়তা প্রদান করায় অভিযোগটি নিষ্পত্তিযোগ্য মর্মে গণ্য করা যায়।

সিদ্ধান্ত।

বিস্তারিত পর্যালোচনান্তে নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদানপূর্বক অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো ঃ-

১। শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ ও যোগদান পত্রের কপি দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে সরবরাহ করার জন্য অভিযোগকারীকে নির্দেশনা দেয়া হলো।

২। অভিযোগকারী কর্তৃক নিয়োগ ও যোগদান পত্রের কপি সরবরাহ করা হলে, তাকে আবেদনানুসারে প্রয়োজনীয় তথ্য প্রদান করার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে নির্দেশনা দেয়া হলো।

৩। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা-৯ এবং তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর বিধি-৮ অনুযায়ী সরবরাহকৃত তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থ **১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭** নং কোডে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে নির্দেশ দেয়া হলো।

৪। নির্দেশনাগুলো বাস্তবায়ন/প্রতিপালন করে তথ্য কমিশনকে অবহিত করার জন্য উভয়পক্ষকে বলা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত/-	**স্বাক্ষরিত/-**	**স্বাক্ষরিত/-**
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)	**(মোহাম্মদ আবু তাহের)**	**(মোহাম্মদ ফারুক)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

[মিজান]

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ৯৫/২০১৩

অভিযোগকারী ঃ জনাব হিমেল চাকমা
পিতা-জীবময় চাকমা
দক্ষিন কালিন্দীপুর
রাঙ্গামাটি সদর
রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা।

প্রতিপক্ষ ঃ জনাব মংছেন লাইন রাখাইন
জনসংযোগ কর্মকর্তা
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)
পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড
রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা।

সিদ্ধান্তপত্র।

(তারিখ ঃ ২২-১০-২০১৩ ইং)

অভিযোগকারী জনাব হিমেল চাকমা ২২-০৫-২০১৩ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা এর পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের জনসংযোগ কর্মকর্তা ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনাব মংছেন লাইন রাখাইন বরাবরে নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

- ক. **বিগত তিন বছরে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডে মোট কয়টি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন হয়েছে? এগুলোর নাম এবং এর বরাদ্দ কত ছিল?**
- খ. **কোন কোন এলাকায় এসব প্রকল্পগুলো বাস্তবায়িত হয়েছে? কোন কোন পত্রিকায় এবং কত তারিখে এসব প্রকল্পের দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে? পত্রিকায় প্রকাশিত দরপত্রের ফটোকপি।**
- গ. **কোন কোন ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান এসব প্রকল্পের কাজ বাস্তবায়ন করেছে? এদের ঠিকানা।**
- ঘ. **চলতি অর্থ বছরে কয়টি প্রকল্পের কাজ চলছে? এর বরাদ্দ কত? এগুলোর নাম কি? কোথায় এগুলো বাস্তবায়িত হচ্ছে? কোন ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান এসব প্রকল্পের কাজ বাস্তবায়ন করেছে?**
- ঙ. **কয়টি প্রকল্প অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে? এগুলো কি ধরনের প্রকল্প? এর ব্যয় কত ধরা হয়েছে?**
- চ. **উন্নয়ন বোর্ডের বর্তমান চেয়ারম্যান কোন তারিখে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন? অফিসের কার্যদিবসে তার উপস্থিতি কত দিন?**

০২। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রার্থীত তথ্য না পেয়ে অভিযোগকারী ১৭-০৭-২০১৩ তারিখে রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা এর পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তিনি ০৩-০৯-২০১৩ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৩। বিষয়টি কমিশনের ২৫-০৯-২০১৩ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ২২-১০-২০১৩ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৪। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী জনাব হিমেল চাকমা এর বিবিএস (সম্মান) হিসাব বিজ্ঞান বিভাগের ৪র্থ বর্ষের পরীক্ষা থাকায় তিনি পত্র মারফত সময়ের প্রার্থনা করে গরহাজির। রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা এর পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের জনসংযোগ কর্মকর্তা ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনাব মংছেন লাইন রাখাইন হাজির।

০৫। রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা এর পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের জনসংযোগ কর্মকর্তা ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তিনি অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্যের জন্য সংশ্লিষ্ট শাখাকে মৌখিকভাবে তথ্য সরবরাহের জন্য অনুরোধ করেছেন। সংশ্লিষ্ট শাখা হতে তথ্য সংগ্রহ করতে অধিক সময় ক্ষেপণ হওয়ায় সঠিক সময়ে অভিযোগকারীকে তথ্য সরবরাহ করতে পারেননি। সংশ্লিষ্ট শাখা হতে প্রাপ্ত তথ্য তিনি সাথে নিয়ে এনেছেন এবং তা অভিযোগকারীকে সরবরাহ করার নিশ্চয়তা প্রদান করেন।

(অঃ পৃঃ দ্রঃ)

পর্যালোচনা।

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর বক্তব্য শ্রবনান্তে এবং দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কর্তৃক অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য সংশ্লিষ্ট শাখা হতে সংগ্রহ করতে অধিক সময় ক্ষেপণ হওয়ায় সঠিক সময়ে অভিযোগকারীকে তথ্য সরবরাহ করতে পারেননি। অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্যাদি দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) সংগ্রহপূর্বক সাথে নিয়ে এসেছেন এবং অভিযোগকারীকে সরবরাহের নিশ্চয়তা প্রদান করায় অভিযোগটি নিষ্পত্তিযোগ্য মর্মে গণ্য করা যায়।

সিদ্ধান্ত।

বিস্তারিত পর্যালোচনান্তে নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদানপূর্বক অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো ঃ-

৮৭। তথ্যের মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে আগামী ৩১-১০-২০১৩ তারিখ বা তদ্পূর্বে অভিযোগকারীকে তার প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করার জন্য রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা এর পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের জনসংযোগ কর্মকর্তা ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে নির্দেশনা দেয়া হলো।

৮৮। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা-৯ এবং তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর বিধি-৮ অনুযায়ী সরবরাহকৃত তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থ ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ নং কোডে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে নির্দেশ দেয়া হলো।

৮৯। নির্দেশনাগুলো বাস্তবায়ন/প্রতিপালন করে তথ্য কমিশনকে অবহিত করার জন্য উভয়পক্ষকে বলা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)	**(মোহাম্মদ আবু তাহের)**	**(মোহাম্মদ ফারুক)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

[মিজান]

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ৯৬/২০১৩

অভিযোগকারী ঃ জনাব মোঃ নাজমুস সাকিব
পিতা-ফরিদুল আলম
৪৯/১, পশ্চিম হাজীপাড়া
রমনা থানা, ঢাকা।

প্রতিপক্ষ ঃ জনাব হুমায়ুন কবির
পরিচালক (প্রশাসন)
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)
জাতীয় মানবাধিকার কমিশন
গুলফেশা প্লাজা, ৮ শহীদ সাংবাদিক সেলিনা পারভীন সড়ক, মগবাজার, ঢাকা-১২১৭।

সিদ্ধান্তপত্র।

(তারিখ ঃ ১৭-১১-২০১৩ ইং)

অভিযোগকারী জনাব মোঃ নাজমুস সাকিব ১১-০৬-২০১৩ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের পরিচালক (প্রশাসন) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনাব হুমায়ুন কবির বরাবরে নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন, যা মানবাধিকার কমিশন কর্তৃক ২৩-০৬-২০১৩ তারিখে গৃহীত হয়-

১. **মানবাধিকার কমিশন দেশে গুম, ক্রশফায়ার বা বিচার বর্হিভূত হত্যাকান্ড, পুলিশি হেফাজতে মৃত্যু এবং পুলিশ কর্তৃক নির্যাতন- এই ৪টি বিষরে উপর তথ্য সংগ্রহ করে কিনা। করে থাকলে ২০১১ এবং ২০১২ সালে সারাদেশে এ ধরনের অপরাধ (প্রত্যেকটির আলাদা আলাদা করে) কতটি ঘটেছে?**
২. **মানবাধিকার কমিশনের ২০১১ সালের বার্ষিক প্রতিবেদনের ৩১ নং পৃষ্ঠায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, ১৯টি Coustodial death/torture নিস্পত্তি করা হয়েছে। উক্ত নিস্পত্তিকৃত অভিযোগগুলোর প্রথম ৫টির উপর কমিশনের সিদ্ধান্তের কপি।**
৩. **একই প্রতিবেদনে বলা হয়েছে- ৫টি enforced disappearance এর নিস্পত্তি করা হয়েছে। উক্ত ৫টি নিস্পত্তিকৃত সিদ্ধান্তের কপি।**

০২। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রার্থীত তথ্য না পেয়ে অভিযোগকারী ৩০-০৭-২০১৩ তারিখে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন এর সচিব ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) জনাব মোঃ তাজুল ইসলাম চৌধুরী বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পর ১২-০৮-২০১৩ তারিখে ১০১৮ নং স্মারকের মাধ্যমে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জনাব মোঃ হুমায়ুন কবির অভিযোগকারীকে অবহিত করেন যে, "জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন, ২০০৯ এর ১৯(৫) ধারা এবং মানবাধিকার কমিশনের ২১ তম কমিশন (মে ৩১/২০১৩) সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক, পক্ষগণ ব্যতীত অন্য কাউকে সিদ্ধান্তের কপি প্রদান করা হয় না বিধায় আপনাকে সিদ্ধন্তের কপি প্রদান করা গেল না।" এ প্রেক্ষিতে অভিযোগকারী ০৩-০৯-২০১৩ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৩। বিষয়টি কমিশনের ২৫-০৯-২০১৩ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ২২-১০-২০১৩ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৪। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) সময় চেয়ে আবেদন করেন। কমিশন কর্তৃক সময় মঞ্জুর করা হয়। ১৭-১১-২০১৩ তারিখ পুনরায় শুনানীর দিন ধার্য করে অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর প্রতি সমন জারী করা হয়।

(অঃ পৃঃ দ্রঃ)

০৫। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী জনাব মোঃ নাজমুস সাকিব, জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের পরিচালক (প্রশাসন) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনাব হুমায়ুন কবির উপস্থিত হয়ে তাদের বক্তব্য উপস্থাপন করেন। অভিযোগকারী, তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর নিকট ০১ নং অনুচ্ছেদে উল্লিখিত তথ্য চেয়ে আবেদন করেন। তথ্য না পেয়ে আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) বরাবরে আপীল আবেদন করার পর প্রার্থীত ০১ (এক) নং ক্রমিকের তথ্য পেয়েছেন। কিন্তু অবশিষ্ট তথ্য না পেয়ে কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেছেন মর্মে উল্লেখ করেন।

০৬। জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের পরিচালক (প্রশাসন) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, অভিযোগকারীকে ইতোমধ্যে তার প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করা হয়েছে। জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইনের ১৯(৫) ধারা অনুযায়ী এবং ৩০-০৫-২০১৩ তারিখের জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক পক্ষগণ ব্যতীত অন্য কাউকে সিদ্ধান্তের কপি প্রদান করা হয় না বিধায় অভিযোগকারীকে ০২ (দুই) ও ০৩ (তিন) নং ক্রমিকের তথ্য প্রদান করা সম্ভব হয়নি।

০৭। সিদ্ধান্ত গৃহীত হবার পর সেটা পাবলিক ডকুমেন্ট হওয়ায় তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী সে সকল তথ্য প্রদানে কোন বাধা নেই মর্মে কমিশন মনে করে। অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য প্রদানের বিষয়ে জাতীয় মানবাধিকার আইন, ২০০৯ এবং তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী তথ্য প্রদানের বিষয়ে কমিশন মতামত প্রদান করলে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) অভিযোগকারীকে তার প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করার নিশ্চয়তা প্রদান করেন।

পর্যালোচনা।

অভিযোগকারী, জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের পরিচালক (প্রশাসন) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) উভয়ের বক্তব্য শ্রবনান্তে এবং দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, সিদ্ধান্ত গৃহীত হবার পর সেটি পাবলিক ডকুমেন্ট হওয়ায় প্রার্থীত তথ্য প্রদানে কোন বাধা নেই বলে প্রতীয়মান হয়। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য জাতীয় মানবাধিকার আইন, ২০০৯ এবং তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী সরবরাহের নিশ্চয়তা প্রদান করায় অভিযোগটি নিষ্পত্তিযোগ্য মর্মে গণ্য করা যায়।

সিদ্ধান্ত।

বিস্তারিত পর্যালোচনান্তে নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদানপূর্বক অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো ঃ-

৯০। তথ্যের মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে আগামী ৩১-১০-২০১৩ তারিখ বা তদ্‌পূর্বে অভিযোগকারীকে তার প্রার্থীত তথ্য জাতীয় মানবাধিকার আইন, ২০০৯ এবং তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী সরবরাহ করার জন্য জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের পরিচালক (প্রশাসন) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে নির্দেশনা প্রদান করা হলো।

৯১।তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা-৯ এবং তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর বিধি-৮ অনুযায়ী সরবরাহকৃত তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থ ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ নং কোডে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে নির্দেশ দেয়া হলো।

৯২। নির্দেশনাগুলো বাস্তবায়ন/প্রতিপালন করে তথ্য কমিশনকে অবহিত করার জন্য উভয়পক্ষকে বলা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত/-	**স্বাক্ষরিত/-**	**স্বাক্ষরিত/-**
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)	**(মোহাম্মদ আবু তাহের)**	**(মোহাম্মদ ফারুক)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

[মিজান]

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ৯৭/২০১৩

অভিযোগকারী ঃ ড. বদিউল আলম মজুমদার
পিতা-রঙ্গু মিয়া মজুমদার
১২/২ ইকবাল রোড
মোহাম্মদপুর, ঢাকা।

প্রতিপক্ষ ঃ জনাব এস এম আসাদুজ্জামান
পরিচালক (জনসংযোগ)
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)
বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন সচিবালয়
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।

সিদ্ধান্তপত্র।

(তারিখ ঃ ২২-১০-২০১৩ ইং)

অভিযোগকারী ড. বদিউল আলম মজুমদার ১২-০৬-২০১৩ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের পরিচালক (জনসংযোগ) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনাব এস এম আসাদুজ্জামান বরাবরে নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

- **রাজনৈতিক দল নিবন্ধন বিধিমালা, ২০০৮ অনুযায়ী নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলসমূহকে তাদের প্রতি বছরের আয়-ব্যয়ের হিসাব বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনে জমা দেওয়া বাধ্যতামূলক। এ পর্যন্ত যতগুলি পঞ্জিকা বছরের তথ্য তারা কমিশনে প্রদান করেছে তার কপি।**

০২। উক্ত আবেদনের প্রেক্ষিতে ১৪-০৭-২০১৩ তারিখে ৮০ নং স্মারকের মাধ্যমে বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের পরিচালক (জনসংযোগ) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনাব এস এম আসাদুজ্জামান অভিযোগকারীকে তার প্রার্থীত তথ্য সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক দলের নিকট হতে সংগ্রহ করার জন্য অনুরোধ করেন। পরবর্তীতে, অভিযোগকারী ০৪-০৮-২০১৩ তারিখে বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের সচিব ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদনের প্রেক্ষিতে ০৩-০৯-২০১৩ তারিখে ১৪৯ নং স্মারকের মাধ্যমে আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) অভিযোগকারীকে প্রার্থীত তথ্যের বিষয়ে নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তার প্রেরিত ১৪-০৭-২০১৩ তারিখের চিঠির সিদ্ধান্ত বহাল রাখার বিষয়টি অবহিত করেন। এ প্রেক্ষিতে অভিযোগকারী ০৯-০৯-২০১৩ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৩। বিষয়টি কমিশনের ২৫-০৯-২০১৩ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ২২-১০-২০১৩ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৪। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী ড. বদিউল আলম মজুমদার, বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের পরিচালক (জনসংযোগ) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনাব এস এম আসাদুজ্জামান এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী জনাব তৌহিদুল ইসলাম উপস্থিত হয়ে তাদের বক্তব্য উপস্থাপন করেন। অভিযোগকারী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর নিকট ০১ নং অনুচ্ছেদে উল্লিখিত তথ্য চেয়ে আবেদন করেন। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) তথ্য প্রদানে অপারগতা প্রকাশ করলে তিনি আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) একই সিদ্ধান্ত প্রদান করলে তিনি তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

(অঃ পৃঃ দ্রঃ)

০৫। বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের পরিচালক (জনসংযোগ) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, নির্বাচন কমিশনের কোন্ কোন্ তথ্য প্রদানযোগ্য তার একটি তালিকা ওয়েবসাইটে রয়েছে। তথ্য

অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা ৯ (৮) অনুযায়ী তৃতীয় পক্ষের কোন গোপনীয় তথ্য তার মতামত বা সম্মতি ব্যতিরেকে অনুরোধকারীকে প্রদান না করার বিধান রয়েছে। অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্যের ক্ষেত্রে তৃতীয় পক্ষের সংশ্লিষ্টতা থাকায় তা সরবরাহ করা সম্ভব হয়নি। বিজ্ঞ আইনজীবী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, নির্বাচন কমিশনে জমাকৃত রাজনৈতিক দলের বাৎসরিক আয়-ব্যয়ের হিসাব (অডিট রিপোর্ট) নির্বাচন কমিশনের নিজস্ব তথ্য নয়। রাজনৈতিক দলের মতামত ছাড়া তথ্য সরবরাহ করা সম্ভব নয়।

০৬। অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য সুস্পষ্ট না হওয়ায় অভিযোগকারী কোন্ কোন্ রাজনৈতিক দলের এবং কোন্ কোন্ সালের তথ্য পেতে আগ্রহী তা সুস্পষ্টভাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর নিকট আবেদন করার জন্য কমিশন মতামত প্রদান করেন। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা ৯ (৮) অনুযায়ী তৃতীয় পক্ষের মতামত গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা থাকায় তৃতীয় পক্ষের বরাবরে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে মতামত গ্রহণের জন্য নোটিশ প্রদানের বিষয়ে কমিশন অভিমত ব্যক্ত করেন।

পর্যালোচনা।

অভিযোগকারী, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) ও বিজ্ঞ আইনজীবী এর বক্তব্য শ্রবনান্তে এবং দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্যাদির ক্ষেত্রে তৃতীয় পক্ষের সংশ্লিষ্টতা রয়েছে। তৃতীয় পক্ষের মতামত গ্রহণ ছাড়া দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কর্তৃক তা সরবরাহ করা সম্ভব নয়। এছাড়া অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্যাদি সুস্পষ্ট না হওয়ায় সুস্পষ্টভাবে তথ্য প্রাপ্তির আবেদন করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। অভিযোগকারী সুস্পষ্টভাবে তথ্য প্রাপ্তির আবেদন করলে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী সরবরাহের নিশ্চয়তা প্রদান করায় অভিযোগটি নিষ্পত্তিযোগ্য মর্মে গণ্য করা যায়।

সিদ্ধান্ত।

বিস্তারিত পর্যালোচনান্তে নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদানপূর্বক অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো ঃ-

৯৩। অভিযোগকারী কোন্ কোন্ রাজনৈতিক দলের এবং কোন্ কোন্ সালের তথ্য পেতে আগ্রহী তা সুনির্দিষ্টভাবে বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) বরাবর ৩১-১০-২০১৩ তারিখের মধ্যে আবেদন করার জন্য তাকে নির্দেশনা দেয়া হলো।

৯৪। তথ্য প্রাপ্তির আবেদন পাবার ০৫ (পাঁচ) কর্ম দিবসের মাঝে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা-৯(৮) অনুযায়ী তৃতীয় পক্ষের লিখিত মতামত চেয়ে নোটিশ প্রদান করে অভিযোগকারীকে অবহিত করার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে নির্দেশনা দেয়া হলো।

৯৫। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা-৯ এবং তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর বিধি-৮ অনুযায়ী সরবরাহকৃত তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থ ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ নং কোডে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে নির্দেশ দেয়া হলো।

৯৬। নির্দেশনাগুলো বাস্তবায়ন/প্রতিপালন করে তথ্য কমিশনকে অবহিত করার জন্য উভয়পক্ষকে বলা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত/-	**স্বাক্ষরিত/-**	**স্বাক্ষরিত/-**
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)	**(মোহাম্মদ আবু তাহের)**	**(মোহাম্মদ ফারুক)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

[মিজান]

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ৯৮/২০১৩

অভিযোগকারী ঃ জনাব মোঃ রইছ উদ্দিন বাদশা
অ্যাডভোকেট
পিতা-মৃত হামিজ উদ্দিন মিয়া
সহ সভাপতি, রংপুর আইনজীবী সমিতি
রংপুর।

প্রতিপক্ষ ঃ জনাব সাঈদ আহমেদ
অধ্যক্ষ
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)
মিলেনিয়াম স্টারস স্কুল ও কলেজ
রংপুর ক্যান্টনমেন্ট, রংপুর।

সিদ্ধান্তপত্র।

(তারিখ ঃ ২২-১০-২০১৩ ইং)

অভিযোগকারী জনাব মোঃ রইছ উদ্দিন বাদশা ১০-০৯-২০১৩ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন। অভিযোগে তিনি উল্লেখ করেন যে, তার দায়েরকৃত অভিযোগ নং ৫২/২০১৩ এর প্রেক্ষিতে কমিশন কর্তৃক প্রদত্ত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তাকে সরবরাহকৃত তথ্যের বিষয়ে নিম্নরূপ অসঙ্গতি দেখা যায়-

১। চাহিত তথ্যাবলীর ১ নং ক্রমিকে উল্লিখিত “বেসরকারী (ইংরেজী মাধ্যম) বিদ্যালয় নিবন্ধন বিধিমালা ২০০৭, এস.আর ও নং-২৫৯-আইন/২০০৭ এর ৭ ধারার বিধান মতে ম্যানেজিং কমিটি গঠন করা হয়েছে কি না?” এই বিষয়ে কোন তথ্য দেওয়া হয় নাই।

২। চাহিত তথ্যাবলীর ২ নং ক্রমিকে উল্লিখিত “ম্যানেজিং কমিটিতে ছাত্র-ছাত্রীগণের অভিভাবক কর্তৃক নির্বাচিত সদস্য আছে কি না?” সরবরাহকৃত তথ্যে এই বিষয়ে কোন বলা হয় নাই। তবে তথ্য দেওয়া হয় যে, বর্ণিত প্রবিধানমালা অনুযায়ী ৩জন অভিভাবক সদস্য গর্ভনিং বডির অন্তর্ভুক্ত আছেন- যাহা অসম্পূর্ণ ও বিভ্রান্তিকর হইতেছে।

৩। চাহিত তথ্যাবলীর ৩ নং ক্রমিকে উল্লিখিত “উক্ত বিধি মালার ১৮ (২) বিধি মতে আর্থিক শৃঙ্খলা, স্বচ্ছতা ও জবাব দিহিতা নিশ্চিত করণের লক্ষ্যে প্রত্যেক অর্থ বৎসর শেষে বিদ্যালয়ের আয়-ব্যয় এ হিসাব কোন সি/এ ফার্ম দ্বারা নিরীক্ষা করা হয়েছে কি না?” এই বিষয়ে কোন তথ্য দেওয়া হয় নাই।

৪। চাহিত তথ্যাবলীর ৪ নং ক্রমিকে উল্লিখিত নার্সারী হতে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত সকল শ্রেণীতে ২০১২ সালে অধ্যয়নরত ছাত্র-ছাত্রীগণের ভর্তি ফি , পূনঃ ভর্তি ফি, উন্নয়ন ফি, টিউশন ফি, প্রভৃতি বাবদ প্রাপ্ত অর্থের পরিমাণ বিষয়ে সরবরাহকৃত তথ্য পূর্ণাঙ্গ নহে বিধায় অসম্পূর্ণ হইতেছে। কারন সরবরাহকৃত তথ্যের সাধারণ তহবিল শিরোনামে “আয়” কলামে ১নং ক্রমিকে শুধুমাত্র ছাত্র বেতন ৩০৫২৩৭৪৬.০০ টাকা উল্লেখ করা হয়। কিন্তু ভর্তি, পুনঃ ভর্তি ও উন্নয়ন ফি বাবদ প্রাপ্ত অর্থে কোন উল্লেখ করা হয় নাই। অধিকন্তু কোন শ্রেণীতে কতজন ছাত্র (উভয় শিপ্টে) এবং ছাত্র প্রতি আদায়কৃত অর্থের পরিমান স্ববিস্তারে দেওয়া হয় নাই।

অভিযোগে তিনি উল্লিখিত বিষয় সুবিবেচনাপূর্বক সঠিক ও পূর্ণাঙ্গ তথ্য সরবরাহের ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ জানান।

০২। বিষয়টি কমিশনের ২৫-০৯-২০১৩ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ২২-১০-২০১৩ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৩। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) গরহাজির। অভিযোগকারী তথ্য কমিশন বরাবরে পত্র প্রেরণপূর্বক অভিযোগ নং ৫২/২০১৩ এর সিদ্ধান্ত মতে তার প্রার্থীত সম্পূর্ণ তথ্যাদি প্রদানে ও গ্রহণে তাদের উভয় পক্ষের মধ্যে যোগাযোগ ও আলাপ আলোচনাক্রমে ঐক্যমত হওয়ায় ৯৮/২০১৩ নং অভিযোগটি প্রত্যাহার করার আদেশ দানের অনুরোধ জানিয়েছেন।

(অঃ পৃঃ দ্রঃ)

০৪। অধ্যক্ষ ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) তথ্য কমিশন বরাবরে পত্র প্রেরণপূর্বক অভিযোগকারীর প্রার্থীত সম্পূর্ণ তথ্যাদি প্রদানে ও গ্রহণে তাদের উভয় পক্ষের মধ্যে যোগাযোগ ও আলাপ আলোচনাক্রমে ঐক্যমত হওয়ায় অভিযোগটি নিষ্পত্তি করার জন্য সবিনয় অনুরোধ জানিয়েছেন।

পর্যালোচনা।

অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) ও অভিযোগকারী তথ্যাদি প্রদানে ও গ্রহণে উভয় পক্ষের মধ্যে যোগাযোগ ও আলাপ আলোচনাক্রমে ঐক্যমত হওয়ায় অভিযোগটি নিষ্পত্তির জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে ফলে অভিযোগটি নিষ্পত্তিযোগ্য মর্মে গণ্য করা যায়।

সিদ্ধান্ত।

যেহেতু, অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) অভিযোগটি নিষ্পত্তি করার জন্য আবেদন করেছেন, সেহেতু, অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত/-	**স্বাক্ষরিত/-**	**স্বাক্ষরিত/-**
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)	**(মোহাম্মদ আবু তাহের)**	**(মোহাম্মদ ফারুক)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

[মিজান]

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ৯৯/২০১৩

অভিযোগকারী ঃ জনাব জয়ন্ত ভৌমিক
পিতা-দীলিপ ভৌমিক
৮/১৯ স্যার সৈয়দ রোড
মোহাম্মদপুর, ঢাকা।

প্রতিপক্ষ ঃ জনাব আজম মোঃ আব্দুল মাসুদ
বিভাগীয় প্রকৌশলী (বহিঃ-১)
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)
টিএনটি এক্সচেঞ্জ, নিলক্ষেত, ঢাকা।

সিদ্ধান্তপত্র।

(তারিখ ঃ ২২-১০-২০১৩ ইং)

অভিযোগকারী ৩০-০৬-২০১৩ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/অফিস প্রধান/ প্রধান কর্মাধ্যক্ষ, টিএনটি এক্সচেঞ্জ, নিলক্ষেত, ঢাকা বরাবরে নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন, যা সংশ্লিষ্ট অফিস কর্তৃক ০১-০৭-২০১৩ তারিখে গৃহীত হয়-

ক) **আপনার অফিসের সিটিজেন চার্টার অনুযায়ী টেলিফোন সংযোগ সংক্রান্ত অভিযোগ দায়ের করা হলে তা কত দিনের মাঝে নিস্পত্তি করা হয়?**

খ) **আপনার অফিসের আওতাধীন সাইন্স ল্যাব এলাকার জন্য সংশ্লিষ্ট অভিযোগ কেন্দ্রের টেলিফোন নাম্বার ৯৬৬০০১৩। উক্ত অভিযোগ কেন্দ্রে ১৫ ই জুন ২০১৩ থেকে ২২ শে জুন ২০১৩ তারিখ পর্যন্ত দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মচারীদের নাম ও পদবী সম্বলিত তালিকা চাই।**

গ) **১৫ ই জুন ২০১৩ থেকে ২২ শে জুন ২০১৩ তারিখ পর্যন্ত উক্ত অভিযোগ কেন্দ্রে কতগুলো অভিযোগ দাখিল হয়েছে তা যে রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করা হয় উক্ত রেজিস্টারের সত্যায়িত ফটোকপি এবং এগুলোর মধ্যে কতগুলো অভিযোগের প্রেক্ষিতে সংযোগ স্থাপনপূর্বক কার্যকর করা হয়েছে তার তথ্য চাই।**

ঘ) **কয়টি অভিযোগ এখনো নিস্পত্তি করা হয়নি? না করা হলে কেন করা হয়নি তার প্রত্যেকটির কারণ জানতে চাই।**

০২। অভিযোগে তিনি উল্লেখ করেন, ২০ কার্যদিবস অতিক্রান্ত হওয়ার পর উক্ত দপ্তরে যোগাযোগ করে জানতে পারেন যে, উক্ত অফিসে কোন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ দেয়া হয়নি। যা তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ১০ ধারার সুস্পষ্ট লংঘন। অভিযোগে তিনি আরো উল্লেখ করেন যে, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ২৫(১)(ক) তৎসহ ১৩(১) এবং ২৫(২) উপধারা অনুযায়ী যে কোন সময় সরাসরি অভিযোগ দায়ের করার বিধান থাকায় টেলিফোন গ্রাহকগণের ভোগান্তি কমানোসহ সংশ্লিষ্ট দপ্তরের কর্মকান্ডে স্বচ্ছতা আনয়ন ও দুর্নীতি রোধে বাধ্য করার জন্য ১১-০৯-২০১৩ তারিখে জনাব মোঃ মইন উদ্দিন আহম্মেদ, জেনারেল ম্যানেজার, টিএনটি এক্সচেঞ্জ, নিলক্ষেত, ঢাকা এর বিরুদ্ধে অত্র অভিযোগটি তথ্য কমিশনে দাখিল করেন।

০৩। বিষয়টি কমিশনের ২৫-০৯-২০১৩ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ২২-১০-২০১৩ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৪। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী জনাব জয়ন্ত ভৌমিক, টিএনটি এক্সচেঞ্জ, নিলক্ষেতের জেনারেল ম্যানেজার মোঃ মঈন উদ্দীন, টিএনটি এক্সচেঞ্জ, নিলক্ষেতের বিভাগীয় প্রকৌশলী (বহিঃ-১) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনাব আজম মোঃ আব্দুল মাসুদ এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী জনাব সাইদ আলম টিপু উপস্থিত হয়ে তাদের বক্তব্য উপস্থাপন করেন। অভিযোগকারী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর নিকট ০১ নং অনুচ্ছেদে উল্লিখিত তথ্য চেয়ে আবেদন করেন।

(অঃ পৃঃ দ্রঃ)

২০ কার্যদিবস অতিক্রান্ত হওয়ার পর তিনি এত্র অফিসে যোগাযোগ করে জানতে চেয়েছিলেন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে। তাকে উক্ত অফিস থেকে জানানো হয়েছে যে, লোক স্বল্পতার কারণে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) নিয়োগ দেয়া হয়নি। এজন্য তিনি তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৫। টিএনটি এক্সচেঞ্জ, নিলক্ষেতের জেনারেল ম্যানেজার মোঃ মঈন উদ্দীন তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, নিলক্ষেত অফিসের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) নিয়োগ দেয়া আছে, বিভাগীয় প্রকৌশলী হচ্ছেন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, আবেদনকারী যথাযথ কর্তৃপক্ষ বরাবর তথ্য প্রাপ্তির আবেদন করেননি। ১৭-০৪-২০১৩ তারিখে বিটিসিএল এর সকল অফিসে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) নিয়োগ দেয়া হয়েছে।

০৬। টিএনটি এক্সচেঞ্জ, নিলক্ষেতের বিভাগীয় প্রকৌশলী (বহি:-১) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তিনি তথ্য অধিকার আইনটি সম্পর্কে অবগত ছিলেন না বিধায় তথ্য সরবরাহ করতে পারেননি। পরবর্তীতে ০৬-১০-২০১৩ তারিখে কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে অভিযোগকারীকে তথ্য সরবরাহ করা হয়েছে। অভিযোগকারী তথ্য প্রাপ্ত হননি মর্মে জানালে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য পুনরায় সরবরাহের নিশ্চয়তা প্রদান করেন।

পর্যালোচনা।

অভিযোগকারী, টিএনটি এক্সচেঞ্জ, নিলক্ষেতের জেনারেল ম্যানেজার, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এবং বিজ্ঞ আইনজীবীর বক্তব্য শ্রবনান্তে এবং দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) তথ্য অধিকার আইনটি সম্পর্কে অবগত না থাকায় যথাযথভাবে তথ্য সরবরাহ করা সম্ভব হয়নি। পরবর্তীতে অভিযোগকারীকে কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে তথ্যাদি সরবরাহ করেছেন এবং শুনানীর সময়ে তথ্য সাথে নিয়ে এসেছেন। অভিযোগকারী তথ্য প্রাপ্ত হননি মর্মে জানালে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য পুনরায় সরবরাহের নিশ্চয়তা প্রদান করায় অভিযোগটি নিষ্পত্তিযোগ্য মর্মে গণ্য করা যায়।

সিদ্ধান্ত।

বিস্তারিত পর্যালোচনান্তে নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদানপূর্বক অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো ঃ-

৯৭। তথ্যের মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে আগামী ২৭-১০-২০১৩ তারিখ বা তদ্‌পূর্বে অভিযোগকারীকে তার প্রার্থীত সরবরাহ করার জন্য বিভাগীয় প্রকৌশলী (বহি:-১) টিএনটি এক্সচেঞ্জ, নিলক্ষেত ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে নির্দেশনা দেয়া হলো।

৯৮। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা-৯ এবং তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর বিধি-৮ অনুযায়ী সরবরাহকৃত তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থ ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ নং কোডে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে নির্দেশ দেয়া হলো।

৯৯। নির্দেশনাগুলো বাস্তবায়ন/প্রতিপালন করে তথ্য কমিশনকে অবহিত করার জন্য উভয়পক্ষকে বলা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)	**(মোহাম্মদ আবু তাহের)**	**(মোহাম্মদ ফারুক)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

[মিজান]

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ১০০/২০১৩

অভিযোগকারী ঃ জনাব অরূপ রায়
পিতা-উৎপল রায়
৫১/এ বাজার রোড
উপজেলা-সাভার, জেলা-ঢাকা।

প্রতিপক্ষ ঃ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)
সাভার পৌরসভা, গেন্ডা
ঢাকা।

সিদ্ধান্তপত্র।

(তারিখ ঃ ২২-১০-২০১৩ ইং)

অভিযোগকারী ২০-০৬-২০১৩ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে সাভার পৌরসভার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) বরাবরে নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

ক) ঢাকা জেলার সাভার উপজেলার সাভার পৌরসভা এলাকায় অনুমোদিত পাকা ভবনের সংখ্যা কত?

খ) অনুমোদিত ভবনসমূহের মধ্যে পাঁচ, ছয়, সাত, আট, নয় ও দশ তলা ভবনের সংখ্যা কত?

গ) সাভার উত্তর পাড়ার বাজার রোড সংলগ্ন বিসমিল্লা টাওয়ারের (হোল্ডিং নম্বর-১৩২/বি) কত তলার অনুমোদন দেওয়া হয়েছে? ভবনটি নির্মান কাজ শুরু হওয়ার পর পৌরসভা থেকে নির্মানকাজ বন্ধ করা হয়েছিলো কিনা? বন্ধ করা হয়ে থাকলে কেন করা হয়েছিল?

০২। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রার্থীত তথ্য না পেয়ে অভিযোগকারী ০১-০৮-২০১৩ তারিখে সাভার পৌরসভার ভারপ্রাপ্ত মেয়র ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) জনাব আব্দুল কাদের বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তিনি ১২-০৯-২০১৩ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৩। বিষয়টি কমিশনের ২৫-০৯-২০১৩ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ২২-১০-২০১৩ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৪। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী জনাব অরূপ রায়, সাভার পৌরসভার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর পক্ষে শহর পরিকল্পনাবিদ জান্নাতুল ফেরদৌস উপস্থিত হয়ে তাদের বক্তব্য উপস্থাপন করেন। অভিযোগকারী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর নিকট ০১ নং অনুচ্ছেদে উল্লিখিত তথ্য চেয়ে আবেদন করেন। আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) বরাবর আপীল আবেদন করে কোন প্রতিকার না পেয়ে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৫। সাভার পৌরসভার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর পক্ষে শহর পরিকল্পনাবিদ জান্নাতুল ফেরদৌস তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) অসুস্থ থাকায় তাকে প্রতিনিধি হিসেবে প্রেরণ করা হয়েছে। অভিযোগকারীর তথ্যের মধ্যে (গ) ক্রমিকের তথ্য সরবরাহ করা হয়েছে। ক্রমিক (ক) ও (খ) এর পরিসংখ্যান তাদের কাছে নেই বিধায় তা সরবরাহ করতে পারেননি। পরবর্তীতে (ক) ও (খ) এর তথ্য প্রস্তুত করে সরবরাহের নিশ্চয়তা প্রদান করেন।

(অঃ পৃঃ দ্রঃ)

পর্যালোচনা।

অভিযোগকারী, সাভার পৌরসভার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর পক্ষে শহর পরিকল্পনাবিদ উভয়ের বক্তব্য শ্রবনান্তে এবং দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কর্তৃক অভিযোগকারীর তথ্যের মধ্যে (গ) ক্রমিকের তথ্য সরবরাহ করা হয়েছে। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর পক্ষে শহর পরিকল্পনাবিদ ক্রমিক (ক) ও (খ) এর তথ্য প্রস্তুত করে সরবরাহের নিশ্চয়তা প্রদান করায় অভিযোগটি নিষ্পত্তিযোগ্য মর্মে গণ্য করা যায়।

সিদ্ধান্ত।

বিস্তারিত পর্যালোচনান্তে নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদানপূর্বক অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো ঃ-

১০০। তথ্যের মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে আগামী ১৯-১১-২০১৩ তারিখ বা তদ্‌পূর্বে অভিযোগকারীকে তার প্রার্থীত সরবরাহ করার জন্য সাভার পৌরসভার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে নির্দেশনা দেয়া হলো।

১০১। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা-৯ এবং তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর বিধি-৮ অনুযায়ী সরবরাহকৃত তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থ ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ নং কোডে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে নির্দেশ দেয়া হলো।

১০২। নির্দেশনাগুলো বাস্তবায়ন/প্রতিপালন করে তথ্য কমিশনকে অবহিত করার জন্য উভয়পক্ষকে বলা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)	**(মোহাম্মদ আবু তাহের)**	**(মোহাম্মদ ফারুক)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

[মিজান]

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ১০১/২০১৩

অভিযোগকারী ঃ জনাব মোঃ আবদুল হক
পিতা-হাজী মোঃ আবদুল হাকিম
হারুয়া পূর্ব ফিসারী রোড
উপজেলা ও জেলা-কিশোরগঞ্জ।

প্রতিপক্ষ ঃ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)
জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস
কিশোরগঞ্জ।

সিদ্ধান্তপত্র।

(তারিখ ঃ ২২-১০-২০১৩ ইং)

অভিযোগকারী ২৮-০৫-২০১৩ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে কিশোরগঞ্জ জেলার প্রাথমিক শিক্ষা অফিসের ক্যাশিয়ার ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) তাপশী বরাবরে নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

- **মরিয়ম আক্তার (মেরি), স্বামী আঃ লতিফ (বাদল), সাং-গোয়ালহাটি, উপজেলা-নিকলি। পিতা- মোঃ মতিউর রহমান, সাং-মিন্ডিব, উপজেলা-করিমগঞ্জ, জেলা-কিশোগঞ্জ। তিনি সরকারী গুরুদয়াল কলেজে হিসাব বিজ্ঞান বিভাগে অনার্সে অধ্যয়নরত থাকা অবস্থায় সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক হিসাবে কর্মরত থাকিয়া শিক্ষকতার কার্যক্রম পরিচালনা করিতে পারে কিনা? কলেজে অনার্সে পড়া এবং সরকারী বিদ্যালয়ে চাকরী করা এক সংগে পারা যায় কিনা?**

০২। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রার্থীত তথ্য না পেয়ে অভিযোগকারী ২১-০৭-২০১৩ তারিখে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের বিভাগীয় উপ-পরিচালক বরাবরে আপীল আবেদন করেন। উক্ত আপীল আবেদনের প্রেক্ষিতে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের বিভাগীয় উপ-পরিচালক ড. মোঃ মাহফুজুল আলম ২১-০৮-২০১৩ তারিখের ৯১৯/১০/১৯৭৮ নং স্মারকের মাধ্যমে অভিযোগকারীকে তার আপীল আবেদনের বিষয়ে এ দপ্তর থেকে কোন কার্যক্রম গ্রহণ করা সম্ভব নয় বলে অবহিত করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পাওয়ায় তিনি ১৮-০৯-২০১৩ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৩। বিষয়টি কমিশনের ২৫-০৯-২০১৩ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ২২-১০-২০১৩ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৪। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী জনাব মোঃ আবদুল হক, কিশোরগঞ্জ জেলার প্রাথমিক শিক্ষা অফিসের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর পক্ষে মনিটরিং অফিসার জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম উপস্থিত হয়ে তাদের বক্তব্য উপস্থাপন করেন। অভিযোগকারী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর নিকট ০১ নং অনুচ্ছেদে উল্লিখিত তথ্য চেয়ে আবেদন করেন। আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) বরাবর আপীল আবেদন করেও কোন প্রতিকার না পেয়ে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

(অঃ পৃঃ দ্রঃ)

০৫। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর পক্ষে মনিটরিং অফিসার জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, অভিযোগকারীকে ইতোমধ্যে তার যাচিত তথ্যের মধ্যে মরিয়ম আক্তার ১৬-০৯-২০১০ তারিখ হতে করিমগঞ্জ

উপজেলার ঝাউতলা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কর্মরত আছেন মর্মে তথ্য প্রদান করা হয়েছে এবং অবশিষ্ট তথ্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান হতে সংগ্রহ করার জন্য বলা হয়েছে। অনার্সে অধ্যায়নরত অবস্থায় একইসাথে শিক্ষকতার কার্যক্রম পরিচালনা করা যায় কিনা এ প্রশ্নের জবাবে জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম জানান চাকরিরত অবস্থায় কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিয়ে উচ্চতর ডিগ্রী গ্রহণ করা যায়। কমিশন কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর পক্ষে মনিটরিং অফিসারকে এই তথ্যটি অভিযোগকারীকে অবগত করার জন্য বলা হলে তিনি তার নিশ্চয়তা প্রদান করেন।

পর্যালোচনা।

অভিযোগকারী, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর পক্ষে মনিটরিং অফিসার উভয়ের বক্তব্য শ্রবনান্তে এবং দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কর্তৃক অভিযোগকারীকে যে তথ্য সরবরাহ করা হয়েছে তা সুস্পষ্টভাবে প্রদানের বিষয়ে কমিশন নির্দেশনা প্রদান করলে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর পক্ষে মনিটরিং অফিসার পুনরায় তথ্য সরবরাহের নিশ্চয়তা প্রদান করেন। অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য সরবরাহের নিশ্চয়তা প্রদান করায় অভিযোগটি নিষ্পত্তিযোগ্য মর্মে গণ্য করা যায়।

সিদ্ধান্ত।

বিস্তারিত পর্যালোচনান্তে নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদানপূর্বক অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো ঃ-

১০৩। তথ্যের মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে আগামী ৩১-১০-২০১৩ তারিখ বা তদ্পূর্বে অভিযোগকারীকে তার প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করার জন্য কিশোরগঞ্জ জেলার প্রাথমিক শিক্ষা অফিসের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে নির্দেশনা দেয়া হলো।

১০৪। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা-৯ এবং তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর বিধি-৮ অনুযায়ী সরবরাহকৃত তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থ ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ নং কোডে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে নির্দেশ দেয়া হলো।

১০৫। নির্দেশনাগুলো বাস্তবায়ন/প্রতিপালন করে তথ্য কমিশনকে অবহিত করার জন্য উভয়পক্ষকে বলা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)	**(মোহাম্মদ আবু তাহের)**	**(মোহাম্মদ ফারুক)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

[মিজান]

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ১০২/২০১৩

অভিযোগকারী ঃ ডাঃ মোঃ নাজিম খান
পিতা-মোঃ আবুল কাশেম খান
ডক্টরস কোঃ (করবী), নীচতলা
বাড়ী নং-৩৪, রোড নং-২৫, রূপনগর
আ/এ, পল্লবী, মিরপুর, ঢাকা।

প্রতিপক্ষ ঃ ডাঃ শফিউল আজম
চিকিৎসা তত্ত্বাবধায়ক
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)
৩০০ শয্যা হাসপাতাল, ১৭/১ ঈশাখা রোড
খানপুর, নারায়ণগঞ্জ।

সিদ্ধান্তপত্র।

(তারিখ ঃ ২৩-১২-২০১৩ ইং)

অভিযোগকারী ডাঃ মোঃ নাজিম খান ২৬-০৫-২০১৩ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে নারায়ণগঞ্জ জেলার ৩০০ শয্যা হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) বরাবরে নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

- **মোঃ সিদ্দিকুর রহমান, পি/এ টু সুপার, ২০০ শয্যা হাসপাতাল, নারায়ণগঞ্জ এর বিরুদ্ধে ১৯৮৫ সাল হতে অদ্যাবধি দুর্নীতির সকল তথ্য চেয়ে আবেদন করা হলেও তথ্য পাওয়া যায়নি, তত্ত্বাবধায়ক মহোদয় পরোক্ষভাবে দুর্ণীতির কথা স্বীকার করেছেন।**

০২। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রার্থীত তথ্য না পেয়ে অভিযোগকারী ১৪-০৭-২০১৩ ও ২০-০৭-২০১৩ তারিখে যথাক্রমে সচিব ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই), স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং মহাপরিচালক ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তিনি ০২-১০-২০১৩ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৩। বিষয়টি কমিশনের ০৫-১২-২০১৩ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ২৩-১২-২০১৩ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৪। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী ডাঃ মোঃ নাজিম খান, নারায়ণগঞ্জ জেলার ৩০০ শয্যা হাসপাতালের চিকিৎসা তত্ত্বাবধায়ক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) ডাঃ শফিউল আজম হাজির। অভিযোগকারী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর নিকট ০১ নং অনুচ্ছেদে উল্লিখিত তথ্য চেয়ে আবেদন করেন। তথ্য না পেয়ে তিনি আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন। মোঃ সিদ্দিকুর রহমান দুর্নীতি করেছেন এ বিষয়ে আপনি কিভাবে নিশ্চিত হলেন কমিশনের এমন প্রশ্নের জবাবে অভিযোগকারী উল্লেখ করেন যে, দুর্নীতির খবর বিভিন্ন দৈনিক পত্রিকাতে প্রকাশিত হয়েছে। দুর্নীতির বিষয়টি তদন্ত করার জন্য পূর্বে আবেদন করা হলেও তা আমলে নেয়া হয়নি।

০৫। নারায়ণগঞ্জ জেলার ৩০০ শয্যা হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তিনি কোন তথ্য প্রাপ্তির আবেদন পাননি। যিনি তথ্য প্রাপ্তির আবেদন গ্রহণ করেছিলেন, তিনি যথাসময়ে তার [দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)] নিকট আবেদন না পৌঁছানোর জন্য তাকে কারণ দর্শানোর নোটিশ দেয়া হয়েছে। অভিযোগকারীর তথ্য চাওয়ার বিষয়ে তিনি জানান ১৯৮৬ সালে হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কিন্তু ১৯৮৫ সাল হতে অদ্যাবধি দুর্নীতির তথ্য চাওয়ার বিষয়টি স্পষ্ট নয়। এছাড়া জনাব মোঃ সিদ্দিকুর রহমান এর সার্ভিস বুক পর্যবেক্ষণ করে দুর্নীতির কোন তথ্য পাওয়া যায়নি। পত্রিকায় প্রকাশিত খবরের ভিত্তিতে পূর্বে কোন তদন্ত হয়েছে কিনা তা তার জানা নেই।

(অঃ পৃঃ দ্রঃ)

০৬। অভিযোগকারী সুস্পষ্টভাবে তথ্য প্রাপ্তির আবেদন না করায় কমিশন কর্তৃক সুস্পষ্টভাবে পুনরায় তথ্য প্রাপ্তির আবেদন করার কথা অভিযোগকারীকে বলা হলে তিনি তাতে সম্মতি জ্ঞাপন করেন।

পর্যালোচনা।

অভিযোগকারী, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) উভয়ের বক্তব্য শ্রবনান্তে এবং দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, অভিযোগকারী ১৯৮৫ সাল হতে দুর্নীতির তথ্য চেয়েছেন কিন্তু ১৯৮৬ সালে হাসপাতালটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ফলে অভিযোগকারীর তথ্য প্রাপ্তির আবেদন সুস্পষ্ট নয়। অভিযোগকারী কর্তৃক পুনরায় দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) বরাবরে সুস্পষ্টভাবে তথ্য প্রাপ্তির আবেদন করার জন্য পরমর্শ প্রদানপূর্বক অভিযোগটি নিস্পত্তি করা যেতে পারে।

সিদ্ধান্ত।

বিস্তারিত পর্যালোচনান্তে নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদানপূর্বক অভিযোগটি নিস্পত্তি করা হলো ঃ-

৫। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) বরাবরে সুস্পষ্টভাবে পুনরায় তথ্য প্রাপ্তির আবেদন করার জন্য অভিযোগকারীকে নির্দেশনা দেয়া হলো।

৬। মোঃ সিদ্দিকুর রহমান, পি/এ টু সুপার এর বিরুদ্ধে দুর্নীতির খবর বিভিন্ন দৈনিক পত্রিকাতে প্রকাশিত হওয়ায় স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন কিনা তা কমিশনকে অবহিত করার জন্য স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালককে বলা হলো।

৭। নির্দেশনাগুলো বাস্তবায়ন/প্রতিপালন করে তথ্য কমিশনকে অবহিত করার জন্য উভয়পক্ষকে বলা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত/-
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)
তথ্য কমিশনার

স্বাক্ষরিত/-
(মোহাম্মদ ফারুক)
প্রধান তথ্য কমিশনার

[মিজান]

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ১০৩/২০১৩

অভিযোগকারী ঃ জনাব মোঃ মোখলেছুর রহমান
পিতা-মোঃ আঃ বারী হাওলাদার
৯ নং লেন, সবুজবাগ
পটুয়াখালী।

প্রতিপক্ষ ঃ জনাব মোঃ সফিউদ্দিন
নির্বাহী প্রকৌশলী
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)
পানি উন্নয়ন বোর্ড, কলাপাড়া, পটুয়াখালী।

সিদ্ধান্তপত্র।

(তারিখ ঃ ২৭-০১-২০১৪ ইং)

অভিযোগকারী জনাব মোঃ মোখলেছুর রহমান ২৭-০৮-২০১৩ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলার পানি উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনাব মোঃ সফিউদ্দিন বরাবরে নিম্নরূপ তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

ক) কলাপাড়া পাউবো ডিভিশন প্রতিষ্ঠার তারিখ এবং প্রতিষ্ঠা থেকে ৩০ জুন, ২০১৩ পর্যন্ত ইস্যুকৃত লাইসেন্সের সংখ্যা, ঠিকানা।

খ) উক্ত সময়ে প্রতিষ্ঠান ওয়ারী/প্রকল্পওয়ারী উন্নয়ন কাজের বছর ওয়ারী সংখ্যা, টাকার পরিমান, কাজের পরিমান ও প্রকল্প সমূহের সর্বশেষ অগ্রগতি।

গ) অত্র ডিভিশনের অধীনে বাস্তবায়িত সকল কাজের টেন্ডার নোটিশ, কার্যাদেশ ও ওপেনিং শিট।

০২। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) অভিযোগকারীর আবেদন গ্রহণ না করায় ২৯-০৮-২০১৩ তারিখে তিনি পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলার পানি উন্নয়ন বোর্ডের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) ০৮-০৯-২০১৩ তারিখের পিসি-১/১৯৫ নং স্মারকে অভিযোগকারীকে তথ্য সরবরাহের নির্দেশ দিলেও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) তথ্য সরবরাহ না করায় তিনি ০৩-১০-২০১৩ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৩। বিষয়টি কমিশনের ০৫-১২-২০১৩ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ২৩-১২-২০১৩ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৪। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) ২২-১২-২০১৩ তারিখে সময় চেয়ে আবেদন করেন। কমিশন কর্তৃক সময়ের আবেদন মঞ্জুর করা হয় এবং ২৭-০১-২০১৪ তারিখ পুনরায় শুনানীর দিন ধার্য করে অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৫। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী জনাব মোঃ মোখলেছুর রহমান; প্রতিপক্ষ, পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলার পানি উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনাব মোঃ সফিউদ্দিন হাজির। অভিযোগকারী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর নিকট ০১ নং অনুচ্ছেদে উল্লিখিত তথ্য চেয়ে আবেদন করেন। তথ্য না পেয়ে তিনি আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) তথ্য সরবরাহের নির্দেশ দিলেও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) তাকে তথ্য সরবরাহ না করায় তিনি তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

(অঃ পৃঃ দ্রঃ)

০৬। পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলার পানি উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তিনি অভিযোগকারী কর্তৃক দাখিলকৃত তথ্য প্রাপ্তির আবেদন প্রাপ্ত হননি। পরবর্তীতে আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) এর মাধ্যমে অভিযোগকারীর তথ্য প্রাপ্তির আবেদনের বিষয়টি জানতে পারেন। অফিসের কর্মচারীকে তথ্য প্রস্তুতের জন্য দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল। এছাড়া দেশের বাহিরে থাকার কারণে যথাসময়ে তথ্য সরবরাহ করতে পারেননি এবং বর্তমানে অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য প্রস্তুত রয়েছে মর্মে জানান। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করবেন মর্মে নিশ্চয়তা প্রদান করেন।

পর্যালোচনা।

অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) উভয়ের বক্তব্য শ্রবনান্তে, দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) অভিযোগকারীর তথ্য প্রাপ্তির আবেদন প্রাপ্ত হননি। পরবর্তীতে আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) এর মাধ্যমে তথ্য প্রাপ্তির আবেদনের বিষয়টি জানতে পেরে অফিসের কর্মচারীকে তথ্য প্রস্তুতের জন্য দায়িত্ব দিয়েছিলেন। এছড়া সে সময় দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) দেশের বাহিরে থাকার কারণে তথ্য সরবরাহ করা সম্ভব হয়নি। পরবর্তীতে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য প্রস্তুত করে রেখেছেন এবং তা অভিযোগকারীকে সরবরাহের নিশ্চয়তা প্রদান করায় অভিযোগটি নিস্পত্তিযোগ্য মর্মে গণ্য করা যায়।

সিদ্ধান্ত।

বিস্তারিত পর্যালোচনান্তে নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদানপূর্বক অভিযোগটি নিস্পত্তি করা হলো ঃ-

৮। তথ্যের মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে আগামী ০৬-০২-২০১৪ তারিখ বা তদপূর্বে অভিযোগকারীকে তার প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করার জন্য পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলার পানি উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে নির্দেশনা দেয়া হলো।

৯। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা-৯ এবং তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর বিধি-৮ অনুযায়ী সরবরাহকৃত তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থ ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ নং কোডে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে নির্দেশ দেয়া হলো।

১০। নির্দেশনাগুলো বাস্তবায়ন/প্রতিপালন করে তথ্য কমিশনকে অবহিত করার জন্য উভয়পক্ষকে বলা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত	**স্বাক্ষরিত**	**স্বাক্ষরিত**
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)	**(মোহাম্মদ আবু তাহের)**	**(মোহাম্মদ ফারুক)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

[মিজান]

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ১০৪/২০১৩

অভিযোগকারী ঃ জনাব মোঃ হেলাল উদ্দীন খাঁ
পিতা-মোঃ হাবিবুর রহমান খাঁ
গ্রামঃ কাকবাসিয়া
পোঃ আনুলিয়া আশাশুনি
সাতক্ষিরা।

প্রতিপক্ষ ঃ জনাব মোঃ রুহুল আমিন
প্রধান শিক্ষক
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)
কাকবাসিয়া বঙ্গবন্ধু মাধ্যমিক বিদ্যালয়
আশাশুনি, সাতক্ষিরা।

সিদ্ধান্তপত্র।

(তারিখ ঃ ২৩-১২-২০১৩ ইং)

অভিযোগকারী জনাব মোঃ হেলাল উদ্দীন খাঁ ১৮-০৭-২০১৩ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে জনাব মোঃ রুহুল আমিন, প্রধান শিক্ষক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), কাকবাসিয়া বঙ্গবন্ধু মাধ্যমিক বিদ্যালয়, আশাশুনি, সাতক্ষিরা বরাবরে নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

- **নির্মানাধীন ভবন এর সমঝোতা স্মারক, ভবন নির্মানের নির্দেশনা এবং বাজেট কপি ও প্রকল্প কমিটির তালিকাসহ পূর্বের রেজুলেশন কপি।**

০২। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রার্থীত তথ্য না পেয়ে অভিযোগকারী ০৩-০৯-২০১৩ তারিখে ডঃ মোহাম্মদ শিহাব উদ্দিন, সভাপতি ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই), কাকবাসিয়া বঙ্গবন্ধু মাধ্যমিক বিদ্যালয়, আশাশুনি, সাতক্ষিরা বরাবরে জি ই পি ডাকযোগে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তিনি ০৮-১০-২০১৩ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৩। বিষয়টি কমিশনের ০৫-১২-২০১৩ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ২৩-১২-২০১৩ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৪। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী জনাব মোঃ হেলাল উদ্দীন খাঁ গরহাজির কিন্তু জনাব মোঃ রুহুল আমিন, প্রধান শিক্ষক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), কাকবাসিয়া বঙ্গবন্ধু মাধ্যমিক বিদ্যালয়, আশাশুনি, সাতক্ষিরা হাজির। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তথ্য প্রাপ্তির আবেদন পাবার পর তাৎক্ষনিকভাবে তার কাছে তথ্য না থাকায় তথ্য সরবরাহ করা সম্ভব হয়নি। তথ্য সংগ্রহ করে অভিযোগকারীকে প্রদানের জন্য সাথে নিয়ে এসেছেন।

পর্যালোচনা।

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর বক্তব্য শ্রবনান্তে এবং দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর নিকট অভিযোগকারীর তথ্য সংগৃহীত ছিলনা, পরবর্তীতে তিনি তথ্য সংগ্রহ করে সাথে নিয়ে এসেছেন। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য সরবরাহের নিশ্চয়তা প্রদান করায় অভিযোগটি নিষ্পত্তিযোগ্য মর্মে গণ্য করা যায়।

(অঃ পৃঃ দ্রঃ)

সিদ্ধান্ত।

বিস্তারিত পর্যালোচনান্তে নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদানপূর্বক অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো ঃ-

১১।তথ্যের মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে আগামী ৩১-১২-২০১৩ তারিখ বা তদ্পূর্বে অভিযোগকারীকে তার প্রার্থীত সরবরাহ করার জন্য প্রধান শিক্ষক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), কাকবাসিয়া বঙ্গবন্ধু মাধ্যমিক বিদ্যালয়, আশাশুনি, সাতক্ষিরা কে নির্দেশনা দেয়া হলো।

১২।তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা-৯ এবং তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর বিধি-৮ অনুযায়ী সরবরাহকৃত তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থ ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ নং কোডে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে নির্দেশ দেয়া হলো।

১৩। নির্দেশনাগুলো বাস্তবায়ন/প্রতিপালন করে তথ্য কমিশনকে অবহিত করার জন্য উভয়পক্ষকে বলা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত/-
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)
তথ্য কমিশনার

স্বাক্ষরিত/-
(মোহাম্মদ ফারুক)
প্রধান তথ্য কমিশনার

[মিজান]

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ১০৫/২০১৩

অভিযোগকারী ঃ জনাব মোঃ মোখলেছুর রহমান
পিতা-মোঃ আঃ বারী হাওলাদার
৯ নং লেন, সবুজবাগ
পটুয়াখালী।

প্রতিপক্ষ ঃ জনাব মোঃ সফিউদ্দিন
নির্বাহী প্রকৌশলী
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)
পানি উন্নয়ন বোর্ড, কলাপাড়া, পটুয়াখালী।

সিদ্ধান্তপত্র।

(তারিখ ঃ ২৭-০১-২০১৪ ইং)

অভিযোগকারী জনাব মোঃ মোখলেছুর রহমান ২৭-০৮-২০১৩ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলার পানি উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনাব মোঃ সফিউদ্দিন বরাবরে নিম্নরূপ তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

- **ঘ) কলাপাড়া পাউবো ডিভিশন প্রতিষ্ঠার তারিখ এবং প্রতিষ্ঠা থেকে ৩০ জুন, ২০১৩ পর্যন্ত ইস্যুকৃত লাইসেন্সের সংখ্যা, ঠিকানা, ক্যাটাগরি।**
- **ঙ) উক্ত সময়ে প্রতিষ্ঠান ওয়ারী/প্রকল্পওয়ারী উন্নয়ন কাজের বছর ওয়ারী সংখ্যা, টাকার পরিমান, কাজের পরিমান ও প্রকল্প সমূহের সর্বশেষ অগ্রগতি।**
- **চ) অত্র ডিভিশনের অধীনে বাস্তবায়িত সকল কাজের টেন্ডার নোটিশ, কার্যাদেশ ও ওপেনিং শিট।**

০২। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) অভিযোগকারীর আবেদন গ্রহণ না করায় ২৯-০৮-২০১৩ তারিখে তিনি পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলার পানি উন্নয়ন বোর্ডের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) ০৮-০৯-২০১৩ তারিখের পিসি-১/১৯৫ নং স্মারকে অভিযোগকারীকে তথ্য সরবরাহের নির্দেশ দিলেও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) তথ্য সরবরাহ না করায় তিনি ০৮-১০-২০১৩ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৩। বিষয়টি কমিশনের ০৫-১২-২০১৩ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ২৩-১২-২০১৩ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৪। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) ২২-১২-২০১৩ তারিখে সময় চেয়ে আবেদন করেন। কমিশন কর্তৃক সময়ের আবেদন মঞ্জুর করা হয় এবং ২৭-০১-২০১৪ তারিখ পুনরায় শুনানীর দিন ধার্য করে অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৫। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী জনাব মোঃ মোখলেছুর রহমান; প্রতিপক্ষ, পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলার পানি উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনাব মোঃ সফিউদ্দিন হাজির। অভিযোগকারী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর নিকট ০১ নং অনুচ্ছেদে উল্লিখিত তথ্য চেয়ে আবেদন করেন। তথ্য না পেয়ে তিনি আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) তথ্য সরবরাহের নির্দেশ দিলেও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) তাকে তথ্য সরবরাহ না করায় তিনি তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

(অঃ পৃঃ দ্রঃ)

০৬। পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলার পানি উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তিনি অভিযোগকারী কর্তৃক দাখিলকৃত তথ্য প্রাপ্তির আবেদন প্রাপ্ত হননি।

পরবর্তীতে আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) এর মাধ্যমে অভিযোগকারীর তথ্য প্রাপ্তির আবেদনের বিষয়টি জানতে পারেন। অফিসের কর্মচারীকে তথ্য প্রস্তুতের জন্য দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল। এছাড়া দেশের বাহিরে থাকার কারণে যথাসময়ে তথ্য সরবরাহ করতে পারেননি এবং বর্তমানে অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য প্রস্তুত রয়েছে মর্মে জানান। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করবেন মর্মে নিশ্চয়তা প্রদান করেন।

পর্যালোচনা।

অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) উভয়ের বক্তব্য শ্রবনান্তে, দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) অভিযোগকারীর তথ্য প্রাপ্তির আবেদন প্রাপ্ত হননি। পরবর্তীতে আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) এর মাধ্যমে তথ্য প্রাপ্তির আবেদনের বিষয়টি জানতে পেরে অফিসের কর্মচারীকে তথ্য প্রস্তুতের জন্য দায়িত্ব দিয়েছিলেন। এছড়া সে সময় দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) দেশের বাহিরে থাকার কারণে তথ্য সরবরাহ করা সম্ভব হয়নি। পরবর্তীতে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য প্রস্তুত করে রেখেছেন এবং তা অভিযোগকারীকে সরবরাহের নিশ্চয়তা প্রদান করায় অভিযোগটি নিষ্পত্তিযোগ্য মর্মে গণ্য করা যায়।

সিদ্ধান্ত।

বিস্তারিত পর্যালোচনান্তে নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদানপূর্বক অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো ঃ-

১৪। তথ্যের মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে আগামী ০৬-০২-২০১৪ তারিখ বা তদ্‌পূর্বে অভিযোগকারীকে তার প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করার জন্য পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলার পানি উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে নির্দেশনা দেয়া হলো।

১৫। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা-৯ এবং তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর বিধি-৮ অনুযায়ী সরবরাহকৃত তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থ ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ নং কোডে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে নির্দেশ দেয়া হলো।

১৬। নির্দেশনাগুলো বাস্তবায়ন/প্রতিপালন করে তথ্য কমিশনকে অবহিত করার জন্য উভয়পক্ষকে বলা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত	**স্বাক্ষরিত**	**স্বাক্ষরিত**
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)	**(মোহাম্মদ আবু তাহের)**	**(মোহাম্মদ ফারুক)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

[মিজান]

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ১০৬/২০১৩

অভিযোগকারী ঃ জনাব আবু মুছা
পিতা-মৃত আব্দুস সোবহান
গ্রাম-উঃ মুঃ মদাতী
ডাক-ভোটমারী, কালীগঞ্জ
লালমনিরহাট।

প্রতিপক্ষ ঃ ডঃ গোলাম আজম মওদুদী
অধ্যক্ষ
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)
মুনিরাবাদ সুফিয়া একরামিয়া আলিম মাদরাসা
ভোটমারী কালীগঞ্জ, লালমনিরহাট।

সিদ্ধান্তপত্র।

(তারিখ ঃ ০৩-০৩-২০১৪ ইং)

অভিযোগকারী জনাব আবু মুছা, ১৬-০৭-২০১৩, ১২-০৯-২০১৩ ও ১২-১০-২০১৩ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে ডঃ গোলাম আজম মওদুদী, অধ্যক্ষ ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), মুনিরাবাদ সুফিয়া একরামিয়া আলিম মাদরাসা, ভোটমারী, কালীগঞ্জ, লালমনিরহাট বরাবরে রেজিস্টার্ড ডাকযোগে নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

১৬-০৭-২০১৩ তারিখে প্রার্থীত তথ্যঃ

১। ছাত্র-ছাত্রী/ অভিভাবক এর প্রতি নোটিশের কপি।
২। তফসীল ঘোষনার কপি।
৩। নির্বাচিত ব্যক্তিগণের মনোনয়ন পত্রের কপি।
৪। খসড়া ভোটার তালিকার কপি।
৫। চূড়ান্ত ভোটার তালিকার কপি।
৬। প্রিজাইডিং অফিসার নিয়োগের কপি।
৭। নির্বাচনি ফলাফলের কপি।
৮। পূর্ণাঙ্গ কমিটির তালিকা।
৯। রেজুলেশনের যাবতীয় কপি।

১২-০৯-২০১৩ তারিখে প্রার্থীত তথ্যঃ

মুনিরাবাদ সুফিয়া একরামিয়া আলিম মাদরাসার কমিটি বিলুপ্ত (ভাঙ্গানো) সংক্রান্ত যাবতীয় নিম্নে বর্ণিত তথ্যঃ

১। সকল সদস্যগণের পদত্যাগ পত্র সমূহ।
২। কমিটি বিলুপ্ত (ভাঙ্গানো) যাবতীয় রেজুলেশনের কপি।
৩। উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার কর্তৃক তদন্ত প্রতিবেদন। তৎ সংক্রান্ত অন্যান্য যাবতীয় কাগজপত্র।
৪। উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক উপজেলা মৎস কর্মকর্তাকে প্রিজাইডিং অফিসার নিয়োগপত্র ও ভোটার তালিকা (চূড়ান্ত), নির্বাচনের ফলাফলের কপি, পূর্ণাঙ্গ কমিটির তালিকা, রেজুলেশনসহ যাবতীয় কাগজপত্র।
৫। বর্তমান এডহক কমিটি গঠনসহ যাবতীয় কাগজপত্র প্রয়োজন।

১২-১০-২০১৩ তারিখে প্রার্থীত তথ্যঃ

মুনিরাবাদ সুফিয়া একরামিয়া আলিম মাদরাসা কমিটি (নিয়মিত) গঠন, বিলুপ্ত ও নতুন এডহক কমিটি গঠন সংক্রান্ত যাবতীয় নিম্নে বর্ণিত কাগজপত্রঃ

১। ছাত্র-ছাত্রী/ অভিভাবক এর প্রতি নোটিশের কপি পূর্ণাঙ্গ কপি।
২। তফসিল ঘোষনার কপি, নির্বাচিত ব্যক্তিগনের মনোনয়ন কপি, খসড়া ভোটার তালিকা, চূড়ান্ত ভোটার তালিকার কপি।
৩। উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক উপজেলা মৎস কর্মকর্তাকে প্রিজাইডিং অফিসার নিয়োগ কপি।
৪। সকল সদস্যগণের (নিয়মিত কমিটির) পদত্যাগ পত্র সমূহ।
৫। নিয়মিত কমিটি বিলুপ্ত/ভাঙ্গানোর যাবতীয় রেজুলেশনের কপি। (অ:পৃ:দ্র:)
৬। গত ২৮-২৪-২০১৩ তারিখের আবেদনের প্রেক্ষিতে উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার কর্তৃক তদন্ত প্রতিবেদনের কপি।

৭। বর্তমানে গঠিত এডহক কমিটিসহ তৎ সংক্রান্ত যাবতীয় কাগজপত্র সমূহ।

০২। উক্ত ১৬-০৭-২০১৩ তারিখের রেজিস্টার্ড ডাকযোগে প্রেরিত আবেদনটি প্রাপক গ্রহণ না করার কারণে ফেরৎ আসায় এবং ১২-০৯-২০১৩ তারিখের হাতে হাতে আবেদন দিতে গেলেও অধ্যক্ষ ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) তা গ্রহণে অস্বীকৃতি জানান। ১৫-০৯-২০১৩ তারিখে তিনি উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার, কালিগঞ্জ, লালমনিরহাট বরাবরে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী তথ্য ও কাগজপত্র চেয়ে না পাওয়ার বিষয়টি অবহিত করেন। এ প্রেক্ষিতে ২৩-০৯-২০১৩ তারিখে উমাশিঅ/কালী/লাল/তদন্ত-১৩/২১৬ নং স্মারকে জনাব এস,এম শহীদুল ইসলাম, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার, কালিগঞ্জ, লালমনিরহাট কর্তৃক অধ্যক্ষ, মুনিরাবাদ সুফিয়া একরামিয়া আলিম মাদরাসা, ভোটমারী, কালীগঞ্জ, লালমনিরহাট কে আবেদনের মর্ম অনুযায়ী তথ্য সরবরাহের ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশনা প্রদান করেন। ১২-১০-২০১৩ তারিখে অভিযোগকারী অধ্যক্ষ এর কাছে তথ্য প্রাপ্তির আবেদন করলে পুনরায় তা প্রত্যাখান করেন। পরবর্তীতে অভিযোগকারী ২২-১০-২০১৩ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করেন।

০৩। বিষয়টি কমিশনের ০৫-১২-২০১৩ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ২৩-১২-২০১৩ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৪। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) ২২-১২-২০১৩ তারিখে সময় চেয়ে আবেদন করেন। কমিশন কর্তৃক সময়ের আবেদন মঞ্জুর করা হয় এবং ২৭-০১-২০১৪ তারিখ পুনরায় শুনানীর দিন ধার্য করে অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৫। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) শুনানীর ধার্য তারিখে গরহাজির। কমিশন কর্তৃক ০৩-০৩-২০১৪ তারিখ পুনরায় শুনানীর দিন ধার্য করে অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৬। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী জনাব আবু মুছা; প্রতিপক্ষ, ডঃ গোলাম আজম মওদুদী, অধ্যক্ষ ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), মুনিরাবাদ সুফিয়া একরামিয়া আলিম মাদরাসা, ভোটমারী, কালীগঞ্জ, লালমনিরহাট এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী জনাব মোঃ রাজু মিয়া হাজির। অভিযোগকারী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর নিকট ০১ নং অনুচ্ছেদে উল্লিখিত তথ্য চেয়ে আবেদন করেন। কিন্তু আবেদন গ্রহণ না করায় রেজিষ্ট্রি ডাকযোগে আবেদন করেন। রেজিষ্ট্রি ডাকযোগের আবেদন গ্রহণ না করায় ফেরৎ আসলে, তিনি আপীল আবেদন না করেই তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৭। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), মুনিরাবাদ সুফিয়া একরামিয়া আলিম মাদরাসা, ভোটমারী, কালীগঞ্জ, লালমনিরহাট তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, মাদ্রাসার সভা চলা কালীন সময়ে তথ্য জানতে চাইলে তিনি অভিযোগকারীকে তার প্রার্থীত তথ্যাদি নোটিশ বোর্ড হতে সংগ্রহ করতে বলেন। তিনি তথ্য প্রাপ্তির কোন লিখিত আবেদন পাননি। পূর্বে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ সম্পর্কে অবগত ছিলেন না, কমিশনের সমন পাবার পর তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে অবগত হয়েছেন। বর্তমানে তিনি তথ্য প্রস্তুত করে সাথে নিয়ে এসেছেন। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করবেন মর্মে নিশ্চয়তা প্রদান করেন।

০৮। অভিযোগকারী পূর্বে ০২ (দুই) বার কমিশনের শুনানীতে অংশ গ্রহণের জন্য কমিশনে উপস্থিত হন। কিন্তু দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) গরহাজির থাকায় তিনি হয়রানির শিকার হন। এজন্য কমিশন যাতায়াত, অবস্থান ও রাহা-খরচ বাবদ ১২৫০/=(এক হাজার দুই শত পঞ্চাশ) টাকা অভিযোগকারীকে পরিশোধ করার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে নির্দেশনা প্রদান করলে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এতে সম্মতি প্রদান করেন।

(অ: পৃ: দ্র:)

পর্যালোচনা।

অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) উভয়ের বক্তব্য শ্রবনান্তে, দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ সম্পর্কে অবগত ছিলেন না, কমিশনের সমন পাবার পর তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে অবগত হয়েছেন এবং তথ্য প্রস্তুতপূর্বক সাথে নিয়ে এসেছেন। কমিশনের নির্দেশনা অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য সরবরাহের নিশ্চয়তা প্রদান করায় অভিযোগটি নিষ্পত্তিযোগ্য মর্মে গণ্য করা যায়।

সিদ্ধান্ত।

বিস্তারিত পর্যালোচনান্তে নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদানপূর্বক অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো ঃ-

১৭। তথ্যের মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে আগামী ২৪ ঘন্টা বা তদ্‌পূর্বে অভিযোগকারীকে তার প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করার জন্য অধ্যক্ষ ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), মুনিরাবাদ সুফিয়া একরামিয়া আলিম মাদরাসা, ভোটমারী, কালীগঞ্জ, লালমনিরহাট কে নির্দেশনা দেয়া হলো।

১৮। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা-৯ এবং তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর বিধি-৮ অনুযায়ী সরবরাহকৃত তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থ ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ নং কোডে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে নির্দেশ দেয়া হলো।

১৯।নির্দেশনাগুলো বাস্তবায়ন/প্রতিপালন করে তথ্য কমিশনকে অবহিত করার জন্য উভয়পক্ষকে বলা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)
তথ্য কমিশনার

স্বাক্ষরিত
(মোহাম্মদ ফারুক)
প্রধান তথ্য কমিশনার

[মিজান]

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ১০৭/২০১৩

অভিযোগকারী ঃ জনাব শিরিশ পাহাড়ীয়া
পিতা-শ্রীপদ পাহাড়ীয়া
গ্রাম-বড় বাহাদুরপুর
পোঃ-সালামপুর
লালপুর, নাটোর।

প্রতিপক্ষ ঃ জনাব মোঃ আমিরুল ইসলাম
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)
লালপুর, নাটোর।

সিদ্ধান্তপত্র।

(তারিখ ঃ ২৩-১২-২০১৩ ইং)

অভিযোগকারী জনাব শিরিশ পাহাড়ীয়া ২১-০৭-২০১৩ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে নাটোর জেলার লালপুর উপজেলার উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনাব মোঃ আমিরুল ইসলাম বরাবরে নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

- **আদিবাসী নৃ-তাত্ত্বিক জনগোষ্ঠির সরকারী বিভিন্ন ধরনের অনুদান প্রাপ্তির ম্যানুয়াল/নীতিমালা কি?**

০২। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রার্থীত তথ্য না পেয়ে অভিযোগকারী ১৭-০৯-২০১৩ তারিখে নাটোর জেলার জেলা প্রশাসক ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) জনাব মোঃ জাফর উল্লাহ বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তিনি ৩১-১০-২০১৩ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৩। বিষয়টি কমিশনের ০৫-১২-২০১৩ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ২৩-১২-২০১৩ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৪। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) গরহাজির। অভিযোগকারী তথ্য কমিশন বরাবরে পত্র প্রেরণপূর্বক উল্লেখ করেন যে, তিনি তথ্য প্রাপ্ত হয়েছেন, বর্তমানে তার কোন অভিযোগ/আপত্তি নেই বিধায় তিনি অভিযোগটি প্রত্যাহার করার আদেশ দানের অনুরোধ জানিয়েছেন।

পর্যালোচনা।

অভিযোগকারীর দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কর্তৃক অভিযোগকারীকে তথ্যাদি সরবরাহ করা হয়েছে। অভিযোগকারী তথ্য প্রাপ্ত হয়েছেন এবং অভিযোগটি প্রত্যাহারের জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন বিধায় অভিযোগটি নিষ্পত্তিযোগ্য মর্মে গণ্য করা যায়।

সিদ্ধান্ত।

যেহেতু, অভিযোগকারী তথ্য প্রাপ্ত হয়েছেন এবং অভিযোগটি প্রত্যাহার করার জন্য আবেদন করেছেন, সেহেতু, অভিযোগটি প্রত্যাহারের অনুমতি প্রদানসহ নিষ্পত্তি করা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত/-
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)
তথ্য কমিশনার

স্বাক্ষরিত/-
(মোহাম্মদ ফারুক)
প্রধান তথ্য কমিশনার

[মিজান]

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ১০৮/২০১৩

অভিযোগকারী ঃ জনাব দুলু বিশ্বাস (পাহাড়ীয়া)
পিতা-মৃত লগেন বিশ্বাস (পাহাড়ীয়া)
গ্রাম-ডহরশৈলা, পোঃ-ইশ্বরদী
থানাঃ লালপুর, নাটোর।

প্রতিপক্ষ ঃ জনাব মোঃ আমিরুল ইসলাম
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)
লালপুর, নাটোর।

সিদ্ধান্তপত্র।

(তারিখ ঃ ২৩-১২-২০১৩ ইং)

অভিযোগকারী জনাব দুলু বিশ্বাস (পাহাড়ীয়া) ২১-০৭-২০১৩ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে নাটোর জেলার লালপুর উপজেলার উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনাব মোঃ আমিরুল ইসলাম বরাবরে নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

- **লালপুর উপজেলার গরীব আদিবাসী নৃ-তাত্ত্বিক ছাত্র/ছাত্রী এর ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের শিক্ষা উপবৃত্তি বিতরণের চূড়ান্ত তালিকা।**

০২। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রার্থীত তথ্য না পেয়ে অভিযোগকারী ১৭-০৯-২০১৩ তারিখে নাটোর জেলার জেলা প্রশাসক ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) জনাব মোঃ জাফর উল্লাহ বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তিনি ৩১-১০-২০১৩ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৩। বিষয়টি কমিশনের ০৫-১২-২০১৩ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ২৩-১২-২০১৩ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৪। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) গরহাজির। অভিযোগকারী তথ্য কমিশন বরাবরে পত্র প্রেরণপূর্বক উল্লেখ করেন যে, তিনি তথ্য প্রাপ্ত হয়েছেন, বর্তমানে তার কোন অভিযোগ/আপত্তি নেই বিধায় তিনি অভিযোগটি প্রত্যাহার করার আদেশ দানের অনুরোধ জানিয়েছেন।

পর্যালোচনা।

অভিযোগকারীর দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কর্তৃক অভিযোগকারীকে তথ্যাদি সরবরাহ করা হয়েছে। অভিযোগকারী তথ্য প্রাপ্ত হয়েছেন এবং অভিযোগটি প্রত্যাহারের জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন বিধায় অভিযোগটি নিষ্পত্তিযোগ্য মর্মে গণ্য করা যায়।

সিদ্ধান্ত।

যেহেতু, অভিযোগকারী তথ্য প্রাপ্ত হয়েছেন এবং অভিযোগটি প্রত্যাহার করার জন্য আবেদন করেছেন, সেহেতু, অভিযোগটি প্রত্যাহারের অনুমতি প্রদানসহ নিষ্পত্তি করা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত/-
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)
তথ্য কমিশনার

স্বাক্ষরিত/-
(মোহাম্মদ ফারুক)
প্রধান তথ্য কমিশনার

[মিজান]

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ১০৯/২০১৩

অভিযোগকারী ঃ জনাব মোঃ গোলাম মোরশেদ
পিতা-মোঃ আব্দুল খালেক
চ-৫৯/৫,৫ম তলা, ফ্লাট নং-১৩
উত্তর বাড্ডা, ঢাকা-১২১২।

প্রতিপক্ষ ঃ ইরা দিব্রা
অধ্যক্ষ, ঢাকা নার্সিং কলেজ
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)
ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, ঢাকা।

সিদ্ধান্তপত্র।

(তারিখ ঃ ২৩-১২-২০১৩ ইং)

অভিযোগকারী জনাব মোঃ গোলাম মোরশেদ ২০-১০-২০১৩ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে ইরা দিব্রা, অধ্যক্ষ, ঢাকা নার্সিং কলেজ ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, ঢাকা বরাবরে নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

ক) বাংলাদেশ নার্সেস এসোসিয়েশন বি.এন.এ এর গঠন প্রনালী ও নীতিমালা এবং আইন কানুন সমূহ ।
খ) গত ০৭ বৎসর যাবত কেন নির্বাচনের মাধ্যমে কোন যোগ্য প্রতিনিধি নির্বাচন করা হয় নাই।
গ) গত ১০ বৎসরে কতজন নার্স বি.এন.এ. এর সদস্য হয়েছেন তার একটি নাম ঠিকানাসহ তালিকা।
ঘ) আপনি বি.এন.এ. এর সভাপতি হওয়ার পর আজ পর্যন্ত কি কি উন্নয়ন করেছেন তার একটি পূর্ণাঙ্গ তালিকা।
ঙ) আপনি বি.এন.এ. এর সভাপতি হওয়ার পর আয় ও ব্যায় এর একটি পূর্ণাঙ্গ তালিকা।

০২। অভিযোগকারী তার অভিযোগে উল্লেখ করেন যে, ইতোপূর্বে তিনি ইরা দিব্রা, অধ্যক্ষ, ঢাকা নার্সিং কলেজ ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, ঢাকা বরাবরে দুই বার আবেদন করেও কোন উত্তর বা তথ্য না পাওয়ায় হাতে হাতে একটি আবেদন পত্র দিতে গেলেও উল্লিখিত কর্মকর্তা গ্রহণ করেননি। পরবর্তিতে ২০-১০-২০১৩ তারিখে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে আবেদন করলেও তা গৃহীত না হলে অভিযোগকারী ৩১-১০-২০১৩ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৩। বিষয়টি কমিশনের ০৫-১২-২০১৩ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ২৩-১২-২০১৩ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৪। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী জনাব মোঃ গোলাম মোরশেদ ও ইরা দিব্রা, অধ্যক্ষ, ঢাকা নার্সিং কলেজ ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, ঢাকা হাজির। অভিযোগকারী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর নিকট ০১ নং অনুচ্ছেদে উল্লিখিত তথ্য চেয়ে আবেদন করেন। আবেদন গ্রহণ না করায় তিনি তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৫। অধ্যক্ষ, ঢাকা নার্সিং কলেজ ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, ঢাকা তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তিনি হাতে হাতে বা রেজিস্ট্রি ডাকযোগে কোন তথ্য প্রাপ্তির আবেদন প্রাপ্ত হননি। কমিশন কর্তৃক প্রদত্ত সমনের কপি প্রাপ্ত হননি তবে কমিশন হতে টেলিফোনে শুনানীর বিষয়ে অবগত করার প্রেক্ষিতে তিনি আজকে শুনানীতে হাজির হয়েছেন এবং তথ্য প্রাপ্তির আবেদন সম্পর্কে অবগত হয়েছেন।

(অঃ পৃঃ দ্রঃ)

০৬। অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী প্রদানযোগ্য হওয়ায় কমিশন কর্তৃক অভিযোগকারীকে উল্লিখিত তথ্য প্রদানের বিষয়ে নির্দেশনা দেয়া হয়। কমিশনের নির্দেশনা অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করার নিশ্চয়তা প্রদান করেন।

পর্যালোচনা।

অভিযোগকারী, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) উভয়ের বক্তব্য শ্রবনান্তে এবং দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) তথ্য প্রাপ্তির আবেদন প্রাপ্ত হননি বিধায় তথ্য প্রদান করতে পারেননি। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য কমিশনের নির্দেশনা অনুযায়ী সরবরাহের নিশ্চয়তা প্রদান করায় অভিযোগটি নিষ্পত্তিযোগ্য মর্মে গণ্য করা যায়।

সিদ্ধান্ত।

বিস্তারিত পর্যালোচনান্তে নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদানপূর্বক অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো ঃ-

২০। তথ্যের মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে আগামী ০২-০১-২০১৪ তারিখ বা তদ্‌পূর্বে অভিযোগকারীকে তার প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করার জন্য অধ্যক্ষ, ঢাকা নার্সিং কলেজ ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, ঢাকা কে নির্দেশনা দেয়া হলো।

২১।তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা-৯ এবং তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর বিধি-৮ অনুযায়ী সরবরাহকৃত তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থ ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ নং কোডে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে নির্দেশ দেয়া হলো।

২২। নির্দেশনাগুলো বাস্তবায়ন/প্রতিপালন করে তথ্য কমিশনকে অবহিত করার জন্য উভয়পক্ষকে বলা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত/-
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)
তথ্য কমিশনার

স্বাক্ষরিত/-
(মোহাম্মদ ফারুক)
প্রধান তথ্য কমিশনার

[মিজান]

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নংঃ ১১০/২০১৩

অভিযোগকারী ঃ জনাব আলাউদ্দিন আল মাছুম	**প্রতিপক্ষ ঃ জনাব মোহাম্মদ আলী**
পিতা-মরহুম মোঃ ইয়াকুব আলী	অফিসার ইন চার্জ
৬২৪/২ ইব্রাহীমপুর	ও
থানা-কাফরুল, ঢাকা।	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)
	ভাটারা থানা, ডিএমপি ঢাকা।

সিদ্ধান্তপত্র।

(তারিখ ঃ ২৪-১২-২০১৩ ইং)

অভিযোগকারী জনাব আলাউদ্দিন আল মাছুম ২৪-১০-২০১৩ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে জনাব মোহাম্মদ আলী, অফিসার ইন চার্জ ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), ভাটারা থানা, ডিএমপি ঢাকা বরাবরে নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

- **ঢাকা জেলার অন্তর্গত ভাটারা থানাধীন ভাটারা মৌজার ১৬১৮ নং আর. এস. খতিয়ানে ও ৬৬০০ নং আর. এস. দাগে মোট জমির পরিমান ০.২৩০০ একর। উক্ত ০.২৩০০ একরের মধ্যে আমার ০.০৯০০ একর সম্পত্তি। রাজউকের রাস্তার প্রয়োজনে উক্ত ০.২৩০০ এর ০.১০৪৬ একর সম্পত্তি অধিগ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়ে ঢাকা জেলা প্রশাসক তার এল. এ. ১৩/২০১০-১১ নং কেইসের মাধ্যমে আমাকে ৬ ধারার নোটিশ দেয়। আমি মহামান্য হাইকোর্টে ৮২৭৯/২১১ নং রীট পিটিশন দায়ের করি। মহামান্য হাইকোর্টের মহামান্য বিচারপতি জনাব মোহাম্মদ বজলুর রহমান এবং মহামান্য বিচারপতি এম. এনায়েতুর রহিমের গঠিত ডিভিশন বেঞ্চ বিগত ১৮-১০-২০১১ ইং তারিখে রাজউক/ জেলা প্রশাসকসহ সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে রুলনিশী জারী করেন এবং আমার উক্ত ০.০৯০০ একর সম্পত্তি হতে আমাকে/পিটিশনারকে যাতে উচ্ছেদ করতে না পারে মর্মে ৩ (তিন) মাসের নিষেধাজ্ঞার (Injunction) আদেশ জারী করেন। মহামান্য হাইকোর্ট নিষেধাজ্ঞার আদেশ পর্যায়ক্রমে বর্ধিত করে আসিতে থাকা অবস্থায় মহামান্য হাইকোর্টের মহামান্য বিচারপতি জনাব নাইমা হায়দার এবং মহামান্য বিচারপতি জনাব জাফর আহম্মেদের গঠিত ডিভিশন বেঞ্চ বিগত ২২-০৭-২০১৩ ইং তারিখে পরবর্তী রুল নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত বর্ধিত করেন। যা আপনি ভাটারা থানার জিডি নং ১২৭ তাং-০৩-০৮-২০১৩ ইং মূলে আমার দাখিলকৃত তথায় সংযুক্ত কপির মাধ্যমে প্রাপ্ত হয়ে যথারীতি অবহিত আছেন। আমার উক্ত ০.০৯০০ একর সম্পত্তিতে মহামান্য হাইকোর্টের নিষেধাজ্ঞার আদেশ জারী থাকা অবস্থায় বিচারাধীন ইস্যু নিয়ে জনৈক সামসুল হকের পক্ষে আমাকে হয়রানী করার নিমিত্তে তথাকথিত সন্ত্রাসী/চাঁদাবাজ/ভূমিদস্যু ফাতেমা জাহান (যার বিরুদ্ধে ভাটারা থানার মামলাসহ একাধীক থানার মামলা বিজ্ঞ আদালতে বিচারাধিন/ চলমান এবং যার বিরুদ্ধে একাধিক থানায় জি. ডি. আছে।) এর দাখিলকৃত আবেদনের প্রেক্ষিতে প্রভাবিত হয়ে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সমাধানের লক্ষ্যে ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয় খিলবাড়ির টেক শাহাদাতপুর, থানা ভাটারায়/ (নিষেধাজ্ঞা সম্বলিত নালিশী সম্পত্তি, থানা ভাটারায়) সরেজমিনে মাপ ঝোপ করা হবে মর্মে উপস্থিত হওয়ার নির্দেশ আমাকে প্রদত্ত বিগত ১৩-০৭-২০১৩, ১৭-০৮-২০১৩, ২৮-০৯-২০১৩ ইং তারিখে ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান কর্তৃক দেয় জরুরী নোটিশের বিরুদ্ধে আপনি থানা কর্তৃপক্ষ আমার দায়েরকৃত জি. ডি. লইতে অস্বীকার করত: কোন কার্যক্রম গ্রহণ করেননি। ফলে রাজউক/জেলা প্রশাসক কিংবা অন্য কারো দ্বারা আমাকে উচ্ছেদের নিমিত্তে কোন কার্যক্রম গ্রহণ করা হতে বিরত করার কিংবা মহামান্য হাইকোর্টের আদেশের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে আমাকে উচ্ছেদ করতে না পারে মর্মে সর্বাত্মক সহযোগীতা করা আপনি/সংশ্লিষ্ট ভাটারা থানার আইনত উচিৎ/জরুরী/এখতিয়ার কিনা তার তথ্য।**

০২। আবেদনটি সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানিয়ে ফেরৎ দিলে অভিযোগকারী ১০-১১-২০১৩ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

(অঃ পৃঃ দ্রঃ)

০৩। বিষয়টি কমিশনের ০৫-১২-২০১৩ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ২৪-১২-২০১৩ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৪। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী জনাব আলাউদ্দিন আল মাছুম হাজির। কিন্তু জনাব মোহাম্মদ আলী, অফিসার ইন চার্জ ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), ভাটারা থানা, ডিএমপি ঢাকা গরহাজির। অভিযোগকারী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর নিকট ০১ নং অনুচ্ছেদে উল্লিখিত তথ্য চেয়ে আবেদন করেন। আবেদনটি দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানিয়ে ফেরৎ দিলে তিনি তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন। শুনানীকালে অভিযোগকারী অবহিত করেন যে, প্রস্তাবিত বিষয়ে উচ্চ আদালতে রীট পিটিশন দায়ের করা হয়েছে এবং বিজ্ঞ আদালত কর্তৃক নিষেধাজ্ঞা জারী করা হয়েছে। আদালতের নিষেধাজ্ঞা থাকা অবস্থায় ইউপি চেয়ারম্যান কর্তৃক সরেজমিনে মাপ-ঝোক করা হবে মর্মে নোটিশ প্রদান করা হলে, উক্ত নোটিশের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত জিডি গ্রহণ করতে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অপারগতা প্রকাশ করেন।

পর্যালোচনা।

অভিযোগকারীর দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনা ও শুনানী অন্তে পরিলক্ষিত হয় যে, অভিযোগকারী কর্তৃক উচ্চ আদালতে রীট পিটিশন দায়ের করা হয়েছে এবং বিজ্ঞ আদালত কর্তৃক নিষেধাজ্ঞা জারী করা হয়েছে। যেহেতু, বিষয়টি উচ্চ আদালতে বিচারাধীন, সেহেতু, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৭(ট) ধারা অনুযায়ী Sub-judice বিবেচিত হওয়ায় এ বিষয়ে কমিশন কর্তৃক কোনরূপ সিদ্ধান্ত প্রদান করা আইনগতভাবে সমীচীন হবে না মর্মে প্রতীয়মান হয়।

সিদ্ধান্ত।

যেহেতু, অভিযোগকারী উচ্চ আদালতে রীট পিটিশন দায়ের করেছেন, যেহেতু, বিজ্ঞ আদালতের নিষেধাজ্ঞা রয়েছে এবং যেহেতু, বিষয়টি আদালতের এক্তিয়ারাধীন এবং Sub-judice, সেহেতু, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৭(ট) ধারা অনুযায়ী আদালতের বিচারাধীন বিষয়ে কমিশন কর্তৃক কোনরূপ সিদ্ধান্ত প্রদান করা সমীচীন হবে না বলে কমিশন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত/-
(মোহাম্মদ আবু তাহের)
তথ্য কমিশনার

স্বাক্ষরিত/-
(মোহাম্মদ ফারুক)
প্রধান তথ্য কমিশনার

[মিজান]

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ১১২/২০১৩

অভিযোগকারী ঃ জনাব আলাউদ্দিন আল মাছুম
পিতা-মরহুম মোঃ ইয়াকুব আলী
৬২৪/২ ইব্রাহীমপুর
থানা-কাফরুল, ঢাকা।

প্রতিপক্ষ ঃ রাবেয়া আক্তার
সচিব
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)
ভাটারা ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়
খিলবাড়ীরটেক, ভাটারা, ঢাকা।

সিদ্ধান্তপত্র।

(তারিখ ঃ ২৪-১২-২০১৩ ইং)

অভিযোগকারী জনাব আলাউদ্দিন আল মাছুম ১৪-০৫-২০১৩ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে রাবেয়া আক্তার, সচিব ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), ভাটারা ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, খিলবাড়ীরটেক, ভাটারা, ঢাকা বরাবরে নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

- **ঢাকা জেলা প্রশাসকের ১৩/২০১০-১১ নং এল, এ. কেইস সংক্রান্তে ৮২৭৯/২০১১ নংরীট পিটিশনে ঢাকা জেলার অন্তর্গত ভাটারা থানাধীন ভাটারা মৌজার আর, এস. ১৬১৮ নং খতিয়ানে ও আর. এস. ৬৬০০ নং দাগে মোট জমি ২৩ শতাংশ বা ০.২৩০০ একর। উক্ত ০.২৩০০ একরের মধ্যে পিটিশনার /আমি আলাউদ্দিন আল মাছুমের জমির পরিমান ০.০৯০০ একর। মহামান্য হাইকোর্ট পিটিশনারের উক্ত ০.০৯০০ একর সম্পত্তিতে বিগত ১৮-১০-২০১১ ইং তারিখে অত্র সংযুক্ত নিষেধাজ্ঞার /Injunction এর আদেশ জারী করেন। নিষেধাজ্ঞার আদেশ জারী থাকা অবস্থায় পিটিশনারকে/ আমাকে ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়ে ১৩-০৭-২০১৩ ইং তারিখের চেয়ারম্যানের পক্ষে জনাব আব্দুল আজিজ মেম্বরের স্বাক্ষরিত জরুরী নোটিশ প্রাপ্ত হয়ে স্ব-শরীরে প্রয়োজনীয় কাগজ পত্র ও সাক্ষ্য প্রমানসহ উপস্থিত হবার নির্দেশিত মর্ম মতে নির্ধারিত ২০-০৭-২০১৩ ইং তারিখে আমি ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়ে স্ব-শরীরে হাজির হই এবং নিষেধাজ্ঞার বিষয় ইউনিয়ন পরিষদকে তথা ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানকে ও আব্দুল আজিজ মেম্বরকে অবহিত করি। ফলে উক্ত নিষেধাজ্ঞা সম্বলিত জায়গা বিচারের নিমিত্তে বা মাপঝোক করার জন্য ধার্য্য ২২-০৮-২০১৩ ইং তারিখে আপনার চেয়ারম্যান কর্তৃক স্বাক্ষরিত অত্র সংযুক্ত নোটিশ দেয়ার আইনগত এখতিয়ার আছে কিনা বা ইহাতে আদালত অবমাননা হয়েছে কিনা তার তথ্য।**

০২। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রার্থীত তথ্য না পেয়ে অভিযোগকারী ১০-১১-২০১৩ তারিখে জনাব মোঃ আতাউর রহমান, চেয়ারম্যান ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই), ভাটারা ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, খিলবাড়ীরটেক, ভাটারা, ঢাকা বরাবরে আপীল আবেদন করেন। কিন্তু আপীল কর্তৃপক্ষ আপীল আবেদনটি গ্রহণ করতে অস্বিকার করে ফেরৎ দিলে অভিযোগকারী তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ২৫(১)(ক), ২৫(৪)-২৫(৯) ধারা অনুযায়ী ১০-১১-২০১৩ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৩। বিষয়টি কমিশনের ০৫-১২-২০১৩ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ২৪-১২-২০১৩ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৪। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী জনাব আলাউদ্দিন আল মাছুম ও রাবেয়া আক্তার, সচিব ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), ভাটারা ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, খিলবাড়ীরটেক, ভাটারা, ঢাকা এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী জনাব মোঃ বেলাল হোসেন হাজির। অভিযোগকারী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর নিকট ০১ নং অনুচ্ছেদে উল্লিখিত তথ্য চেয়ে আবেদন করেন। তথ্য না পেয়ে তিনি আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল কর্তৃপক্ষ আপীল আবেদন গ্রহণ না করে ফেরৎ দিলে তিনি তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

(অঃ পৃঃ দ্রঃ)

০৫। ভাটারা ইউনিয়ন পরিষদ এর সচিব ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, অভিযোগকারীর অভিযোগটি সুনির্দিষ্ট নয় এবং তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এক্তিয়ারাধীন নহে। তিনি আইনগত মতামত প্রদানের জন্য আবেদন করেছেন মাত্র। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর পক্ষে নিয়োজিত বিজ্ঞ আইনজীবী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, আদালত অবমাননা সংক্রান্ত মতামত শুধুমাত্র সংশ্লিষ্ট আদালত কর্তৃক নির্ধারণ করা যেতে পারে। এতদ্ব্যতীত অভিযোগকারী কর্তৃক বিজ্ঞ আদালতে রীট পিটিশন দায়ের করা হয়েছে এবং বিজ্ঞ আদালত কর্তৃক নিষেধাজ্ঞা জারী করা হয়েছে বিধায় এ বিষয়ে পরবর্তীতে আর কোন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়নি।

পর্যালোচনা।

অভিযোগকারী, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এবং তার নিয়োজিত বিজ্ঞ আইনজীবীর শুনানী অন্তে ও দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, অভিযোগকারী কর্তৃক উচ্চ আদালতে রীট পিটিশন দায়ের করা হয়েছে এবং বিজ্ঞ আদালত কর্তৃক নিষেধাজ্ঞা জারী করা হয়েছে। যেহেতু, বিষয়টি উচ্চ আদালতে বিচারাধীন, যেহেতু, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৭(ট) ধারা অনুযায়ী Sub-judice, সেহেতু, এ বিষয়ে কমিশনের কোনরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা আইনগতভাবে সমীচীন হবে না বলে প্রতীয়মান হয়।

সিদ্ধান্ত।

যেহেতু, অভিযোগকারী উচ্চ আদালতে রীট পিটিশন দায়ের করেছেন, যেহেতু, বিজ্ঞ আদালতের নিষেধাজ্ঞা রয়েছে এবং যেহেতু, বিষয়টি আদালতের এক্তিয়ারাধীন এবং Sub-judice, সেহেতু, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৭(ট) ধারা অনুযায়ী আদালতের বিচারাধীন বিষয়ে কমিশন কর্তৃক কোনরূপ সিদ্ধান্ত প্রদান করা সমীচীন হবে না বলে কমিশন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত/-
(মোহাম্মদ আবু তাহের)
তথ্য কমিশনার

স্বাক্ষরিত/-
(মোহাম্মদ ফারুক)
প্রধান তথ্য কমিশনার

[মিজান]

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ১১৩/২০১৩

অভিযোগকারী ঃ মাওলানা মোস্তাফিজুর রহমান
পিতা-মৃত মাওলানা ওবায়েদ উল্যা
প্রযত্নে-চতলিয়া বড়বাড়ী
গ্রাম+পোষ্ট-দঃ মান্দারী
লক্ষীপুর সদর, লক্ষীপুর।

প্রতিপক্ষ ঃ জনাব মোঃ মাহবুবুর রহমান বিল্লাহ
উপ-পরিচালক
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)
প্রাথমিক শিক্ষা, চট্টগ্রাম বিভাগ, চট্টগ্রাম।

সিদ্ধান্তপত্র।

(তারিখ ঃ ২৭-০১-২০১৪ ইং)

অভিযোগকারী মাওলানা মোস্তাফিজুর রহমান ২৪-০৮-২০১০৩ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে উপ-পরিচালক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), প্রাথমিক শিক্ষা, চট্টগ্রাম বিভাগ, চট্টগ্রাম বরাবরে রেজিষ্টার্ড ডাকযোগে নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

- **ডাক বিভাগের ৭৫৯ (তাং ০৪-০৯-২০১২) নং রেজিস্ট্রেশনের অভিযোগপত্র, যাহা আপনার কার্যালয়ে ০৫-০৯-২০১২ ইং গৃহীত হয়, তাহার ব্যবস্থা গ্রহণের অগ্রগতির তথ্য।**

০২। আবেদনটি উপ-পরিচালকের কার্যালয় কর্তৃক গ্রহণ না করে ফেরৎ দিলে পুনরায় ০৮-০৯-২০১৩ তারিখে অভিযোগের অগ্রগতি সম্পর্কে তথ্য জানতে চেয়ে এবং তথ্য সরবরাহ করা না গেলে অপারগতার নোটিশ এর জন্য ফরম "খ" সংযুক্ত করে রেজিষ্টার্ড ডাকযোগে তথ্য প্রাপ্তির আবেদন করেন। পুনরায় তথ্য প্রাপ্তির আবেদন ফেরৎ দেয়ায় তিনি আপীল আবেদন না করেই ১৯-১১-২০১৩ তারিখে তথ্য কমিশনে সরাসরি অভিযোগ দাখিল করেন।

০৩। বিষয়টি কমিশনের ০৫-১২-২০১৩ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ২৪-১২-২০১৩ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৪। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) সময় চেয়ে আবেদন করেন। কমিশন কর্তৃক সময়ের আবেদন মঞ্জুর করা হয় এবং ২৭-০১-২০১৪ তারিখ পুনরায় শুনানীর দিন ধার্য করে অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৫। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী মাওলানা মোস্তাফিজুর রহমান তার লিখিত বক্তব্য দাখিল করে গরহাজির; প্রতিপক্ষ, উপ-পরিচালক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), প্রাথমিক শিক্ষা, চট্টগ্রাম বিভাগ, চট্টগ্রাম জনাব মোঃ মাহবুবুর রহমান বিল্লাহ হাজির। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী নির্ধারিত ফরমে পূর্বে অভিযোগকারীর কোন তথ্য প্রাপ্তির আবেদন তিনি প্রাপ্ত হননি। আবেদনকারী ইতোপূর্বে একজন শিক্ষকের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগ উল্লেখ করে ঐ শিক্ষককে অন্যত্র বদলির জন্য তার দপ্তরে একটি আবেদন দাখিল করেন। তার আবেদনের প্রেক্ষিতে তৎকালীন উপ-পরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা, চট্টগ্রাম বিভাগ, চট্টগ্রাম নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসারের সাথে যোগাযোগ করে জানতে পারেন যে, অভিযোগের বিষয়টি লক্ষীপুর সদর উপজেলা শিক্ষা অফিস কর্তৃক তদন্ত করা হয় এবং তদন্ত প্রতিবেদন পর্যালোচনায় আনীত অভিযোগ পুরোপুরি সত্য নয় মর্মে জানতে পারেন।

(অঃ পৃঃ দ্রঃ)

০৬। শিক্ষকের বিরুদ্ধে পূর্বে দায়েরকৃত অভিযোগটি পর্যালোচনা করে এবং জেলা শিক্ষা অফিসার ও উপজেলা শিক্ষা অফিসারের সহায়তায় অভিযুক্ত শিক্ষকের বিরুদ্ধে পুনরায় তদন্ত করতে হবে। আবেদনকারীকে ও প্রাথমিক শিক্ষা

অধিদপ্তরের মহাপরিচালককে তদন্ত কার্যক্রম এর বিষয় জানাতে হবে মর্মে কমিশন মতামত প্রদান করলে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) তাতে সম্মতি প্রদান করেন।

পর্যালোচনা।

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর বক্তব্য শ্রবনান্তে, উভয়ের দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) অভিযোগকারীর কোন তথ্য প্রাপ্তির আবেদন প্রাপ্ত হননি। আবেদনকারী ইতোপূর্বে একজন শিক্ষকের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগ উল্লেখ করে আবেদন দাখিল করলে বর্ণিত অভিযোগের বিষয়টি লক্ষীপুর সদর উপজেলা শিক্ষা অফিস কর্তৃক তদন্ত করা হয়। অভিযোগ পুরোপুরি সত্য নয় মর্মে তদন্ত প্রতিবেদন পর্যালোচনায় পাওয়া যায়। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) ঐ শিক্ষকের বিরুদ্ধে পুনরায় তদন্ত করে কমিশনের নির্দেশনা অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করার বিষয়ে নিশ্চয়তা প্রদান করলে অভিযোগটি নিষ্পত্তিযোগ্য মর্মে গণ্য করা যায়।

সিদ্ধান্ত।

বিস্তারিত পর্যালোচনান্তে নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদানপূর্বক অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো ঃ-

জেলা শিক্ষা অফিসার ও উপজেলা শিক্ষা অফিসারের সহায়তায় দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কর্তৃক ব্যক্তিগতভাবে অভিযুক্ত শিক্ষকের বিরুদ্ধে পুনরায় তদন্ত করে আবেদনকারীকে এবং প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালককে তদন্ত কার্যক্রমের বিষয়টি অবহিত করার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে নির্দেশনা দেয়া হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত	স্বাক্ষরিত	স্বাক্ষরিত
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)	**(মোহাম্মদ আবু তাহের)**	**(মোহাম্মদ ফারুক)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

[মিজান]

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ১১৪/২০১৩

অভিযোগকারী ঃ জনাব মোঃ খালিদুজ্জামান (শামীম)
পিতা-নূরুল ইসলাম
সুলতান প্লাজা, শহীদ স্মৃতি রোড
ছোট ব্রীজ সংলগ্ন, ২য় তলা
মধুপুর, টাঙ্গাইল।

প্রতিপক্ষ ঃ জনাব সানোয়ারুল হক
সহকারী কমিশনার
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)
জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, টাঙ্গাইল।

সিদ্ধান্তপত্র।

(তারিখ ঃ ২৭-০১-২০১৪ ইং)

অভিযোগকারী জনাব মোঃ খালিদুজ্জামান (শামীম) ০৫-০৫-২০১৩ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে টাঙ্গাইল জেলার জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সহকারী কমিশনার ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনাব ভাস্কর দেবনাথ বাপ্পি বরাবরে ২০০ (দুই শত) টাকার পোস্টাল অর্ডারসহ রেজিষ্টার্ড ডাকযোগে নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

ক) টাঙ্গাইল জেলাধীন মধুপুর উপজেলার মধুপুর মৌজার ময়মনসিংহ - টাঙ্গাইল সড়ক ও জামালপুর-মধুপুর সড়কের কোন কোন সি. এস. ও আর. এস. দাগের ভূমি অধিগ্রহণ করা হইয়াছে?

খ) অধিগ্রহণকৃত ভূমির দাগ ভিত্তিক পৃথক পৃথক পরিমান কত?

গ) অধিগ্রহণকৃত এল. এ. কেছ নম্বর কত?

০২। উক্ত আবেদনের প্রেক্ষিতে ০৭-০৫-২০১৩ তারিখে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, টাঙ্গাইল এর ভূমি অধিগ্রহণ অফিসারকে তথ্য প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হয়। ভূমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তা ফরিদা খানম ৯৯৫ নং স্মারকমূলে ১৬-০৫-২০১৩ তারিখে তথ্য প্রাপ্তির আবেদনে এল.এ কেস ও দাগ নম্বর না থাকায় তথ্য সরবরাহে অপারগতা প্রকাশ করেন। তথ্য না পাওয়ায় অভিযোগকারী ২২-০৯-২০১৩ তারিখে বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পর আপীল কর্তৃপক্ষ শুনানী গ্রহণান্তে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর সিদ্ধান্ত বহাল রেখে আপীল আবেদনটি খারিজ করেন। পরবর্তীতে তিনি ২১-১১-২০১৩ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৩। বিষয়টি কমিশনের ০৫-১২-২০১৩ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ২৪-১২-২০১৩ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৪। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) সময় চেয়ে আবেদন করেন। কমিশন কর্তৃক সময়ের আবেদন মঞ্জুর করা হয় এবং ২৭-০১-২০১৪ তারিখ পুনরায় শুনানীর দিন ধার্য করে অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৫। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী জনাব মোঃ খালিদুজ্জামান (শামীম); প্রতিপক্ষ, টাঙ্গাইল জেলার জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সহকারী কমিশনার ও বর্তমানে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনাব সানোয়ারুল হক হাজির। অভিযোগকারী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর নিকট ০১ নং অনুচ্ছেদে উল্লিখিত তথ্য চেয়ে আবেদন করেন। তথ্য না পেয়ে তিনি আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কর্তৃক প্রদত্ত সিদ্ধান্ত বহাল রাখেন। পরবর্তীতে তিনি তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

(অঃ পৃঃ দ্রঃ)

০৬। টাঙ্গাইল জেলার জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সহকারী কমিশনার ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তথ্য প্রাপ্তির আবেদন পাবার পর আবেদন অনুযায়ী তথ্য প্রদানের জন্য এল এ শাখায় পত্র প্রেরণ করা হয়। ভূমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তা তথ্য প্রাপ্তির আবেদনে এল.এ কেস ও দাগ নম্বর না থাকায় তথ্য সরবরাহে অপারগতা প্রকাশ করেন। অধিগ্রহণ সংক্রান্ত তথ্যাদি এল এ কেস রেজিস্টারে এল এ কেসের সাল এবং নম্বর অনুযায়ী লিপিবদ্ধ থাকে। ময়মনসিংহ-টাঙ্গাইল সড়ক ও জামালপুর-মধুপুর সড়ক টাঙ্গাইল জেলা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ারও আগে চল্লিশের দশকে তৈরী হয়। এল এ কেসের সাল এবং নম্বর ছাড়া কোন মৌজার অধিগ্রহণ সংক্রান্ত তথ্য খুঁজে বের করা কঠিন। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(২) ধারা অনুযায়ী অনুরোধকৃত তথ্যে নির্ভুল এবং সুস্পষ্ট বর্ণনা ছাড়াও চাহিত তথ্যের অবস্থান নির্ণয়ের জন্য অন্যান্য প্রয়োজনীয় প্রাসঙ্গিক তথ্যাবলী উল্লেখ করার বিধান রয়েছে। অভিযোগকারী তার আবেদনে এল এ কেসের সাল এবং নম্বর সংশ্লিষ্ট অধিগ্রহণকৃত ভূমির সি এস ও এস এ দাগ নম্বর উল্লেখ না করায় প্রার্থীত তথ্যাদি সরবরাহ করা সম্ভব হয়নি।

পর্যালোচনা।

অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) উভয়ের বক্তব্য শ্রবনান্তে, দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, অভিযোগকারী তার আবেদনে এল এ কেসের সাল এবং নম্বর সংশ্লিষ্ট অধিগ্রহণকৃত ভূমির সি এস ও এস এ দাগ নম্বর উল্লেখ না করায় প্রার্থীত তথ্যাদি সরবরাহ করা সম্ভব হয়নি। অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্যাদি দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর কার্যালয়ে না থাকলে তা উল্লেখপূর্বক কোন কার্যালয়ে তথ্য পাওয়া যাবে সে বিষয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) অভিযোগকারীকে সহায়তা করার নিশ্চয়তা প্রদান করায় অভিযোগটি নিষ্পত্তিযোগ্য মর্মে গণ্য করা যায়।

সিদ্ধান্ত।

বিস্তারিত পর্যালোচনান্তে নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদানপূর্বক অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো ঃ-

১। অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্যদি দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর কার্যালয়ে না থাকলে তা উল্লেখপূর্বক কোন কার্যালয়ে রয়েছে তা ০৭ (সাত) দিনের মধ্যে জানিয়ে দেয়ার জন্য টাঙ্গাইল জেলার জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সহকারী কমিশনার ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে নির্দেশনা দেয়া হলো। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) অভিযোগকারীকে বিষয়টি অবগত করার পর অভিযোগকারী সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) বরাবরে তথ্য প্রাপ্তির আবেদন করতে পারবেন।

২। সিদ্ধান্তের কপি জেলা প্রশাসক, ঢাকা, টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ ও জামালপুরকে প্রদান করতে হবে।

৩। নির্দেশনাগুলো বাস্তবায়ন/প্রতিপালন করে তথ্য কমিশনকে অবহিত করার জন্য উভয়পক্ষকে বলা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত	স্বাক্ষরিত	স্বাক্ষরিত
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)	**(মোহাম্মদ আবু তাহের)**	**(মোহাম্মদ ফারুক)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

[মিজান]

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ১১৫/২০১৩

অভিযোগকারী ঃ জনাব দেলাওয়ার বিন সিরাজ
পিতা-মৃত হাজী সিরাজ উদ্দিন
২/২ আর কে মিশন রোড
ঢাকা-১২০৩।

প্রতিপক্ষ ঃ জনাব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান
উপ-মহাব্যবস্থাপক
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)
মিল্কভিটা, ১৩৯-১৪০ তেজগাঁও সি/এ
ঢাকা-১২০৮।

সিদ্ধান্তপত্র।

(তারিখ ঃ ২৭-০১-২০১৪ ইং)

অভিযোগকারী জনাব দেলাওয়ার বিন সিরাজ ২৫-১১-২০১৩ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করে উল্লেখ করেন যে, তার দায়েরকৃত ৭৯/২০১৩ নং অভিযোগের প্রেক্ষিতে ২৩-০৯-২০১৩ তারিখে শুনানী গ্রহণান্তে কমিশন কর্তৃক প্রদত্ত সিদ্ধান্ত মোতাবেক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) তাকে তার প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করেননি এবং অভিযোগকারীর রাহা খরচ বাবদ ২০০/- টাকা পরিশোধ করেননি। তথ্য অধিকার রক্ষা ও তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে অত্র আইনের ২৭ (ঙ) উপধারামতে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ ও তার প্রার্থীত তথ্য প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করে অভিযোগ দাখিল করেন।

০২। বিষয়টি কমিশনের ০৫-১২-২০১৩ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ২৪-১২-২০১৩ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৩। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী জনাব দেলাওয়ার বিন সিরাজ; প্রতিপক্ষ, মিল্কভিটা এর উপ-মহাব্যবস্থাপক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী জনাব মোল্লা কিসমত হাবিব হাজির। শুনানীকালে বিবাদীপক্ষ সময় প্রার্থনা করেন। পূর্বের রাহা খরচ প্রদান সাপেক্ষে সময়ের আবেদন মঞ্জুর করার বিষয়টি বিবেচনা করা হবে বলে বিজ্ঞ আইনজীবীকে বলা হলে তিনি অভিযোগকারীকে রাহা খরচবাবদ ২০০/- টাকা প্রদান করেন। পরবর্তীতে কমিশন সময় মঞ্জুর করেন এবং ২৭-০১-২০১৪ তারিখ পুনরায় শুনানীর দিন ধার্য করে অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৪। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী জনাব দেলাওয়ার বিন সিরাজ; প্রতিপক্ষ, মিল্কভিটা এর উপ-মহাব্যবস্থাপক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনাব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান হাজির। অভিযোগকারী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তিনি সম্পূর্ণ তথ্য প্রাপ্ত না হওয়ায় পুনরায় তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন। পূর্বের রাহা খরচ বাবদ ২০০/- টাকা তাকে ২৪-১২-২০১৩ তারিখ শুনানীর দিন পরিশোধ করা হয়েছে।

০৫। মিল্কভিটা এর উপ-মহাব্যবস্থাপক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তিনি সমন প্রাপ্ত হননি, আজকে টেলিফোনের মাধ্যমে সংবাদ পেয়ে শুনানীতে উপস্থিত হয়েছেন। বিজ্ঞ আইনজীবী উপস্থিত না থাকায় আইনগত কিছু বিষয়ে সিদ্ধান্তের জন্য সময়ের আবেদন করেন। কমিশন কর্তৃক সময় মঞ্জুরের কোন গ্রাউন্ড না থাকায় এবং নিম্নলিখিত বিষয় বিবেচনায় সময়ের আবেদন নামঞ্জুর করা হয়।

- একই বিষয়ে পূর্বের ২৯/২০১৩ নং অভিযোগ পর্যালোচনা করে দেখা যায় একবার সময়ের আবেদন মঞ্জুর করা হয়েছে এবং আংশিক তথ্য সরবরাহ করা হয়েছে ।
- ৭৯/২০১৩ নং অভিযোগের ক্ষেত্রে তথ্য প্রদানের জন্য একবার সময়ের আবেদন, অভিযোগকারীকে রাহা খরচ বাবদ ২০০/- টাকা প্রদান সাপেক্ষে মঞ্জুর করা হয়েছে।

(অঃ পৃঃ দ্রঃ)

সময় মঞ্জুর না করার প্রেক্ষিতে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, অভিযোগকারী ব্যক্তিগত তথ্য চাওয়ায় তা প্রদান করা সম্ভব হয়নি। ৭৯/২০১৩ নং অভিযোগ পর্যালোচনায় অভিযোগকারী তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী কোন ব্যক্তিগত তথ্য চেয়ে তথ্য প্রাপ্তির আবেদন করেননি মর্মে কমিশন মনে করেন এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী তথ্য প্রদানের নির্দেশনা দেয়া হলে তিনি তথ্য প্রদানের ক্ষেত্রে কোন আপত্তি করেননি।

পর্যালোচনা।

অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) উভয়ের বক্তব্য শ্রবনান্তে, দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কর্তৃক অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য ব্যক্তিগত তথ্য বিবেচনাপূর্বক অভিযোগকারীকে সরবরাহ করেননি। কমিশনের নির্দেশনা অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী সরবরাহের নিশ্চয়তা প্রদান করায় অভিযোগটি নিষ্পত্তিযোগ্য মর্মে গণ্য করা যায়।

সিদ্ধান্ত।

বিস্তারিত পর্যালোচনান্তে নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদানপূর্বক অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো ঃ-

২৩। তথ্যের মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে আগামী ০৬-০২-২০১৪ তারিখ বা তদ্‌পূর্বে অভিযোগকারীকে তার প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করার জন্য মিল্কভিটা এর উপ-মহাব্যবস্থাপক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে নির্দেশনা দেয়া হলো।

২৪। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা-৯ এবং তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর বিধি-৮ অনুযায়ী সরবরাহকৃত তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থ ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ নং কোডে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে নির্দেশ দেয়া হলো।

২৫। নির্দেশনাগুলো বাস্তবায়ন/প্রতিপালন করে তথ্য কমিশনকে অবহিত করার জন্য উভয়পক্ষকে বলা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত	**স্বাক্ষরিত**	**স্বাক্ষরিত**
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)	**(মোহাম্মদ আবু তাহের)**	**(মোহাম্মদ ফারুক)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

[মিজান]

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ১১৬/২০১৩

অভিযোগকারী ঃ জনাব নাসিম আহমেদ
পিতা-এ. এ. আমিনুজ্জামান
ফ্লাট-বি, বাড়ী নং-৮
রোড নং ১৯, নিকুঞ্জ-২
খিলক্ষেত, ঢাকা।

প্রতিপক্ষ ঃ জনাব এস, এম কামাল উদ্দিন হায়দার
সহকারী পরিচালক (কলেজ-২)
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)
মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তর
শিক্ষা ভবন, ১৬ আব্দুল গণি সড়ক, ঢাকা।

সিদ্ধান্তপত্র।

(তারিখ ঃ ২৪-১২-২০১৩ ইং)

অভিযোগকারী জনাব নাসিম আহমেদ ৩০-০৯-২০১৩ ইং তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক (সাঃ প্রঃ) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনাব এ টি এম আল ফাত্তাহ বরাবরে নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে রেজিষ্টার্ড ডাকযোগে আবেদন করেন-

১) প্রকল্পের মালামাল হস্তান্তর শেষে গত ২২-১২-২০০৫ ইং তারিখে প্রকল্পের ভারপ্রাপ্ত পরিচালক জনাব আবুল কালাম আজাদ সাইফুদ্দিন কর্তৃক স্বাক্ষরিত বদলীর আদেশ অনুযায়ী আমাকে ঢাকা টিচার্স ট্রেনিং কলেজ থেকে ফেনী টিচার্স ট্রেনিং কলেজেবদলী করা হয়। প্রকল্পে থাকা সত্ত্বেও সে সময়ে আমাকে বদলীর অর্ডারের কপি কেন প্রদান করা হয়নি এ বিষয়ে তথ্য।

২) গত ২২-১২-২০০৫ ইং তারিখ থেকে ৩১-১২-২০০৫ ইং তারিখ পর্যন্ত প্রকল্প অফিসের মালামাল হস্তান্তর এবং হস্তান্তরের এজেন্ডা সহ পূর্ণাঙ্গ তথ্য।

৩) প্রকল্প সমাপ্তির পর গত ০১-০১-২০০৬ থেকে মাউশি অধিদপ্তর এবং ফেনী টিচার্স ট্রেনিং কলেজে কর্মরত থাকার জন্য মাউশি অধিদপ্তরের তৎকালীন মহাপরিচালক কর্তৃক স্বাক্ষরিত লিখিত আদেশসহ তথ্য।

৪) প্রকল্পে আমার চাকুরী সংক্রান্ত সকল তথ্যাদি মাউশি অধিদপ্তরের প্লানিং বিভাগে সংরক্ষিত থাকার পরও কেন আমার নাম, পদ, জন্ম তারিখ, নিয়োগ পত্রের নম্বর ও তারিখ, শিক্ষাগত যোগ্যতা প্রকল্পে যোগদানের তারিখসহ ইত্যাদি তথ্য প্রকরূপ অনুমোদিত পদের বিবরণীতে রাখা হয়নি এ বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ তথ্য।

৫) বাংলাদেশ সার্ভিস রুলের কোন বিধি অনুসরণ করে প্রকল্পের তৎকালীন ভারপ্রাপ্ত পরিচালক জনাব আবুল কালাম আজাদ সাইফুদ্দিন আমাকে বদলী করেন, উক্ত বিধিসহ বিস্তারিত তথ্য।

৬) গত ২২-০২-২০০৬ ইং তারিখে সালেহা খন্দকারকে (টেকনিক্যাল অফিসার, রিসোর্স সেন্টার, টিটিসি, ঢাকা) মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের পরিকল্পনা ও উন্নয়ন শাখার সহকারী পরিচালক (প্রকৌশল) জনাব আব্দুল খালেকের সাথে সার্বক্ষনিক সহায়তা দানের জন্য সংযুক্ত করা হয় (যা মাউশি অধিদপ্তরের পরিকল্পনা বিভাগের পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) প্রফেসর জোহরা উম্মে হাসান কর্তৃক স্বাক্ষরিত)। বদলী করার পর বদলীর অর্ডারের কপি এবং বদলীর তথ্য প্রদান না করে আমার নাম প্রকল্পের পদ বিবরনীতে না রেখে কেন সালেহা খন্দকারকে ঢাকা টিচার্স ট্রেনিং কলেজের কর্মকর্তা হিসেবে দেখানো হলো এ বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ তথ্য।

৭) প্রকল্প সমাপ্তির পর প্রকল্পের অন্যান্য কর্মকর্তা/কর্মচারী যে যেখানে যে অবস্থানে ছিলেন আমিও সেভাবে ছিলাম অর্থাৎ প্রকল্পের পদ রাজস্বখাতে স্থানান্তরের আশায় ছিলাম। প্রকল্প সমাপ্তির পর মাউশি অধিদপ্তরের প্লানিং বিভাগে কর্মরত থাকার লিখিত নির্দেশ প্রদান না করে কেন বার বার প্রকল্পে আমার কর্মরত না থাকার বিষয় উল্লেখ করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে তথ্য প্রেরণ করা হয় এ বিষয়ে তথ্য।

৮) প্রকল্পে আমার চাকুরী সংক্রান্ত সকল তথ্যাদি। প্রকল্পের মালামাল ও দলিলাদি মাউশি অধিদপ্তরের প্লানিং বিভাগে হস্তান্তরের পর মাউশি অধিদপ্তরের তৎকালীন মহাপরিচালক বদলী না করে পুনরায় প্রকল্পের তৎকালীন ভারপ্রাপ্ত প্রকল্প পরিচালক কেন আমাকে বদলী করেন এ বিষয়ে সঠিক এবং সত্য তথ্য দেয়ার জন্য অনুরোধ করা হলো।

(অঃ পৃঃ দ্রঃ)

৯) গত ১৭ এপ্রিল ২০০০ ইং তারিক, স্মারক নং- সম/মন্তব্য/টিম-৪(২) উ:প্র:নি:৪৭/৯৭-৬১ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের নির্দেশাবলী অনুসরণ করে প্রমোট প্রকল্প সমাপ্তির অন্তত ছয় মাস থেকে এক বৎসর পূর্বে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের প্রেরণকৃত প্রস্তাবের (যা জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অনুমোদিত ছক পূরণ করে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়) তথ্য। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এ তথ্য মাউশি অধিদপ্তরের শাখা থেকে সংগ্রহ করতে বলেছে।

১০) প্রকল্পের মালামাল হস্তান্তরের পর থেকে অদ্যাবধি পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে টেকনিক্যাল অফিসারের একটি পদ রাজস্বখাতে স্থানান্তরের জন্য প্রকল্পের ভারপ্রাপ্ত প্রকল্প পরিচালক এবং মাউশি অধিদপ্তরের মহাপরিচালক বরাবর আবেদন করা সত্ত্বেও এখন পর্যন্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা কেন নেওয়া হয়নি তার তথ্য।

০২। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রার্থীত তথ্য না পেয়ে অভিযোগকারী ০৬-১১-২০১৩ তারিখে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) ডঃ কামাল আব্দুল নাসের চৌধুরী বরাবরে রেজিষ্টার্ড ডাকযোগে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তিনি ২৫-১১-২০১৩ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৩। বিষয়টি কমিশনের ০৫-১২-২০১৩ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ২৪-১২-২০১৩ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৪। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী জনাব নাসিম আহমেদ; প্রতিপক্ষ, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক (কলেজ-২) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনাব এস, এম কামাল উদ্দিন হায়দার হাজির। অভিযোগকারী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর নিকট ০১ নং অনুচ্ছেদে উল্লিখিত তথ্য চেয়ে আবেদন করেন। তথ্য না পেয়ে তিনি আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৫। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক (কলেজ-২) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, অভিযোগকারীকে তথ্য মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে তথ্য সংগ্রহের জন্য পত্র প্রেরণ করা হয়েছিল। অভিযোগকারী তথ্য মূল্য পরিশোধপূর্বক তথ্য সংগ্রহ না করায় তাকে তথ্য প্রদান করা সম্ভব হয়নি। প্রার্থীত তথ্য অভিযোগকারীকে সরবরাহ করার জন্য তার নিকট সংরক্ষিত আছে। তথ্য মূল্য পরিশোধ করা হলে, অভিযোগকারীকে সরবরাহ করা সম্ভব হবে।

০৬। কেন তথ্য মূল্য পরিশোধ করা হয়নি কমিশনের এমন প্রশ্নের জবাবে অভিযোগকারী জানান যে, তিনি তথ্য মূল্য চালানের মাধ্যমে ব্যাংকে জমা দিয়ে সেটির একটি কপি ডাকযোগে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর নিকট প্রেরণ করেছেন। এছাড়া একই তথ্য বিভিন্নভাবে চাওয়ার কারণ সম্পর্কে অভিযোগকারীকে প্রশ্ন করা হলে, তিনি কোনরূপ সদুত্তর দিতে পারেননি।

পর্যালোচনা।

অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) উভয়ের বক্তব্য শ্রবনান্তে, দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কর্তৃক অভিযোগকারীকে তথ্য মূল্য পরিশোধপূর্বক তথ্য সংগ্রহের জন্য পত্র প্রেরণ করা হয়েছিল। কিন্তু তথ্য মূল্য পরিশোধ সংক্রান্ত কোনরূপ প্রমান দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর নিকট না পৌঁছায় অভিযোগকারীকে তথ্য প্রদান করা সম্ভব হয়নি। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কর্তৃক প্রার্থীত তথ্য অভিযোগকারীকে সরবরাহ করার জন্য তার নিকট সংরক্ষিত আছে। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য কমিশনের নির্দেশনা অনুযায়ী সরবরাহের নিশ্চয়তা প্রদান করায় অভিযোগটি নিষ্পত্তিযোগ্য মর্মে গণ্য করা যায়।

(অঃ পৃঃ দ্রঃ)

সিদ্ধান্ত।

বিস্তারিত পর্যালোচনান্তে নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদানপূর্বক অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো ঃ-

২৬। তথ্যের মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে আগামী **৩১-১২-২০১৩** তারিখ বা তদ্‌পূর্বে অভিযোগকারীকে তার প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করার জন্য মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক (কলেজ-২) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে নির্দেশনা দেয়া হলো।

২৭। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা-৯ এবং তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর বিধি-৮ অনুযায়ী সরবরাহকৃত তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থ **১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭** নং কোডে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে নির্দেশ দেয়া হলো।

২৮। নির্দেশনাগুলো বাস্তবায়ন/প্রতিপালন করে তথ্য কমিশনকে অবহিত করার জন্য উভয়পক্ষকে বলা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত/-
(মোহাম্মদ আবু তাহের)
তথ্য কমিশনার

স্বাক্ষরিত/-
(মোহাম্মদ ফারুক)
প্রধান তথ্য কমিশনার

[মিজান]